নিয়তি নিরন্তর

বজলুর রহমান

www.pathagar.com

নিয়তি নিরন্তর

www.pathagar.com

www.pathagar.com

নিয়তি নিরন্তর

বজলুর রহমান

খেয়া প্রকাশনী
ঢাকা

www.pathagar.com

নিয়তি নিরন্তর

(একটি সম্পূর্ণ উপন্যাস)

বজলুর রহমান

খে.প্র-৫

প্রকাশনায়
খেয়া প্রকাশনী
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫

পরিবেশনায়
আহসান পাবলিকেশন
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

গ্রন্থস্বত্ব
লেখক

প্রকাশকাল
প্রথম প্রকাশ
একুশে বই মেলা-২০০৬

মুদ্রণ
নয়ন মণি প্রিন্টার্স
চট্টগ্রাম

প্রচ্ছদ
মুবাশ্বির মজুমদার

মূল্য
একশত সত্তর টাকা মাত্র

Niyati Nirantor Written by Bazlur Rahman
Published by Kheya Prokashoni, Dhaka
First Print February, 2006
Price Tk. 170.00 ($ 3.00) only

ISBN : 984-32-2119-2

www.pathagar.com

সেজ ছেলে আতাউর রহমান ও
ছোট ছেলে আনোয়ার রহমান,
তোমরা যেখানে যে অবস্থায় থাক
সর্বদা মনে রেখ, আশাবাদী
কোনদিন নিরাশ হয় না,
যদি তার মধ্যে না থাকে হতাশা ॥

www.pathagar.com

www.pathagar.com

এমন দিন গেছে যেদিন মানুষ স্বপ্ন দেখে কল্পনার জাল বুনে মনে করতো আহ্! যদি সত্যি হত? সেই মানুষ কালের গর্ভে হারিয়ে গেছে, কিন্তু দিন চলে গেলেও আসছে, যাচ্ছে, আবার আসছে। আজ সেই মানুষ স্বপ্ন আর কল্পনাকে ছাড়িয়ে অনেক উর্ধ্বে উঠে এসেছে। অবান্তর বলে আর কিছুরই অস্তিত্ব থাকছে না, ক্রমান্বয়ে বিলীন হয়ে যাচ্ছে কালের গর্ভে। তাই আমি যা এঁকেছি তা দুরন্ত মনের উর্ধ্ব গগনের ছায়া হলেও সত্যিকার রূপ নিতে দীর্ঘ সময় নেবে না আশা রাখি।

— গ্রন্থকার

www.pathagar.com

নিয়তি নিরন্তর

www.pathagar.com

এক

তাদের বিয়ে হয়েছে আজ প্রায় দশ-এগার বছর। সংসারে কোন অভাব নেই। বন্ধু বান্ধব আত্মীয় স্বজন সবাই আছে। মধ্যবিত্ত সমাজ থেকে ক্রমান্বয়ে সমাজের উঁচু তলার চূঁড়া ছুই ছুই করছে। মান সম্মান প্রতিপত্তি যা যেখানে প্রয়োজন সেখানে তা আছে। সব কিছু থেকেও তবু মুনীর চৌধুরী আর তার পত্নী রেবেকা চৌধুরীর মন-প্রাণ অশান্তিতে ছেয়ে আছে সারাক্ষণ। তারা নিঃসন্তান। এই আওলিয়া দরবেশের পুণ্য ভূমিতে জন্মেছেন তাই উপর তলার সিঁড়ি মাড়ালেও ধর্মের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাস। কত তদবির তাগাদা করলেন, ডাক্তার কবিরাজও বাদ দেননি। অনেক সাধ্য সাধনার পরেও যখন একটা ছেলে-মেয়ের মুখ দেখতে পারলেন না, তখন চৌধুরী দম্পতি মনে করলেন কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে কঠোর পরিশ্রমের বিনিময়ে তারা যে প্রাচুর্যের মালিক হয়েছেন তার মূল্য সমাজের কাছে থাকলেও তাদের নিজেদের কাছে কানা কড়িও নেই।

মধ্যবিত্ত ঘরে জন্ম। এগার ভাইবোনের মধ্যে মাত্র তারা দু'ভাই বোন বেঁচে আছে। মা বাবার আদরের সন্তান, ননীর পুতুল, দু'চোখের মণি, কলিজার টুকরা। স্নেহের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে শৈশব কৈশর তারুণ্য পার করেছেন। লেখা পড়া শিখেছেন মাত্র ইন্টারমিডিয়েট পর্যন্ত। অনেক সন্তানের মধ্যে মাত্র দু'টি বেঁচে আছে তাই বেশী লেখা পড়া শিখিয়ে চোখের আড়াল করতে চাননি তাদের বাবা, মা। সখ করে ছেলে বিয়ে দিয়েছিলেন, নাতি পুতির মুখ দেখবেন বলে। তাদের নিয়ে আনন্দ করবেন। কল্পনার কত জাল বুনতেন মুখলেস চৌধুরী। তাদের আশা আকাঙ্খা পূরণ হল না। অনেকবার মনে করেছেন ছেলেকে পুনরায় বিয়ে দিয়ে আর একটা বউ নিয়ে আসবেন। ছেলে-মেয়ে হোক, সংসারে হাসি আনন্দে, আমোদ আহলাদে ছেয়ে যাক। কিন্তু তিনি কোনদিন সে কথা ছেলে বউয়ের সাথে মুখ ফুটে প্রকাশ করতে পারেননি। বউয়ের মুখের দিকে চেয়ে সব ভুলে গেছেন। তিনিই তো দেখে শুনে উচ্চবংশের সুন্দরী শিক্ষিতা মেয়ে পুত্র বধু হিসাবে নিয়ে এসেছেন। আজ আবার কোন মুখ নিয়ে তিনি ছেলের দ্বিতীয় বিয়ের কথা বলবেন। শেষে মনে সান্ত্বনা দেন তাদের তো এগারটা ছেলে-মেয়ে হয়েছিল। সবই তো গেল, থাকলো দু'টি। আল্লাহ পাক সুদিন দিলে এই বৌয়ের পেটেই ছেলে হবে। আশার আশায় গেল ছয় বছর। চৌধুরী গিন্নী দুনিয়া ছাড়লেন। এর দেড় বছর পরে চৌধুরী সাহেবও স্ত্রীর পথ ধরলেন। এবার মুনীর দম্পত্তি জগত সংসারকে শূন্য মনে

www.pathagar.com

করলেন। এতো থেকেও তারা নিজেদেরকে অসহায় মনে করলেন। দিনের বেলায় কাজের মধ্যে ডুবে থেকে কিছু অনুভব করতে না পারলেও রাতের বেলা যখন বিশ্রামের জন্য শয্যায় যান তখনই বোঝেন কত বেদনা বুকে জমাট বেধে আছে। কেউ কারও ব্যথা প্রকাশ করতে পারেন না। স্বামী চান না স্ত্রীর মনে দুঃখ দিতে, স্ত্রীও। কিন্তু উভয়ে উভয়ের মনের গভীর ক্ষতের কথা অনুভব করেন। যখন নিজেদের অজান্তে দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তখন তো কেউ কাউকে ফাঁকি দিতে পারেন না।

একদিন রাতে স্ত্রী দু'হাতে স্বামীর গলা জড়িয়ে ধরে আদর করে বললেন, আমি একটা কথা বলব শুন্‌বে?

কি বলবে বল।

তুমি আর একটা বিয়ে কর।

সেই গভীর রজনীতে সব নিস্তব্ধতা ভেঙে মুনীর চৌধুরী হো হো করে হেসে উঠলেন।

হাসলে যে!

হাসির কথা বললে হাসবো না তো কাঁদবো?

নীরব নিস্তব্ধ রজনী। কোথাও কোন সাড়া শব্দ নাই। কেবল দু'টি প্রাণের নিশ্বাসের শব্দ অন্ধকার ঘরে ঘুরপাক খাচ্ছে। কোন কথা বলতে না শুনে স্বামী মনে করলেন স্ত্রী হয়ত মনে ব্যথা পেয়েছেন। দু'হাতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে ব্যথিত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন রাগ করলে?

না।

তবে আর কথা বলছো না যে!

বললাম তো! কিন্তু তুমি যে আমার কথার উত্তর না দিয়ে হেসে উড়িয়ে দিলে?

এমন হাসির কথা শুনলে কেনা হাসে, বল?

তোমার যতসব ফাজলমি।

তা কেন, তুমি বিয়ে দিবে, নতুন বউ পাব এতো আনন্দের কথা?

আমি কিন্তু মেয়ে ঠিক করছি। তোমার কোন আপত্তি শুনব না। মা, বাবা আশায় আশায় চলে গেলেন। আমরাও আশায় আশায় শেষ হয়ে যাব। চৌধুরী বাড়ী খাঁ খাঁ করবে। লোকে বলবে হাটকুড়ির বংশ।

মুনীর চৌধুরী স্ত্রীর মুখ চেপে ধরে বললেন ছি! অমন অলুক্ষণে কথা বলতে নেই। এইতো ভাল আছি।

www.pathagar.com

ভাল না ছাই! আমি অক্ষম। তোমাকে ছেলে মেয়ে উপহার দিতে পারলাম না। আমার জন্য বংশধারা বজায় থাকবে না। একদিন এ বংশের স্বর্গীয় গুরুজনদের অভিশাপ আমাকেই বহন করতে হবে। কবরে যেয়েও শান্তি পাব না।

মুনীর চৌধুরী স্ত্রীর পিঠে হাত বুলাতে বুলাতে আদর করে বললেন তোমার ধারণা মিথ্যাও তো হতে পারে।

মিথ্যে হবে কেন?

এই ধর ফল ধরার ক্ষমতা তোমার আছে কিন্তু পুষ্ট বীজ দেয়ার ক্ষমতা আমার নেই।

ধেৎ! কি অসভ্য তুমি!

তুমি জানো না রেবা! সন্তান না হওয়ার জন্যে মানুষের মনে যে ধারণা জন্মে গেছে সেটা ভুল। এই বিজ্ঞানের যুগে এমন উদ্ভট কথা বললে ধোপে টিকে না।

এক বার পরীক্ষা করে দেখতে দোষ কি?

পরীক্ষার বিষয়টা বড় কঠিন রেবা। পাশ না করে ফেলও তো করতে পারি। এমন অনিশ্চিত বিষয়ের দিকে পা না দেয়া ভাল। কত ভালবাসি আমরা একে অপর, কেন এর মধ্যে ঘুন ধরাতে যাব। আমরা চেষ্টার ত্রুটি করিনি, আরও চেষ্টা করে যাব জীবনাবধি। আল্লাহ ইচ্ছা করলে যে কোন বয়সে সন্তান দিতে পারেন। তার অপার করুণার কোন শেষ নেই। তুমি ভেবনা। সুখ দুঃখ নিয়েই থাকি। মুনীর চৌধুরী স্ত্রী, বন্ধু বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলের দাবী উপেক্ষা করে কঠিন প্রতিজ্ঞা করলেন দ্বিতীয় বিয়ে করবেন না। রেবেকাও শেষ পর্যন্ত স্বামীর অনমনীয় মনোভাব দেখে হাল ছেড়ে দিলেন।

সুরাইয়া বেগম মুনীর চৌধুরীর বড় বোন। তিন ছেলে দুই মেয়ের মা। অকালেই স্বামী হারিয়ে বিধবা হয়েছেন তখন তার ছোট ছেলের বয়স তিন বছর। মেয়ে দু'টি বড়। তাদের বিয়ে হয়ে গেছে। তিনি স্বামীর সংসারে বেশ সুখেই আছেন। বড় ছেলে দু'টি স্কুলে পড়ে। ছেলের চাচাই এখন সংসারের কর্তা। অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্ত। তাই সুরাইয়া বেগমকে ছেলে মেয়ের জন্যে কোন বাড়তি চিন্তা করতে হয় না। তার দেবর জামাল অসম্ভব ভালো মানুষ। বড় ভাই তাকে কোলে পিঠে মানুষ করেছেন। তারপর ভাবীও তাকে অত্যধিক স্নেহ দিয়ে গড়ে তুলেছেন, যা শত প্রতিকূলতার মধ্যেও ভুলার নয়। ভাই দুনিয়া ত্যাগ করেছেন। ভাইপো ভাইঝিদের পিতার অভাব বুঝতে দেননি। তাদের আপন সন্তানের মত লালন পালন করছেন।

মুনীর চৌধুরী স্ত্রীর পীড়াপীড়িতে বিধবা বোনের ছোটছেলে আমির আলীকে দত্তক

www.pathagar.com

হিসাবে নিয়ে এলেন। তখন তার বয়স পাঁচ বছর। তাই সুরাইয়া বেগমকে বেশীর ভাগ সময় ভাই-এর বাড়ীতে কাটাতে হয়। চৌধুরী দম্পত্তি আমির আলিকে নিজ সন্তান মনে করে লালন পালন করতে লাগলেন। তাকে উপযুক্ত করে গড়ে তোলার জন্যে লেখা পড়ার দিকে খেয়াল দিলেন। চৌধুরী দম্পতির নিঃসঙ্গ জীবনে তখন কিছুটা স্বস্তি নেমে এল।

এই দুনিয়া যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি মহাবিজ্ঞানী। তার জ্ঞান ভাণ্ডার পরিপূর্ণ। কোন সময় বিন্দু পরিমাণও কমতি হয় না। কে বুঝবে তার লীলা খেলা। হে মহাশক্তিশালী প্রভু! জানি সব কিছু তোমার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে। তুমি কাউকে দাও তার চাওয়ার চেয়ে বেশী। কাউকে কর বঞ্চিত তার কল্পনারও বাইরে। যখন কেউ চাই তখন তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও, আবার না চাইতেই তুমি দাও সীমাহীন প্রাচুর্য। আমি জানি তোমার সৃষ্টির বাগানে কে সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতে আসবে তাও তুমি নির্ধারণ করে রেখেছো সৃষ্টির প্রথমলগ্নে। লক্ষ কোটি শুক্র কীটের মধ্যে মাত্র একটি কীটই যে প্রাণের জন্ম দেবে এতো তোমার দ্বারাই সম্ভব। এই দুনিয়ার রঙ্গমঞ্চে তুমি যাকে অভিনয় করতে পাঠাবে তাকে তো আসতেই হবে। যদিও আমি তাকে না চাই।

দুই

আমির আলী এসেছে দু'বছর পূর্ণ হয়ে গেল। পাড়ার অন্যান্য ছেলে মেয়েদের সাথে গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে যায়। তখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে উঠেছে। মামা মামীর স্নেহ ভালবাসা আর মায়ের কোল পোছা সন্তান তাই সেখানেও অতিরিক্ত পাওনা তাকে পিতার অভাব ভুলিয়ে দিয়েছে। তবে অতিরিক্ত আদর তাকে যেন ডানপিটের কাতারে নিয়ে যাচ্ছে। মুনীর চৌধুরী বুঝতে পারলেন এখনই যদি শাসনে রাখা না যায় তাহলে তাদের উদ্দেশ্য সব বিফলে যাবে। তিনি বাবা মার একমাত্র ছেলে বলে ইচ্ছা থাকা সত্বেও বেশী লেখাপড়া শিখতে পারেননি। তাদের সখ পূরণের জন্যে অল্প বয়সেই তাকে বিয়ে করে বউ নিয়ে সংসারে প্রবেশ করতে হয়েছিল। নিজের কোন সন্তান হল না এই কষ্ট থেকে রেহাই পেতেই স্ত্রীর ইচ্ছানুযায়ী ভাগ্নেকে এনেছেন। তাকে উচ্চ শিক্ষা দিয়ে সমাজের উপর তলায় দাঁড় করাবেন এমনই তাদের সংকল্প। তিনি মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে। ব্যবসা বাণিজ্য করে নিজ বুদ্ধি বলে অনেক পয়সার মালিক হয়েছেন। এ সময় তিনি আরও একটা ভাল

www.pathagar.com

সুযোগ পেয়ে গেলেন। তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু এনায়েত খান তার পিতার আমল থেকে বলধা চা বাগানের মালিক। তাদের আত্মীয় স্বজনের অধিকাংশ থাকেন লন্ডনে। এনায়েত খানের বাবাও সেখানে চলে গেছেন। যখন সে এস.এস.সি পাশ করে কেবল কলেজে ঢুকেছে সেই সময় বাবা দেশে এসেছেন তার পরিবারের সবাইকে লন্ডনে নিয়ে যাবেন। চা বাগান বিক্রি করে দিবেন। খান পরিবারের সাথে মুনীরের সেই শিশুকাল থেকে মেলামেশা। বন্ধুর বাবা মা তাকে ভালবাসতেন যেমন নিজের ছেলেকে স্নেহ করতেন। তাই খুব ঘনিষ্টতা তাদের মধ্যে। খান সাহেব প্রথমে মুনীরকে ডেকে পাঠালেন, বললেন এনায়েতের সাথে তোমার বন্ধুত্ব চিরদিন অটুট থাক এই কামনা করি। আমি ওদের নিয়ে যাচ্ছি, আমাদের চা বাগানটা তুমিই নিয়ে রাখ বাবা! মুনীর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধার সাথে বললো আপনার বাগানের মূল্য দেয়ার মত এতো অর্থ আমার নেই চাচা।

খান সাহেব বললেন, আমি ইচ্ছা করলে নগদ মূল্যে বিক্রি করে দিতে পারি, কেননা, পার্টির কোন অভাব নেই। তবু আমি তোমাকেই দিয়ে যাব। একটা সৎ বন্ধু পাওয়া খুব ভাগ্যের কথা। তোমরা শৈশব থেকে যেভাবে বন্ধুত্ব টিকিয়ে এসেছো। তাতে আমি গর্বিত। আমি তোমাকে এমন সুযোগ দেব, তাতে তোমার মূল্য পরিশোধ করতে বেগ পেতে হবে না। তিনি একটা মূল্য ধার্য করলেন। মুনীর চৌধুরী তার গচ্ছিত টাকা এবং পিতার রেখে যাওয়া কয়েক বিঘা জমি বিক্রি করে তিন ভাগের দু'ভাগ টাকা দিয়ে দিলেন। তার যে ব্যবসা ছিল সেটা তুলে দিতে হল। বাকি এক ভাগ টাকা তিনি কিস্তিতে পরিশোধ করলেন। সেই থেকেই তিনি বলধা চা বাগানের মালিক। বর্তমান কিস্তি পরিশোধের পরেও তিনি এখন অনেক টাকার মালিক। তাদের নিজের যখন কোন সন্তান নেই তখন এই অর্থ সম্পদের মালিক তো একদিন তার ভাগ্নে আমির আলি হবে। অতএব তাকে উচ্চ শিক্ষা না দিলে উপর তলার সমাজের সাথে মিশাবে কি করে। আমির আলী যখন তৃতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হল সেই সময় বিধাতার অপার করুণায় রেবেকা চৌধুরী একটি কন্যা সন্তান প্রসব করলেন। চৌধুরী পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল। মধ্য যৌবনে মা বাবা হতে পেরেছেন এতে তাদের কত আনন্দ। গরীব দুঃখীকে দান করলেন, বস্ত্রহীনদের বস্ত্র দিলেন, ব্যাধিগ্রস্থদের চিকিৎসা করলেন। সন্তানের দীর্ঘায়ু ও কল্যাণের জন্যে শুষ্ক ও মলিন মুখে হাসি ফুটিয়ে তুললেন। ধর্মের প্রতি তাদের অগাধ বিশ্বাসই অন্তরে আনন্দের বান ডাকিয়েছে। হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি, আবেগ স্নেহ ভালবাসা দিয়ে যেমন শিশুর পরিচর্যা চললো তেমন ভাগ্নে আমির আলির জন্য একটুও কমতি হল না। একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক নিযুক্ত করলেন যেন

www.pathagar.com

কোন ত্রুটি না হয়। চৌধুরী দম্পত্তির দু'চোখের মণি তাই মেয়ের নাম রাখলেন মনিকা বেগম। উত্তম পরিচর্যায় দিনে দিনে শিশু বাড়তে লাগলো। দীর্ঘ সাধনার ফসল তাই বড় আদরের ধন। কেবল চৌধুরী দম্পত্তির কাছে নয় তাদের প্রতিবেশী আত্মীয় স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের দোয়া আর স্নেহাশীষ শিশুর ওজনের চেয়েও প্রাপ্য বেশী। মেয়েটির যেমন চেহারা, তেমন সুন্দর গঠন। যে দেখে সেই একটু কোলে নিতে চায়। এ যেন বসরার গোলাপ, নিজের সৌন্দর্য বিকশিত করে সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছে বাতাসে। মন কেড়ে নেয় মানুষের। সময় পার হয়ে যায়। মাস বছর গড়াই। একদিন শিশু হাটতে শিখলো। দৌড়া-দৌড়ি করতেও দেরী হল না।

প্রাচীরের ভিতরে সারি সারি বিভিন্ন জাতের ফুল গাছ। আম, লিচু, কুল, আরও নানা প্রকার ফলের গাছ। সৌখিন হাতের স্পর্শ সর্বত্র। সেই ফুলের বনে, গাছ গাছালির ছায়ায় পাড়ার শিশুরা আসে মনিকার সাথে খেলতে, দৌড়াদৌড়ি করতে। পুতুলের রাঙা কাপড় পরিয়ে বউ বানায়, আর এক পুতুলের সাথে বিয়ে দেয়। ধূলাবালি, গুড়ো ইট সুড়কী দিয়ে ভোজের আয়োজন করে। তাই নিয়ে হুড়োহুড়ি লুটোপুটি খায়। হেসে গড়াগড়ি যায়। দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে রেবেকা চৌধুরী এসব দেখে পুলকিত হন। নিস্পাপ শিশুদের এই স্বর্গীয় রূপ দেখে কেনা তৃপ্তি পান।

আরও সময় কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। একদিন খেলার সাথিদের নিয়ে স্কুলে যায়। ক্লাশের পর ক্লাশ ডিঙিয়ে চলে। শীলা, নীলা, বকুল, জুই, শাহীন, রশিদ এতোসব বন্ধুদের নিয়ে মনিকার মুরুব্বিয়ানা চলে। কেবল পুতুলের বিয়ে নয় ওরাও একদিন বউ সাজে বর সাজে, মৌলভী সাজে, একে অপরের সাথে বিয়ে দেয়। লতা পাতার ঘর বাধে, বর বধূ সেখানে তোলে। স্কুল ছুটির পর বাড়ী এসে দু'টো খেয়েই লেগে যায় তাদের ঘর সংসারের কাজে।

বাবা মা বোঝায় এত রৌদ্রে যাসনে একটু ঘুমিয়ে নে, বেলা পড়লে খেলিস। কে শোনে কার কথা। তাদের কত কাজ, রান্না করতে হবে। ছেলে মেয়ে নাওয়া খাওয়া করাতে হবে। সবাইকে খেতে দিতে হবে। তারপর গিন্নী খেয়ে তবে তো ঘুমাবে।

প্রাইমারী শেষ করে হাইস্কুলে যখন প্রবেশ করলো তখন তাদের বর বউ-এর খেলা সাঙ্গ হল। এবার এল অন্য খেলা। দড়ি খেলা, মোরগ লড়াই রুমাল সারা আরও কত কি? আমির আলী তখন কলেজে পড়ে সে কিন্তু কোন খেলা ধূলায় আগ্রহী নয়। সে চিরদিন বন্ধুদের খেলা ধূলা দেখেছে কোনদিন নিজে খেলেনি। তার বন্ধুরা শত চেষ্টা করেও তাকে কোনদিন খেলায় নামাতে পারেনি। তবে তাদের ভাইবোনের সাথে খুব ভালবাসা জন্মে গেছে। মনিকা খুব রসিক মেয়ে এবং

www.pathagar.com

সাংঘাতিক মিশুক। আমির আলির গাম্ভীর্যতা তার কাছে হাওয়া। ভাই-বোনে মাঝে মাঝে যে মনোমালিন্য হয়নি তা নয়। অভিমান করে দু'টি দু'দিকে চলে গেছে এমনই ভাব আর যেন কেউ কারও সাথে কথা বলবে না। এক সময় মনিকা বিশেষ ভঙ্গিতে নাচতে নাচতে হাসি মুখে ভাই কে বেষ্টন করে কৌতুক করে বলে রাজা মশায়ের রাগ পড়বে না?

আমির আলি বোনের পিঠে ছোট্ট একটা চড় দিয়ে বলবে খুব যে কথা শিখেছিস দুষ্টু কোথাকার!

মনিকা মুখ ভেংচে বলবে তুমি খুব ভাল মানুষ না, এই তোমার সঙ্গে আড়ি।

ভাইকে ছেড়ে দিয়ে সে যখন চলে যেতে উদ্ধত হয় তখন আমির আলি সোহাগ করে তাকে কাঁধে তুলে নেয়, বলে এবার যা দেখি কোথায় যেয়ে আড়ি করে থাকবি।

মনিকা ভাই এর মাথায় মুখে কিল চড় দিয়ে ছাড়া পেয়ে দৌড়ে পালাতে চায় কিন্তু শক্তিতে ভাইয়ের সাথে পেরে উঠে না। এক সময় শান্ত হয়ে আসে। পাশাপাশি বসে যায় সেখানেই। এবার অন্য দৃশ্য। মনিকার মুখে খৈ ফোটে যেন। বন্ধুদের সাথে খেলা ধূলার গল্প বলে। সে কাকে কাকে হারিয়ে দিতে পারে কার সাথে পারে না, কি করে তাকে ঠকাতে পারবে ভাইয়ের কাছে পরামর্শ চায়। স্কুলে পড়াশোনায় সে খুব ভাল। এতো করে পড়ে তবু যে কেন শাহীনের সাথে পারে না এ নিয়ে তার ভাবনার অন্ত নেই। ক্লাসের প্রথম স্থানটা প্রতি বছর শাহীন দখল করে দ্বিতীয় স্থানটা সে পায়। কেন তার উপরে যেতে পারে না সে তার ভাইয়ের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করে, আচ্ছা ভাই, স্যারেরা কি আমার চেয়ে তাকে বেশী ভাল বাসে?

আমির আলি বোনের মুখে হাত বুলিয়ে বলে তা হবে কেন। স্কুলের সব ভাল ছেলে মেয়েদের স্যারেরা ভাল বাসে।

তবে সব ক্লাশে শাহীন এক হয় আমি দুই হই কেন?

সে হয়তো তোমার চেয়ে ভাল লেখে।

হা ভাল লেখে না ছাই। তার চেয়ে যে আমার হাতের লেখা ভাল।

হাতের লেখার জন্যে তুমি আলাদা নম্বর পাও সে পায় না। হয়তো প্রশ্নের উত্তর তোমার চেয়ে সে ভাল দিতে পারে। তুমি ওসব নিয়ে ভেব না মনি, চেষ্টা করলে হয়তো একদিন তাকে নীচে ফেলে তুমি উপরে উঠতে পারবে।

শাহীন যদি আমার ক্লাশে না হয়ে নীচের ক্লাশে পড়ত তাহলে খুব ভাল হত না ভাই?

কেন?

www.pathagar.com

ক্লাশে স্যারেরা খাতা খুলে আমার নামটাই আগে ডাকত।

তাতে কি হয়েছে। হিংসা করতে নেই। মাত্র আট দশ মার্কের তফাৎ এতে কোন আসে যায় না। এস.এস.সি-তে দেখবে এর চেয়ে বেশী মার্কের ডিফারেন্স থাকলেও একই গ্রেড পাবে।

এমনইভাবে কত কথা হয় ভাই বোনে। দিনে দিনে তাদের মধ্যে ভালবাসা গড়ে উঠে গভীর থেকে গভীরতর। চৌধুরী দম্পত্তি এসব বোঝেন। তারা কখনো পুলকিত হন। তারা সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছেন, মেয়ে বাইরে দেবেন না। আর বাইরে থেকে মেয়ে ঘরে আনবেন না। ঘরের সন্তান চিরদিনের জন্যে ঘরেই রেখে দেবেন। তাদের মনে বড় আশা তাই তারা চান আমির আলীকে উন্নত শিক্ষার জন্যে বিদেশে পাঠাবে। মেয়েকেও দেশের উচ্চ শিক্ষা শেষ করাবে। ছেলে মেয়ে দু'টি মনের মত করে গড়তে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ উজাড় করে তাদেরকে ঢেলে দিয়েছেন। স্থানীয় কলেজ শেষ করে যেদিন আমির আলী ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে চলে গেল সেদিন মনিকা খুব কাঁদলো। সেই দিনই ভাই বোনে বুঝলো কে কার হৃদয়ে কতখানি আসন দখল করে বসে আছে। মামা মামির চোখের পানি ঝরানো দেখে সেও চোখের পানি ধরে রাখতে পরলো না। তবু যে তাকে ছেড়ে যেতে হবে। গুরুজনদের ইচ্ছা তাকে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে হবে। সেও তাদের ইচ্ছার মূলে কুঠারাঘাত করতে চায় না। এইচ.এস.সি পাশ করা তরুণ তখন বুদ্ধি জ্ঞান তো কম হয়নি। সেও বুঝে নিয়েছে চিরদিন তাদের এই ভাই বোনের সম্পর্ক থাকবে না। একদিন আরও নিকটে তারা অবস্থান করবে। অতএব এখনই ভেঙে পড়লে চলবে না। তাকেও উচ্চ শিক্ষা লাভ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

ভাইয়ের অনুপস্থিত কয়েকদিন মনিকাকে উতলা করে রাখলো। তার পর বন্ধুদের সাথে মেলামেশায় আস্তে আস্তে স্বাভাবিক হয়ে এল। কতই বা তার বয়স মাত্র ক্লাস সিক্সে পড়াশোনা করছে। কিশোরী তো এখন বুঝতে শিখেনি হৃদয়ের মাঝখানে কি লেখা হচ্ছে তার অজ্ঞাতে। বন্ধুদের সাথে স্কুলে যায়, আসে বিকালে। খেলা ধূলা করে। ছুটির দিনে বনভোজন করে, রান্না বান্নায় কার কত হাত তার গিন্নীপনা দেখায়, হেসে কুটি কুটি হয়। আনন্দে গড়াগড়ি যায়। রান্না যখন শেষ হয় তখন গোল হয়ে বসে যায় এবার খেতে হবে। খেতে খেতেও চলে কত কৌতুক। আহ্ বেগুনে ঝাল হয়েছে জিভ যে জ্বলে যাচ্ছে। জুইটা যে কি এখনও রাধতে শেখেনি। গোস্ত রেধেছে মনিকা খুব ভাল হয়েছে, নীলার ডালে লবন হয়নি। একটু লবন দিয়ে ঘুলিয়ে দে তো। আবার ভাত তা ফুটেনি এখনও যে চাল রয়ে গেছে! এই শীলা না দেখে তাড়াতড়ি ভাত নামিয়েছিস কেন? চাল

www.pathagar.com

পট পট করছে এসব কি খাওয়া যায়। এমনই কত আলোচনা সমালোচনা চলে আর একে অপরের গায়ের উপর লুটিয়ে পড়ে, হাসির ঝঙ্কার চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে। তাদের হাসির শব্দে হয়তো এলো কোন ভিখারীর ছেলে নয়তো কোন কুড়ুনী, সবার আগে মনিকা তার হাতে ধরিয়ে দেয় নিজের খাবারের পাত্রটি বলে এখানে বসে বসে খেয়ে নে।

দুর দুর তুই একী করলি সব দিয়ে দিলি? তাও আবার প্লেট শুদ্ধ। ওকি আর নেওয়া যায়। বলে শীলা একটু সরে যেয়ে বসে।

কিশোরী মনিকা অবাক হয়ে যায় শীলার কথা শুনে, বলে দিয়েছি তা কি হয়েছে। ওদের বুঝি খেতে নেই?

প্লেট শুদ্ধ দিলি কেন? পাতায় ঢেলে দিবি, তফাৎ যেয়ে খাবে, আমাদের সাথে বসবে কেন?

ওরা গরীব তাই বলে কি মানুষ না ? আমরা যদি না দিই তাহলে ওরা পাবে কোথায়?

বাড়ী বাড়ী হাত পেতে খায় আবার এখানে ও হা করে দাঁড়িয়ে থাকবে?

ক্ষিধে লাগলে সবাই খাওয়ার জন্যে হা করে থাকে।

দূর ছুড়ী, আমরাও হা করে থাকি নাকি? বাড়ী যেয়ে চাচীমার সাথে সব বলে দেব দেখিস।

তা দিস আমি ভয় করিনে।

শীলার সাথে মনিকার ঝগড়া হচ্ছে আর সবাই সেই দিকে চেয়ে আছে। কেউ কথা বলছে না। বকুলের ভাই শাহীন সেই দিক দিয়ে খেলা করে ফিরছিল। সে এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে রে মনি?

মনিকা প্রশ্ন শুনে সেই দিকে তাকিয়ে বললো, এই দ্যাখ শাহীন। এই ছোড়াটার খেতে দিয়েছি তাই শীলা আমার সাথে ঝগড়া করছে। শাহীন ব্যাপারটা বুঝে নিয়ে বললো তা ভালই তো করেছিস। ও ঝগড়া করবে কেন?

দেখ না, আবার ভয় দেখাচ্ছে বাড়ী যেয়ে চাচীমার সাথে বলে দেব।

তা দিক্‌গে যাক, গরীব মানুষের খেতে দেয়া তো ভাল কাজ। কেন সেদিন শুনিসনি, যেদিন আমির ভাই ঢাকায় চলে গেল, তার আগের দিন রাতে তোদের বাড়ী মীলাদ হল, তখন হুজুর বললো, গরীব দুঃখীর সাহায্য করা অনেক সওয়াবের কাজ। শাহীনের কথা যেন মন্ত্রের মত কাজ করলো কিশোরীদের অন্তরে। সবাই চুপ হয়ে গেল। সেদিনের মত তাদের আনন্দময় বনভোজন সাঙ্গ

www.pathagar.com

হল। সেদিন থেকে মনিকার গরিবের প্রতি সহানুভূতি বেড়ে গেল। তার মা বাবা বিভিন্নভাবে খরচের সাথে যে টাকা পয়সা তাকে দেন তা সে নিজের প্রয়োজনে একটুও ব্যয় করে না। স্কুলে যাতায়াতে যে গরীব মিছকিন তার সামনে পড়বে তাকেই দিয়ে দেবে।

এই আধুনিক যুগে যে পরিবারে তার জন্ম সেখানে যেটা কল্পনা করা যায় না সেটাই মনিকার মধ্যে পুরোপুরি দেখা যায়। তাদের প্রতিবেশী, আত্মীয় স্বজন, স্কুল শিক্ষক শিক্ষয়ত্রীগণ সবাই অবাক হয়ে যায় গরিবের প্রতি তার মমতাবোধ দেখে। চৌধুরী দম্পতি যখন তাদের একমাত্র নয়নের মনির সুখ্যাতি শোনেন তখন তাদের বুক গর্বে স্ফীত হয়ে উঠে। এমনিভাবে কৈশর থেকে তারুণ্যের সিঁড়িতে পা দেয় মনিকা। ছুটির দিনে বাবার গাড়ীতে করে বন্ধুদের নিয়ে যায় তাদের চা বাগানে। দেখে শ্রমিকরা কেমন করে চায়ের কচি পাতা তোলে। বিচিত্র পোষাকে মেয়েরা পিছনে ঝাপী ঝুলিযে সারি বেঁধে চা গাছের নরম পাতাগুলো টপাটপ ছিড়ে চলেছে। মুঠো ভর্তি হয়ে গেলে চকিতে পিছনের ঝাপির মধ্যে ফেলে দিচ্ছে। এমন অভিনব দৃশ্য তারা খুব করে উপভোগ করে। কাল কুচকুচে গায়ের রং, নিটুট কাঠের পুতুলের মত বার্নিস করা শরীর, ধবধপে সাদা দাত, খাট করে পরা শাড়ী মাজা পেঁচিয়ে বুকের মাঝখান দিয়ে পিছনে ফেলে আবার ঘুরিযে কোমরে বেধে রাখা। এমন অপূর্ব পাহাড়ী রূপ তারুণ্যের মনে রেখাপাত করে। মনিকা তাদের কাছে যায়, গল্প করে, তাদের খোঁজ খবর নেয়। শ্রমিকরা উচ্ছ্বসিত হয়। কোন বাগানের মালিক কিংবা তাদের ছেলে মেয়েরা যে এমনভাবে নিম্নস্তরের পাহাড়ীদের সাথে মিশতে পারে তা তাদের কাছে যেন স্বপ্ন।

তারা গাড়ীতে করে নিয়ে যাওয়া বন ভোজনের সামগ্রী নামিয়ে নিয়ে ভাল জায়গা দেখে রান্নায় ব্যস্ত হয়ে যায়। হাসি কৌতুকে পাহাড়ী টিলাগুলো মুখোরিত করে তোলে। প্রকৃতির এই নিস্তব্ধ পরিবেশকে আলোড়িত করে বাতাসের ঢেউয়ে ছড়িয়ে দেয় পাহাড় থেকে পাহাড়ে। বাৎসরিক পরীক্ষার ফলাফলও হয়ে গেল। ছাত্র ছাত্রীদের নিয়ে শিক্ষকরা পিকনিক করতে যাবে যাফলং। প্রকৃতির নৈস্বর্গ যেখানে মানব মানবীর মন কেড়ে নেয়। নির্দিষ্ট দিনে সাজগোজ করে তিনখানা গাড়ী ভর্তি ছেলে মেয়ে নিয়ে শিক্ষকরা সেখানে পৌছে গেছেন। প্রকৃতির অপরূপ রূপ, বড় বড় পাথরের পাহাড় বিচিত্র সব গাছ গাছালিতে ঢাকা। পাহাড়ের মাঝখান দিয়ে বয়ে চলেছে বালি, কাকরপূর্ণ ডাহুকী নদী। পাহাড় থেকে নেমে আসছে স্বচ্ছ সুমিষ্ট পানি। টানা স্রোত বয়ে চলছে পূর্ব থেকে পশ্চিমে। ঝির ঝিরে হাওয়ায় ক্ষুদ্র ঢেউ তুলে নেচে নেচে গান করতে তার প্রচেষ্টার অন্ত নেই। ছোট বড় বালুকণা থেকে

www.pathagar.com

শিলাখণ্ডে পরিপূর্ণ নদীর তলদেশ। স্বচ্ছ পানির উপর থেকে তলদেশের প্রতিটি কণা দৃষ্টি গোচর হয়। তার মধ্যে উচ্ছল তারুণ্যের দাপাদাপি। কি যে মনোরম তা লিখে প্রকাশ কারা অসম্ভব।

মনিকা যেন আজ আর এক জগতে প্রবেশ করল। বন্ধুদের নিয়ে বাধাহীন ছুটাছুটি আর জল ক্রীড়ায় তার মন তৃপ্তিতে যেন ভরাতে পারছে না। ওপাশে আসামের পাহাড়রাজী। বর্ষার প্রচণ্ড খরস্রোতা ডাহুকী শীতের আমেজে যেন লেপমুড়ি দিয়েছে। তাই তার মধ্যে পাথরের চর পড়ে গিয়েছে। এখন দেখে কে বলতে পারবে বর্ষাকালে স্রোত এখান থেকে পাথর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। বাংলাদেশে এমন নদীও আছে যে পাথর ভাসিয়ে নিয়ে যায়। এই সেই নদী ডাহুকী। বর্ষার সময় পাহাড়ী ঝরণা থেকে প্রচণ্ড স্রোত বড় পাথরগুলো ঠেলে বহু দূর-দুরান্তে নিয়ে যায়। আবার শীতের সময় পূর্ণ যৌবনা হঠাৎ করে একেবারে আশিতিপর বৃদ্ধার রূপ নিয়ে দৃশ্যপট পালটিয়ে দেয়। তখন পাথর ব্যবসায়ীরা সেই সব পাথর, কাকর, বালী ট্রাক ভর্তি করে দেশের বিভিন্ন শহরে নিয়ে যায়। খালি স্থান আবার বর্ষার সময় পূরণ হয়ে যায়। নিয়তির এই ভাঙা গড়ার খেলা হয়তো পৃথিবী লয় না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকবে।

ছোট কয়েকটি চালাঘর। সেখানে শিল্পীরা হাতুড়ী আর কাটা দিয়ে ঠুকঠুক শব্দ করে পাথরের উপর নকশা কেটে চলছে। যাতা, শীল, নোড়া এবং ঘর সাজানোর মত রকমারী লতা ফুল, গাছপালা, শহীদ মিনার, অট্টালিকা এমন নিখুঁত করে পাথর কেটে তৈরী করছে, দেখলে কিনতে ইচ্ছা করবেই। অনেকে অনেক কিছু কিনে গাড়ীর ছিটের তলে বোঝাই করল। মনিকাও অনেক কিছু কিনল। বন্ধুদের মধ্যে যারা টাকা পয়সা আনতে পারেনি তাদেরও পছন্দ মত কিছু কিনে দিল। শাহীন উসখুস করছিলো তার হাতে পয়সা নেই। মনিকা বুঝতে পেরে সুন্দর পাথর কেটে তৈরী স্মৃতি সৌধ কিনে দিল। সে যে কত খুশী হলো তা সে-ই জানে। কেনা কাটার পর্ব শেষ হল। এবার তারা নদীর ওপারে গেল দল বেঁধে। যেখানে যেখানে চর পড়েছে সেখান দিয়ে অল্প পানি পার হয়ে অনেক দূর গেল। পাথরে হোচট খেয়ে পড়ে গেল মনিকা। শাহীন দৌড়ে গিয়ে তাকে টেনে তুলল। ইস্! কি করেছিস হাঁটু কেটে রক্ত ঝরছে যে! সে দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল হাঁটুর মালা, রক্ত বের হতে দিল না। আর বন্ধুরা সবাই হাঁ হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। কি করবে কিছুই ভেবে পাচ্ছিলো না। তাদের শিক্ষকরা রয়েছেন ওপারে অনেক দূর, তাঁদের দেখা যাচ্ছে না।

পকেট থেকে রুমাল বের করে শাহীন তার হাঁটু বেঁধে দিল। দেখলো নিকটে একটি কাঠের ঘর দেখা যাচ্ছে। মনিকাকে নিয়ে সেখানে গেল। সব বন্ধুরা তার

www.pathagar.com

সাথে গেল। একটা খাসিয়া রমণীর বাড়ী। রমণীটি তাদের দেখে ঘর থেকে নেমে এল। মনিকার হাঁটু দেখে সে ঘর থেকে তুলা, স্যাভলন, ব্যাণ্ডেজ, ব্লেড নিয়ে এল। রুমাল খুলে রক্ত পরিষ্কার করে স্যাভলন দিয়ে মুছে মলম লাগিয়ে তুলা দিয়ে ঢেকে ব্যাণ্ডেজ করে দিল। মনিকা টাকা দিতে গেল কিন্তু মেয়েটি নিল না। পরিচয় নিয়ে জানলো সে বিধবা, তার চারটি মেয়ে, দু'টি ছেলে। ছেলেরা ওপারে আসামে কমলালেবু আনতে গেছে। ওর মেয়েরা সেই লেবু বিক্রি করে এখানে যারা ভ্রমণ করতে আসে তাদের কাছে। মিশনারীরা তাদের এই কাঠের ঘরটি বেঁধে দিয়েছে। মেয়েদের লেখা পড়ার ব্যবস্থা করেছে, আবার ফলের ব্যবসা করার জন্যে টাকা পয়সাও দিয়েছে। সামনে ইন্ডিয়া। আসামের কমলা বাগান। সেখানেও খাসিয়ারা বাস করে তাই তাদের ব্যবসা করতে কোন অসুবিধা হয় না। পশ্চিম পাশে বড় একটা পাড়া আছে। সেখানে স্কুল আছে, ডাক্তারখানাও আছে। পড়তেও পয়সা লাগে না। চিকিৎসা করাতেও পয়সা লাগে না। একথা শুনে মনিকা অবাক হয়ে যায়।

বলে, দেখ শাহীন, আমাদের দেশ অথচ আমরা এখানে নেই। কোন দূর দেশ থেকে খৃস্টানরা এসে এখানে মানুষের সেবা করছে। মুগ্ধ হয়ে এসব উপজাতিরা নিজ ধর্ম ছেড়ে খৃস্টান হয়ে যাচ্ছে। আমরা কিছুই করতে পারছি না, কত বড়লোক আছে আমাদের দেশে, তারা এসব দেখে না কেন?

শাহীন জানে মনিকার মনের ভাব। সে বড় লোকের মেয়ে কিন্তু কৃপণ নয়। সে বলে তোদের মত কয়জন আছে এসব নিয়ে ভাবার?

আমরা কি ভাবি নাকি?

তোর সাথে সেই ওয়ান থেকে টেন পর্যন্ত এলাম, সেই থেকে তো দেখছি গরীবের প্রতি কত দরদ। কত সাহায্য তাদের করতে দেখেছি। তোর দেখা দেখি যদি আরও কেউ এগিয়ে আসে!

তুই তো কিছু করিসনা, প্রতি বছর ক্লাশে ফার্স্ট হোস, তোর বুঝি কোন দায়িত্ব নেই?

আমিও যে বুঝি না তা নয়, কিন্তু পারিনে কেন জানিস? আমার বাবার টাকা পয়সা নেই।

মনিকা হঠাৎ যেন হোচট খেল। সত্যিই শাহীনের অবস্থা তো ভাল নয়। তার মনে ব্যথা দিয়ে ফেলেছে। সে তার হাত ধরে বলে তোর মনে ব্যথা দিয়েছি আমাকে মাফ করে দে শাহীন।

দূর পাগলী, মাফ চাবি কেন? তুই তো উচিৎ কথা বলেছিস।

www.pathagar.com

খাসিয়া রমনী এই তরুণ ছেলে মেয়ে দু'টির কথাবার্তা মনোযোগ দিয়ে শুনছিল। সে অবাক হয়ে যায় এতো অল্প বয়সের ছেলে মেয়েদের মুখে এমন সুন্দর কথা শুনে, ভবিষ্যতে এরা একদিন নির্যাতিত মানুষের কাজে আসবে তাতে কোন সন্দেহ নেই। রমণী হাসিমুখে তাদের স্বাগত জানিয়ে মনে মনে কি যেন বললো। হয়ত তার উপজাতীয় ভাষায় এদের কল্যাণ কামনা করল। তার মেয়েদের ডেকে এদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিল। সেই পাহাড়ী উপত্যকায় বন জঙ্গল পরিবেষ্টিত প্রকৃতির অন্তপুরে ভিন জাতীয় কতকগুলো মানব মানবীর এমন অন্তরঙ্গ পরিচয় মোহনীয় করে তুললো। অপরিচিত নয় যেন একে অপরের কত আপনার! কোন দিন কি ভুলতে পারবে কেউ কাউকে? অনেকগুলো কমলা লেবু কিনে, আবার দেখা হবে বলে শুভেচ্ছা জানিয়ে মনিকা খোড়াতে খোড়াতে তার বন্ধুদের নিয়ে তাদের গাড়ীর দিকে চলে গেল।

তিন

মনিকার এস.এস.সি পরীক্ষা হয়ে গেছে। গরীবদের প্রতি তার হৃদয়ের টান তাই সে মনে মনে স্থির করেছে ডাক্তারী পড়বে। সে দেখেছে অসহায় দরিদ্র পথের কাঙালের হাত পাতলে দু'মুঠো খাবার সংগ্রহ হয়ে যায়, কিন্তু এদের রোগ বালাইয়ের চিকিৎসার কোন ব্যবস্থা হয় না। হাসপাতাল ক্লিনিকগুলোতে বড়লোকের চিকিৎসা হয়। বিনা পয়সায় অসহায় মানুষের চিকিৎসা কোথাও হয় না।

এতো প্রাচুর্যের মধ্যে থেকে সীমাহীন আদর যত্ন পেয়ে মনিকা শৈশব থেকে তারুণ্যের শেষ সীমায় এসে দাঁড়িয়েছে। যেখানে দুঃখ কষ্টের একটি শিশির বিন্দুও তাকে স্পর্শ করেনি, সেখানে সে কি করে যে মানব সেবার মত কঠিন ব্রত নিয়ে আগামী দিনের স্বপ্ন দেখলো, তা অতিব বিস্ময়! সে তার এতো অন্তরঙ্গ বন্ধুদের মধ্যে কাউকে নিজের অনুসারী বানাতে পারলো না। একজন যদিও বা সেই পথে যেতে ইচ্ছা প্রকাশ করে কিন্তু প্রকাশ্যে কিছু বলতে পারে না। কেননা এপথ বড় বন্ধুর! অনেক অর্থ বিত্তের প্রয়োজন আছে। শাহীনের পিতার সব সম্পদ বিক্রি করে দিয়েও ডাক্তারী পড়ার ব্যবস্থা করতে পারবে না। সেও খুব ভাল ছেলে, তবু চিন্তা করা মানে শূন্যে সৌধ নির্মাণ করার নামান্তর। তাই সে মুখ ফুটে কোন দিন মনিকাকে বলতে পারেনি।

www.pathagar.com

মনিকা সিলেটের একটা নাম করা কলেজে এইচ.এস.সিতে বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হল। সে বাড়ী থেকে চলে এসে কলেজ হোস্টেলে স্থান নিল। স্থানীয় কলেজে না পড়ে দূরে কেন এল তার একটা কারণও আছে। সুরাইয়া বেগমের ইচ্ছা মেয়েটির আর পড়ার দরকার নেই। তার ছেলে দু'এক মাস পরেই বাড়ী আসছে। সে এলে ওদের বিয়ের কাজটা সেরে ফেলতে চান তিনি। ভাইকে এ ব্যাপারে উত্যক্ত করে চলেছেন। চৌধুরী দম্পতিও চান ভাগ্নে আমির আলীকে জামাই করে নিতে। তবে মেয়ের ইচ্ছার বাইরে জোর করে তারা কিছু করতে নারাজ। আমির আলীর প্রতি তাদের মেয়েরও যে একটু দুর্বলতা আছে তাও তারা জানেন। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে বলে আসছে সে একদিন ডাক্তারী পড়বে। বন্ধুরা তাকে খেপিয়েছে অন্দর মহলে যেয়ে ডাক্তারী করিস। আমির ভাই এলেই তো কলমা পড়া হয়ে যাচ্ছে, তা পড়ার সময় কোথায়? ছেলে মেয়ে হলে তাদের যত পার ডাক্তার কবিরাজ বানিও। বন্ধুদের ক্ষ্যাপানিতে পড়ে মনিকার জেদ আরও বেড়ে গেছে– সে ডাক্তারী পড়বেই-। তাই সে নিজ শহর ছেড়ে সিলেটে চলে এল। বাবা মা আপত্তি করেনি। মুনির চৌধুরী নিজেই মেয়েকে সাথে করে নিয়ে সব ব্যবস্থা করে এসে ছিলেন।

মনিকা ঢাকাতে তার ভাইয়ের কাছে চিঠি লিখলো, ঢাকা থেকে বাড়ী যাওয়ার আগে সিলেটে এসে তার সাথে দেখা করতে!

দু'মাস পরেই আমির আলী এল। দু'জনে পার্কে যেয়ে বসলো। মনিকা তার ইচ্ছার কথা ব্যক্ত করল। সে লজ্জা না করে অকপটে বলে ফেলল বাবা মা যখন সিদ্ধান্ত নিয়েই রেখেছেন আমাদের বিয়ে হবে, তখন ভাবনার কিছু নেই। আমি আই.এস.সি পাশ করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে ডাক্তারী পড়বো। আমার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে তোমাকে সাহায্য করতেই হবে।

আমির আলী অবাক হয়ে গেল সেদিনের সেই ছোট্ট মেয়েটির আকাশ ছোয়া আকাঙ্খার কথা শুনে! এ যে অবিশ্বাস্য! ঢাকায় পড়তে যাওয়ার সময় যে মেয়েটি তার জন্যে কেঁদে গড়া গড়ি দিয়েছে, যা তাকে আজও বিচলিত করে, সেই মেয়েটির মুখে সাহায্যের প্রার্থনা! বিস্ময় মিশ্রিত মুখে জিজ্ঞেস করলো, বল তুমি কি সাহায্য চাও?

কাতর চাহনী মেলে মনিকা বললো, আমার পড়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত আমাদের বিবাহের সময়!

আমি?

www.pathagar.com

তুমি যে বিষয়ে পড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছ তাতে পি.এইচ.ডি করতে ইংল্যান্ড কিংবা আমেরিকা যেখানে খুশি যেতে পার।

উত্তম যুক্তি! কিন্তু মামা মামি?

সে দায়িত্ব আমার। তোমার মনে আমি ব্যাথা দিতে চাই না। আমি তোমাকে বাধ্য করছি না। যদি তুমি স্বেচ্ছায় তোমার আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করে সানন্দে প্রস্তাব মেনে নাও, তাহলে আমিই তোমার সব ব্যবস্থা করব।

আমির আলী তন্ময় হয়ে শোনে ভাবী স্ত্রীর কথা। ভাবে পিছনে ফেলে আসা দিনগুলোর কথা। মনিকাকে নিয়ে সে কত গর্ব করেছে বন্ধুদের সাথে। ঢাকা থেকে আসার সময়ও বন্ধুদের বলেছে, বাড়ী থেকে খুব তাড়াতাড়ি হতো আসব, তোমাদের কাছে বিবাহের নিমন্ত্রণ কার্ড দিতে। কিন্তু যে নীড় সে রচনা করেছে মনিকাকে নিয়ে তা বাঁধার আগেই কল্পনাতেই রয়ে যাচ্ছে! কি বলবে সে তার ভাষা যেন খুঁজে পাচ্ছে না। আমির আলির হাত দু'খানি ধরে করুণ নয়নে তার মুখের দিকে চেয়ে মনিকা ডাকলো, ভাই।

কি?

কথা বলছো না কেন?

কি বলবো তা যে ভেবে পাচ্ছিনা।

তুমি কি মনে কর এখনই যদি আমরা বিয়ে করি তাহলে আমাদের জীবন সুখের হবে?

সুখ দুঃখের ফয়সালা আমির আলীর হাতে নেই, তাই এর উত্তরও তার অজানা। সে আরও অবাক হয়ে যায়। মনিকা তার চেয়ে যেমন বয়সে কম তেমন শিক্ষাগত যোগ্যতাও কম। অথচ তার বিজ্ঞের মত প্রশ্নের উত্তর তার ঝুলিতে নাই।

তুমি আমার চেয়ে কত জ্ঞানী তবু বোকা হয়ে যাচ্ছ কেন! কিছু যদি না বলতে পার তাহলে এমন কথা তো বলতে পার– চল বাড়ী যাই, বিয়ে করে সংসার পাতি!

তাই যদি বলি।

মনিকা হেসে ফেলল! বলল, আমার কথা ধার করেও শেষ করতে পারলে না! আচ্ছা কাল সকালেই চল বাড়ী যাই, বিয়ে করে ফেলি। অল্প বয়সে মা বাবা হবো তাতো ভাগ্যের কথা। দু'এক গণ্ডা বাচ্চা তোমার কাধে ঝুলিয়ে দেব কি মজাই না হবে। মনিকা হি হি করে হেসে ফেললো।

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী প্রাপ্ত চৌকস যুবক আমির আলি! যৌবন যাকে এখনও স্পর্শ করেনি, এমন একটা মেয়ের কাছে একেবারে নাস্তানাবুদ হয়ে গেল! মন তাকে বার বার ধিক্কার দিতে লাগলো । কিছু না বললে যে এই মুখরা মেয়েটির কাছে খেলার পুতুলের মত খেলনা হয়ে যেতে হয়। সে এবার নিজের মনকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো। বললো আচ্ছা মনি! আমি যদি দূর দেশের সাগর পাড়ে চলে যাই আর তুমি থাকবে দেশে, মাঝখানে পড়ে থাকবে দীর্ঘ সময়! কি করে কাটবে সে সময়টা?

মুচকি হেসে মনিকা বলল এবার বিজ্ঞের মত কথা বলেছ ভাই! তুমি থাকবে আমেরিকার কোন শহরে আর আমি থাকবো আমার দেশের কোন শহরে। আমার মন ছুটে যাবে তোমার কাছে, তোমার মন ছুটে আসবে আমার কাছে, হৃদয়ের মাঝে এই যে রোমাঞ্চ জাগবে এটাই তো অমূল্য বস্তু। তখনই পাওয়া যাবে জীবনের পরিপূর্ণ স্বাদ। কেন এমন দুর্লভ বস্তু আমরা হাত ছাড়া করব এখনই বিয়ে করে! তুমি ডক্টরেট করে দেশে আসবে, আমি হব ডাক্তার। তুমি আমাকে নিয়ে যেমন গর্ব করবে। আমি তোমাকে নিয়ে তার চেয়ে বেশি গর্ব করব।

আমার ভয় হয় মনি! আমাদের মাঝে আবার কোন দেয়াল গড়ে উঠে কিনা।

জন্ম থেকে এ পর্যন্ত এলাম ভাই বোনের সম্পর্ক নিয়ে, তার মাঝে আরও একটি স্পন্দন কি নেই?

আছে।

কোন দিন কি তুমি আশংকা করেছ– এ স্পন্দন থেমে যাবে?

না।

প্রেম ভালবাসা সবার অন্তরে কেউ না চাইলেও বাসা বেঁধে থাকে। তার ধরন সব সময় এক নয়। স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজনের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভালবাসা যেমন অকৃত্রিম তেমন মজবুত। কিন্তু সব ভালবাসা অমরত্ব লাভ করতে পারে না। পৃথিবীতে অমর প্রেমের ইতিহাসের পাতা ঘেটে দেখ কি পাওয়া যায়। আমি চাই আমাদের প্রেমকে অমর করে রাখতে, তুমিও যদি তাই চাও তাহলে দেয়াল গড়বে কে?

আমির আলী মনিকার ডান হাত মুঠার মধ্যে পুরে ছোট একটা চাপ দিয়ে বলল, আচ্ছা মনি! আমি যাব দূরে সেখানে কেউ থাকবে না আমার আপনজন, তুমি থাকবে দেশে, কত আপনজন তোমাকে ঘিরে থাকবে। তুমি নারী হয়তো একদিন চাপ সৃষ্টি হবে তোমার প্রতি। বাঙালী সমাজের রীতি অনুযায়ী কঠিন সিদ্ধান্ত হয়তো চাপিয়ে দিতে চাইবে, সেদিন তুমি কি আমার অপেক্ষায় দিন গুনবে?

www.pathagar.com

মনিকা হেসে ফেললো। বলল, এমন আশংকা কেন ভাই! বল কিভাবে শপথ করলে তুমি আশ্বস্ত হবে?

মনিকা আমির আলীর বুকে হাত দিয়ে বললো, তোমার বুকের এই স্পন্দন সাক্ষী থাকুক আর উপরে সাক্ষী থাকুক আমাদের পরম প্রভু। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত আমি তোমার অপেক্ষায় থাকব। তোমার কথার শেষে আসি ভাই! আমার আপন জনের মধ্যে আমি থাকব, তাই আমার পথ হারাবার ভয় নেই। কিন্তু তুমি থাকবে বিদেশ বিভুয়ে। যদি কারো প্রলোভনে পড়ে তুমি বিক্রি হয়ে যাও, কি করে ফেরাবো আমি তোমাকে?

আমির আলি ডান হাত মনিকার মাথার উপর রেখে বললো, আমি প্রতিজ্ঞা করছি আল্লাহকে সাক্ষী রেখে, আমি যেখানেই থাকি না কেন আমার চতুর্দিকে থাকবে তুমি, শয়নে স্বপনে তুমি। সে দেশের কলেজের মেয়ে বন্ধুদের সাথেও যদি ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠে তবু আমি মনে করব সেখানে তুমিই। যদি আমি মরে যাই আমার লাশ ফিরে আসবে তোমার কাছে। তবু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতক বেঈমান হয়ে মরব না।

মনিকা খুশীর আমেজে আমির আলিকে আলীঙ্গন করে তার কাঁধে মাথা রেখে স্থির হয়ে রইল। প্রেমের কত উত্তাপ তাই যেন একে অপরের বুক থেকে মেপে নিচ্ছিল। কতক্ষণ সেভাবে ছিল জানে না তারা। বিকেল পাঁচটায় এসে বসেছে। কখন সন্ধ্যা পার হয়ে রাতের অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে সে খেয়ালও তাদের নেই। কঠিন প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ মানব মানবী একে অপরের বুকের উত্তাপ চুষে নিচ্ছে, যেন দীর্ঘ বিরহেও সেই উত্তাপ নিঃশেষ হয়ে না যায়। সেই রাতের আঁধারে নিকটে বকুল গাছের ডালে দু'টো কপোত কপোতি মনে হয় প্রেমের খেলায় মত্ত ছিল। তাদের ডানা ঝটপটের শব্দে চমকে উঠলো জগত সংসার থেকে হারিয়ে যাওয়া প্রেমে মুগ্ধ দু'টি ডানাহীন কপোত কপোতি। উঠে দাঁড়াল তারা। দূরের লাইটপোস্টের হালকা আলোয় দেখে নিল রাত আটটা। মনিকা আরও একবার চমকে উঠল। উহ্-! রাত আটটা বেজে গেছে যে! মেয়েদের হোস্টেলে সন্ধ্যে সাতটার পরে বাইরে থাকা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ! অনেক কৈফিয়ৎ দিয়ে তবে হলে ঢুকতে পারব।

তখনই তারা চটপট সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল আমির আলি রাতে আবাসিক হোটেলে থাকবে। তারপর কাল সকালে বাড়ী চলে যাবে। আর এক সপ্তাহ পর

www.pathagar.com

কলেজ ছুটি হচ্ছে, সেই সময় মনিকা বাড়ী যাবে। এর মধ্যে আমির আলি আভাসে ইঙ্গিতে তার মামা মামিকে জানিয়ে দেবে তাদের ভবিষ্যৎ কর্ম পরিকল্পনার কথা।

একটি রিকশা করে মনিকাকে কলেজ হোস্টেলের গেটে নামিয়ে দিয়ে আমির আলি হোটেলে চলে গেল।

সুরাইয়া বেগম ছেলেকে নিয়ে বসলেন। তিনি জানতে চাইলেন মনিকার সাথে তার দেখা হয়েছে কিনা?

আমির আলি মায়ের প্রশ্নে প্রথমে থতমত খেয়ে গেল। পরক্ষণে মুখে হাসি ফুটিয়ে বললো, সে থাকে সিলেটে, আমি এলাম ঢাকা থেকে, কেমন করে দেখা হবে মা?

ঐ দেখ আমার কাছে ঢাকতে চায়। মুনির আর বউ এর কাছে জিজ্ঞেস করলে বলে আমরা কিছু জানি না, জানে আমির আর মনি। তুই বলছিস আমি কিছু জানিনা। তবে জানে কে, মনি? এতটুকুন মেয়ে তার দিকে সবাই তাকিয়ে থাকবে। সে যা করবে তাই হবে। এতো করে বললাম তোর আর পড়বার দরকার নেই। কি হবে মেয়েদের অতো বেশী লেখাপড়া শিখে। তাকি শোনে আমার কথা! আমার বাপের না হয় বেশী কিছু ছিল না, তোর বাপের তো অগাধ রয়েছে, তারপর আবার লেখাপড়া ভাতে দিয়ে খাবি নাকি!

আমির আলি মায়ের মুখের উপর মুখ তুলে কোনদিন কথা বলেনি। আজ ভয়ে ভয়ে মায়ের দিকে চেয়ে বললো, তুমি অতো সব আবল তাবল কি বলছ মা?

ঝাঝের সাথে তার মা বললো, বলছি তোর মাথা আর মুণ্ডু। এতো বিদ্যে শিখেছিস তাও বুদ্ধি সুদ্ধি কিছু হল না। এক ফোটা মেয়ে যে বুদ্ধি রাখে তার ধারে কাছেও তুই যেতে পারিস নে। কি লাভ হল এতো টাকার গাদা খরচ করে লেখা পড়া শিখিয়ে! মুনিরের হয়েছে কি, টাকায় যেন গাঁয়ে কামড়াচ্ছে। তাই ভাগ্নে পড়াও, মেয়ে পড়াও। তারা বিদ্যান হয়ে দেশ সেবায় বেরিয়ে পড়ুক। আমোদ আহ্লাদ করার বয়সে যদি সেটা না করতে পারল তবে কি বুড়ো বয়সে করবে! তা তুই এখানে থেকে আর কি করবি, চল বাড়ী যাই। তোর ভায়েরা যা করতে বলে তাই করিস। এতো বড়লোকি আমাদের সইবে না। সামনে মুলো ঝুলিয়ে নাচালো, এই বার কি বলে নাচাবে? কি চল, আজই বাড়ী চলে যাই।

কেন মা?

এখানে থেকে কি করবি, বসে বসে হাওয়া খাবি?

তা কেন, আমি তো আবার পড়তে যাচ্ছি।

www.pathagar.com

অবার! আবার পড়া! তোর মামা মামির কথা শুনে এখানে যদি না পাঠাতাম তাহলে এতোদিন তুই যে ছেলে মেয়ের বাবা হয়ে যাতিস! আমি কি অলুক্ষণে কাজ করেছিরে বাবা! আমার এখন কাঁদতে ইচ্ছা করছে। তোর বাবা আগে চলে গেছে ভাল করেছে, আমি কেন গেলাম না আল্লাহ!

তুমি খামাখা দুঃখ করছ মা! কাঁদবে কেন তুমি? আমি বিদেশ থেকে ডক্টরেট ডিগ্রী নিয়ে আসব। মনিকা ডাক্তার হবে। সেদিন লোকে বলবে সুরাইয়া বেগমের কি সৌভাগ্য। এমন কারও হয় না। তোমার তো খুশী হওয়ার কথা মা?

অমন কপালের মুখে ছাই! আমি চাই বিয়ে শাদী হোক, পোতাপুতনি হোক। আমি তাদের নিয়ে হেসে খেলে বেড়াই।

তোমার আরও তো ছেলে আছে, অনেকগুলো পোতাপুতনি আছে। তুমি যা চাও সেই পথ তো তোমার খোলাই আছে! আমরা যতদিন না ফিরি ততোদিন তুমি তাদের নিয়েই আনন্দ কর মা!

কি জানি বাপু! আজ কালকার ছেলে মেয়েদের মতিগতি কিছু বুঝতে পারিনে। তোরা যা বুঝিস কর, আমি কালকেই বাড়ী চলে যাব।

চৌধুরী দম্পতি পাশের ঘর থেকে মা ছেলের কথাবার্তা সব শুনলেন। মেয়ের ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছাটা পূরণ হচ্ছে বুঝতে পেরে খুশী হলেন। বোনের অমত তাতে তারা চিন্তিত নয়। সুরাইয়া বেগম বয়সে তার চেয়ে অনেক বড়। বোনের গাম্ভীর্যের কাছে তিনি সব সময় সঙ্কুচিত। কোন সময় তার কথার উপরে কথা বলেননি। সব সময় সম্মান দিয়ে এসেছেন। বিয়ের ব্যাপারে বিলম্ব করা বোনের অনিচ্ছার কথা তারা আগে থেকেই জানতেন। তা নিয়ে কোন দিন তার মুখোমুখি হননি। জানতেন, একদিন তাদের মুখোমুখি হতে হবে। কি করে বোনকে বোঝাবেন তার কৌশল এখনও তিনি বের করতে পারেননি। আজ বুঝলেন বোনের সাথে বোঝাপড়া করার আর প্রয়োজন হচ্ছে না। একটা জগদ্দল পাথর তাঁর বুক থেকে নেমে গেল। তাই নিজেকে হালকা অনুভব করছিলেন। তবু তিনি স্থির করলেন মেয়ে বাড়ী এলে সবাইকে এক জায়গায় বসাবেন। ছেলে মেয়ের সিদ্ধান্ত তারা নিজেরাই ব্যক্ত করবে। তাহলে সব সমস্যা কেটে যাবে। কেউ কাউকে দোষারোপ করতে পারবে না।

সোফার ঘরে পাশাপাশি বসে আছে দু'জন। আমির আলিই প্রথম কথা বললো। আজ এক সপ্তাহ ধরে তোমার কথাটিই চিন্তা করছি মনি। কোন খুঁত নেই, নিখুঁত

www.pathagar.com

প্ল্যান। আমিই ভুলেছিলাম। মানুষের জন্ম পৃথিবীতে একবারই হয়। অন্যজাতি পরজন্মে বিশ্বাস করলেও আমরা করি না। তাই জীবনকে পূর্ণতা দিতে গেলে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। অসম্পূর্ণ জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করা যায় না। তুমি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছ। বেহালায় দু'টি তার যদি সমান্তরালভাবে গেঁথে দেয়া না হয় তাহলে শ্রুতিমধুর সুর সৃষ্টি করবে না বরং বেসুরে বিরক্ত ধরিয়ে দেবে। আমাদের হৃদয়ে যে সুর তুলেছি তা শুনব তুমি আর আমি। আমাদের মাঝে যতদূরত্বই থাকুক এই সুর দূত হয়ে উতলা করবে কেবল তোমাকে আর আমাকে। অতএব কেউ কাউকে ভুলে যাবে এমন কোন সম্ভাবনাই নেই, কি বল মনি?

আমার যত বিদ্যা আছে সবই তো তোমাকে সপে দিয়েছি সেদিন সেই নির্জন পার্কে। আর তো কিছু নেই আমার থলিতে। এবার তুমি যদি কিছু দিয়ে আমার শূন্য স্থান পূর্ণ করে দাও মনে করব আমার পরম পাওয়া।

তুমি যদি তোমার হৃদয়কে উজাড় করে সব কিছু আমাকে দিয়ে থাক তাহলে সেই হবে আমার চলার পথের পাথেয়। আলো ছড়াবে আমার সামনে। আমি সেই আলোকে পথ বেয়ে চলব। অতএব অন্ধকার আমাকে গ্রাস করতে পারবে না। তুমি নিঃস্ব কাঙাল, চেয়ে থাকবে দূর পথে আমার দিকে। আর আমি তোমার বিরহে কাতর না হয়ে পুলকিত হব, তুমি যে হৃদয় নিংড়ে ভরে দিয়েছ আমার ভাণ্ডারের শূন্য প্রান্তর সেই দিকে চেয়ে। আমি আজ বুঝেছি প্রেমকে তুমি তোমার সর্বাঙ্গে গেঁথে নিয়েছ, তাই তুমি নির্ভীক। সব বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে তোমার কাঙ্খিত নীড়ে পৌছতে বেগ পেতে হবে না। আর আমি মুখে শুধু প্রেমের বুলি আওড়িয়ে যেতাম কিন্তু কেন জানি না তাকে হৃদয়ে স্থায়ী আসন দিতে পারিনি। সেদিন নির্জন পার্কে মোহনীয় সন্ধ্যায় তুমি তোমার কোমল হাতে আমার অন্তরের অন্তরস্থলে রোপন করে দিয়েছো অমর প্রেমের ক্ষুদ্র বীজটি। যেটি দিনে দিনে বেড়ে চলেছে আমারই অজ্ঞাতে। বুঝেছি আজ আমি আর আমাতে নেই বিলীন হয়ে গেছি তোমাতে।

মনিকা পুলকিত হয়ে যে দৃষ্টি হানলো পাশে উপবিষ্ট তার প্রেমিকের মুখের উপর সেটি যেন তার মুখমণ্ডল ভেদ করে হৃদয়ের মাঝখানে পৌছে গেল। প্রেমিক দেখলো সেখানে কেবল একটি মাত্রই ছায়া তা হলো তার প্রিয়ার পূর্ণাঙ্গ কায়া।

www.pathagar.com

চার

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে সেই খাওয়ার টেবিলে বসেই মুনীর চৌধুরী কথা পাড়লেন। দীর্ঘ সাধনার পর যখন একটি সন্তান আমাদের হল না তখন আমরা সখ করে আপার কোল থেকে ছিনিয়ে আনলাম তার নাড়ীছেড়া ধনকে। আপা জানতেন আমাদের মনের বেদনার কথা। তাঁর পারিবারিক দিক থেকে মৃদু আপত্তি উঠালেও তিনি সেদিকে কান দেননি। তিনিও এলেন ছেলেকে নিয়ে। আমরা নিজ সন্তানের মতই তার ছেলেকে গ্রহণ করলাম। মহান আল্লাহর অপার করুণায় তিন বছর পরই আমাদের ঘরে এলো মনিকা। লক্ষ কোটি শুকরিয়া জানাই সেই প্রভুর দরবারে যিনি আমাদের পরিবারে আনন্দের জোয়ার বইয়ে দিলেন। আমাদের ভালবাসা স্নেহ কারও প্রতি কমতি হল না। সেদিন আমি বুঝে নিয়েছিলাম নিয়তি কি খেলা করতে চায়। একদিন মেয়ে খুঁজতে হবে সেটি আর প্রয়োজন রইল না। গোড়াতেই প্রভু মিলিয়ে দিলেন। কত আশা নিয়েই আমরা সেই দিকে চেয়ে আছি। আজ তোমরা বড় হয়েছ, লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করেছ। তোমাদের ভালমন্দ তোমরা বুঝতে শিখেছো। তোমাদের অনুমতি পেলেই আমাদের দীর্ঘ দিনের স্বপ্নের রূপ লাভ করবে। ভাইয়ের কথা শেষ হতেই সুরাইয়া বেগম খেকিয়ে উঠলেন। মুনি! এ তোর কেমন কথা! ছেলে মেয়ে বিয়ে দেব তা আবার তাদের কাছে জিজ্ঞেস করতে হবে নাকি?

মুনীর চৌধুরী হেসে ফেললেন। বললেন, আপা, সে যুগ আর নেই। যে যুগে বাবা মা যে বোঝা ঘাড়ে চাপিয়ে দিতো তা অনিচ্ছা সত্ত্বেও সারা জীবন বয়ে বেড়াতে হতো।

তাই বলে ছেলে মেয়ে পাশে বসিয়ে জিজ্ঞেস করতে হবে, কবে তোদের বিয়ে দেব?

এতে দোষের কি আছে আপা?

সুরাইয়া বেগম গালে হাত দিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, আ-মর! একেবারে লজ্জা সরম উঠে গেছে দুনিয়া থেকে!

এখানে তো লজ্জা সরমের কোন প্রশ্ন নেই আপা! এটা স্বাধীন মতামত প্রকাশ করবার বিষয়।

ওরা বলবে 'আমরা এখন বিয়ে করব কি করব না এটা আমাদের ব্যাপার!' -এর নাম স্বাধীনতা? এমন স্বাধীনতার মুখে ছাই!

www.pathagar.com

মুনীর চৌধুরী স্বশব্দে হেসে উঠলেন। সেই হাসিতে সুরাইয়া বেগমের রাগ চরমে উঠে গেল। গম্ভীর মুখে তিনি কেবল ফোস ফোস করতে লাগলেন।

নিরবতায় কেটে গেল কিছুক্ষণ। এক সময় ভাই বোনকে লক্ষ্য করে বললেন, বাবা মার ছিল টিনের ঘর। সেই ঘরেই জন্ম, সেখানেই বড় হয়েছি। লেখাপড়া শিখে বিয়ে শাদী করে সংসার করেছি। মনে পড়ে সে সব কথা আপা! আজ সেসব ফেলে শহরে এসে তিনতালা বাড়ীতে বাস করছি, নিজের গাড়ীতে চেপে ঘুরে বেড়াই। আগে নিজে কাজ করে খেতাম। এখন কত লোকজন দিয়ে কাজ করিয়ে নিতে হয়। পিছনের সেই গ্রামের জীবন আর আজকের এই শহরের জীবনের মধ্যে কত ব্যবধান বলতে পারো আপা?

কি জানি বাপু, অতোশত বিদ্যা বুদ্ধি আমার পেটে নেই।

তুমি এবার আসল কথাটি বলেছ আপা! আমরা যেমন শিক্ষা পেয়েছি তেমন কথাবার্তা বেরুবে আমাদের মুখ দিয়ে। আমরা যে সমাজে যে পরিবেশে জীবনের দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি আমাদের মনভাব তো সেভাবেই গড়ে উঠেছে। আমাদের ছেলে মেয়ে তো সেখানে গড়ে ওঠেনি। শহরের এই তিনতলা বাড়ী থেকেই তাদের জীবনের শুরু। তুমি যেমন পেছনের কথা বলছো, ওরা বলছে সামনের কথা। দিনে দিনে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে আলোকিত হচ্ছে। জোর করে পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া মানেই তো অন্ধকারে ডুবিয়ে দেওয়া। ছোট কালে কত ঘোড়ার গাড়ীতে চড়েছি, বলত আপা! ঘোড়া যদি সামনে না জুড়ে পিছনে জুড়ে দিত, তাহলে সারা জীবন ধরে গাড়ী চললেও তোমাকে শ্বশুর বাড়ী নিয়ে যেতে পারত?

তোর আর অতো বক্তৃতা করতে হবে না, তোরা যা ভাল বুঝিস তাই কর, আমি এর মধ্যে নেই।

কেন থাকবে না আপা! ছেলে তোমার, ভাইঝি তোমার। হৃদয়ের নাড়ীছেড়া ধন। ওদের দুঃখে আমরা দুঃখী, ওদের সুখে আমরা সুখি।

রাত্রি গভীর হয়ে গেছে। চতুর্দিক নিস্তব্ধ। বাইরের কোন শব্দই ঘরে প্রবেশ করবে তেমন পথ নেই। কারও মুখে আর কথা নেই। সব যেন শেষ হয়ে গেছে। আমির আলি বুঝেছে মায়ের ইচ্ছা এখনই ছেলে বিয়ে করে সংসার পাতুক। কিন্তু মা তো জানে না আমাদের মাঝে কি সন্ধি হয়ে গেছে! আমি যদি আজ মায়ের পক্ষ অবলম্বন করি তাহলে মামা মামি হয়ত শেষ পর্যন্ত বিয়েটা দিয়ে দেবেন কিন্তু তাতে কি শান্তি পাওয়া যাবে! মনিকার ডাক্তারী পড়বার বাসনা নস্যাৎ হয়ে যাবে। সেকি পারবে সেই ভাঙা মন জোড়া লাগাতে! হয়তো প্রেমের টানে কিছু সময়ের

www.pathagar.com

জন্যে ভুলে থাকতে পারবে, তার অন্তরের মধ্যে যে কিন্তু থেকে যাবে সেটা তো তাকে মাঝে মাঝে পীড়া দেবে। তার ইচ্ছার অভিব্যক্তি ঘটাতে না দিয়ে যদি গলা টিপে মেরে ফেলি তাহলে আমিও কি নিস্তার পাব! প্রেমের জয় তো সেখানে, যেখানে প্রেমিক প্রেমিকা দেহ মনের পরিপূর্ণতা নিয়ে নীড় বাঁধতে পারে। না! মনিকার কোমল হৃদয়ে আমি শরবিদ্ধ করতে পারব না। আমি পুরুষ, পৌরুষত্বকে নারীর বাসনার কাছে জলাঞ্জলি দিতে পারি না। সে নারী হয়তো মুখ ফুটে কিছু বলবে না, আমাকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। মার মনেও ব্যথা দেয়া যাবে না। তাকেও বুঝিয়ে শান্ত করার দায়িত্ব আমারই।

মনিকা বাবার আর ফুফুর কথা শুনে অবাক হয়ে যায়। ফুফু যা চায় বাবাও কি তাই চান? আমরাওতো তাদের আশা আকাঙ্খার মূলে কুঠারাঘাত করতে চাইনে। আমরা কেবল সময় চাই। ফুফু কেন সেটা দিতে নারাজ! এখনই শিক্ষা জীবন সমাপ্ত করে ঘর বাঁধলে সহস্র বার চেষ্টা করলেও সেই জীবন ফিরে পাব না। আর যদি মনের পিপাসা মিটাতে জ্ঞান অর্জনের পথে কিছু সময় কাটিয়ে দিই, তার পরে যদি ঘর বাঁধি তাহলে মনের পিপাসা আর হৃদয়ের প্রেম এক হয়ে যেখানে পৌঁছে দেবে সেখানেই তো পাওয়া যাবে স্বর্গ সুখ! আমার ভাই! তুমি কি তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে যেতে চাও, না পরিপূর্ণভাবে নিজেকে বিকশিত করতে চাও? তোমার আমার মাঝে যে গোপন সন্ধি হয়ে গেছে, সাক্ষী হয়ে আছে দু'টি কপোত কপোতি আর অন্তরালে থেকে যিনি সব কিছু ঘটান তিনি। তুমি কি অটল আছ সেই সন্ধি শর্তে! যদি থাক তাহলে কেন তুমি চুপ করে বসে আছ মাথা নীচু করে। আমি আমার বাবা মাকে যেটা বুঝাতে পেরেছি তুমি কেন পারনি তোমার মাকে সেটা বোঝাতে।

বাবা মার নিরবতার মাঝখানে দু'টি প্রাণ মনের সাথে অব্যক্ত কথা বলে চলেছে। রাত্র দ্বিপ্রহর, অতীত হয়ে গেছে অনেক্ষণ হল। কিছু কথা বাকি রয়ে গেছে সেটা শেষ না হলে কেউ তো উঠতে পারছে না। আমির আলির অন্তর বলে উঠলো শেষ কথা তো তোমার কাছে। তুমি চুপ করে বসে আছ কেন! কত রাত জাগিয়ে কষ্ট দেবে গুরুজনদের! হ্যা, আমির আলিকেই কথা বলতে হবে এবার। সে মুখ তুলে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে ডাকলো- মা!

সুরাইয়া বেগম গম্ভীর হয়ে বসে আছেন। রাগে দুঃখে তিনি কেবলই ফোস ফোস করছেন। ছেলের মা সম্বোধন মনে হয় তার কানে প্রবেশ করেনি।

মা!

মাতৃহৃদয়ে এবার আলোড়ন তুললো। কি বাবা!

www.pathagar.com

তোমার গর্ভে জন্মেছি আমি। তোমার শেষ সন্তান, পেয়েছি মায়া মমতায় ভরা হৃদয়ের স্নেহের পরশ। বাবার কথা মনে পড়ে না পিতৃস্নেহ পাইনি বলে। সেটা তো অপূর্ণ থাকেনি মা! মামা মামি আমাকে সেই অভাব বুঝতেই দেননি। আমার কত সৌভাগ্য দুই পরিবারের সকল সদস্যের কাছ থেকে পেয়েছি সীমাহীন স্নেহ ভালবাসা। তোমার তো আরও তিনটি ছেলে আছে মা! তাদের দিকে চেয়ে দেখ তারা কেমন আছে। বাবার সংসারের যে ধারা বয়ে এসেছে সেই ধারায় তারা গড়ে উঠেছে। যদি বাড়ীতে থাকতাম তাহলে আমিও তো তেমনিভাবেই গড়ে উঠতাম। এতো লেখা পড়া শেখা তো দূরের কথা, হয়তো কিছুই শিখতে পারতাম না। কেননা, শৈশবে বাবাকে হারিয়েছি। ভাইদের সংসারে তাদেরই গলগ্রহ হয়ে থাকতে হত। আজ তুমি চারিদিকে চেয়ে দেখ, বাইরের দুনিয়ায় সেই অন্ধকার যুগ থেকে বেরিয়ে এসে মানুষ কেমন করে উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করছে। আর তোমার ছেলেরা সেই অন্ধকারেই পড়ে আছে। দিনে দিনে পৃথিবীর অন্ধকার দূর হয়ে যাচ্ছে, আলোকিত হচ্ছে প্রকৃতির বুক। তুমি চাও না মা, তোমার হৃদয়ের নাড়ীছেড়া ধন এই আলোকময় পৃথিবীর মানব সমাজের একজন সদস্য হয়ে থাক? প্রভু যখন সুদিন দিয়েছেন, কেন আমরা তার সদ্ব্যবহার করব না মা! তুমি দোয়া কর মা, তোমার ছেলে আর ভাইঝি এই অনুন্নত দেশের মানুষের কল্যাণের জন্যে কিছু করবার শক্তি অর্জন করুক। আমি বুঝেছি মনিকার নারী হৃদয় বড় কোমল। যে পরিবেশে সে মানুষ হয়েছে, সেখান থেকে কারও অন্তর নীচের দিকের মানুষের জন্যে কাঁদে না মা! কিন্তু ওর বেলায় আশ্চর্য ব্যতিক্রম। জন্ম থেকে দুঃখ কষ্ট যে কি জিনিস তার ধারণাও পাওয়ার কথা নয়। তবু সে বুঝেছে দুঃখীর দুঃখ। এতো সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষের বড় ধর্ম মা! তার স্বল্প জ্ঞানের হৃদয়ে যে মানব প্রেমের জন্ম নিয়েছে সেই প্রেমে যে আমাকেও ঢেকে ফেলেছে মা। তাই সে ডাক্তার হতে চায়। ততোদিনে আমিও বিদেশ থেকে উচ্চ শিক্ষা নিয়ে আসি। তোমরা ধৈর্য ধরে থাক! এবার যেদিন ফিরে আসব সেদিন কোন আপত্তি আমরা করব না মা!

আমির আলির কথা শুনে মনিকার হৃদয়ে যেন আনন্দের জোয়ার বয়ে চলেছে। তার ইচ্ছে হচ্ছে সেও একটু হাসি মুখে নেচে গেয়ে আনন্দ প্রকাশ করুক। নিজেকে তার অত্যন্ত সাকসেসফুল নারী মনে হচ্ছে। সেদিনের সেই সন্ধ্যার অন্ধকারে নির্জন পার্কে, বুকের উত্তাপ বিনিময় যে কি ফল দিয়েছে তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ সে আজ পেয়ে গেল। সে তার বাবা মায়ের মুখের দিকে চেয়ে দেখলো তাদের মুখে খুশীর চিহ্ন। ফুফুর মুখের সেই কালো অবরণ এখনও অপসারিত হয়নি। সে আস্তে আস্তে উঠে যেয়ে ফুফুর পায়ের ধূলা নিয়ে তার বুকের সাথে মিশে গেল। ডাকলো- ফুফু!

www.pathagar.com

হঠাৎ যেন আগুনে পানি ঢেলে দেয়া হল। সুরাইয়া বেগম ভাইঝির মাথায় স্নেহের হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, কি মা!

হাসি মুখে আমাদের জন্যে দোয়া করুন আমরা যেন সৃষ্টির সেরা মানুষের কল্যাণে কিছু কাজ করতে পারি। আপনি অমূলক কোন চিন্তা করবেন না, আমরা চিরদিন আপনাদেরই থাকব ফুফু!

সুরাইয়া বেগমের হৃদয়ে স্নেহের বান ডেকে গেল। তিনি তার ভাবী পুত্র বধুর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন আল্লাহ তোমাদের মকসুদ পূর্ণ করুন।

দু'টি কোমল প্রাণকে অনাগত ভবিষ্যতের গর্ভে ছেড়ে দিয়ে গুরুজনেরা সবাই তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে মোবারকবাদ জানিয়ে শয়ন ঘরের দিকে চলে গেলেন।

এবার প্রেমিকা তার প্রেমিকের বক্ষে মাথা রেখে ডাকলো, ভাই!

আর ভাই বোন নই আমরা। আজ থেকে একে অপরের বন্ধু। সামনে আমাদের মহাসমুদ্র। আমরা স্বেচ্ছায় তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ছি। কেউ আমাদের খেয়া পার করে নেবে না। তা সাতরিয়ে পাড়ি দিতে হবে আমাদের। তুমি পারবে তো কূলে পৌঁছতে?

পারব। তুমি?

আমাকে যে পারতেই হবে।

রাতে সুরাইয়া বেগম ঘুমাতে পারলেন না। তার মনের মধ্যে কেবলই আবোল তাবোল চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। বাবার আবস্থা মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। এগার ভাইবোনের মধ্যে তিনি হলেন চতুর্থ আর মুনীর হল একেবারে ছোট। বাবা মার আদরের সন্তান। মধ্যবিত্ত ঘরের সব সুবিধা তারা পেয়েছেন। গ্রামের স্কুলে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত লেখাপড়া করেছিলেন। দূরের হাইস্কুলে আর তার যাওয়া হয়নি। বাবা সখ করে সাত কাহনের বিশ্বাস বাড়ীতে তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন। শ্বশুরের অবস্থাও মোটামুটি স্বচ্ছল ছিল। চার ছেলে তিন মেয়ের বাপ। তিনি হলেন বাড়ীর কর্তা। বাপের বাড়ী যেমন আদর পেতেন এখানেও তার কোন কমতি ছিল না। তার স্বামীর লেখাপড়া ছিল অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত। ব্যবসা-বাণিজ্য করত। তাই বলে তারা কি জীবনে সুখ শান্তি পাননি! তাদের সংসারে কোন দুঃখ কষ্ট ছিল না, কোন ঝগড়া ফ্যাসাদ ছিল না। শ্বশুর যতদিন বেঁচে ছিলেন ততোদিন কি যত্নই না করতেন। তিনি মারা গেলেও সবাই তাকে শ্রদ্ধা করতেন। ছেলে মেয়ের মা হলেন, তাদের পেছনেও তার সময় কাটাতে হয়নি বললেই চলে। তার ছোট ননদ যতদিন ছিল ততোদিন সে-ই সব করত। তার বিয়ে হয়ে গেলে ছোট জায়েরাই সব করত। স্বামী মারা যাওয়ার পরেও তার জীবন যাত্রায় কোন প্রকার শূন্যতা বুঝতে পারেননি। তারপর একদিন একমাত্র ভাইয়ের পীড়াপীড়িতে ছোট ছেলেকে নিয়ে

www.pathagar.com

এলেন এই বাড়ীতে। এখানে তার জীবনে হাসি আনন্দ আর সুখ শান্তির মধ্যে কেটে যাচ্ছে। এমন সৌভাগ্য কয়জনের হয়! কিন্তু ভয় হয় এত সুখ কি শেষ পর্যন্ত সইবে! কথায় বলে সুখের পর দুঃখ। দুঃখের পর সুখ। তিনি জন্ম থেকে আজ পর্যন্ত দুঃখ যে কি বস্তু তা জানেন না। সুখের জীবন যৌবন পার করে এই প্রৌঢ়ত্বে ঠেকেছেন। জীবনের শেষ মূহূর্ত পর্যন্ত কি এমনই যাবে! অন্তরে কিসের যেন একটা অব্যক্ত করুণ সুরের মূর্ছনা শুনতে পাচ্ছেন। কোন অমঙ্গল কি তার সামনে অপেক্ষা করছে! তিনি অনেকবার একটি কথা শুনেছেন, দেশের ছেলেরা বিদেশে যেয়ে খৃস্টান মেয়ে বিয়ে করে সেই দেশেই থেকে যায়। বাবার, শ্বশুরের বংশের সবাই ধর্ম কর্ম পুরোপুরিই মেনে চলেছে। তার ভাইঝিরও ধর্মের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। বড় লোকের ঘরে এমন ধর্ম নিষ্ঠা দেখা যায় না। আর আমির ধর্মের প্রতি উদাসীন। তাইতো ভয় হয়, খৃস্টানের দেশে যেয়ে আমাদের কথা ভুলে তাদের মধ্যে মিশে যায় কিনা! এমন আশংকা মন থেকে মুছতে পারছেন না তিনি। এমনই আকাশ পাতাল চিন্তা করতে করতে এক সময় মোয়াজ্জিনের কণ্ঠে আজানের সুমধূর ধ্বনি শুনলেন। নামাজের প্রস্তুতি নিতে উঠে পড়লেন।

সকালে নাস্তা খাওয়ার পর তিনি ছেলেকে কাছে ডেকে বসালেন। বললেন রাজ্যির চিন্তা এসে আমাকে চেপে ধরলো তাই সারা রাত এক ফোটাও ঘুমাতে পারলাম না খোকা!

কেন মা?

কেবলই একটা ভয় যেন আমাকে পেয়ে বসেছে।

কিসের ভয় মা?

তোর বাপের বাড়ী মামার বাড়ী সবাই ধর্ম কর্ম করে, নামাজ পড়ে রোজা রাখে। এই এতটুকুন মেয়ে মনি, সেও নামাজ পড়ে, কোরআন শরীফ পড়ে। তুই তো ধর্ম কর্মের ধারে যাসনে। বিদেশ বিভুয়ে যাচ্ছিস তা আবার ঠিক থাকতে পারবি তো?

কি যে তুমি বল মা, যার কোন মাথামুণ্ডু নেই।

কত যে শুনেছি এ দেশ থেকে যারা বিদেশে পড়তে যায় তারা খৃস্টান হয়ে তাদের মেয়ে বিয়ে করে সেখানেই থেকে যায়। তুই আবার কি করবি তা আল্লাহ পাক জানেন। আমার কিন্তু ভয় হচ্ছে খোকা।

মায়ের কথা শুনে আমির আলি হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, তোমার কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এতোদিন এ দেশে কোন শিক্ষিত মুসলমানই থাকত না মা!

কেন?

www.pathagar.com

প্রতি বছরে কত শত শত ছেলে মেয়ে আমেরিকা ইউরোপে পড়তে যাচ্ছে, সবতো খৃস্টান হয়ে বিয়ে শাদী করে সেই দেশেই থেকে যেত। তারপর একদিন এদেশে কোন মানুষই থাকতো না, বনে জঙ্গলে পূর্ণ হয়ে হিংস্র জন্তুর বাসভূমি হয়ে যেতো।

তোদের সাথে কথা বলা দায়। কিছু একটা বললেই অমনি বক্তৃতা শুরু করে দিস। আমার মাথায় হাত দিয়ে দিব্বি কর, তুই খৃস্টানের মেয়ে বিয়ে করে খৃস্টান হয়ে সে দেশে থাকবিনে?

আমির আলি তার মায়ের মাথার উপর দু'হাত রেখে বললো আমি প্রতিজ্ঞা করছি তুমি যা পছন্দ কর না, আমি তা করব না।

আমি তোর গর্ভধারিণী মা, প্রতিজ্ঞার কথা মনে থাকে যেন। বুড়ো বয়সে আমাকে যেন কাঁদাসনে।

আল্লাহকে সাক্ষী রেখেই শপথ করছি, আমি তোমাদের অবাধ্য হব না মা! আর কিছু চাও?

সবার উপরে যিনি তাকে সাক্ষী রেখেছিস এই আমার সান্ত্বনা। আর কিছু চাই না।

দরজার আড়াল থেকে চৌধুরী দম্পতি মা ছেলের প্রতিজ্ঞার কথা শুনে আশ্বস্ত হলেন। মনিকা তখন তার ঘরে বসে একা বই পড়ছে। বাইরের দুনিয়ার দিকে খেয়াল করার অবসর তার নেই। ছোট থেকেই তার বই পড়া অভ্যাস। বাইরে যখন থাকে তখন স্কুল কলেজ, খেলা ধুলা বন্ধু বান্ধব নিয়ে আনন্দে সময় কাটায়। যখন বাড়ীতে আসে কিংবা হোস্টেলে থাকে তখন কেউ কাছে না থাকলেও সে কোন সময় নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেনি। বই-ই হল তার উত্তম সঙ্গী। একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু বললেও ভুল হবে না। কেননা, সে মাঝে মাঝে বন্ধুদেরকে গর্ব করে বলে, আমি এমন একটা বন্ধু পেয়েছি যে আমাকে বাজে খেয়াল করবার সুযোগই দেয় না। আমার মন প্রাণ তার দিকে আকৃষ্ট করে রাখার দারুন ক্ষমতা রাখে সে। বন্ধুরা জিজ্ঞেস করে আবার কার সাথে প্রেম করছিস? সে হেসে উত্তর দেয় বইয়ের সাথে। বন্ধুরা অবাক হয়ে তাকায় তার মুখের দিকে। তাকে ধাক্কা দিয়ে বলে, এই মনি! অমন আজগুবে কথা কোথায় পেয়েছিস! বইয়ের সাথে কেউ প্রেম করে নাকি?

জানিনা। তবে আমি করেছি।

আমরা বুঝি প্রেম বিয়ে করবার জন্যে, তুই?

আমি তো বইয়ের সাথে বিয়ে করে বসে আছি।

www.pathagar.com

বন্ধুরা হেসে লুটোপুটি খায়। বলে আমির ভাই এর কি হবে?

সেও বিয়ে করবে।

কাকে?

আমাকে।

তুই তো আগেই করে বসে আছিস।

সে এক সাথে দু'বউ পাবে।

বন্ধুরা হাসির ঝড় তুলে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়ে। এমনিভাবেই কৌতুক করে তারা আনন্দ পায়।

আমির নিউইয়র্কে যাচ্ছে। সেখানে অনেক বাঙালী আছে। তাদের সাথে যোগাযোগ করে একটা ভাল কলেজে ভর্তি হবে। মুনীর চৌধুরী তার এক বন্ধুর সাহায্যে সেখানে যাওয়ার সব ব্যবস্থা সম্পন্ন করেন। বাড়ীর সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠার সময় মা সুরাইয়া বেগম প্রতিজ্ঞার কথা আর একবার স্মরণ করিয়ে দিলেন। আমির আলি 'মনে থাকবে' বলে গাড়ীতে উঠে বসলো। মুনীর চৌধুরী আর মনিকাও সেই সাথে গেল। পরদিন ঢাকা বিমান বন্দরে বাংলাদেশ বিমানে উঠিয়ে দিয়ে তারা ফিরলেন। মনিকার ছুটি শেষ হয়ে গেছে। তাকে সিলেটের কলেজে রেখে চৌধুরী সাহেব হবিগঞ্জে বাড়ীতে ফিরে এলেন।

আমির আলিকে বিদায় জানিয়ে কলেজে এসে মনিকা নিজেকে যেন হালকা অনুভব করছে। বিয়ের জন্যে সবাই উত্যক্ত করতো, তার থেকে নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। বন্ধুরা তাকে খুব ভালবাসে। তার সাথে মিশে অনেকের জীবনের মোড় ঘুরে গেছে। সে নিয়মিত নামাজ পড়ে। কোরআন শরীফ অর্থসহ পড়ে বুঝতে চেষ্টা করে। আবার কলেজের বই রুটিন মোতাবেক পড়াশোনা করে। ছুটির দিনে বসে বসে সময় নষ্ট করে না। দু'একজন বন্ধু সাথে নিয়ে শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ায়। কোথায় ফকির মিসকিন পড়ে আছে, কোথায় অন্ধ, খঞ্জ, ল্যাংড়া, খোঁড়া অসহায় মানুষের গড়াগড়ি। এই সব নিয়ে তার মাথা ব্যথা। বন্ধুরা অবাক হয়ে যায় তার এই সব কার্যকলাপ দেখে। মেয়ে হয়ে জন্মেছে কিন্তু তাদেরও যে এসব ব্যাপারে অনেক কিছু করার আছে তা কোনদিন কোথাও শোনেনি এবং কাউকে করতেও দেখেনি। মনিকার এসব অসহায় মানুষের প্রতি কর্তব্যবোধ দেখে তারাও এগিয়ে না এসে বসে থাকতে পারে না। মনিকা তার চার পাঁচজন বন্ধুকে এইসব কাজের প্রতি আকৃষ্ট করতে পেরেছে। বৃত্তবান সমাজের দৃষ্টি সেদিকে পড়ে না। গণপ্রতিনিধিরা যাদের দেখে চোখবুজে পাশ কাটিয়ে যায়, দারিদ্র বিমোচনের নামে

www.pathagar.com

মানব দরদীদের মায়া কান্না যাদের নিয়ে, তারা তাদের অস্তিত্ব খুঁজে পায় না। ধর্ম গ্রন্থের সুমহান বাণীগুলো বয়ান করে যারা মানুষের হৃদয় বিগলিত করে দেন তারাও মঞ্চ ত্যাগ করে বাইরে এসে ভুলে যান তারা কি বক্তব্য রেখেছেন। আর যারা শুনে বাহবা দিতে দিতে বাড়ী ফেরেন তারাও এক সময় বক্তার কথার সাথে কাজের মিল খুঁজে পান না বলে ঝাড়া দিয়ে কান থেকে সব বের করে দেন। সমাজের এই নিষ্ঠুর চিত্র কয়জনে দেখে। মনিকা তার বন্ধুদের বোঝায়, স্রষ্টা ইচ্ছা করলে তাদেরও তো ওদের মত অসহায় করে সৃষ্টি করতে পারতেন। কি হত তাহলে! তার অধিকাংশ বন্ধুরা তার কথা শুনে কাজ কর্ম দেখে উপহাস করে, ঠাট্টা বিদ্রূপ করে। ও সেদিকে কান দেয় না, খেয়ালও করে না। সে এসব অসহায় মানুষের জন্যে একটা ফান্ড তৈরি করেছে। আতিয়া, নাজনীন, সুরভী, আবিদা আর মৌকে নিয়ে ছয় সদস্য বিশিষ্ট আল আমিন ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট নামে একটি সংগঠন তৈরী করেছে। প্রতি মাসে তারা নিজেরা নির্দিষ্ট পরিমাণ চাঁদা সেই ফাণ্ডে জমা করে। শহরের বিত্তবানদের কাছে যেয়ে তাদের কার্যক্রম দেখিয়ে বেশ কিছু টাকা পয়সা পায়। মেয়েদের এই সমাজকল্যাণমূলক কাজ দেখে অনেকে লজ্জায় মাথা নত করে। আবার অনেকেই উৎসাহ দেয়, তাদের আর্থিক সাহায্য করে। গুটিকয়েক মেয়ে ভয়ে ভয়ে একটা সংগঠন করে কাজে নেমেছিল, তারা জানতো সমাজের লোক তাদের ভাল নজরে দেখবে না। আবার অনেক চাপ সৃষ্টিও হয়ত হতে পারে। কিন্তু মনিকার বিশ্বাস ছিল আল্লাহ্ পাক সাহসী মানুষকে ভালবাসেন। তাই সাহস করেই তারা নেমেছিল যদিও তার বন্ধুদের একটু দুর্বলতা ছিল। এখন আর তাদের ভয় নেই। অনেক দরদী মানুষের সহযোগিতা তারা পাচ্ছে।

কলেজের ছুটির পুরো সময় তারা মানুষের সেবার জন্যে ব্যয় করে। তখন বাইরে থেকে দেখলে কেউ মনে করতে পারবে না যে ওরা কলেজের ছাত্রী। সেই সময় তাদের কার্যকলাপ দেখে মনে হবে সাক্ষাৎ স্বর্গের অপ্সরী মানুষের রূপ ধরে এই ধুলির ধরায় নেমে এসেছে যন্ত্রণা কাতর নিঃস্ব প্রাণগুলোর করুণ আর্তনাদ উপশম করতে। আবার যখন হোস্টেলে ফিরে আসে তখন অন্য আর এক চিত্র। তখন মনে হয় বাইরের জগতের সাথে তারা কোন সময় সম্পর্ক রাখে না। তখন বই খাতা নিয়ে তাদের তপস্যা চলে।

শহরের কোলাহল থেকে একটু দূরে নির্জন জায়গায় ওরা একটা ঘর ভাড়া নিয়েছে। আল আমিন ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের সাইন বোর্ড সেখানে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। একটা বেকার মেয়েকে তার কাজে নিযুক্ত করেছে। মেয়েটির নাম মালতী। এস.এস.সি পাশ। গরীবের মেয়ে তাই আর পড়তে পারেনি। ব্রাহ্মণ

www.pathagar.com

কন্যা। টাকা পয়সার অভাবে তার বাবা মা বিয়েও দিতে পারছেন না। মৌ এর সাথে পূর্ব পরিচয় ছিল। সে-ই তাকে বাড়ী থেকে ধরে নিয়ে এসে তাদের ট্রাস্টের অফিসের দায়িত্বে বসিয়ে দিয়েছে। মালতী মেয়েটি সৎ চরিত্রবান এবং কর্মপটু। অক্লান্ত পরিশ্রম করে। মাসে পাঁচশো টাকা তাকে দেওয়া হচ্ছে। তাছাড়া মালতীকে পড়বার জন্যে ওরা বই সরবরাহ করছে। কলেজের রেজিস্ট্রি খাতায় নাম উঠিয়ে রাখা হয়েছে। তাদের কলেজ থেকেই পরীক্ষা দেবে। মালতী আর তার বাবা মা এ ব্যবস্থায় খুব খুশী হয়েছেন। এভাবে ভাল মেয়েদের সাথে জড়িয়ে থাকলে ভবিষ্যতে তাদের মেয়ের হয়তো একটা হিল্লা হয়ে যাবে।

মালতী সপ্তাহের ছয়দিন বিভিন্ন সূত্র মারফত অনাথ, দুঃস্থ, পঙ্গু, ব্যাধিগ্রস্ত অসহায় নরনারীর খোঁজ খবর নেয়। প্রতি শুক্রবারে ট্রাস্টের ছয়জন সদস্য সকালে অফিসে যেয়ে সেই সব পর্যালোচনা করে। যাদের অবস্থা গুরুতর তাদের ব্যবস্থা আগেই হাতে নেই। ক্রমান্বয়ে সবগুলোর সমাধান তারা করে। যারা তাদের অফিসে আসতে পারে তাদের এখানে উপস্থিত হতে বলা হয়, আর যাদের আসবার শক্তি নাই তাদের ওরা শহরে আনিয়ে চিকিৎসা করে। প্রত্যন্ত অঞ্চলের যারা খেতে পায় না তাদের সাহায্য পৌছে দেয়ার জন্য পঞ্চাশ বছরের একটা প্রৌঢ় ব্যক্তিকে সাহায্যকারী হিসাবে রাখতে হয়েছে। ওদের খুব পরিশ্রম করতে হয়। কাউকে হাসপাতালে ভর্তি করাতে হয়। কাওকে সাধারণ ডাক্তারের কাছে চিকিৎসা করাতে হয়। কারও রুটি রুজির ব্যবস্থার জন্য ভ্যান রিক্সা ছাগল গরু কিনে দিতে হয়। দিনে দিনে তাদের যেমন কাজ বেড়ে যেতে লাগলো তেমন অর্থ সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিল। সিলেটের প্রায় বারো আনা মানুষ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে থাকেন। বিশেষ করে ইংল্যান্ডেই বেশী থাকেন। মনিকা তার বন্ধুদের নিয়ে সেই সব মানুষের ঠিকানা জোগাড় করে তাদের কাছে করুণ আবেদন জানিয়ে চিঠি লেখে। ট্রাস্টের কার্যক্রম দেখায়। এই সব প্রবাসীদের মধ্যে যাদের দেশাত্মবোধ আছে তারা তাদের উদার হস্ত প্রসারিত করে। আল আমিন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের একাউন্টে ডলার পাউন্ড রিয়েল রিঙ্গিট আসতে থাকে। ওদের তহবিল যত বাড়তে থাকে ওরা ততো কাজ সম্প্রসারিত করে দেয়। এখন কেবল সিলেট নয়, হবিগঞ্জ, মৌলভীবাজার, সুনামগঞ্জ বৃহত্তর সিলেটের সর্বত্র তাদের কার্যক্রম বিস্তার লাভ করেছে। আরও তিনটা শহরে তারা অফিস খুলেছে। সেখানেও বেকার শিক্ষিত মেয়েদের দিয়ে কাজ পরিচালনা করার ব্যবস্থা হয়েছে।

আল আমিন ট্রাস্টটা কেবল মেয়েদের দ্বারা গঠিত তাই তার সব কাজ কর্ম মেয়েদের দ্বারা করানো হয়। তারা দেশের মানুষের বুঝাতে সক্ষম হয়েছে এদেশে

www.pathagar.com

এককভাবে মেয়েদের কোন সংগঠন নেই, সবই তো পুরুষদের দ্বারা গঠিত। মেয়েরা কাজ করার সুযোগ পায় না তাই নারী জাগরণের পদক্ষেপস্বরূপ এই ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে। তারা পুরুষের কাছ থেকে অর্থনৈতিক সাহায্য নেয় কিন্তু ফিল্ডে কাজ করবার সুযোগ দেয় না। অল্পসময়ে তাদের বহু দূর-দুরান্ত ভ্রমণ করতে হয় তাই মনিকা তার বাবার কাছ থেকে একটা মাইক্রো বাস ট্রাস্টের কাজের জন্যে কিনে নিয়েছে। মৌও ধনী লোকের মেয়ে। সেও একটা প্রাইভেটকার নিয়েছে তার মায়ের কাছ থেকে। তাদের পড়াশোনা ও অসহায় নর নারীর সেবা করায় এখন আর কোন অসুবিধা হয় না। তাদের এই মহতি উদ্যোগ যেমন প্রসার লাভ করতে শুরু করল তেমন অনেক শিক্ষিত বেকার মেয়েদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হতে থাকল। যারা মেয়েদের অবলা বলে অবজ্ঞা করত তারা অবাক হয়ে দেখে আর ভাবে আমরা যা মনে করি এরা তো তা নয়। স্রষ্টা এদেরও যে কিছু করার ক্ষমতা দিয়েছেন, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আল আমিন ট্রাস্ট। তবে তাদের সামনে বিস্তর বাধা। মহৎ কাজে জ্ঞানী মানুষের সমর্থন পাওয়া যায়, কিন্তু মনিকারা এখন দেখছে তারা যাদেরকে সাহায্যকারী হিসাবে মনে করছে তারা তার বিপরীত। অনেক জ্ঞান পাপীর তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন তাদের হতে হচ্ছে পদে পদে। ওরা অবাক হয়ে যায় যখন দেখে বড় বড় ডিগ্রীধারীদের মধ্যে একটা বৃহত্তর গোষ্ঠী তাদের যাত্রা পথে বাধা সৃষ্টিকারী। মনিকা ভাল লিখতে জানে। ধৈর্যের সাথে এদের মোকাবেলায় খবরের কাগজে লেখে। অপর পক্ষও পাল্টা লেখে। তারা যেমন উত্তেজিত হয়ে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করে, মনিকা নম্র ভাষায় হৃদয়ের আবেগ দিয়ে লিখে মানুষের মন কাড়তে থাকে। স্বর্গের মনোরম উদ্যান যেখানে চিরস্থায়ী শান্তির আবহাওয়া প্রবাহমান সেই মনমাতানো কাননে প্রভু আদমকে সৃষ্টি করে বিচরণ করতে দিলেন। এমন অভাবনীয় সুখ সাম্রাজ্যের মধ্যে ঘুরে ফিরে তিনি কি শান্তি পেয়েছিলেন! তিনি কি এতো কিছু পেয়েও নিজেকে নিঃসঙ্গ মনে করেননি? কিসের যেন একটা অভাব তাকে ক্রমে উদাস করে রাখেনি! স্রষ্টার আরাধনায় নিজেকে পরিপূর্ণভাবে আত্মসমর্পণ করতে পেরেছিলেন! স্রষ্টা কি করলেন? আদমের অসহায়ত্ব দূর করবার জন্যে হাওয়াকে সৃষ্টি করে যখন তার সামনে বসিয়ে দিলেন তখন তিনি কি করলেন! সেজদায় পড়ে গেলেন প্রভুর দরবারে। যার অভাব তিনি অনুভব করতেন তাকেই তিনি দয়া করে পূরণ করে দিয়েছেন। প্রভু তো ইচ্ছা করলে প্রথমেই জোড়া সৃষ্টি করে দিতে পারতেন কিন্তু কেন দেননি! এখানে কি মানুষের কিছু শিক্ষার বিষয় নেই? পরীক্ষা করলেন প্রভু।

www.pathagar.com

আদম। আমি এক এবং কেউ আমার সমকক্ষ নয়। তাই তুমি পার না একা নিজের পরিপূর্ণতা আনতে। একত্রে সৃষ্টি করলে তুমি অহংকার করতে, তাই প্রথমেই আমি তোমাকে একা পাঠিয়েছি। কিসের অভাবে তুমি উদাসীন থাকতে! তুমি নিজেই জানতে না তুমি কি চাও। তোমার বিরহ বেদনা দূর করার জন্যে যখন আমি হাওয়াকে সৃষ্টি করে তোমাকে দিলাম তখনই তো তুমি বুঝলে তোমার সৃষ্টির সার্থকতা। কি করে তুমি তাকে চিনে নিলে? প্রেম এসে কিভাবে তোমাদের একের প্রতি অপরের আকর্ষণ সৃষ্টি করে দিল! ক্ষণিকের জন্যে আমাকে ভুলিয়ে তোমাদের পরীক্ষা করলাম কেমন প্রেমের বাধনে তোমরা একে অপরকে বেঁধে ফেলেছ। কিছু সময়ের জন্যে তোমরা কি আমাকে ভুলে যাওনি? পরীক্ষা শেষে তোমাদের পাঠালাম পৃথিবীর বুকে অনাবাদী শূন্য প্রান্তর আবাদে ভরিয়ে দিতে।

বিধাতা এই যে আদম আর হাওয়াকে পাঠালেন জোড়া ধরে পৃথিবীর বুকে কি তার কারণ! নর ও নারীর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তো পৃথিবী আবাদ করতে! এখানে বলা আর অবলার প্রশ্ন তো থাকতে পারে না। নর কি কোনদিন পেরেছে নারীর সাহায্য ব্যতিরেকে অমর কিছু সৃষ্টি করতে। তারা পেছনে সাহায্য করে বলেই তো পৃথিবী দূর থেকে নিকটে চলে আসছে। আর যদি পাশাপাশি থেকে সহযোগিতা করার সুযোগ সৃষ্টি করা হয় তাহলে আকাশ আর পৃথিবীর দূরত্বও কি কমে যাবে না? ধর্মই তো আমাদের দিয়েছে নর নারীর সহাবস্থান, আমরা কেন পায়ে ঠেলব! স্রষ্টা তো প্রতিটি প্রাণীরই একটি ধর্মীয় গণ্ডি দিয়েছেন। তার মধ্যে সবচেয়ে সর্বোত্তম আদর্শ দিয়েছেন সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে। প্রতিটি মানুষই যদি সেই আদর্শভিত্তিক জীবন গড়ে তুলতে চেষ্টা করে তাহলে পৃথিবীর বুক থেকে সব অশান্তি দূর হয়ে স্বর্গীয় শান্তিতে ভরপুর হয়ে যাবে! তাহলে কেন আমরা নর ও নারীর মধ্যে ভেদাভেদ আনতে যাব! আসুন আমরা শ্রেষ্ঠ জীব হয়ে স্রষ্টার সৃষ্টির সেবায় জীবন উৎসর্গ করি।

মনিকার এই লেখাটি যেদিন খবরের কাগজে বেরুল সেদিন শিক্ষিত মহলে একটা হৈ চৈ পড়ে গেল। এমন অনুন্নত অর্ধ শিক্ষিত দেশের বুকে এমন মেয়েও তাহলে জন্ম নিয়েছে!

এরপর দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে অনরবত মনিকার নামে চিঠি আসতে লাগলো। সেগুলো সে হাতেও ধরে না, পড়েও না। মালতীকে বলে রেখেছে পড়ে দেখতে। যেগুলোর উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন সেগুলো দু'লাইন লিখে পাঠাতে আর বাকিগুলো ছিড়ে ঝুড়ি বোঝাই করতে। সে বাহবা চায় না কাজ চায়।

www.pathagar.com

পাঁচ

প্রায় তিন মাস পর মনিকা একখানা চিঠি পেল। নিউইয়র্ক থেকে আমির আলি পাঠিয়েছে।

প্রিয় মনি!

তোমার কাছে লিখতে অনেক দেরী করে ফেললাম। জানি তুমি অভিমান করবে না। আহ্! আজ কেবলই মনে হচ্ছে যদি তুমি আর আমি একসাথে আসতে পারতাম! দেশের বাইরে ইতিপূর্বে কোনদিন যাইনি তাই বিদেশের ব্যাপারে আমরা কোন ধারণা ছিল না। বিশেষ করে আমেরিকা সম্বন্ধে আমরা যা শুনে থাকি তার থেকেও এরা অনেক উপরে। আমাদের দেশের মানুষ এদেশকে স্বপ্নের দেশ বলে মনে করে। সত্যি যেন তাই। আমি এতোদিন যা জানতাম তা কিছু নয়, এ এক নতুন অভিজ্ঞতা। এদেশের মানুষের আচার ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছে। বিশেষ করে কলেজ ইউনিভার্সিটিতে যেসব ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করে তারা যেন সব জ্ঞানের অবতার। আমি এখানকার স্টেট ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছি। আসার পর কিছুদিন নিজেকে বড় নিঃসঙ্গ মনে হত। তারপর যখন ভর্তি হয়ে হোস্টেলে যেয়ে উঠলাম তখন মনে হল এরা আমার কত আপনার। আমাদের দেশে যেমন ছেলে মেয়ে বাপ মা বেঁচে থাকা পর্যন্ত তাদের স্বাধীন মতামত প্রকাশ করতে পারে না, এদেশে তা নয়। আঠার বছর বয়স হলে ছেলে মেয়ে স্বাধীন। তাদের নিজের ইচ্ছা মত যে কোন শহরে যেয়ে লেখা পড়া চাকরী বাকরী করতে পারবে। আমাদের দেশের মত এদেশের ছেলে মেয়েদের বিয়ের ব্যাপারে বাবা মার কোন হস্তক্ষেপ নেই। তারা নিজের মত সঙ্গী নির্বাচন করে নিতে পারে। ছেলে মেয়েদের মেলামেশারও অবাধ অধিকার। সব কিছুই আমি মেনে নিতে পারি কিন্তু একটি বিষয়ে আমি এদের বাড়াবাড়ি বলে মনে করি। সেটা হচ্ছে এদেশের পুরুষেরা ঠিক মত পোষাক পরে কিন্তু মেয়েরা যে কেন স্বল্প পোষাক পরিধান করে তা আমার বোধগম্য নয়। মানুষ যেদিন গুহায় বাস করত সেদিন তারা কাপড় তৈরী করতে পারত না তাই গাছের ছাল পাতা দিয়ে নিজেদের লজ্জাস্থান ঢেকে রাখত। সেদিন তারা ছিল অসভ্য। আজও ইতিহাসে তারা অসভ্য জাতি বলে চিহ্নিত হয়ে আছে। আজ আমরা সভ্য জাতি। বিজ্ঞান আমাদের বিশাল পৃথিবী হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। সব অভাব আমাদের পূরণ করে দিয়েছে। তবু যেন কিসের অভাব

www.pathagar.com

মানুষ অনুভব করছে যার কারণে বিজ্ঞানের সাধনা স্তিমিত হওয়া তো দূরের কথা আরও জোরালোভাবেই এগিয়ে চলেছে। মনে হয় আকাশ আর পৃথিবী এক না করে বিজ্ঞান ক্ষ্যান্ত হবে না। এই সভ্য জগতে এসে কেন যে এদেশের মেয়েরা বিশেষ করে তরুণী যুবতীরা পোষাকের প্রতি এতো অবহেলা দেখায় তার কোন কারণ বুঝি না। তবে একটা মজার ব্যাপার দেখলাম এই অর্ধ নগ্ন মেয়েটির বিয়ের পোষাক বানাতে যে কাপড়ের ব্যবহার করে তা দিয়ে আমাদের দেশের প্রায় দশ পনেরটা তরুণীর সেলোয়ার কামিজ তৈরী করা যায়। তা শুধু মাত্র ঐ বিবাহ উপলক্ষে বানানো হয়। কিছু সময়ের ব্যবহারের পর পড়ে থাকবে মূল্যহীন হয়ে।

মনিকা আমার! তুমি হয়ত বিরক্ত হয়ে পড়েছ আমার লেখা পড়ে। কেননা, আমি জানি তুমি যেমন ধার্মিক তেমনি শালীনতা বোধ তোমার সবার উপরে। আমরা যেটা লজ্জা শরম বলি এখানে মনে হয় তার কোন বালাই নেই। প্রেমিক প্রেমিকার স্বাধীন মেলামেশা, মেয়ে পুরুষের বন্ধুত্বের নামে নির্লজ্জ সহঅবস্থান এদেশে কোন অপরাধ নয়। আমার তোমার মাঝে যে ভালবাসা, যে প্রেম আমাদের মধ্যে বাসা বেধেছে সে তো কত নিকটে আমাদের এনে দিয়েছে কিন্তু কোনদিন কি পেরেছি একে অপরকে চুম্বনে সিক্ত করতে! আমরা জানি আমাদের একদিন বিয়ে হবে, কোন বাধা তো আমাদের মাঝে নেই তবু কেন আমরা লজ্জা পেয়েছি! একটা সূক্ষ্ম দেওয়াল আমাদের মাঝে আছে, সেটা দেখতে পাইনে তবু তো অনুভব করতে পারি। তাই আমরা সেদিনের অপেক্ষায় আছি যেদিন ঐ পর্দাটি অপসারিত হয়ে যাবে, আমরা একে অপরের হৃদয়ের মাঝে আছি তবু সেদিন সব কিছুতেই পাব নতুনের স্বাদ। আমাদের তো কত সুযোগ ছিল যদি তোমাতে আমাতে একাকার হয়ে যেতাম তাহলে ঘটা করে বিয়ে করার আর প্রয়োজন হত! প্রেম আমাদের বেঁধে রেখেছে দিনের পর দিন বছরের পর বছর আমরা প্রহর গুনব দু'টি হৃদয়ের বাঁধনের অপেক্ষায়। এই যে চাতক পাখির মত চেয়ে থাকা, এতেও তো আছে আনন্দের শিহরণ। পৃথিবীর এক প্রান্তে তুমি আর অন্য প্রান্তে আমি। কত সাগর মহাসাগর পাড়ি দিয়ে এসেছি অজানাকে জানতে। এতো দূরত্ব আমাদের মাঝে তবু আমরা মনে করি তুমি আছ আমার অন্তরে আমি আছি তোমার হৃদয়ে। দেখি না অথচ অনুভব করি। এই যে প্রকাশ না করার অনুভূতি! কত এর মূল্য! কেউ কি জানে না? জেনেছে লাইলী মজনু, ইউসুফ জুলেখা! আরও কত যে অমর প্রেমের কাহিনী পৃথিবীর বুকে অজানা প্রান্তরে ভেসে বেড়াচ্ছে হয়তো খোঁজ রাখি না আমরা। আমাদের মাঝেও তো দানা বেধে আছে তেমনি অমর প্রেম। মনি লক্ষীটি আমার! তুমি কি ভয় পেয়ে যাচ্ছ! আমি কি হারিয়ে যাব এই বৈচিত্রহীন ঠুনকো প্রেমের অন্তরালে! কক্ষণো ভেব না তা। আমরাই মনে হয় পৃথিবীর বুকে আবেগ

www.pathagar.com

প্রবণ জাতি। আমাদের ভালবাসায় কমনীয়তা, মাধুর্যতা, শালীনতা আছে। হৃদয়ের মণিকোঠায় একবার কাউকে স্থান দিলে যত দূরে থাক, শয়নে স্বপনে সেই যেন সর্বদা তার পাশে।

মনি! আমি তো জানি চুপ চাপ বসে থাকবার মত মেয়ে তুমি নও। ঐ সমাজে তোমার মত মেয়ে বড় দুর্লভ। পড়ার ফাঁকে ফাঁকে হয়তো সমাজের কাজও করে যাচ্ছ। তা কর। তুমি যাদের মুখে হাসি ফুটাতে চাও তাদের দিকে কেউ ফিরেও তাকায় না। এই অল্প দিনে এখানে যে বন্ধু জুটেছে তাদের কাছে বলি তোমার কথা। তারা শোনে আর আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। বাংলাদেশকে এরা গরীব কাঙালের দেশ বলে মনে করে। সেই দেশে যে তোমার মত মেয়ে থাকতে পারে, সেটা তারা কল্পনাও করতে পারে না। তোমাকে কেন নিয়ে এলাম না এই তাদের অভিযোগ, ওরা বলে তুমি এখানে এলে খাঁটি সোনা হয়ে যেতে। তোমার ছবি আমি লুকিয়ে রাখতে পারিনি। বন্ধুরা দেখে ফেলেছে। অবাক হয়ে বলে এতো বাংলাদেশের মেয়ে নয়, এযে মার্কিনী মেয়ে। রাগ কর না লক্ষ্মীটি! আমি ইচ্ছা করেই তোমার ছবি দেখাইনি। বাধ্য হয়েই দেখিয়েছি। জানতো বিদেশ বিভুঁয়ে এসেছি, তারা যেটা আমার কাছে গোপন করে না আমি সেটা গোপন করে কেন তাদের কাছে ছোট হয়ে থাকব! আমিও বুঝেছি একটা উত্তম কাজই হয়েছে। কেননা, এর পরে কোন মেয়ে বন্ধুরা কৃত্রিম প্রেম নিবেদন করে আমাকে উত্যক্ত করতে পারবে না। এদেশের অবাধ মেলা মেশার যতটুকু চিত্র তোমাকে দেখালাম তার কিছু অংশও যেন মাকে জানতে দিও না। তিনি যেমন গোঁড়া, শুনলে তখনই হয়ত হার্টফেল করবেন। মামা মামিকেও বলো না, তারাও শুনলে চিন্তিত হয়ে পড়বেন। তাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে ভুলিয়ে রাখার চেষ্টা কর। আর কতদিনই বা দূরে থাকব। হয়ত বছর চারেক। কতইবা সময়ের ব্যবধান! তোমার সর্বক্ষণ কুশল কামনা করি।

ইতি-

তোমারই প্রিয় আমির আলী।

চিঠিখানি পড়া শেষ করে মনিকা মন্ত্রমুগ্ধের মত টেবিলের উপর মাথা চেপে উপুড় হয়ে বসে রইল। কেন জানি একটা অজানা আশংকা তার অন্তরে জেগে উঠছে। কতক্ষণ সে এভাবে বসে আছে তা সে জানে না। হোস্টেলে তার বন্ধুরা আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়েছে অনেক্ষণ। এক সময় তার ঘরে আলো জ্বলতে দেখে ঘনিষ্ঠ বন্ধু মৌ তার ঘরের সামনে এলো। একটা ছোট রুমে মনিকা একা থাকে। দরজায় চাপ দিতেই খুলে গেল। ও আস্তে করে ঘরে ঢুকে টেবিলের কাছে যেয়ে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

মনিকা বুঝতে পারেনি তার পাশে কেউ দাঁড়িয়েছে। মৌ দেখলো টেবিলের উপর একটা বিদেশী খাম, একটা দীর্ঘ চিঠি। নাম দেখলো আমির আলি লিখেছে তার কাছে। সে জানে মনিকা আমির আলির বাগদত্তা। অবসর সময়ে মাঝে মাঝে তাদের প্রেমের কাহিনী নিয়ে ওরা আনন্দ উপভোগ করে। মৌ কারও সাথে প্রেম করেনি। কতজনে এসেছে তার কাছে প্রেম নিবেদন করতে, সে কাউকে প্রশ্রয় দেয়নি। তার পছন্দ মত কোন প্রেমিকের সন্ধান যদি সে পায় তাহলে নিজে যেচে পড়ে হলেও তার কাছে আত্মসমর্পণ করবে, নইলে একাই থাকবে। প্রেমিক তার প্রেমিকার কাছে কেমন চিঠি লিখেছে তা পড়ে দেখার লোভ সে সামলাতে পারল না। নিঃশব্দে চিঠিখানি হাতে তুলে নিল। এক নিঃশ্বাসেই যেন পড়ে শেষ করবে তেমনইভাবে তার দিকে ঝুঁকে রইল। পড়া হয়ে গেলে চিঠিখানি টেবিলের উপরেই রেখে দিল। ডাকলো-মনি!

মনিকা চমকে উঠে মাথা তুলে তাকালো। চোখে মুখে তার ভয়ার্ত ভাব। মৌ তার মুখের দিকে চেয়ে বিস্মিত হয়ে গেল। তার সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার পর হতে কোন দিন ওর হাসিমাখা মুখ ছাড়া অন্ধকার মুখ দেখেনি। কিন্তু কেন! কি কারণ! চিঠির মধ্যে যা লেখা আছে তাতে তো এমন করে ভেঙে পড়ার মত কিছু সে পেল না।

তুই অমন করে বসে আছিস কেন মনি! কত রাত হয়েছে এখনও শুয়ে পড়িসনি! শরীর খারাপ হল না কি?

জড়তা কাটিয়ে উঠতে চেষ্টা করল মনিকা। মুখে হাসি ফুটাতে পারল না। কেবল মৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে রইল। তার দৃষ্টিতে যেন একটা করুণ মিনতি ঝরে পড়ছে।

কি হল তোর? মৌ তার কাঁধে হাত দিয়ে একটা ঝাকি দিল।

কিছু হয়নি। শুষ্ক কণ্ঠ মনিকার।

তবে চেয়ারে বসে টেবিলে মাথা রেখে ঘুমাচ্ছিস কেন?

ঘুমাইনি। চিঠি, পড়ছিলাম।

কার চিঠি ভাবী বরের?

হ্যাঁ।

সে তো আনন্দের বিষয়, তা আবার বসে বসে কষ্ট করা কেন?

আনন্দ! তার লেশমাত্রও আমি ওর মধ্যে পেলাম না।

কেন?

জানি না। পড়ে দেখ বুঝতে পারবি।

নিজের ঘরে চোর ঢুকাচ্ছিস?

তোর কাছে তো কোন কিছু গোপন করতে পারিনে। তা তুই যদি আমার কোন মূল্যবান সম্পদ চুরি করে নিস তাতে একটুও দুঃখ পাব না।

www.pathagar.com

চিঠি পড়তে দিলে আমি কিন্তু তোর ভাবী বরকে হাইজ্যাক করে নেব।

নিস্। ভয় করিনে আমি। তবু তো নিজেকে সান্ত্বনা দিতে পারব সে হারিয়ে যায়নি, বন্ধুর স্বামী হয়েছে।

কি এসব আবল তাবল বকছিস!

মনিকা চিঠিটা মৌয়ের হাতে তুলে দিয়ে বললো আগে পড়েনে পরে কথা বলিস।

মৌয়ের তো চিঠি পড়া হয়ে গেছে তবু বন্ধুকে সন্দেহে না ফেলে তার উপর চোখ বুলিয়ে নিল।

যা আমরা জানতাম না, তা জেনে নিলাম। ভালই তো লিখেছে উদ্বেগের কোন কারণই নেই।

তার কথা শুনলে আমি এতো দিন ছেলে মেয়ের মা হতাম। এত তাড়াতাড়ি জীবনকে সঙ্কুচিত করতে চাইনি, তাই তাকে এক প্রকার জোর করেই দেশের বাইরে পাঠালাম। তার জন্যে কেবল আমিই অপরাধী মৌ!

নিজেকে এত ছোট ভাবছিস কেন?

আমি হয়ত তাকে হারিয়ে ফেলব মৌ!

চিঠিতে এমন কিছু তো দেখছি না।

তুই মনযোগ দিয়ে পড়িসনি, তাই বুঝতে পারছিস না। আমাদের মাঝে দূরত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে তার একটা সূক্ষ্ম ইঙ্গিত এর মধ্যে দেয়া আছে।

এমন অবাস্তব চিন্তা মন থেকে দূর করে দে মনি। তোর মত মেয়ে যদি সামান্যতে ভেঙে পড়ে তাহলে আমাদের তো পৃথিবীতে কোন স্থানই নেই। তুই তো একটা প্রাণের ভালবাসা পাওয়ার কাঙাল নস, হাজার প্রাণের ভালবাসার মালা তোর গলে ঝুলছে। কিসের ভাবনা তোর? এই চিঠির মধ্যে তুই যদি কিছু পেয়ে থাকিস তা ভুলে যা। মনে কর তুই নির্দিষ্ট কারও সাথে প্রেম করিসনি। হাজার প্রাণের সাথে প্রেম করেছিস। আজ থেকে মনে করবি সে তোর ভাই, তুই তার বোন। এই পরিচয়ের উর্ধ্বে আর যেতে চাসনে। আমি জানি তোর কোন পরাজয় নেই। জীবনকে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করতে পারবি। প্রভু তোকে আশ্চর্য ক্ষমতা দান করেছেন। যে প্রাচুর্যের মধ্যে জন্মেছি সেখানে থেকে তোর ঐন্দ্র জালিক হাত আমাকে কি ভাবে টেনে নিয়ে এল তা আমি নিজেই ভেবে পাইনে। তুই যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছিস মরচে ধরা জীবনকে বিকশিত করে ফুটিয়ে তোলার সজীবতা ফিরে পেয়েছি। নারী জীবনের যে আস্বাদ আমরা পেয়েছি তার মূলে তুই নিজেই।

www.pathagar.com

তুই যদি মনে করিস সে তোর কাছ থেকে হারিয়ে গেছে, তা যাকগে কৃত্রিম ভালবাসা জোর করে আকড়ে ধরে রাখার মত গল্পনা পৃথিবীতে দ্বিতীয় আর কিছু নেই। মিথ্যে পথের রেখা মুছে দিয়ে সহস্র প্রাণের মাঝে মিশে যাই আমরা। প্রশিক্ষণ তো তুই দিয়েছিস আমাদের।

মনিকা জড়িয়ে ধরলো তার বন্ধুকে। বললো– মৌ, বন্ধু আমার, আমি আমার কাঙ্খিত পথ থেকে সরে যাচ্ছিলাম এটা হয়ত প্রভুর ইচ্ছা নয়; তাই আমার মনের মধ্যে বাজে চিন্তার উদ্ভব হয়েছে। আজ আমি সঠিক জ্ঞান তোর কাছে পেয়ে গেলাম। ভুলে যাব পেছনের সব ইতিহাস। নিয়তির কাছে সমর্পণ করে দিলাম আমার সর্বস্ব। যে পথে আমরা নেমেছি সেই পথেই বিলিয়ে দেব আমাদের প্রতিটি মুহূর্ত। চেতনার মৃত্যু ঘটিয়ে দিলাম। আজ নব চেতনার আলোয় উদ্ভাসিত হতে নিজেকে কাঙাল করে হৃদয়ের সমস্ত ভালবাসা সহস্র প্রাণের মাঝে বিলিয়ে দিলাম। আজ থেকে আমার আর কোন ভয় নেই, আশংকা নেই, নিজের বলতে কিছুই নেই। দেখ মৌ! এই গভীর রজনীতে প্রভু যদি তোকে আমার ঘরে না পাঠাতেন তাহলে আমি অযথায় কষ্ট পেতাম। আজ এই ছোট্ট ঘরটিতে দু'বন্ধুতে বসে গল্প করে বাকি রাতটুকু কাটিয়ে দিই।

ছয়

পরদিন সকালেই মনিকা চিঠির উত্তর লিখল।

আমির ভাই!

তোমার চিঠি পেয়ে খুব খুশী হয়েছি। যা জানতাম না তা জানতে পেলাম। তার জন্যে তোমাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। আচ্ছা ভাই! একটা কথা বলব! তুমি যাবার বেলা বলেছিলে আমরা আজ থেকে পরস্পর বন্ধু। কিন্তু আমি যেন সেটা মেনে নিতে পারছিনে। বন্ধু সম্পর্কের মধ্যে যেন এটা কিন্তু ভাব আছে অথচ ভাই বোনের সম্পর্কে কোন মলিনতা নেই। যতদিন আমরা লেখাপড়া করছি ততোদিন ভাই বোন হিসাবে থাকতে দোষ কি! তারপর যেদিন লেখাপড়া শেষ করে নতুন জীবনে প্রবেশ করব সেদিন একটা নতুন আস্বাদ, নতুন অনুভূতি এনে দেবে আমাদের মাঝে! কি সুন্দরই না হবে সেটা, তাইনা ভাই! তুমি যেন ভুল বুঝ না। আমি ভেবে দেখলাম ভাই বোন সম্পর্কই আমাদের লেখা পড়ার উৎসাহ যোগাবে বেশী। আমাদের হৃদয়ে একটা আশাই জেগে থাকবে অনাগত দিনের উজ্জ্বল

www.pathagar.com

ভবিষ্যত। এই আনন্দময় ভুবনের এক প্রান্তে আলোকোজ্জ্বল স্বর্গীয় কুঠিরে আমাদের পবিত্র জীবন নিয়ে প্রবেশ করতে পারব এই হোক একান্ত কামনা! আমার শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিও।

তোমার স্নেহাকাঙ্খী
মনি।

চিঠি লেখা শেষ করে মৌকে পড়তে দিল। সে পড়তে চাচ্ছিল না তবু পড়তে হল। বললো, বন্ধু! তোমার জ্ঞানের দুয়ার আজ সত্যি খুলে গেল।

এইচ.এস.সি পরীক্ষা হয়ে গেল। কলেজ বন্ধ। মনিকা বন্ধুদের কাছ থেকে কয়েকদিনের ছুটি নিয়ে বাড়ী গেল বাবা মা'র সাথে দেখা করতে। তাকে দেখেই তার মা যেন আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন। একী চেহারা হয়েছে মেয়ের। তার মাথায় স্নেহের হাত বুলিয়ে কাছে টেনে নিয়ে বুকে চেপে ধরলেন। বললেন, পাগলী মেয়ে, এত বড় হয়েছিস এখনও নিজের যত্ন নিতে শিখলি না। স্বাস্থ্য যে একেবারেই ভেঙে পড়েছে, চোখ মুখ বসে গেছে, চেহারা যেন কালো হয়ে গেছে। কেন, কি হয়েছে মনি?

মুচকি হেসে মায়ের মুখের দিকে চেয়ে বললে, কি হবে আবার, কিছুই তো হয়নি।

শরীর যে অর্ধেক হয়ে গেছে! মার চোখ ফাঁকি দিতে চাস!

পরীক্ষার জন্যে একটু বেশী খাটুনী গেছে তাই।

শুধু কি পড়া! শুনেছি তুই নাকি ট্রাস্ট না কি একটা করেছিস।

কোথায় শুনেছ?

খবরের কাগজে দেখেছি। তোর সাথে আরও মেয়ের ছবি দেখেছি। মাঝে মাঝে তোর লেখা পড়েছি। একি ঢেকে রাখার জিনিস! আমাদের শহরেও তো তোরা একটা অফিস করেছিস। নীলিমা নামের একটি মেয়ে সেখানে থাকে। আমি কয়েকদিন গিয়েছি সেখানে। তার মুখে তোর খুব সুখ্যাতি। আমাদের পরিচিত জনেরা কি বলে জানিস! মেয়ে বটে তোমাদের একটা। এমন মেয়ে হাজারেও একটা মেলে না। শুনে গর্বে বুক ফুলে ওঠে। তা নিজের শরীরের দিকেও তো একটু খেয়াল রাখতে হয়।

ফুফু এসে তাকে দেখে চমকে উঠে। কি শ্রী হয়েছে মেয়ের! ভাল করে খাওয়া দাওয়া করিসনে? রাতে ঘুম হয় না?

মনিকা জোরে হেসে ফেলে। বলে, ও ফুফু তুমি কি বলছ এসব! না খেয়ে, না ঘুমিয়ে মানুষ বাঁচে নাকি?

www.pathagar.com

শুকিয়ে আধমরা হয়ে গেছিস, এমন করে বাঁচা! হ্যাঁরে আমির তোর কাছে চিঠিপত্র দেয়?

দেয়।

আমার কাছে কোন চিঠি লেখে না। সেই দু'বছর আগে একখানা লিখেছিলো আর না। ওর মামার কাছে লেখে তাও টাকা চেয়ে। ভাল মন্দ বেশী কিছু লেখে না। বিদেশে গেলে মানুষের মন এত কঠিন হয়ে যায় কেন! গর্ভধারিণী মা, তার কথাও ভুলে যায়। তাই তো আমি দেশের বাইরে যেতে দিতে রাজী ছিলাম না। আচ্ছা মা আমার কাছে লুকোসনে, সে তোর কাছে ভাল মন্দ লেখে তো?

লিখবে না কেন।

তুই আমার কাছে লুকুচ্ছিস। সব মিথ্যে কথা, আমি বুঝিনে! আল্লাহ! কেন যে অমন ছেলে পেটে ধরেছিলাম!

তুমি অতো দুঃখ করছ কেন ফুফু?

তোর মুখের দিকে চেয়ে আমার কলজে ফেটে যাচ্ছে যে!

পরীক্ষা হয়ে গেছে, আর ভাবনা চিন্তা নেই এবার শরীর ভাল হয়ে যাবে। আর তোমার ছেলের জন্যে চিন্তা করো না। সে লেখাপড়া শিখে বড় বিদ্যান হয়ে আসবে তখন দেশের মানুষ তোমাকে ধন্যবাদ জানাবে। বলবে সৌভাগ্য সুরাইয়া বেগমের। নইলে এমন একটা রাজপুত্রের মত ছেলের মা হয় কি করে। তখন গর্বে তোমার বুক ফুলে উঠবে।

অতো সুখ আমার ভাগ্যে সইবে না। সেই আশার দিন গুনতে গুনতে কবে পটল তুলব, সব থাকবে পড়ে।

এমন অলুক্ষণে কথা তুমি মুখে এনো না ফুফু। বিধতার লিখন কেউ খণ্ডাতে পারে না! কি হবে তা যদি আগে জানতে পারতাম, তা হলে ঘরের বাইরে কি আমি যেতে পারতাম!

সুরাইয়া বেগম তার ভাইকে বললেন, খুকীর পরীক্ষা হয়ে গেছে এবার টাকা পাঠানো বন্ধ করে দে আমির বাড়ী চলে আসুক।

মুচকি হেসে মনিকা বললো, ও কর্মটি তুমি করো না ফুফু। আমার যে আসল পড়াই হল না। সেটা আগে পড়ে নিই তারপর যা করবে বাধা দেব না।

কতদিন লাগবে পড়া শেষ করতে?

এই ধর পাঁচ বছর।

www.pathagar.com

সুরাইয়া বেগমের দু'চোখ যেন কপালে উঠে গেছে। বিস্ময় বিস্ফোরিত নেত্রে বললেন পাঁচ বছর! ওমা সেকী কথা! এতো দিন আমির বিদেশে থাকবে!

না। সে তো দু'বছর পরেই বাড়ী চলে আসবে।

অতোদিন বাপু আমি তোমাদের দিকে চেয়ে থাকতে পারব না। এবার বাড়ী চলে যাব। নইলে পোতা-পুতনি নিয়ে আনন্দ করা আমার ভাগ্যে জুটবে না।

আপনার আরও ছেলেরা রয়েছে, সেখানে যাওয়ারও অধিকার আছে। আপনি যাবেন আবার আসবেন। এমন করে যাওয়া আসা করলে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। কোথা দিয়ে সময় চলে যাবে তা বুঝতেই পারবেন না।

মনিকা বিকালে শহরের পশ্চিম প্রান্তে তাদের আল আমিন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অফিসে বেরিয়ে পড়ল। অফিসের সামনে গাড়ী থেকে নামতেই নীলিমা এসে তাকে অভ্যর্থনা জানিয়ে ভিতরে নিয়ে গেল। মনিকা সব কিছু খোঁজ খবর নিল। কিভাবে তারা কাজ করছে, কাজের চাপ বেশী হলে আরও দু'একজন সহকারী সে নিজে পছন্দ মত নিয়ে নিতে পারে। তবে শিক্ষিতা এবং কর্মঠ হওয়া আবশ্যক। এখানে নীলিমা আর রহমত থাকে। রহমত প্রৌঢ় তবু স্বাস্থ্যবান এবং অত্যন্ত কর্মঠ। সে দিনরাত এখানেই থাকে। খুব গরীব মানুষ। বাড়ীতে তার স্ত্রী একাই থাকে। দু'টি ছেলে আছে, তারা বাবা মায়ের খোঁজ খবর রাখে না। কোথায় তারা থাকে রহমত তা জানে না। দু'কামরার ঘরে একটিতে অফিস আর একটিতে দু'টি চার আর ছয় বছরের অনাথ শিশু থাকে। ইহজগতে তাদের কেউ নেই। রহমত এদের গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে নিয়ে এসেছে। এখানেই তারা লালিত পালিত হচ্ছে দু'মাস ধরে। মনিকা নিজ হাতে শিশু দু'টির শরীর পরিস্কার করে তেল মাখিয়ে ভাল জামা কাপড় পরিয়ে গাড়ীতে উঠিয়ে শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে আবার অফিসে নিয়ে এল। এতিম তাই কি এরাও তো মানব সন্তান। এদেরও দুনিয়ার আলো বাতাসে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানব এতিম ছিলেন তাই এতিমদের প্রতি মনিকার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি। সে রহমতকে বললো চাচা, চাচীমাকে নিয়ে একেবারে এখানে চলে আসলে অসুবিধা কিসের?

রহমত কালো দাত বের করে একটু হেসে নিল। সে পান খায় বেশী পরিমাণ। সব সময় যেন তার মুখ ভর্তি থাকে। হাসার সময় মুখের দু'পাশ দিয়ে পানের কস ছিটকে বের হয়। সে বললে তা মা আমিও মনে মনে বলি, বাড়ী তো আমার কিছুই নেই, ওখানে ও একা পড়ে থাকবে কিসের আশায়! কিন্তু সাহস পাইনে আনতে। তুমি বললো আমি কাল সকালে যেয়েই আনতে পারব।

www.pathagar.com

তাই ভাল হবে। তোমার বাড়ীতে চাচীমা রান্না করে, তুমি এখানে রান্না কর, দু'দিকে কষ্ট করার কি দরকার। তারপর আবার এই এতিম ছেলে দু'টোর দেখা শোনার দায়িত্ব, পরে হয়ত আরও কাজ বাড়তে পারে। তোমাদের ভরণ পোষণের সব খরচপত্র আমরা দেব। আপাতত! এই ছেলে দু'টো নিয়ে তোমরা থাকবে। ঘরের মালিককে আমি বলে যাব পাশে যে যায়গা রয়েছে সেখানে আর একটা ঘর করে দিতে। সেখানেই তোমরা থাকবে। আমি কাল সকালে এসে তোমাকে নিয়ে যাব চাচীমাকে আনতে। দেখে আসব আমাদের গ্রাম। দেখব বাবার জন্মস্থান। যেখানে আমার বাবার চাচাতো ভাইয়েরা আছে। গ্রামের মানুষ কিভাবে আছে সেটা দেখবার আমার একান্ত ইচ্ছা।

রহমতেরও সেই একই গ্রামে বাড়ী। মনিকার বাবাই তাকে এখানে এনে দিয়েছেন।

পরদিন সকাল আটটার সময় মনিকা অফিসে চলে এল। অফিস ঘরে ঢুকেই সে অবাক। শাহীন বসে আছে, নীলিমার সাথে কথা বলছে।

মনিকা হাসতে হাসতে বললো, আমার কি সৌভাগ্য! লোকে বলে ডুমুরের ফুল নাকি দেখা যায় না কিন্তু আমি যে আজ দেখতে পেলাম। উচ্ছ্বসিত মনিকা হাত বাড়িয়ে দিলো তার দীর্ঘদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু শাহীনের দিকে।

শুভেচ্ছা বিনিময় হল। দু'জন বসলো পাশাপাশি চেয়ারে। হাসতে হাসতে শাহীন বললো, দশবছর একসাথে পড়লাম। তুই খুব চেষ্টা করেছিস আমাকে ডিঙ্গিয়ে যেতে। আমি তোকে সেই সুযোগ দিইনি কিন্তু আজ দেখছি তুই আমাকে চরমভাবে নীচে ফেলে দিয়েছিস।

অনেকদিন পরে দেখা, ওসব কথা থাক। আগে আসল কথায় আসি। এস.এস.সি পরীক্ষার পরে তোর টিকিটিই আর দেখতে পেলাম না। এখন কি করছিস?

ভবঘুরে, টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছি।

মিথ্যো কথা।

কি করে বুঝলি?

তোর চেহারায় তা বলছে না।

ওখানে লেখা আছে নাকি?

প্রত্যেকের ললাটে তার ভাগ্যলিপি খোদাই করা থাকে। কেউ পড়তে পারে কেউ পারে না। বিশেষ করে নিজের কপাল নিজে দেখা যায় না তাই অপরেই পড়ে নেয়। আমি তো মনে করি ভবঘুরে ছেলে তুই নস। তোর ভাগ্য সুপ্রসন্ন।

আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, তুই যে, জোর্তিবীদ হয়েছিস তাতো জানিনে।

www.pathagar.com

তুইও কম কিসে, আমি এখানে আসবো তা জেনেই তো এসেছিস। এখন আসল কথা বল।

আমার কথা উড়িয়ে দিয়ে তুই যখন তোর কথা চাপিয়ে দিচ্ছিস তখন তুই বল, আমি কি করতে পারি!

তোর মত মেধাবী ছেলে তো টো টো করে ঘুরে বেড়াতে পারে না। আমি জানি তুই স্থানীয় কলেজ থেকে এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছিস।

এটা তোর অনুমান না সঠিক সংবাদ?

বিজ্ঞানের যুগ, অতএব অনুমানের কোন মূল্য নেই। এখন বলে ফেল রেজাল্টের পর কি করবি?

অতোটা উচ্চাশা তোদের দ্বারা সম্ভব। কেননা, তোরা প্রচুর অর্থ বিত্তের মালিক। লেখাপড়ায় ত্রুটি হয়নি। ভাল রেজাল্ট করবি নিঃসন্দেহে। আমি গরীবের ছেলে। টিউসনি করে পড়ার খরচ জুগিয়েছি। ভাল ফলাফল আসা করতে পারিনে।

তোর মত ছেলের মুখে এমন কথা মানায় না শাহীন! নিজের প্রতিভার মৃত্যু ডেকে আনার মত ছেলে তুই নস। এতই যদি তোর মনে দুর্বলতা থাকে তাহলে তুই আমাকে অনুমতি দে, তাহলে দেশের উচ্চ বিদ্যাপীঠ পর্যন্ত পড়ার সমস্ত দায়িত্ব আমি নিয়ে নেব।

তা তো হয় না মনি। এমন অসম্ভব প্রস্তাবে আমি কি করে সম্মতি দিতে পারি।

তবে তুই কথা দে যত বাধা বিঘ্ন আর দারিদ্রের কষাঘাত তোকে জর্জরিত করুক তুই পড়া বন্ধ করবিনে?

চেষ্টা করব।

শুধু এতটুকুতেই আমি সন্তুষ্ট নই। তোর মত ছেলে অনেক অসাধ্য সাধন করতে পারে। দেশের অবহেলিত মানুষের কাতারে থেকে এদের ব্যথা বুঝার ক্ষমতা আমার চেয়ে তুই বেশী পেয়েছিস। আমার একান্ত ইচ্ছা আমার বন্ধু হয়ে একদিন এইসব হাজারো মানুষের ব্যথা উপশম করতে তোর নিপুণ হাতের পরশ যাদুর মত কাজ দেবে। যে ফুল ফুটার সময় এখনও বহু যুগ বাকী তা না ফুটতেই আমি অকালে ঝরে যেতে দিতে চাই না। প্রচণ্ড আধুনিকতার মধ্যে আমার জীবন যাত্রা। তবু আমি আপন মর্যাদা তুচ্ছ করে নীচের সারির মানুষের কাতারে শামিল হয়েছি। আমি চাই আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরা সবাই সেই কাতারে শরীক হোক। এদের জন্য তুই ত্যাগ স্বীকার করতে পারবিনে শাহীন?

www.pathagar.com

এপথ বড় দুর্গম মনি। বড় পিচ্ছিল এ পথ, সবাই কি চলতে পারে? আছাড় খেয়ে আহত হবার ভয়ে কেউ এগিয়ে আসে না। তুই এসেছিস, এতো স্রষ্টার অপূর্ব মেহেরবানী। আহ! আজ যদি আমি তোর পাশাপাশি থেকে এমন মহৎ কাজে শরীক হতে পারতাম!

তুই দুঃখ করিসনে শাহীন! আমি তো এখনও কাজ আরম্ভই করতে পারিনি। আমাকে এখনও অনেক পড়াশোনা করতে হবে। আমি বুঝেছি উচ্চ শিক্ষা লাভ না করে এমন সেবামূলক কাজের প্রতি শিক্ষিত মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে না।

মনিকা শাহীনের হাত ধরে বললো, তুই কথা দে লেখাপড়া ছাড়বি না। যদি কোনদিন অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দেয় তাহলেও আমাকে জানাবি?

আমার তো উচ্চাকাঙ্খা আছে মনি! দেখি কতদূর যেতে পারি।

যেখানে বাধা পড়বে সেখানে বাধা অপসারণ করতে বন্ধু হিসাবে আমার সাহায্য নিতে আপত্তি করবি না তো?

শেষ মুহূর্তে সেই পথটিই হয়ত ধরব।

আমি অত্যন্ত খুশী হলাম। যখনই প্রয়োজন মনে করবি তখনই এখানে এসে নীলিমার কাছ থেকে আমার ঠিকানা নিয়ে চিঠি লিখবি। আমি কেথায় পড়ব সেটা এখনও স্থির করতে পারিনি তাই এখনই তোকে ঠিকানা দিতে পারছিনে। সম্ভবত ঢাকা মেডিকেল কলেজেই ভর্তির চেষ্টা করব। আচ্ছা শাহীন! আমি অধম, আমাদের বিশেষ বন্ধুদের খোঁজ রাখতে পারিনি। আমি গেলাম অন্য শহরে, সেখানে নতুন বন্ধুদের সাথে মিশে পিছনের সবার কথা যেন ভুলতে বসেছি। তোকে ধন্যবাদ আজ যদি আমার সাথে দেখা করতে না আসতিস তাহলে হয়ত কোন দিনই আর দেখা হত না। শীলা, নীলা, জুই, বকুল, রশিদ এদের খবর কি?

আমার বোনের বিয়ে হয়ে গেছে। রশিদ আর পড়ছে না। তার বাবার সংসারে কাজে লেগেছে। আর সবাই এবার পরীক্ষা দিল।

বকুলের বিয়ের আগে আমাকে জানানো উচিৎ ছিল। তোর বাবা হয়ত পড়াতে পারবে না বলে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিয়েছেন। ওদের মত মেয়েগুলো ভাল লেখা পড়া শিখতে পারলে সমাজের অনেক পরিবর্তন আনা যায়। আমাদের দেশের মানুষের ধারণা মেয়েরা অলুক্ষণে জাত। এদের চোখ ফোটানো মানেই সমাজে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করা। তুই কি বলিস শাহীন?

www.pathagar.com

এটা যারা বলে তারা মূর্খ। সমাজের বৃহত্তর মানুষের মধ্যে এমন গোড়ামী রয়ে গেছে, এটা ভাঙতে হবে। শাহীনের কথা শেষ হতেই আনন্দে উচ্ছ্বসিত মনিকা তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করে একথা তুই ভাবিস নাকি শাহীন?

একেবারে যে ভাবি না তা নয়। কিন্তু আমি দুর্বল। শক্তিমান সমাজের কাছে দুর্বলের কোন স্থান নেই মনি।

কে বলেছে তুই দুর্বল! নিজেকে অতো ছোট ভাবিসনে। কেউ যদি তোর মর্যাদা না দেয় তবু তুই ভেঙে পড়িসনে। মনে করিস মনিকা বলে আমার এক বন্ধু আছে, সে তোর সম্বন্ধে উচ্চ ধারণা রাখে। আচ্ছা নীলাদের সাথে আমার কথা বলাতে পারিস?

কেন পারব না?

তাহলে কালই তাদেরকে আমাদের অফিসে আনতে পারিস কিনা দেখ। তুই হয়ত জানিস না আমি খুব ব্যস্ত। একটুও সময় নষ্ট করতে পারি না।

খুব জানি।

আমার খবর তুই রাখিস?

তোর খবর এখন বৃহত্তর সিলেটের অনেকেই রাখে। অনেক শীর্ষ মহলে তোর নাম ছড়িয়ে পড়েছে।

আজ দু'বছর তোর সাথে দেখা হল না, তা এসব খবর তুই কেথায় পেলি?

যে অফিসের মধ্যে বসে আমরা কথা বলছি এই আল-আমিন ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসাবেই তোকে চিনি। যে মনিকা একদিন আমার উপর হিংসা করত সেই নয়। এ যেন আর এক মনিকা।

তোর হিংসা হচ্ছে?

কেন?

আমি একদিন তোর উপরে যেতে পারিনি বলে হিংসে করেছি তার প্রতিশোধ!

হো হো করে হেসে উঠে শাহীন বললো, তুমি হাসালে মনি! সেটা আর এটা আকাশ পাতাল পার্থক্য। এটা হিংসা করবার বিষয় নয়, ফুলের মালা দিয়ে সম্বর্ধনা করে সম্মান জানানোর বিষয়। আমি তোর এমন অধম বন্ধু যে সে সম্মান জাননোর সাহসটুকুও সঞ্চয় করতে পারিনি।

এখানে সাহসের প্রশ্ন এলো কেন? এটাতো বন্ধুত্বের প্রশ্ন।

কথাটা বলা যত সহজ, পালন করা তার চেয়েও কঠিন। দেশের সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে এখনও বহু বছর লাগবে।

www.pathagar.com

কেউ যদি এগিয়ে না আসে তাহলে হাজার বছর পরেও একই রূপ থেকে যাবে। আজ থেকে যদি আমি তুমি আমাদের বন্ধুরা মিলে নেমে পড়ি তাহলে দিনে দিনে একদিন আমাদের পাল্লা অবশ্যই ভারী হয়ে উঠবে। দূরত্ব কমে আসতে থাকবে। একদিন লক্ষ্যে পৌঁছে যাব কোন সন্দেহ নেই। কষ্ট, সহিষ্ণুতা, ধৈর্য আর অসীম মনোবলই একদিন এনে দেবে আমাদের বিজয়। আচ্ছা শাহীন! আজকের মত এখানেই ইতি হোক। কাল তুই বিকালের দিকে ওদের নিয়ে একবার এখানে আয়। আমি পরশু সিলেট চলে যাব। আজ পৈত্রিক গ্রামে যাচ্ছি। অনেক বেলা হয়ে গেল এবার উঠি।

সাত

রহমতকে নিয়ে মনিকা গাড়ীতে যেয়ে উঠলো। ড্রাইভার লিয়াকত গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ী শহর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। আঁকা বাঁকা পীচঢালা পথ, পাহাড়ী টিলা, মাঝখান দিয়ে রাস্তা। কোথাও টিলার উপর দিয়ে চলে গেছে উঁচু নীচু ঢেউ খেলে কোন্ সুদূরের পানে। মাঝে মাঝে চা বাগান। মেয়ে শ্রমিকরা নানা রঙের সব পোষাক পরে ঝাপি পিঠে ফেলে বিচিত্র ভঙ্গিতে চায়ের পাতা সংগ্রহ করছে। মনিকার মন কেড়ে নেয়। মনে পড়ে বন্ধুদের নিয়ে কতবার এসেছে চা বাগানে পিকনিক করতে।

মাঝে মাঝে উঁচু টিলা। আবার পিরামিডের মত পাহাড়ের গা বেয়ে চা বাগান। মাঝে মাঝে কড়ুই, শিশু, শাল নানা জাতীয় গাছ। মনে হয় ঝড় বৃষ্টির দাপট থেকে চায়ের গাছ বাঁচাতে এইসব গাছ লাগানো। পাহাড়ের নীচে গভীর খাদ। স্লিপ করে গড়িয়ে পড়লে একেবারে সংগে সংগে অক্কা। ঐসব গাছে গাছে রং বেরঙের পাখির কিচির মিচির শব্দ পাহাড়ী টিলাগুলো মুখরিত করে রেখেছে। আবার জায়গায় জায়গায় লতা গুল্মে ভরা ঝোপ ঝাড়। হয়ত সাবধানী পশুরা এর মধ্যে দিনের বেলা লুকিয়ে আছে। হিংস্র জন্তুও থাকা অস্বাভাবিক নয়। মাঝে মাঝে অনেক উপজাতীয় মেয়ে পুরুষের আনাগোনা। বিচিত্র তাদের পোষাক পরিচ্ছদ। অটুটু স্বাস্থ্যের অধিকারী প্রাণ চঞ্চল মানব মানবী। মাথার খোঁপায় নানা জাতের ফুল দিয়ে শোভা-বর্ধন করা, গলায় ফুলের মালা। দেখে মনে হয় এরা খুব সুখী। দুঃখ যেন এদের স্পর্শ করতে পারে না। মনিকা দেখে আর অবাক হয়ে ভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে এদের কি বৈচিত্রপূর্ণ জীবন! শহরের হাওয়া এখানে প্রবেশ করেনি,

www.pathagar.com

কোনদিন হয়ত করবেও না। স্বাধীন জীবনে অভ্যস্ত নরনারী যে জগত গড়ে নিয়েছে সেটায় যেন তাদের স্বর্গ। কত চড়াই উৎরাই আঁকা বাঁকা পথ পেরিয়ে এক সময় সমতল ভূমিতে এসে তাদের গাড়ী ছুটতে লাগলো। মনিকা মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছে বাইরের দিকে। গ্রাম বাংলার প্রকৃতির অপরূপ দৃশ্য যেন তার চেতনা হারিয়ে দিতে চায়। বাবা মার সাথে আরও দু'বার তাদের গ্রামের বাড়ীতে এসেছিল তখন সে ছিল অল্প বয়স্ক বালিকা। প্রকৃতি সম্বন্ধে তার কোন অনুভূতিই ছিল না। বিস্তীর্ণ এলাকা ধানের জমি। বাতাসে ধানের গাছগুলোয় শিহরণ সৃষ্টি করে চলেছে। ধানের পাতার উপর দিয়ে যেন ঢেউ খেলে চলেছে কোন বিরহী প্রিয়ার শূন্য হৃদয় ভরে দিতে। দিগন্ত জোড়া এই ধানের ক্ষেত বাতাসের তালে তালে অপূর্ব নাচ মনিকার মন যেন কেড়ে নিয়েছে। সে তন্ময় হয়ে চেয়ে আছে সেই দিকে। গাড়ীর জানালা খুলে দিয়েছে অনেক আগেই সোনালী ধান গাছের একটা মিষ্টি গন্ধ হাওয়ার সাথে মিশে গাড়ীর মধ্যে ঢুকছে হু হু করে। মনিকা খুব জোরে নিশ্বাস নিয়ে দেহ মন শীতল করে নিচ্ছে। জীবনে আর হয়ত কোনদিন এমন মিষ্টি মধুর মুক্ত হাওয়া তার ভাগ্যে নাও জুটতে পারে। সে লিয়াকতকে গাড়ীর গতি কমিয়ে দিতে বলল। প্রকৃতির নিজস্ব রূপ আজ প্রাণ ভরে দেখে নিক। আহ! যদি মৌকে সাথে নিয়ে আসতে পারতাম! সে বড় প্রকৃতি ভক্ত। আজ যদি গাড়ীতে না চড়ে মৌ আর আমি এই প্রকৃতির বুকচিরে হেটে যেতে পারতাম। আর কোনদিন যদি এমন সুযোগ পাই তাহলে বন্ধুদের নিয়ে আসবো প্রকৃতির সাথে মিতালী করতে। মনিকা মনে মনে এমন কতকিছু ভাবে। একটা অদ্ভুত শিহরণ খেলে যায় তার দেহ মনে। প্রান্তর পেরিয়ে জলাভূমি। বাতাসের সাথে ঢেউয়ের মিতালী এ যেন প্রেমিকার সাথে চুম্বনের খেলা। কালো কালো পান কৌড়ির অশ্রান্ত ডুব যেন দু'চোখের পলক ফেলতে দেয় না। বালিহাস, সারস আরও কত নানা জাতের পাখি সাতার কেটে বেড়াচ্ছে মনের আনন্দে। হাসগুলো বারে বারে ডুব ফুঁড়ে নীচে গুগলি খুঁজছে। যখন একটা পেয়ে যাচ্ছে তখন মুখে করে তুলে ভেসে উঠে গিলে ফেলছে। দূর থেকে উড়ে এসে মাছরাঙ্গা উপরে স্থির হয়ে নীচের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে চেয়ে চেয়ে এক সময় ঝপাৎ করে পানির উপর আঁছড়ে পড়ে চুনোপুটি ধরে গিলছে। এ এক অভিনব দৃশ্য। মনিকার মনে হয় সে যদি কবি হত তাহলে এইসব দৃশ্য তার কবিতার ভাষা জুগিয়ে দিত।

দীর্ঘ পথে রহমত কোন কথা বলেনি। এবার সে আঙ্গুল উচিয়ে বললে মনিকাকে ঐ যে আমাদের নগর বাথান গাও দেখা যাচ্ছে। মনিকা নিজের হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে বললো, ও চাচা! সাড়ে তিনটা যে বেজে গেছে! আজ ফিরব কি করে?

www.pathagar.com

অফিসে এক সাহেবের সাথে অনেক সময় কেটে গেল যে মা! তাই এতো বেলা গেল। আজকে ফেরা যাবে না। রাতের বেলা পাহাড়ী রাস্তায় গাড়ী চালানো যাবে না।

আজ তোমার বাড়ীতে থেকে যাব, কি বল চাচা!

রহমত লজ্জা পেয়ে গেল। আমি গরীব মানুষ, ঘর বাড়ী নেই, তা তোমাদের থাকতে দেব কোথায়?

তোমরা যেখানে থাক।

দোচালা ভাঙ্গা ঘর, চারিদিকে আলগা।

চাচীমা তো সেখানেই থাকে?

থাকে।

তাহলে আমরা থাকতে পারব না কেন?

না মা, আমাদের লজ্জা দিও না। তোমাদের বাড়ীতে থাকার অনেক জায়গা আছে।

যদি আমাদের বাড়ী না থাকত তাহলে থাকতে দিতে? রহমত কি বলবে ভেবে পেল না। সে ফ্যাল ফ্যাল করে মনিকার দিকে চেয়ে রইল।

আর ভেবনা চাচা, তোমার ভয় পেতে দেখে গাড়ী আমাদের বাড়ী এসে গেছে।

রহমত এতক্ষণ খেয়াল করেনি। এবার বাইরের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেললো। গাড়ী ততোক্ষণে চৌধুরী বাড়ীর সামনে যেয়ে দাঁড়িয়ে গেল। পল্লী অঞ্চলে দু'একখানা গাড়ী হয়ত দেখা যায় যদি কোন সৌখিন ব্যক্তি শহর থেকে কোনদিন গ্রামে বেড়াতে আসে। গাড়ীর শব্দ শুনে ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা আগে থেকেই ওদের পিছনে পিছনে দৌড়াতে দৌড়তে এসেছে। তাদের হৈ চৈ কলরব মনিকার এ আর এক নতুন অভিজ্ঞতা। বাড়ীর ভিতর থেকে মহিলারা, ছেলে-মেয়েরা বেরিয়ে এল। তার বাবার এক জ্ঞাতি ভাই তাদের বাড়ীতে থাকেন। কেবল তার স্ত্রীই তাকে চিনতে পারলো, কেননা মাঝে মাঝে তারা শহরে ওদের বাসায় বেড়াতে যায়। সেই সূত্রে একটা ভাল যোগাযোগও আছে। আর যারা আছে তারা তাকে কোন্ ছোট বেলায় দেখেছে আর এখন কৈশোর ছাড়িয়ে যৌবনের পথে পা বাড়িয়েছে, কত পরিবর্তন এসেছে তার জীবনে। তবে পরস্পরে সবাই এক প্রকার বুঝে নিয়েছে মেয়েটি এই চৌধুরী পরিবারেরই একজন সদস্য। শুভেচ্ছা বিনিময় হল। তার সেই চাচার স্ত্রী অল্প লেখাপড়া জানে। তার ভাবভঙ্গি অন্য সবার চাইতে আলাদা। এক নজরে দেখলেই বোঝা যায়। তিনিই প্রথমে হাসি মুখে এগিয়ে এসে মনিকাকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা চুমো দিয়ে তার কুশল জানতে চাইলো। তারপর হাত ধরে বাড়ির ভিতরে নিয়ে গেলেন। যে ঘরে তার দাদা দাদী বাস

www.pathagar.com

করেছেন, তার বাবার যে ঘরে জন্ম হয়েছিল, কেটেছিল জীবনের প্রাথমিক দিনগুলি সেই ঘরেই মনিকা উঠে পড়লো। রহমত তার ব্যাগ ব্যাগেজ গাড়ী থেকে নামিয়ে দিয়ে গেল। মনিকা অনেক মিষ্টি মিঠাই এনেছিল। তার চাচীকে সেগুলো আগত ছেলে মেয়েদের অন্যান্য চাচাদের বাড়ীতে বিতরণ করে দিতে বললো। নিজে দু'প্যাকেট রেখে দিল। কখন কাকে দিতে হয়। রহমতকে এক প্যাকেট দিয়ে তার বাড়ী পাঠিয়ে দিল। বলে দিল আজ তো যাওয়া যাবে না রহমত চাচা, কাল সকালে চাচীকে নিয়ে একেবারে গুছিয়ে এখানে চলে এসো। রহমত চলে গেল।

চৌধুরীরা গ্রামের একটা বর্ধিষ্ণু পরিবার। বড় একটা পাড়া নিয়ে ওদের বিস্তৃতি। বড় বড় টিনের ঘর। ইটের পাকা প্রাচীর, অবস্থা সম্পন্ন গৃহস্থ। শহরের হাওয়া এখনও এখানে লাগেনি। শিক্ষা দীক্ষায়ও অনেক পিছিয়ে আছে। মনিকা পোষাক পরিচ্ছদ পাল্টিয়ে, প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে, আছরের নামাজ পড়ে নিল। খুব ক্ষুধা লেগেছে তাই কিছু খেয়ে নিল। তার এক চাচাতো বোনকে সাথে নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। বাবার জ্ঞাতী ভাইদের প্রত্যেকের বাড়ীতে সে যাবে। তাদের সাথে কথা বলবে, আনন্দের মধ্যে সময় কাটাতে চেষ্টা করবে। আজ যদি তার বাবা শহরে না যেতেন, এই গ্রামেই থেকে যেতেন, তাহলে তো এদের মত তার জীবন গড়ে উঠত। এমন অল্প বয়সে শাড়ী পরে বিয়ে করে শ্বশুর বাড়ী যেতে হত। সে খেয়াল করে দেখল তার বয়সের মেয়েদের অনেকেই দু'টো তিনটা ছেলে মেয়ের মা হয়ে গেছে। সে মনে বড় ব্যথা পায়। এমন সুন্দর সুন্দর ফুলগুলো কেমন করে অকালেই ঝরে যাচ্ছে। যে ফুল আপন ইচ্ছায় বিকশিত হয় সে সৌরভ ছড়ায়। মুখে থাকে তার মনকাড়া হাসি। আর যাকে কৃত্রিম উপায়ে ফুটানো হয় তার মুখ মলিন, সেখানে কোন গন্ধ নেই। মনিকা ভাবে আর কত যুগ ধরে এই সব অমূল্য জীবনগুলো সৌরভ বিতরণ করার আগেই অকালে ঝরতে থাকবে! তার কথা শুনে মেয়ে পুরুষ সবাই অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকে। কেউ তো এমন কথা বলে না। তারা জানে মুনীর চৌধুরী এখন চা বাগানের মালিক। মস্ত বড় ধনী। তারই একমাত্র মেয়ে মনিকা। মাটিতে পা দিয়ে যার হাঁটার কথা নয়, তার আয়নার মত মসৃণ চেহারা, গোলাপ পাঁপড়ীর মত ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে একী বেদনার চিহ্ন দেখা যায়! সম্পর্কে দাদী ভাবীরা তাকে বললো, এসেছিস বাবার বাড়ী বেড়াতে, হেসে খেলে বেড়াবি তা না হাপিত্যেস করছিস। কেউ বললো, তোর অতো মাথা ব্যথা কেন। কি হবে মেয়েদের লেখাপড়া শিখে? ধুয়ে খাবে? মনিকা শোনে আর হাসে। কি অদ্ভুত এদের চিন্তাধারা। মনিকা জেনে নিল তারই এক জ্ঞাতি চাচা শফিক আহম্মদ বি.এ পাশ। গ্রামের প্রাইমারী স্কুলে মাস্টারী

www.pathagar.com

করেন। তার স্ত্রীও লেখা পড়া জানেন। এস.এস.সি পর্যন্ত পড়ে ঘর কান্নায় ঢুকে পড়েছেন। সে নিরাশার মাঝে একটা আশার আলো দেখতে পায়। পাড়ার সমস্ত জ্ঞাতি চাচাদের বাড়ী দেখা সাক্ষাৎ করে একেবারে শেষে গেল শফিক চাচার বাড়ী। তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। মাগরিবের নামাজ সেখানেই পড়ে নিল। তারপর চাচা চাচীকে নিয়ে বসল। তার চাচা তাকে ছোট বেলায় দেখেছেন। শহরে যখন পড়তেন তখন মাঝে মাঝে তাদের বাসায় যেতেন। সে প্রায় দশ বার বছর আগের কথা। তবু তার কথা তিনি মনে রেখেছেন। চাচী তাকে চেনেন না। তিনি এ সংসারে এসেছেন বছর পাঁচেক আগে। দুই সন্তানের মা হয়েছেন। স্বামী স্ত্রী আর দু'টি ছেলে মেয়ে নিয়েই তার ঘরকন্না। সব পরিচয় নিয়ে মনিকা মনে মনে খুশি হল। সে যা করতে চায় তা সমাধা করতে হয়ত বেগ পেতে হবে না।

একথা সে জানার পর এক সময় মনিকা তার মনের কথাটি ব্যক্ত করল। গ্রামে একটা হাইস্কুল করার প্রস্তাবটি অত্যন্ত মিনতিসহকারে পেশ করল চাচার কাছে।

ভাতিজীর কথা শুনে চাচা চাচী একেবারে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, তুমি একী বলছ মা! এই দূর পাড়া গাঁয়ে হাইস্কুল করার অর্থ বোকার স্বর্গে বাস করা।

মনিকা হেসে ফেললো। বললো বেয়াদবি মাফ করবেন চাচাজান! আমি যেটা বলতে চাচ্ছি আপনি হয়ত সেটা বুঝতে পারেননি।

কেন বুঝব না মা! কে পড়বে তোমার স্কুলে! কেবল ভূতের বেগার খাটা হবে। এমন অসম্ভব কথা না বলে যা সম্ভব তাই বল মা!

শুনেছি এই গ্রামে একদিন প্রাইমারী স্কুলও ছিল না। আজ আপনি নিজে সেখানে শিক্ষকতা করছেন, সেখানে কি আপনি কোন চেয়ার, বেঞ্চিকে শিক্ষা দেন, না ছাত্র ছাত্রী কে?

ভাতিজীর মুখের এমন যুক্তিপূর্ণ কথা শুনার জন্যে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। শিক্ষিত যুবক শফিক আহমদ সাহেব। তিনি লজ্জায় সংকুচিত হয়ে গেলেন। কি উত্তর দেবেন খুঁজে পেলেন না। তার স্ত্রী হাসতে হাসতে বললেন, পণ্ডিত মশায়ের ঝুলিতে আর কিছু নেই। তিনি ভাসুরঝির মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন– তুমি আমাদের গর্ব মা! তোমার মত কেউ সমাজের কথা চিন্তা করে না। আমরা যতটুকু শিখেছি তার মর্যাদা বুঝিনি, তুমি বুঝেছ তাই তোমার মনের ব্যথার উপশম করতে চাচ্ছ। তুমি আজ আমার চোখ খুলে দিলে মা! আমি সব সময় তোমার পাশে থাকব। গ্রামে হাইস্কুল করবার প্রস্তাব আমি সমর্থন করি।

www.pathagar.com

মনিকা চঞ্চলা হরিণীর মত লাফিয়ে উঠে তার চাচীকে জড়িয়ে ধরে আনন্দ প্রকাশ করল। সে তাঁর চাচার হাত দুটো ধরে কাতর কণ্ঠে বললো, আপনি আমার ছেলে, আমি আপনার মা। মায়ের কাছে ছেলের লজ্জা কিসের!

চাচা আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলেন না ভাতিজীকে বুকে টেনে নিয়ে তার কপালে একটা স্নেহ চুম্বন দিয়ে বললেন, তুমি আমার ভুল ভেঙে দিয়েছ। তোমার যুক্তির কাছে সব ভাবনা অচল। আমি প্রতিজ্ঞা করছি তোমার পক্ষ থেকে হাইস্কুল করার সমস্ত দায়িত্ব আমি নেব। তোমার চাচী আমাকে সাহায্য করবে। তুমি তো শহরে পড়া শেখায় ব্যস্ত থাকবে, আমিই তোমার সাথে যোগাযোগ রাখবো।

অনেক রাত হয়ে গেছে। শফিক সাহেব ভাতিজীকে ছাড়তে চাইলেন না। রাতের খাওয়া সেরে এখানেই থেকে যেতে বললেন। মনিকা চাচা চাচী কে অসন্তুষ্ট করতে চাইলো না। দাদার হাতে গড়া ঘরে সে এসে উঠেছে। সেখানেই রাত কাটানোর বিষয়টি অনেক অনুনয় বিনয় করে সকলকে বুঝিয়ে সম্মতি আদায় করে নিল।

শেষ কথা হল, শফিক সাহেব রাতের বেলা চিন্তা ভাবনা করে দেখবেন কোথায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি স্থাপন করলে ছেলে মেয়েদের পক্ষে আসা যাওয়ার সুবিধা হবে। সে মাত্র এক রাতের জন্যে আছে তাই সকালেই জায়গাটি দেখে নিতে চায়। তারপর কিভাবে কাজ আরম্ভ করা হবে তা চাচা ভাতিজায় পরামর্শ করে সে চলে যাবে। চাচা তাকে সাথে করে তাদের বাড়ীতে রেখে এলেন।

পল্লী অঞ্চল রাত নয়টা না বাজতেই অন্ধকারে ঢেকে যায়। এখন রাত এগারটা। কোথাও আলো নেই। সবাই ঘুমে বিভোর। দু'একটা রাত জাগা পাখির প্রেম বিনিময়ের সুক্ষ্ম শব্দ কানে আসছে। ঝিঝি পোকার একটানা ঝিঝি শব্দ, জোনাকীর আলোর মেলা, মাঝে মাঝে কুকুরের ঘেউ ঘেউ ডাক মুগ্ধ আবেশে মনিকার চঞ্চল হৃদয়ে কাঁপন তুলছে। অন্ধকার রাত্রির রূপ মনে হয় কেউ দেখে না। কত রহস্য এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। এক সময় সে দেখল তার চাচী হারিকেন জ্বেলে বসে বসে ঝিমুচ্ছেন। একটু মিষ্টি হেসে বললেন, মায়ের এতো পাড়া বেড়ানোর শখ! তোমার চাচা বাড়ী নেই। ওবাড়ীর ভালুর মাকে পাঠালাম এসে বললো, সে বলেছে চাচীকে খেয়ে শুয়ে পড়তে। আমার যেতে দেরী হবে। আমি তো চিন্তায় আর বাঁচি না। এমন দস্যি মেয়ে রাত বিরাতে ভয় ডর নেই! পাড়াগাঁয় অতো রাত করে মেয়েদের বাইরে থাকতে নেই মা!

কেন চাচী?

তুমি শহরের মেয়ে, সে তুমি বুঝবে না মা!

শহরে থাকি বলে আমরা আলাদা কোন জীব নই, সবাই তো রক্ত মাংসের মানুষ চাচী!

www.pathagar.com

কি জানি বাপু, তোমাদের সাথে কি আর কথায় পারি! তোমরা লেখা পড়া শিখেছ, কত জ্ঞান বুদ্ধি তোমাদের।

মনিকা হেসে ফেললো। বললো, তাই তো আমার আসতে রাত হয়ে গেল।

তার মানে কি মা?

গ্রামের ছেলে মেয়েদের শহরের মত করে লেখাপড়া শেখাতে চাই।

কি করে?

একটা হাইস্কুল করব।

তুমি!

বিস্মিত চাচীর মুখমণ্ডল কালো ছায়ায় ঢেকে গেল যেন।

আমি একা কি পারি। আপনাদেরও সাথে করে নেব।

আমাদের?

ভয় করছেন কেন?

আমরা তো লেখাপড়া জানিনে। দু'একজন এ পাড়ার যা জানে তা খুব কম। কেবল সফি মিয়া একটু ভাল লেখাপড়া জানে। সে একলা কি করবে?

চাচীও তো লেখাপড়া জানে।

মেয়ে ছেলের আবার লেখাপড়া! হাড়ি ঘুটলেই সব কালি। মনিকার হাসি পায়। পুরুষেরা মেয়েদের যতটুকু আটকে রাখতে চায় মেয়েরা ইচ্ছা করেই যেন আরও কঠিন শৃঙ্খলে নিজেকে বেধে ফেলতে চায়। এ শিকল তো মেয়েদেরই ছিড়তে হবে। স্বেচ্ছা বন্দিনী যেদিন বন্ধন মুক্ত হয়ে মুক্তির স্বাদ নেবে সেদিনই তো তারা বুঝবে জন্মের সার্থকতা।

আমিও তো মেয়ে চাচীমা! সেলোয়ার কামিজ পরে মাথায় ওড়না জড়িয়ে গাড়ী হাকিয়ে গ্রামে এলাম, এতে কি আপনাদের কোন গর্ব নেই?

আছে।

আমার মত আরও দশটা মেয়ে যদি এমনভাবে গড়ে উঠে তাহলে গ্রামের মানুষ গর্ব করবে না চাচী?

কি জানি বাপু তোমাদের এতো কথা আমি বুঝিনে। তুমি মা খেয়ে শুয়ে পড়, রাত বোধহয় শেষ হয়ে গেল।

মনিকা রাত জাগিয়ে আর চাচীকে কষ্ট দিতে চাইল না। সে তাড়াতাড়ি খেয়ে দেয়ে তার দাদার তৈরি খাটে শুয়ে পড়ল।

www.pathagar.com

আট

পরদিন ভোরে উঠে ফজরের নামাজ পড়ে মনিকা তার চাচাতো বোন রহিমাকে নিয়ে শফিক চাচার বাড়ী গেল। তিনি তখন একা বসে ছিলেন। তাকে দেখে এসো বসো মা! আমি তোমার কথাই ভাবছিলাম। কাল রাতে তোমাকে রেখে এসে তোমার চাচী আর আমি অনেকটা ভেবেছি কিন্তু কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারিনি।

একটা স্কুল করব তাতে আবার ভাববার কি আছে চাচা? আমাকে বলুন না কোথায় স্কুল ঘর উঠালে সুবিধা হবে সেইটা আমাকে দেখান, সব ব্যবস্থা আমিই করব। আপনারা কেবল সাহায্য করবেন। আপনি ইচ্ছা করলে আপনার ভাইদেরকে ডাকতে পারেন, আমিই তাদের বোঝাব।

গ্রামের আরও কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মুরুব্বী এবং যুবকদের ডাকা হলে তাদের কাছে মনিকা আগে নিজের পরিচয় দিলো। আমি আপনাদেরই মেয়ে। ভাগ্যক্রমে আমার বাবা শহরে যেয়ে বাড়ী করেছিলেন, আল্লাহর রহমতে ব্যবসা বাণিজ্য করে সমাজের উঁচু স্তরে স্থান করে নিয়েছেন। যদি তিনি এই গ্রামেই থাকতেন তাহলে আপনাদের মতই হতো তাঁর জীবন যাত্রা। আমিও আপনাদের মেয়েদের মত গ্রামে প্রাইমারী শেষ করে এতোদিন শ্বশুর বাড়ী যেতাম। আপনাদের দোয়ার বরকতে আজ আমি লেখা পড়ায় উন্নতি করতে পেরেছি। এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়ে আপনাদের সাথে দেখা করতে এলাম। আপনাদের দোয়া নিয়ে ফিরে যাব। আমি এবার ডাক্তারী পড়ার জন্যে মনস্থির করেছি। দেশে মহিলা ডাক্তারের অনেক অভাব। বিশেষ করে পল্লী অঞ্চলের কেউ স্বপ্নেও ভাবে না ডাক্তারী পড়ার কথা। কেননা, অনেক বাধা বিপত্তি রয়েছে। মেয়েদের বেশী লেখাপড়া শেখার ব্যাপারে কেন যে উদ্যোগ নেয়া হয় না তা আমার বুঝে আসে না। বিদ্যা শিক্ষা প্রতিটি নর-নারীর জন্য মহান আল্লাহ ফরজ করে দিয়েছেন। কিন্তু তা আমরা কয়জনে জানি? আমাদের গ্রামে প্রাইমারী স্কুল ছাড়া আর কিছু নেই। গ্রামের ছেলে মেয়েদের প্রাইমারী শেষ করে অনেক দূরের শহরে যেয়ে লেখা পড়া করা সম্ভব হয় না। জানেন আমরা কত পিছনে পড়ে রয়েছি? শহরের একটা ভিখারীর ছেলেও হাইস্কুলে পড়ার সুযোগ পায়। কিন্তু আমরা গৃহস্থ ঘরের ছেলেমেয়ে সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত। এই গ্রামের মেয়ে হয়ে আমি একাই লেখা পড়া শিখে বড় হব আর

www.pathagar.com

আমার ভাই বোনেরা সব অশিক্ষিত হয়ে থাকবে তাতে আমার শান্তি কোথায় ? আমি বুঝেছি শিক্ষার মর্যাদা, মানুষের প্রতি কর্তব্য বোধ। তাই আমি আপনাদের কাছে ছুটে এসেছি একটা দাবী নিয়ে। বলুন আমার দাবী আপনারা রাখবেন কিনা।

তুমি কি বলতে চাও মনি? এক যুবক প্রশ্ন করল।

গ্রামে একটা হাইস্কুল করতে আপনাদের সাহায্য চাই।

উপস্থিত সবাই চমকে উঠে মনিকার মুখের দিকে তাকালো। একজন মুরুব্বি বললেন, তা মা তুমি থাক শহরে, বড় লোকের মেয়ে, তোমার মাথায় আবার এ খেয়াল হল কেন?

হাসি মুখে মনিকা বললো, এটা খেয়াল না চাচাজান! এই গ্রামের মেয়ে হিসাবে আমার দায়িত্ব। আমি তো আপনাদেরই মেয়ে। আমার পক্ষ হয়ে আপনারাই করবেন, আমি সব রকম সহযোগিতা করব। আপনারা স্থান নির্বাচন করে দিন আমি দেখে যাই তারপর সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আমি আমার যুবক ভাইদের বলছি, আপনারা এগিয়ে আসুন, আপনাদেরই ভাই বোন, ছেলে মেয়ে থেকে প্রথম শুরু হোক। শফিক চাচা শিক্ষিত মানুষ। আমি চাই তিনি এগিয়ে আসুন আর আমার যুবক ভাইয়েরা তাকে সাহায্য করুন। আমি আপনাদের সাথে থাকব।

আমিন চৌধুরী প্রবীণ ব্যক্তি। সামাজিক জ্ঞান প্রখর। তাঁকে সভাপতি করে শফিক আহম্মদ মাস্টারকে সম্পাদক করে দশ সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হল। এরপর স্থান নির্বাচনের জন্যে আলোচনা চললো। একেতো পাড়াগাঁ তারপর আবার মূর্খ আর স্বল্প শিক্ষিত মানুষের বাস। সহজে কি আর সবাইকে একমত করানো যায়! শহরের শিক্ষিত লোকদের মধ্যেই এক মতের মানুষ নেই, এখানে থাকবে কি করে! একজন যদি একটা প্রস্তাব দেয় পাঁচজন সেটা নাকচ করে দেয়। মনিকা হাল ছাড়ে না। সে বলে আবাদী জমি এর মধ্যে টেনে এনে অনর্থক মন কষাকষি সৃষ্টি করছেন কেন? যদি কোথাও পতিত জমি থাকে তাই দেখুন, যদিও গ্রামের বাইরে হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো নিরিবিলি জায়গায় হলে ভাল হয়।

আমিন চৌধুরী এবার চিৎকার করে উঠলেন। ওরে তোরা আর ঝগড়া করিস না জায়গা পাওয়া গেছে।

কোথায় চাচা? এক যুবক জিজ্ঞাসা করল।

আমাদের বাথানটিলা আর নগর ঝুরির মাঝখানে যে জমিটা রয়েছে সেটা হলে কেমন হয়?

www.pathagar.com

তাতে তো একশো জন শরীক। বললেন সফিক সাহেব।

সব তো আমাদের চৌধুরী গোষ্ঠীর।

মনিকা এবার আশার আলো দেখতে পেল। বললো, ওখানে আমার বাবার কোন অংশ আছে চাচা?

আছে।

পতিত জমি, আবাদ হচ্ছে না এমন জমিতে যদি স্কুল করা হয় তাহলে নিশ্চয় কোন বিঘ্ন থাকতে পারে না।

এক যুবক বললো, অনেকগুলো শরীক সবাই আবার দিতে চাইবে কিনা সেটাও দেখতে হবে।

পড়ে আছে তাতে তো কারও কোন লাভ হচ্ছে না। যদি মহৎ কাজে খাটানো হয় তাহলে সবারই লাভ হবে। কেউ যদি স্বেচ্ছায় দিতে চান দিবেন, তা না চাইলে জোর করে নেয়া হবে না। আমার বাবার অংশ বাদে কত টাকা মূল্য হতে পারে সেটাই আমাকে বলুন।

তিন বিঘা জমি অনেক টাকা মূল্য। তুমি দিতে পারবে?

সেই চিন্তা আপনাদের নয় আমার। আমাকে জায়গাটা যদি একটু দেখান।

মনিকা একটি যুবককে পাঠিয়ে দিলে লিয়াকতকে গাড়ী নিয়ে এখানে আসার জন্যে। গাড়ী এলে কমিটির সব সদস্যদের নিয়ে জমি দেখতে গেল। ওদের গ্রাম বাথান টিলার বর্ডারেই পতিত জমিটা। তারপাশ দিয়ে নগর ঝুরির গ্রাম আরম্ভ হয়েছে। যোগাযোগের রাস্তা আছে তবে খুব নিম্নমানের। স্কুল হলে রাস্তার সমস্যা মিটে যাবে। মনিকা পাশের গ্রাম থেকে দু'একজন নেতৃস্থানীয় লোকদের ডাকিয়ে আনার জন্য এক যুবককে পাঠালো। ঘন্টা খানেকের মধ্যে সাত আটজন যুবাবৃদ্ধ এলো। ওদের মধ্যে তিন চার জন জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। মনিকার প্রস্তাবে তারা খুব খুশী হলেন। কিন্তু সমস্যা বাঁধলো একজন গোঁড়া মূর্খকে নিয়ে। মনিকা মেয়ে, এতো লোকের মধ্যে সে কেন কথা বললো? বৃদ্ধ যেন ক্ষেপে গেলেন। আবল তাবল বখতে শুরু করলেন। মনিকা বাধা দিল না উপস্থিত সবাইকে নিষেধ করল প্রতিবাদ না জানাতে। বৃদ্ধের মনের কি ক্ষোভ সেটা আগে সে বুঝে নিতে চায়। তিনি বকে চলেছেন– মেয়েরা ঘরের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। মানুষের ধর্ম কর্ম গোল্লায় গেছে। মেয়েরা পুরুষের সাথে বেহায়ার মত ঘুরে বেড়াবে। পর্দার বালাই নেই, লজ্জা শরমও নেই। মানুষের মান সম্মান সব চলে গেল। বৃদ্ধ কথা গুছিয়ে বলতে পারছেন না, থেমে থেমে দু'এক কথা বললেন। তার চেহারায় রাগের

www.pathagar.com

ছায়ায় ঢেকে আছে, মুখ দিয়ে গরগর করে তার প্রকাশ ঘটাচ্ছেন। আর কি বলবেন তা যেন খুঁজে পাচ্ছেন না।

এবার মনিকা বললো, "চাচাজান, আমরা আপনার কথা শুনলাম এবার দয়া করে আমার কথাটি শুনুন। যদি পছন্দ হয় তাহলে নেবেন, না হলে আমার দু'গালে দু'চড় দিয়ে বিদায় করে দেবেন, আমি হাসি মুখে চলে যাব। আমি ধর্ম কর্মের কথায় বলি আপনারা বৃদ্ধ মানুষ। আমাদের অতি সম্মানীয় গুরুজন। ধর্মের প্রতি আপনাদের সবার ভক্তি। আপনার কথা শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। কেননা, আপনি কেবল নিজের কথাটায় বলেছেন। আর পাঁচজনের হয়ে কোন কথা বলেননি। আমি আপনাদেরই মেয়ে, গুরুজনদের সামনে বেয়াদবি করবার শিক্ষা আমি পাইনি। আমি কেবল সত্য প্রকাশ করতে শিখেছি। আমার কথাগুলো যদি আপনি মনযোগ দিয়ে শোনেন তাহলে আপনিও বুঝবেন সত্য মিথ্যার পার্থক্য। আপনি, চাচীমা সারা জীবন নিষ্ঠার সাথে ধর্ম পালন করে এলেন কিন্তু আজ যদি আপনাকে জিজ্ঞাসা করা হয় আপনি প্রতিদিন নামাজে মহান আল্লাহর যেসব বাণী পাঠ করেন তার অর্থ কি? আপনি কেন আপনার মত সহস্র সহস্র মানুষ এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পারবেন না, কেবল প্রশ্নকারীর মুখের দিকে চেয়ে থাকবেন। আল কোরআন যে ভাষায় নাযিল হয়েছে, আল হাদিস যে ভাষায় লেখা হয়েছে সেই আরবী ভাষা আমাদের মাতৃভাষা নয়। আমরা ভক্তি গদ গদ চিত্তে কেবল পড়ে গেলাম, কি পড়লাম এটা তো আমাদের বুঝতে হবে। সেটা বুঝতে হলে কি করতে হবে! আমাদের মাতৃভাষা বাংলায় তার অর্থ শিখতে হবে। অর্থ শিখতে গেলে লেখা পড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করতে হবে।

আমি মেয়ে বলে আপনারা হয়তো অবজ্ঞা করছেন। আমি লেখাপড়া করছি, গাড়ী হাকিয়ে চলাফেরা করছি, আপনারা হয়ত মনে করছেন বেহায়ার মত ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি কি শিখেছি শুনুন। এই যে আমি সেলোয়ার কামিজ পরে ওড়না মাথায় দিয়ে বেড়াচ্ছি এটা বেপর্দা নয়। আপনি মনে করেন দশহাত শাড়ী পরে মেয়েরা সব সময় বাড়ীর মধ্যে পড়ে থাকবে, সেটা পর্দা নয় চাচা। ওটা মেয়েদের প্রতি অবিচার। ওটা অবরোধ। ঐ মেয়েটি ঘরের মধ্যে বন্দী জীবন কাটালো। কেবল স্বামী আর ছেলে-মেয়ের সীমিত খেদমত করল, কিন্তু তিনি সৃষ্টিকর্তাকে সঠিকরূপে চিনতে পারলেন না। একে অপরের মুখে শুনে শুনে অশুদ্ধ সূরা কেরাত শিখে নামাজের পাটিতে বসে কেবল আওড়িয়ে যান। পারেন না শুদ্ধ করে পড়তে। বোঝেন না তার অর্থ। আমি মেয়ে হলেও সময় মত পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ি। অর্থসহ কোরআন তেলোয়াত করি, তেমনইভাবে হাদীস গ্রন্থও পাঠ করি। আমার

www.pathagar.com

প্রভু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি দয়া করে আমাদের প্রতিপালন করছেন তাকে যদি ভালবাসতে হয় তাহলে আমাকে কি করতে হবে? প্রথমেই তিনি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ মানুষকে উদ্দেশ্য করে কি বলেছেন সেটা জানতে হবে। আমি যদি সেই মোতাবেক কাজ করি তাহলেই তো তার প্রতি আমার ভালবাসা পৌছে যাবে। তারপরেই আমি তাঁর কাছ থেকে ভালবাসা পাব। ধর্ম নিয়ে সর্বদা মাথা ব্যথা অথচ ধর্ম গ্রন্থ সম্বন্ধে কোন জ্ঞানই অর্জন করল না এরাই তো পাপে পরিপূর্ণ করে দিচ্ছে জগতের অলিগলি। আপনি মান সম্মানের কথা বলেছেন, সেটার সম্বন্ধেও অনেকের ধারণা নেই। মান সম্মান এমন নয় যে ইচ্ছামত কিনে ঘর বোঝাই করে রাখবো। আপনার সমর্থ আছে পুটিমাছ কেনার, আপনি যদি সেই পয়সা দিয়ে রুই মাছ কিনতে চান তাহলে লোকে আপনাকে কি বলবে। বলবে মাথা খারাপ। তাই মান সম্মান পেতে হলে আগে সেই রাস্তায় চলতে হবে।

বিদ্যান ব্যক্তিই হন মান সম্মানের অধিকারী। মহাজ্ঞানী স্রষ্টা যে জ্ঞান তার সৃষ্টির মাঝে বিতরণ করেছেন সেটা যে গ্রহণ করল সেই সম্মানের অধিকারী হল। এই গ্রামেরই চৌধুরী পরিবারের মেয়ে আমি। আজ আধুনিক সমাজে বাস করি। আমার বাবা অনেক অর্থ বিত্তের মালিক। তার একমাত্র মেয়ে হলেও আমার কোন গর্ব অহংকার নেই। আমি মনে করি আপনাদেরই মত আমি একজন মানুষ। বিদ্যা অর্জন করেছি বলেই তো এমন শিক্ষা পেয়েছি। আপনারা কি চাননা আপনাদের ভাবী বংশধরেরা লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করুক। এই অন্ধকার গ্রামগুলো আলোকিত করুক। মান সম্মান প্রতিপত্তিতে ভরিয়ে দিক প্রতিটি বাড়ী? মনের দিকে চেয়ে দেখুন প্রত্যেকে সেটা চায়। আমি আরও একটা মহৎ সেবার কাজে জড়িয়ে আছি, আপনারা হয়ত জানেন না। আল আমিন ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট গঠন করে বৃহত্তর সিলেটের বড় শহরগুলোতে আমরা এতিম, দুঃস্থ অসহার ছেলে মেয়ের লালন পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করেছি। প্রত্যেক জেলা শহরে আমাদের অফিস আছে, আপনাদের এলাকায় যদি তেমন কোন অসহায় মানুষের ছেলে মেয়ে থাকে তাহলে আমাদের কাছে দিবেন, আমরা তাদের সব দায়িত্ব বহন করব।"

মনিকার কথাটি শেষ হতেই সবাই বিস্মিত হয়ে গেলেন যত বড় মুখ নয় ততো বড় কথা! কি দস্যি মেয়ে চৌধুরীদের! কোন ব্যাটা ছেলে যে কাজ করতে পারে না আর মেয়ে হয়ে সে এসব অসম্ভব কাজ সম্ভব করছে! গ্রামে স্কুল করা তো তার কাছে নস্যি। কেউ আর কথা বাড়ালো না। সবায় সম্মতি জানিয়ে তখনকার মত উঠে পড়ল। একটি চৌদ্দ পনের বছরের তরুণী ছোট শিশু কোলে করে অদূরে একটা গাছের নীচে দাড়িয়ে তাদের দিকে চেয়ে ছিল। পরণে শতছিন্ন মলিন বসন।

www.pathagar.com

দরিদ্রতার প্রতিমূর্তি। মুখে তার যন্ত্রণার ছাপ। মনিকার সেই দিকে দৃষ্টি গেল। জানতে চাইলো ঐ গাছের নীচে দাঁড়িয়ে আছে মেয়েটি কে?

শফিক মাস্টার বললেন, ওর মা বাবা কেউ নেই। ওদের কোন জায়গা জমিও নেই। পরের বাড়ী কাজ করে খায়। গ্রামের কিছু লোক দেখে শুনে একটা বিয়ে দিয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য ওর, মেয়েটি হওয়ার পরে ছেলেটি তাকে তালাক দিয়েছে। এখন তার কষ্টের সীমা নেই। মনিকা সেই বৃদ্ধ লোকটিকে ইঙ্গিত করে বললো, দেখেছেন চাচা! ঐ মেয়েটির মাঝেই ধর্ম লুকিয়ে আছে, দেখতে পাচ্ছেন?

বৃদ্ধ কিছুই বুঝলেন না ফ্যাল ফ্যাল করে তার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন।

আপনার সমস্ত জীবনের ধর্ম কর্ম তো সব ঐ মেয়েটিই বরবাদ করে দিল!

কি করে?

প্রভু আপনাকে খেতে পরতে দিচ্ছেন, আপনি কি প্রভুকে ভালবাসেন? আমি তো মনে করি আপনি সেইদিকে খেয়ালই করেন না, করলে ঐ মেয়েটির অসহায়ত্ব ঘুচে যেত এটাই তো বড় ধর্ম চাচা!

মনিকা মেয়েটির দিকে এগিয়ে গেল। তার নাম জিজ্ঞেস করে জানলো রূপা। বললো, আমি তোমাকে শহরে নিয়ে যেতে চাই। সেখানে তুমি থাকবে। তোমার খাওয়া পরার দায়িত্ব আমাদের। তোমার কোলের মেয়েটিও লালন পালনের ব্যবস্থা আমরা করব।

রূপা এক কথায় রাজী হয়ে যায়। সে এই যন্ত্রণার জগত থেকে মুক্তি চায়।

তোমার কি নিজের বলতে কেউ নেই?

না।

তাহলে তো কারও অনুমতি নেয়ার প্রয়োজন হবে না।

ঐ যে বাড়ী দেখা যাচ্ছে ওখানে আমি ঝিয়ের কাজ করি। একটু বলে আসি।

অল্প সময়ের মধ্যেই মেয়েটি ছোট একটি পুটলি হাতে করে চলে এল।

ওর মধ্যে কি?

ছেড়া কাপড় চোপড়।

খোল দেখি।

মনিকা দেখলো শত ছিন্ন এক বোঝা ময়লা ন্যাকড়া। সে হেসে ফেললো।

একখানা ভাল কাপড়ও তোমার নেই?

কোথায় পাব বুবু!

কতদিন তোমার স্বামী তোমাকে ছেড়ে দিয়েছে?

মাস দু'য়েক হল।

www.pathagar.com

একান্ত তালাক দেয়ার প্রয়োজন হলে খোরপোশ দিয়ে তবে ছাড়তে হয়। তোমাকে কিছু দেয়নি?

না।

তুমি চাওনি?

আমি চাইলাম, তা সে দিলে না, আরও মারধর করে গলা ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দিল।

তোমার পক্ষ হয়ে কেউ কথা বলেনি?

আমার যদি কেউ থাকত তাহলে বলত। কাঙালের দিকে কেউ কি তাকায় বুবু?

দেখার কেউ না থাকলেও একজন আছেন।

কই, আমিতো কাউকে পাইনে।

যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি, তাকে দেখা যায় না। অনুভব করে নিতে হয়।

তিনি কেবল বড় লোকদের দেখেন, আমরা পথের ভিখারী আমাদের দিকে তিনি তাকান না।

সময় হলেই তিনি তাকান।

কেউ তো দেখলো না।

তিনিতো আমাকে পাঠিয়েছেন। আমিই তোমাকে দেখতে এসেছি। আমার হাত দিয়েই তিনি তোমার সব যন্ত্রণা ঘুঁচিয়ে দেবেন।

প্রথমে মনিকার কথা বার্তায় মনে মনে যারা খুঁত খুঁত করছিলেন তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পারলো, সত্যি মেয়েটি অসাধারণ।

মনিকা আবার বললো, এমন অনাথ মেয়ে ছেলে আর যদি কোথাও থাকে আমাকে বলুন, আমি তাদের নিয়ে যাব। বাথানঝুরির বৃদ্ধ লোকটি বললেন, আমাদের পাড়ায় একটা ছোট ছেলে আছে তার বিধবা মা ছাড়া আর কেউ নেই। রোগ ব্যাধিতে তার দেহখানা কঙ্কাল হয়ে গেছে। তার মা পরের বাড়ী কাজ করে কোন রকম পেটের ভাত জুটাতে পারে, ছেলের চিকিৎসা করবে কি করে?

মনিকা বললো, গ্রামে এতো মানুষ থাকতে একটা রোগগ্রস্ত শিশুর চিকিৎসা হয় না, এতো বড় আজব দেশ! এখানেই তো বেহেশত বিক্রি হচ্ছে। এতো ধার্মিক ব্যক্তির বাস অথচ কেউ বেহশত কিনতে চায় না।

বৃদ্ধ লোকটি না বুঝতে পেরে বোকার মত জিজ্ঞেস করলেন, কে বেহেশত বেচছে মা?

ঐ রোগা পটকা শিশুটি। আপনারা তো কিনলেন না, আমিই না হয় নিয়ে যাই।

মনিকা বৃদ্ধ লোকটি আর রূপাকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে সবাইকে সালাম জানিয়ে

www.pathagar.com

নিজেও উঠে বসল। লিয়াকতকে গাড়ী ছাড়তে বললো। নগর ঝুরির গ্রামে যখন গাড়ী প্রবেশ করলো তখন দলে দলে ছেলে মেয়েরা হৈচৈ করতে করতে পিছে পিছে দৌড়াতে শুরু করলো। গাড়ীর শব্দ শুনে বাড়ীর মেয়ে ছেলেরাও বাইরে এসে উকি দিয়ে অবাক হল। এত সুন্দর গাড়ীতে পিছনে দু'টো মহিলা আর সামনে ওদের গ্রামের কালাচাঁদ বিশ্বাস ছাড়া আর কেউ নেই। অতো সুন্দর মোমের মত মেয়েটি কে! উৎসুক মেয়েরা পায়ে পায়ে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। গাড়ী যখন দুলালের মার ভাঙা কুড়ে ঘরের সামনে দাড়িয়ে গেল তখন ছোট বড় সব মানুষের ভিড় জমে গেল। মনিকা গাড়ী থেকে নেমে কুড়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। একটি কঙ্কাল সার সাত আট বছরের ছেলে বিছানার সাথে যেন মিশে আছে আর তার অভাগীনি মা পাশে বসে কাঁদছে। সে তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, তুমি কেদনা দুলালের মা! তোমার ছেলে ভাল হয়ে যাবে। মেয়েটি চমকে উঠে পাশে তাকিয়ে দেখে খুব সুন্দরী একটা তরুণী তার ছেলের গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। তার কুড়ে ঘর যেন আলো হয়ে গেছে। একী জিন না পরী! কেউ তো কোন দিন তার ঘরের দোর মাড়ায় না! সে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে সেই দিকে।

মনিকা জিজ্ঞেস করলো, তোমার কে আছে?

কেউ নেই আহা-হা।

ছেলের বাবা?

দু'বছর আগে মারা গেছে-রে বাবা।

তুমি কেঁদনা দুলালের মা, আমি তোমাকে নিয়ে যাব। তোমার সব দুঃখ আমি দূর করে দেব। উঠে পড়, তোমার ছেলেকে নিয়ে এখনই আমার সাথে যেতে হবে। শহরে নিয়ে যেয়ে চিকিৎসা করাব। তোমার কোন ভয় নেই।

দুলালের মা যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। গৃহস্থ বাড়ীতে গতর খাটিয়ে কত কাজ করেছে, ছেলের চিকিৎসার জন্যে কত মানুষের হাত পায়ে ধরেছে কারও দয়া হয়নি। আর আজ কোথা থেকে এই সুন্দরী মেয়েটি এল কাঙালের ঘরে, তাও আবার না বলতেই সে নিজেই নিয়ে যাবার জন্যে জিদ ধরেছে! ও আল্লাহ! আমার কপাল কি ফিরিয়ে দিলে।

মনিকা তার হাত ধরে টেনে তুলে দিলো। বললো, অকারণ সময় নষ্ট করার মত মেয়ে আমি নই। লিয়াকতকে ডেকে নিয়ে দুলালকে গাড়ীর পিছনের ছিটে শুইয়ে দিলো। তার মাকেও তার কাছে বসতে বললো। সে সবার উদ্দেশ্যে হাত নাড়িয়ে শুভেচ্ছা জানিয়ে গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী ছেড়ে দিল। বাথান টিলায় তাদের

www.pathagar.com

বাড়ী যেয়ে যখন পৌছলো তখন বারটা বেজে গেছে। রহমত তার বউকে নিয়ে অনেক আগেই এসে বসে আছে।

দুলালের আর রূপার মেয়ের খাওয়ার জন্যে মনিকা একটা ছেলের কাছে কিছু টাকা দিল দোকান থেকে সাগু মিছরী আনার জন্যে। ও তাড়াতাড়ি গোসল করে দু'টো খেয়ে নিল। ওদের সবাইকে দু'টো খাইয়ে নিয়ে যখন রওনা দিল তখন সোয়া একটা বেজে গেছে।

গাড়ী যখন শহরে ওদের অফিসে পৌছে গেল তখন প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। মনিকা দেখলো তার বন্ধুরা তার অপেক্ষায় বসে আছে। সে বিনয়ের সাথে তাদের কাছে এই অনিচ্ছাকৃত সময় নষ্ট করার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল। কেন তার আসতে দেরী হলো সংক্ষেপে তাদের বলে আগামীকাল দশটার দিকে আসার জন্যে অনুরোধ করল। বন্ধুরা মনিকার এমন দায়িত্ববোধ দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। তারা আগামীকাল সময় মত আসবে বলে খুশী হয়ে চলে গেল।

মনিকা নীলিমাকে আর রহমতকে রূপা আর দুলালের মার জন্যে সব ব্যবস্থা করতে বললো। তাছাড়া আরও জানালো তাদের নির্ধারিত ডাক্তারকে টেলিফোন করে ডেকে এনে দুলালের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে। সে খুব ক্লান্ত এখন বাসায় যাবে। আগামীকাল সকালে এসে খোঁজ খবর নেবে।

নয়

বাসায় পৌছলে তার মা রেবেকা চৌধুরী তাকে দেখে শিহরে উঠলেন। এতো সুন্দর চেহারার মেয়েটির চোখে মুখে যেন কালো আবরণে ছেয়ে গেছে! তার ক্লান্ত অবসন্ন দেহ দেখে মায়ের মন কি স্থির থাকতে পারে। তাকে জড়িয়ে ধরে কপালে একটা স্নেহপূর্ণ চুম্বন দিয়ে বললেন যে বয়সে মেয়ে ছেলেরা হেসে খেলে আনন্দ করে বেড়াবে সেই বয়সেই তুই জীবনটা কালি করে ফেললি!

হাস্যোজ্জ্বল মুখে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে মনিকা বললো, জীবন কালি করব কেন মা! আমি তো আনন্দ করেই বেড়াচ্ছি!

আয়নায় তোর চেহারাটার দিকে একটু তাকিয়ে দেখ, কি ছিলি আর কি হয়েছিস!

দৌড়াদৌড়ি করলে এমনই হয় মা! তুমি একটুও ভেব না। বিশ্রাম নিলে সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিশ্রাম যে কি তা তো তুই আজও শিখলি না মা!

www.pathagar.com

এটা শিখতে হয় না মা! সময়ে এমনিই প্রয়োজন হয়ে পড়ে।

কাল সকালে বাড়ী থেকে যাওয়ার সময় বলে গেলি কাজে যাচ্ছি, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসব। রাতে বাড়ী এলিনে। কোন প্রকার সংবাদও দিলি না। আমি মা, সন্তানের এমন অজানা অন্তরাল কি করে সহ্য করি বল! রাতে ঘুমাতেই পারিনি। তোর বাবার এ ব্যাপারে কোন উদ্বেগ নেই। বলে প্রভু যখন দয়া করে তাকে আমাদের নয়নের মণি করে পাঠিয়েছেন তখন তিনিই হেফাজত করবেন।

আব্বা তো ঠিক কথাই বলেছেন।

তিনি পুরুষ মানুষ, সহজে ভেঙে পড়ার ধাত তাদের নেই। আমি মেয়ে, নিজের মনকে যে শক্ত করতে পারিনে মা!

নিজের অন্তরকে এতো সংকুচিত করো না মা! আত্ম বিশ্বাস সর্বদা বলবত রাখতে চেষ্টা করবে, শান্তি পাবে।

কোথায় মা মেয়েকে উপদেশ দিবে তা নয়, মেয়ের কাছে মায়ের সান্ত্বনা! এযে সুখ স্বপ্নের বহিপ্রকাশ! মা মনে মনে পুলকিত হল।

কোথায় ছিলি এ দু'দিন?

মনিকা তার মায়ের গলা জড়িয়ে ধরে ছোট বালিকার মত মোলায়েম কণ্ঠে তাদের গ্রামের বাড়ীতে যাওয়া, সেখানে যেসব কাজ সে করেছে, আসার সময় দু'টো অসহায় মেয়েকে বাচ্চাসহ নিয়ে আসা, সব ঘটনা পরিষ্কার বর্ণনা করল।

অল্প সময়ের মধ্যে মেয়ের এমন অলৌকিক কাজের কথা শুনে মা যেমন বিস্মিত হলেন, তেমন তার অন্তরে আনন্দের ঢেউ বয়ে গেল। আহ্! আজ যদি তার দাদা দাদী বেঁচে থাকতেন! গর্বে তাদের বুকের ছাতি কতখানি উঁচু হত!

সংবাদ পেয়ে ছিরা রান্নাঘর থেকে দৌড়ে এল। মনিকা তার হাত ধরে জিজ্ঞেস করলো কেমন আছিস?

ভাল। আপনি ভাল আছেন তো?

নিশ্চয়!

কই, তেমন তো দেখায় না।

মনিকা হাসতে হাসতে বললো, তোদের সবার চোখ দেখছি একই উপাদানে গড়া। তুই আমাকে খুব ভালবাসিস ছিরা?

কেন বাসব না! আপনার মত মেয়ে আমি আর দেখিনি।

তুই আর এতো মেয়ে কোথায় দেখলি?

www.pathagar.com

কেন আপনিই তো আমাকে দেখিয়েছেন।

সত্যি নাকি?

তা নয়তো কি!

মনিকা যখন ফাইভ পাশ করেছে তখন হাইস্কুলে যাওয়ার আগে বাবা মার সাথে কক্সবাজার বেড়াতে গিয়েছিল। সেই এক সপ্তাহের আনন্দময় দিনগুলোর কথা মনিকার সামনে ছবির মত ভেসে উঠলো। সমুদ্র সৈকতে পৃথিবীর কত দেশের নানা জাতের মানুষের পদচারণা। কত বিচিত্র পোষাকের মেয়ে পুরুষের আনাগোনা। বঙ্গোপসাগরের নোনা পানির উপরে আঁছড়ে পড়ে ঢেউয়ের তালে তালে ভেসে যাওয়া, বেলাভূমিতে ছোট ছোট মৃত শামুক আর ঝিনুক কুড়িয়ে তার ছোট কাঁধের ব্যাগটি ভর্তি করা। মনিকা তখন ভাবত, এতো ছোটদের আনন্দ করার জায়গা। বড়রা কেন এখানে এমন দলে দলে আসে ভিড় করতে! মনিকার তখন বুঝার বয়স হয়নি। এখানে প্রাণের স্পন্দন আছে, প্রেমের শাশ্বত রূপ এখানে বিকশিত হয়। তাই প্রেমিক প্রেমিকা আসে একে অপরের মাঝে পরিপূর্ণভাবে হারিয়ে যেতে। নদীর বুকে সাগরের অতল জলধি বক্ষে যদি ঢেউ না জাগতো তাহলে মানব মানবী প্রেমের অমূল্য স্বাদ কি কোথাও খুঁজে পেত! সেই সৈকতে আপনারে ভুলিয়ে রাখবার মুহূর্তগুলো অসংলগ্ন মানব মানবীর লজ্জাহীন প্রেম নিবেদন, অর্ধনগ্ন, বেশবাসে জড়াজড়ি করে সমুদ্রের ঢেউয়ের উপর শিহরণ জাগানো, তখন মনিকা মনে করত কৌতুক, আজ সেটা মনে হলে সে লজ্জা পায়। এতোসব দৃশ্যগুলো তার সামনে ভেসে উঠে কেবল ছিরাকে সামনে দেখলে। ফিরবার আগের দিন বিকালে চার পাঁচ বছরের ছিরাকে ক্রন্দরত অবস্থায় সৈকতের বালুচরে গড়াগড়ি দিতে দেখে তার কাছে ছুটে যায়। তাকে উঠিয়ে গায়ের বালু ঝেড়ে জিজ্ঞেস করে, তুমি কাঁদছো কেন খুকী? মেয়েটি কথা বলে না, কাঁদতেই থাকে। সে তার ব্যাগ থেকে রুমাল বের করে মুখ মুছিয়ে দেয়। তুমি কেঁদনা খুকী, তোমার বাপ মাকে হারিয়েছ? বল কোন দিকে গেছে আমরা খুঁজে দেব।'

মেয়েটি তবু কথা বলে না। সে কাঁধের ব্যাগ থেকে একটি চকলেট বের করে তার হাতে গুঁজে দিল। মেয়েটি এবার কান্না বন্ধ করে ওর মুখের দিকে চেয়ে রইল। সে তার নাম জিজ্ঞেস করল। মেয়েটি কি বললো বুঝা গেল না। বারবার জিজ্ঞেস করে একটি শব্দই যেন তার কানে এল ছিরা। চৌধুরী দম্পতি অদূরে দাঁড়িয়ে মেয়ের কীর্তিকলাপ দেখছিলেন আর আশ্চর্যবোধ করছিলেন। মনিকা এবার মেয়েটির হাত ধরে তার বাবা মায়ের কাছে নিয়ে এল। বললো, মা! এর নাম ছিরা। এর মা বাবা হারিয়ে গেছে। চল না ওকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যাই!

www.pathagar.com

মা অবাক হয়ে বললো, ইস্! দেখ মেয়ের আব্দারখানা কি! পরের মেয়ে নিয়ে শেষে বিপদে কেন পড়া বাপু! আর দু'টো চকলেট দিয়ে ওকে ছেড়ে দাও। ওর বাবা মাকে খুঁজে নিক।

মুনীর চৌধুরী মেয়েটির দিকে ভাল করে নজর দিয়ে দেখলো মেয়েটি খুব পরিস্কার ফর্সা, স্বাস্থ্য ভাল নাক চেপটা পরনে হাফ প্যান্ট, লম্বা কামিজ। তিনি বললেন, মেয়েটি বাঙালী নয়। খুব সম্ভব বার্মিজ।

মনিকার শিশুসুলভ মন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করে, বার্মিজ কি আব্বা?

ওদের বাড়ী বার্মা, যাকে বলে মায়ানমার।

সেতো আমরা বইতে পড়েছি। এদিকেই তো সেই দেশ?

হ্যাঁ, এই তো আমাদের পূর্ব দিকে। এখান থেকে টেকনাফ তার পর নাফ নদী পাড়ী দিলেই ওদের দেশ।

নদী পার হয়ে ও এখানে কি করে এল?

এই যেমন তুমি আমাদের সাথে এসেছ মেয়েটিও হয়ত তার বাবা মার সাথে এসেছে।

তোমরা তো আমাকে ফেলে যেতে পারবে না, ওর বাবা মা ওকে ফেলে গেল কেন?

হয়ত মেয়েটি পেছনে পড়ে গেছে, ওরা বুঝতে পারিনি। পরে যখন তাদের সাথে দেখবে না তখন খুঁজবে। মেয়েটি এখানেই থাক ওর বাবা মা তাহলে সহজেই পেয়ে যাবে।

আমিও এখানে থাকব। ওর বাবা মা এলে বকুনি দেব।

চৌধুরী দম্পতি মেয়ের কথায় হেসে ফেললেন। বললেন তোমার আর মুরুব্বিয়ানা দেখাতে হবে না, চল, আমরা চলে যাই। ও এখানে বসে বসে চকলেট খেতে থাক সন্ধ্যা হতে তো বেশী বাকী নেই এর মধ্যেই তারা এসে যাবেন।

যদি তারা না আসেন?

আসবে না কেন, আসবে।

ওকে একা ফেলে আমি যাব না। ওরা এলে তবে যাব। চৌধুরী দম্পতি সমস্যায় পড়ে গেলেন। মেয়ের জিদের কাছে তারা হার মেনে গেলেন। ছিরাকে নিয়ে সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘোরাঘুরি করলেন। তারপর উপরে যেয়ে নিকটবর্তী একটা মাইকের দোকানে গেলেন। মাইক অপারেটরকে কিছু টাকা দিলেন। সে সৈকতে এবং আশেপাশে ছিরার বিবরণ দিয়ে মাইকিং করে এলো সন্ধান প্রার্থী সৈকত সুমন মাইক সার্ভিসে যেন সন্ধান নেন।

www.pathagar.com

চৌধুরী দম্পতি তাদের হোটেল স্যুটে যাওয়ার আগে সুমন মিয়াকে জানিয়ে গেলেন আমরা মেয়েটিকে নিয়ে যাচ্ছি আগামীকাল দশটার সময় নিয়ে আসব। ওর সন্ধান প্রার্থীরা এলে এখানে বসিয়ে রাখতে।

ওরা হোটেলে চলে গেলেন। ছিরা নামের মেয়েটি মনিকাকে পেয়ে সব ভুলে গেল। এখন তার মুখে শিশু সুলভ হাসি সারাক্ষণ ফুটে রয়েছে। হোটেলে যেয়ে মনিকা তাকে গোছল করাল। যাওয়ার পথে তার জন্যে কেনা একসেট নতুন পোষাক তাকে পরিয়ে দিল। এখন কে বলবে মেয়েটি তারা কুড়িয়ে পেয়েছে!

পরদিন সময় মত তারা সৈকতে সেই মাইক স্টোরে যেয়ে জানতে পারল মেয়েটির কোন সন্ধান প্রার্থী আসেনি। চৌধুরী দম্পতি সমস্যায় পড়ে গেলেন। তাদের আজ বাড়ী ফিরবার কথা কিন্তু মেয়েটি নিয়ে বিপদে পড়লেন। হোটেল মালিককে তাদের হবিগঞ্জের ঠিকানা টেলিফোন নম্বর দিয়ে বললেন, যদি কোন দিন মেয়েটির খোঁজে কেউ আসে তাহলে এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে বলবেন। তারা গেলেন বার্মিজ মার্কেটে। সেখানে নেতৃস্থানীয়দের সাথে মেয়েটির ব্যাপারে আলাপ আলোচনা করলেন কিন্তু কেউই তেমন মাথা ঘামাল না। একজন এখানে একটা এতীমখানার সংবাদ দিলেন। বললেন, সেখানে রেখে যেতে পারেন। কিন্তু সমস্যা বাধাল মনিকা। তার বাবা মাকে যদি না পাওয়া যায় তাহলে তারা ওকে বাড়ী নিয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত মেয়েটির ছবিসহ সব বিবরণ লিখে স্থানীয় পত্রিকায় বিজ্ঞাপন দিয়ে সন্ধান প্রার্থীকে কোথায় খোঁজ নিতে হবে ঠিকানা দিয়ে পরের দিনই মেয়েটিকে নিয়ে তারা হবিগঞ্জে চলে গেলেন।

কিন্তু কোন দিন তার খোঁজে কেউ আসেনি।

সে আজ প্রায় দশ বছর পেছনের কথা। ছিরাকে দেখলে মনিকার সামনে সেই ছবি ভেসে উঠে। সে তার পড়ার ব্যবস্থাও করেছে। এবার সে এস.এস.সি পরীক্ষা দিবে।

মনিকা তার দিকে চেয়ে কৌতুক করে বললো। তুই দেখছি খুব সুন্দরী হয়ে যাচ্ছিস! প্রতিযোগিতায় আমি তোর কাছে নিশ্চয় হেরে যাব।

ছিরা লজ্জা পেয়ে যায়। বলে ইস্! আপার মুখে শুধু ইয়ারকি।

সত্যি কথা বলতেও দোষ!

সত্যি না ছাই!

আচ্ছা তোর আপত্তি থাকলে আর বলছিনে। এবার মতির মাকে বলে আমার জন্য একটু গরম পানির ব্যবস্থা কর, আমি গোছল করব।

আপনার কাজ আমি মতির মাকে করতে দেব কেন! আমি মরে গেলে তবে অন্য কাউকে বলবেন।

www.pathagar.com

ছিরা শব্দ করে পা ফেলে একটা অদ্ভুত ভঙ্গিতে চলে গেল পানি গরম করতে। মনিকা সেই দিকে চেয়ে রইলো। অদ্ভুত মেয়েটি। দীর্ঘ দশ বছর ধরে সে ছায়ার মত তাকে অনুসরণ করে। দু'বছর বাড়ী ছেড়ে দূরের কলেজে গেছে, এই সময়টা সে একটুও সহ্য করতে পারেনি, সারাক্ষণ চিঠি লিখে তার ভাল মন্দ খোঁজ খবর নিয়েছে। তার চিঠি পড়তে পড়তে মনিকা হাপিয়ে উঠতো, তবু সে রাগ করত না। কেননা, সে জানে ছিরা তাকে খুব ভালবাসে। মতির মা এ বাড়ীর দীর্ঘদিনের চাকরানী। তার জন্মের অনেক আগে থেকেই সে এখানে আছে। মতি বলে তার কোন ছেলে ছিল কি না তা মনিকা জানেনা। জিজ্ঞেস করেও কিছু পায় না।

মতির মা খুব চাপা মেয়ে। বয়স এখন প্রৌঢ়ের কোঠা স্পর্শ করেছে। ছিরার যখন জ্ঞান বুদ্ধি হয়েছে তখন থেকেই সে চৌধুরী দম্পতি আর মনিকার ব্যাপারে মতির মার হস্তক্ষেপ সহ্য করতে পারে না। সে তাদের মা বাবা আর আপা বলতে অজ্ঞান। মতির মা একটু বোকা গোছের, তাই ছিরাকে খুব ভয় করে। বাড়ীর কর্তৃই যেন ছিরা।

রাত আটটার সময় মনিকা সোফায় হেলান দিয়ে একখানা বই পড়ছিল। সে যখন ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়ে তখন শয্যায় শরীর এলিয়ে না দিয়ে বই নিয়ে বসে। বইয়ের মধ্যে ডুবে গেলে তার সব অবসাদ দূর হয়ে যায়। ওর বন্ধুরা বলে, তোর মত মেয়ে বাংলাদেশে না জন্মে ইউরোপ আমেরিকাতে জন্মালে মানাতো ভাল। ও হেসে তার বন্ধুদের উত্তর দিয়েছে, একদিন আমরাও তাদের সারিতে যেতে পারব। পূর্ব এশিয়ায় তো শুরু হয়ে গেছে, আমরাই বা পিছিয়ে থাকব কেন? দরকার পড়াশোনা করা, অসীম মনোবল নিয়ে কাজ করে যাওয়া। আমরা নারী। আমাদের গর্ভেই লুকিয়ে আছে বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, রাষ্ট্রনায়ক আর সফল ব্যবসায়ী আর ঘুনে ধরা সমাজ ভেঙে গুড়িয়ে দিয়ে নতুন করে গড়ার কারিগর। আমরাই যদি ঘুমিয়ে থাকি তাহলে অন্ধকার দূর করে আলোকিত করবার দায়িত্ব নেবে কে?

বন্ধুরা ওর যুক্তির কাছে হার মেনে দুর্বলতা দূর করে সবল হওয়ার চেষ্টা করে।

ছিরা এসে বললো, আপা! আপনার ফোন এসেছে।

মনিকা বই বন্ধ করে উঠে যেয়ে টেলিফোন ধরলো।

হ্যালো!

আমি মৌ বলছি।

মনিকা একটু উচ্চ শব্দে হেসে ফেললো। বললো, দু'দিন না আসতেই মনে পড়ে গেল!

www.pathagar.com

কেবল মনে পড়া! আমি একেবারে অস্থির হয়ে পড়েছি।

ভাগ্য বিপরীত লিঙ্গের কেউ হয়নি!

অপর প্রান্তের খিলখিল করে হাসির শব্দ ভেসে এলো। বললো, আমার মনে হয়, হলে ভাল হত, একেবারে বেঁধে ফেলতাম! তাহলে তো অস্থিরতার হাত থেকে রেহাই পেতাম।

আমি কিন্তু অতো কিছু ভাবি না।

তুমি ভাববে কোন্ দুঃখে! তোমার জন্যে যে সাগর পাড়ে অপেক্ষা করছে রাজপুত্তুর!

তা নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই।

কেন?

আমার কেবলই মনে হয় কোন এক অদৃশ্য হাত বাঁধা সুতা ছিন্ন করে দিচ্ছে।

সে কী কথা! তুমিই তো তাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে জোর করে পাঠিয়েছ।

আমার তো কোন দুর্বলতা ছিল না মৌ! আমি পরীক্ষা করতে চেয়েছি সে আমাকে কত ভালবাসে!

তুমিও তো তাকে ভালবাস?

আমার ভালবাসা তার মত উগ্র নয়, শান্ত স্নিগ্ধ আর পবিত্র। সে চেয়েছে তাড়া তাড়ি নিঃশেষ হয়ে যেতে। আমি চেয়েছি অনন্তকাল ধরে সৌরভ বিতরণ করতে।

সেকি তা বোঝেনি?

অপরের হৃদয়ের পাতা পড়বার ক্ষমতা তো আমার নেই মৌ!

তবু!

সে যাবার বেলায় বলেছিল আজ থেকে আমাদের পরিচয় হবে বন্ধু। কিন্তু সেখানে যেয়ে কয়েক মাস পরে যে চিঠি লিখেছে তাতে বন্ধুত্বের নাম গন্ধও নেই। এর পরে দায়সারা গোছের চিঠি লেখে, হয়ত টাকার প্রয়োজনে। বাবা মার মনে যেন কেমন সন্দেহ দানা বেঁধে উঠেছে। আমার কাছে জানতে চান তার টাকা পয়সা পাঠানো বন্ধ করবে কি না। আমি বলেছি আমরা তার পড়াশোনার খরচের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ। যতদিন সে দেশে না ফিরবে ততোদিন দিয়ে যেতে হবে।

সে যদি কোন দিন দেশে না আসে?

www.pathagar.com

এতো বড় বেঈমানী সে করতে পারবে মৌ?

কি জানি, তুমি যে আমার হৃদয় ভেঙে চুরমার করে দিলে মনি! তোমার মনের ব্যথা আমি যে সইতে পারব না বন্ধু!

ওসব নিয়ে আমি একটুও চিন্তা করিনে মৌ! তুমি তো জানো আমি কেবল বর্তমানকে নিয়েই ব্যস্ত থাকি। যখন যে সমস্যা আসবে তখন সেইটা মোকাবেলা করাই বুদ্ধিমানের কাজ।

ধন্যবাদ তোমাকে। এমন উঁচু মনের মানুষ বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে দ্বিতীয় মনে হয় বিরল।

সময় করতে পারলে এখানে চলে এসো, সবকটি জেলা শহরে আমাদের ট্রাস্টের কাজগুলো প্রত্যক্ষ দেখে নিতে চাই।

আচ্ছা দেখি চেষ্টা করে, হয়ত কালই চলে আসতে পারি। আজকের মত রাখি।

মনিকা আবার সোফায় এসে বসল। ধনী লোকের মেয়ে মৌ। অনেক টাকা পয়সার মালিক তার বাবা। দুই ভাই একমাত্র বোন। খুব আদরের। প্রচণ্ড আধুনিকতার মধ্যে যে মানুষ হয়েছে তাকে যে এতো সহজে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে পেয়ে যাবে মনিকার পক্ষে সে কল্পনা করাও অন্যায়। তবু একান্ত আপনার করেই পেয়ে গেল।

দশ

সকাল ন'টার মধ্যেই ছিরাকে সংগে নিয়ে মনিকা তাদের ট্রাস্টের অফিসে চলে এলো। গতকাল দু'টো মেয়ে বাচ্চাসহ এসেছে। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ কিনে দেয়া, দুলালের চিকিৎসা করা, তাদের থাকার জায়গা করা, অনেক কাজ করতে হবে। নীলিমাকে দিয়ে অবশ্য সব করা চলে, কিন্তু এটা তার নিজ জেলা শহর তাই সে নিজেই কিছু করতে চায়।

তাকে পেয়ে দুলালের মা'র সে কী আনন্দ! গতরাতে ডাক্তার ঔষধ দিয়ে গেছেন, একটা স্যালাইন পুশ করে দিয়েছেন। দুলাল এখন একাই উঠাবসা করতে পারছে। একরাতে এতো পরিবর্তন! সে অবাক হয়ে যায়। গত প্রায় পাঁচ ছয় মাস ধরে তার ছেলে বিছানায় পড়ে ছিল, কেউ একটু চোখের দেখাও দেখেনি। আর এই মেয়েটি শহর থেকে যেয়ে তার ভাঙা কুড়ে ঘর হতে তাকে বের করে নিয়ে এলো। এদের

www.pathagar.com

হাতে কি যাদু আছে নাকি! দুলালকে বসে থাকতে দেখে মনিকাও খুব খুশী হল।

ওদের অফিসের পিছনে লম্বা একটা দোচালা টিনের ঘর আছে। এক সময় স্থানীয় কলেজের ছেলেরা মেস হিসেবে ব্যবহার করত। তখন ছিল সাব ডিভিশন। এখন হয়েছে জিলা শহর। তাই এর সম্প্রসারণের সাথে সাথে উন্নতিও অনেক হয়েছে। আধুনিক ধরনের ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট, অফিস আদালত তৈরী হয়েছে। পুরনো আমলের টিনের ঘরটিতে এখন আর কেউ থাকে না। মনিকা রহমতকে পাঠিয়ে সেই ঘরের মালিককে ডাকিয়ে নিয়ে এল। নিকটেই তার বাড়ী। মনিকা তার ঐ টিনের বাঙলো ঘরটি নেয়ার প্রস্তাব দিলে তিনি এক কথায় রাজী হয়ে গেলেন। মাসিক ভাড়াও একটা নির্ধারিত হয়ে গেল। অনেকদিন পড়ে থাকার কারণে অনেক সমস্যা আছে, যেমন পানির কলের ব্যবস্থা, বাথরুমের সংস্কার, রান্না ঘরের, থাকার ঘরের যে সব অসুবিধা আছে, তা ভদ্রলোক দু'দিনেই সেরে দেবার অঙ্গীকার করে গেলেন। কথা হল সবকিছু সংস্কার করার পরেই ওরা ঘরে উঠবে।

ইতিমধ্যে তার স্থানীয় বন্ধুরা এসে গেছে। তার শৈশবের খেলার সাথী, প্রাইমারী আর হাইস্কুল জীবনের দীর্ঘদিনের বন্ধুদের পেয়ে মনিকা অত্যন্ত খুশী হল। তাদের আপত্তি সত্ত্বেও প্রথমেই চা নাস্তা দ্বারা আপ্যায়ন করা হল। তারপর কে কেমন আছে, কার কি স্বপ্ন, কে কি করতে চায় তাই নিয়ে শুরু হল তাদের কথাবার্তা। শৈশবের দিনগুলোর কথা স্মরণ করে অনেক হাসি কৌতুক হল।

এক সময় মনিকা বললো, জীবন তো চিরস্থায়ী নয়। তাই বলে মূল্যহীনতো নয়ই। এই জীবনটা যদি প্রস্ফুটিত করে পরিপূর্ণভাবে উপভোগ করে যাই তাহলে মৃত্যুর পরেও তো বেঁচে থাকতে পারি। এই পৃথিবীতে অগণিত মানুষ নেশাগ্রস্থের মত ছোটাছুটি করে চলেছে, তাদের পদভারে কি পৃথিবী বিদীর্ণ হয়ে যাচ্ছে? না। যদি যেত তাহলে আমাদের আসার অনেক আগেই পৃথিবী লয় হয়ে যেত। সৃষ্টির প্রথম থেকে শ্রেষ্ঠ জীবকে বুকে ধারণ করে আছে এই তার অহংকার। আমরা কেবলই শ্রেষ্ঠ জীব বলে পরিচয় বহন করব নামমাত্র? বিধাতা আমাদের কল্যাণের জন্যে দয়া করে হাজার হাজার সৃষ্টি দ্বারা পৃথিবী মনোরম করে গড়ে তুলেছেন। কিন্তু কেন? কি এর কারণ? তিনি কি অযথাই এই বিশ্বজগতকে এতো মোহনীয় করে সাজিয়েছেন? এর উত্তর দিতে পারিস শীলা?

মনিকার বন্ধুরা অবাক হয়ে তার কথা শুনছিল? শীলাকে হঠাৎ প্রশ্ন করায় সে একটু থতমত খেয়ে গেল। ঢোক গিলে বললো, না বন্ধু! আমি তোর মত ভাবুক হতে পারিনি। শৈশব থেকে তোর সাথে খেলাধুলা করেছি, দশ ক্লাশ এক সাথে পড়েছি কিন্তু কোন দিন তোর মনের পাতা পড়তে পারিনি। তুই চিরদিনই আমাদের কাছে

www.pathagar.com

হেয়ালিই থেকে গেলি।

মনিকা হেসে ফেললো। বললো, তোমাদের চেয়ে আমার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বা অবয়বে বাড়তি কিছু আছে না কমতি আছে?

না। তবে চিন্তা ধারায় তুই স্বতন্ত্র।

এটা তোদের ভুল ধারণা, তাই না শাহীন?

এই মেয়ে মহলে শাহীন একাই ছেলে। সে এক পাশে চুপচাপ বসে ওদের কথা শুনছিল। এবার তার নামটি ফুটে উঠায় সে একটু নড়ে চড়ে বসলো। বললো আহ! আমাকে আবার টেনে বের করলি কেন মনি! আমি যা বুঝি তাতো করতে পারিনে। বামন হয়ে চাঁদ ধরার মত বৃথা আশার কোন মূল্য নেই সমাজে। বন্ধু হিসাবে এখনও তোদের পাশে বসতে পারছি এটাই আমার কাছে কত পাওয়া।

মনিকা যেন ক্ষেপে গেল। সে ক্রুদ্ধ স্বরে বললো, তোর মত একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলের মুখ দিয়ে এমন মেয়েলি কথা আমি আশা করিনি শাহীন! নিজেকে এতো ছোট করলেই কি ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটে? কবির সেই প্রবাদের কথা তোরা ভুলে যা 'লোকে যারে বড় বলে বড় সেই হয়'। এটা আমি মনে করি কবি তার মস্তিষ্কের বিকৃতির প্রকাশ ঘটিয়েছেন। কেননা, কয়েকজন বড় বললেই বড় হওয়া যায় না। এমন বড় তারা হতে পারেন যারা সমাজের উঁচু তলার মানুষ। ক্ষমতার দাপটে নীচুতলার মানুষগুলোকে শোষণ করে গাড়ী বাড়ী ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়িয়েছে সেই সাথে একদল মোসাহেব পুঁষেছে যারা সব সময় জি হুজুর গেয়ে যতটুকু নয় তার চেয়ে বহুগুণে উপরে উঠিয়ে দেয়। বড় মিয়া বাইরে বেরুলে শ্রদ্ধায় নয় ভয়ে শত শত মানুষ কুর্ণিশ করে সম্মান দেখায়। এরাই সমাজে বড় হিসাবে পরিচিতি পায়। কিন্তু সত্যিই কি এরা বড়? কি বলতে চাস তোরা?

শাহীন বললো, আমাদের মত দু'চারজন চুনোপুটি যদি তাদের বড় বলে স্বীকার না করে তাতে তাদের গায়ে কালির আঁচড় পড়বে না।

কিন্তু সত্যের বিচারে মানুষের অন্তরে এদের স্থান কোথায়? বড় হতে গেলে প্রথমেই নিজের অন্তরকে উদার এবং দায়িত্ববোধকে সচেতন করে নিতে হবে। আমার নিজের প্রতি যদি আমি উচ্চ মনোভাব পোষণ করতে না পারি তাহলে বৃহত্তর জনগণের অন্তর জয় করব কি করে? আমি নিজেকে যদি সব সময় ছোট ভেবে বসে থাকি তাহলে উপরের ঐ বড় মিয়ারা স্বল্প আলোগুলোকে ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে অন্ধকারে ঢেকে দিবে। সেখানে কি চিরদিন তিমিরাচ্ছান্ন হয়ে থাকবে? সত্যের সেবকদের কি আলোর মশাল হাতে এগিয়ে আসতে হবে না,

www.pathagar.com

মিথ্যার মুখোশ উন্মোচন করে প্রভাত সূর্যের রশ্মি ছড়াতে? আমি কতবড় আশাবাদী জানিস?

বল, কি তোর মনের আশা।

শৈশবের খেলার সাথীদের নিয়ে সারা জীবন পৃথিবীর এই খেলা ঘরে লুকোচুরি খেলবো।

তা কি করে হয় বন্ধু! মেয়ে হয়ে জন্মেছি, আমাদের সব আশা কি পূরণ হবে?

কেন হবে না?

পরীক্ষা হয়ে গেছে, হয়ত সময় দেবে না। কবে কার ঘাড়ে ঝুলিয়ে দেবে শ্বশুর বাড়ী যেয়ে হাড়ি টানতে।

আমরা নারী বলে সব সময় যদি এমন দুর্বলতার প্রশ্রয় দিতে থাকি তাহলে অদৃশ্য কোন হাত এসে তো আমাদের টেনে তুলবে না। আমাদের নিজের চেষ্টায় উপরে স্থান করে নিতে হবে। আমি তোদের অনুরোধ কাছি অন্ততঃ বি.এ পর্যন্ত পড়াশোনা করে ঘর বাঁধবার চেষ্টা করিস। তাহলে সমাজের অসহায় মানুষের কল্যাণে কিছু একটা করা যাবে। শাহীন মেধাবী ছেলে। কিন্তু ওর দুর্বলতা একটা আছে, সেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক। বন্ধু হিসাবে যদি আমি কিছু সাহায্য করতে পারি, চেষ্টা করব, যদি সে নিজেকে ছোট না ভাবে। বল, শাহীন তুই আমার কথা রাখবি? তোর যখন যা প্রয়োজন হবে আমাকে বললেই সেই ব্যবস্থা করে দেব। তোরা সবাই চেষ্টা করবি কি না শুনে দেখি।

আমি যতদূর পারি চেষ্টা করে যাব।

তবে হ্যাঁ, গুরুজনদের সাথে সব সময় সদ্ভাব রেখে তাদের বুঝিয়ে সম্মতি নিয়ে যদি এগিয়ে যাওয়া যায় তাহলে সফল হতেই হবে। আমি সিলেটের মহিলা কলেজে যখন ভর্তি হই তখন সব ছিল অপরিচিত। এ শহরের চেয়ে সেখানে বড় লোকের মেয়েরা বেশি পড়াশোনা করে, তোদের মত সেখানেও কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে গেছে আমার, তাদের নিয়ে আল আমিন ট্রাস্ট গঠন করেছি। আমরা কেবল কাজ শুরু করেছি, এতে বিস্ময়কর অগ্রগতি হয়েছে। কয়েকটা জেলা শহরে আমরা অফিস করেছি। সেখানে কার্যকরী রেখেছি অনেক শিক্ষিতা মেয়ে। আমরা এতিম, বিধবা, হতদরিদ্র মানুষের সেবা করে যাচ্ছি। আমি চাই তোদেরও এই মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করাতে। তোরা ভাল করে খোঁজ খবর নিয়ে দেখ আমরা যেটা করছি সেটা ভাল না মন্দ। সিলেটের আমার সবচেয়ে বড় বন্ধু মৌ তার নাম। আজ তার আসার কথা আছে। আমরা আগামীকাল অন্য জেলা

www.pathagar.com

শহরে আমাদের কার্যক্রম স্বচক্ষে দেখতে যাব। তোরা চাইলে আমাদের সঙ্গী হতে পারিস। এ সময় টেলিফোন বেজে উঠলো।

নীলিমা রিসিভার এগিয়ে দিয়ে মনিকাকে বললো, আপনাকে চায়।

হ্যালো!

কেমন আছিস?

ভাল। কখন এলি?

এইমাত্র তোদের বাড়ী পৌছলাম। শুনলাম তুই ট্রাস্টের অফিসে তাই যাচ্ছিলাম কিন্তু ছিরা নামের মেয়েটি যেতে দিল না। ও বললো, আমি কিছুক্ষণ আগে সেখান থেকে এসেছি। আপা তার পুরনো বন্ধুদের সাথে কথা বলছেন। একটু পরেই তাদের নিয়ে বাসায় আসবেন। আমাকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছেন তাদের দুপুরের খাওয়ার ব্যবস্থা করতে। খালাম্মাও যেতে দিলেন না। বললেন, অনেক দূর থেকে এসেছ, শরীর ক্লান্ত হয়ে গেছে, একটু বিশ্রাম নাও। আমি কি আসব?

না।

তোর বন্ধুদের সাথে আমার পরিচয় করে দিবি না?

অবশ্যই দেব। আমি এখনই তাদের সংগে করে নিয়ে আসছি। এর মধ্যে তুই বাথরুম সেরে একটু বিশ্রাম নে।

মনিকা তার বন্ধুদের বললো, মৌ এসে গেছে। চল আমরা বেরিয়ে পড়ি।

কোথায়?

আমাদের বাড়ী।

কয়েক ঘন্টা তোর অফিসে কাটালাম আবার বাড়ীতে কেন?

আমার কলেজ বন্ধু এলো, তার সাথে পরিচয় করিয়ে দেব না! তাছাড়া তোদের দুপুরে বাড়ী নিয়ে যাব এ সংবাদ মাকে জানাতে ছিরাকে আগে পাঠিয়ে দিয়েছি না?

বন্ধুরা পরস্পরে মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো। তারা এ পর্যন্ত বুঝতেই পারিনি যে মনিকাদের বাড়ী যেতে হবে। শাহীন একটু ইতস্ততঃ করছিল, কিন্তু মনিকা কারও কোন আপত্তি শুনলো না। সবাইকে নিয়ে সে গাড়ীতে উঠে বসলো।

কিছুক্ষণ পরেই চৌধুরী মঞ্জিল একদল উচ্ছল তরুণীর কৌতুক আর হাস্য কলরবে মুখরিত হয়ে উঠলো। এর মধ্যে ব্যতিক্রম শাহীন। সে একটু লাজুক প্রকৃতির,

www.pathagar.com

তারপর কথাও বলে কম। তাছাড়া মেয়ে মহলের কৌতুক আর রসিকতায় অংশগ্রহণ লজ্জায় তার মাথা নত করে দিচ্ছিল। মৌ খুব মুখরা মেয়ে। সে বললো, এই মনি! তোর এই বন্ধুটি খুব লাজুক নাকি?

তপস্যায় সিদ্ধ পুরুষ, তাই তার এই গাম্ভীর্যতা।

সবাই হি হি করে উচ্চস্বরে হেসে উঠলো।

লজ্জায় শাহীন সংকুচিত হয়ে একেবারে নুইয়ে পড়ছিল। মৌ উঠে এসে তার সামনে দু'হাত জোড় করে বললো, উচ্চতর আসন যখন পেয়ে গেছেন তখন তো আমাকে আগেই শ্রদ্ধা জানাতে হয়।

শাহীন এবার নিজেকে মুক্ত করতে হঠাৎ কি মনে করে উঠে দাঁড়িয়ে মৌ-এর মাথায় হাত রেখে জিজ্ঞেস করলো, তুমি আমার কাছে কি চাও অন্তরি?

এবার হাসির ঝঙ্কারে এক অপূর্ব দৃশ্য ধারণ করল। হেসে হেসে একে অপরের গায়ে গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সে হাসি যেন আর থামে না। সবাই হাফিয়ে উঠলো। জোরে জোরে শ্বাস নিতে লাগলো। হাসি বন্ধ হয়ে গেল। ওড়না দিয়ে মুখ চেপে ধরে হাফাতে লাগলো সবাই।

শাহীন সুযোগ পেয়ে বললো, কিছুই যখন চাও না তবে আমার ধ্যান ভঙ্গ করলি কেন?

মৌ ওড়না চেপে রেখে অতিকষ্টে বললো, রক্ষে কর মহারাজ!

সবার হাসার শক্তি আগেই লোপ পেয়ে গেছে। নিজেকে সামলাতে সবাই খাটের উপর আছড়ে পড়লো। শাহীনের মুখে মিটি মিটি হাসি। এমন সময় ছিরা এসে তাদের বাঁচালো। বললো, আপা! আপনারা খাওয়ার টেবিলে আসুন।

বাথরুম থেকে হাত মুখ ধুয়ে অবিন্যস্ত কেশ সংযত করে সবাই খাবার টেবিলে বসে গেল। মুখে কারও কথা নেই। সব চুপচাপ বসে খেতে শুরু করল। মাঝে মাঝে আড় চোখে সবাই শাহীনের দিকে চেয়ে দেখছিল। শাহীন বিজ্ঞের মত মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গিতে বসে কোন দিকে না চেয়েই খাচ্ছিল।

খাওয়া শেষে ওরা মনিকার শোবার ঘরে যেয়ে বসলো। এক সপ্তাহের একটা প্রোগ্রাম। যেসব জিলা শহরে তাদের ট্রাস্টের অফিস রয়েছে সেখানে কাজের অগ্রগতি দেখবে। কোন সমস্যা থাকলে তার সমাধান করবে। মৌ এবং মনিকার অনুরোধে শীলা, নীলা, জুই, চৈতী ওদের সাথে যেতে রাজী হল। শেষ পর্যন্ত শাহীনকেও রাজী হতে হল। আরও যদি ওদের পুরনো বন্ধুদের কেউ যেতে চায় তাদেরও নেয়া হবে। আগামী কাল নটায় কিছু পোষাক পরিচ্ছদ এবং নিত্য

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র ব্যাগ বোঝাই করে তাদের অফিসে চলে আসবে। সেখান থেকে ওরা গাড়ী ছাড়বে। লিয়াকতকে তাদের প্রত্যেকের বাড়ী পৌছে দিয়ে আসতে বলল।

মাগরিবের নামাজের পর সোফায় বসে দু'বন্ধু আলাপরত। মনিকা বললো আমাদের যাত্রা কেবল মেয়েদের নিয়ে কিন্তু এতে আমরা পুরোপুরি সাফল্য আনতে পারব না। কেননা, এ দেশের গোড়া সমাজ কাঠামো ভেঙে স্বাবলম্বী হতে অনেক সময় লাগবে। আমরা কেবল বৃহত্তর সিলেট অঞ্চলটায় কাজ করে যাব। পরবর্তীতে আমাদের কর্মপদ্ধতি যদি শিক্ষিত মহলে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে তাহলে দেশের অন্যান্য শহরেও এর প্রসার লাভ করবে। আমরা উচ্চতর পড়াশোনার জন্যে ব্যস্ত থাকলে উপযুক্ত পরিচালকের অভাবে কার্যক্রম ঝিমিয়ে পড়বে। সেই দিকে খেয়াল রেখে কিছু ছেলে বন্ধুদেরও এর মধ্যে টেনে নিতে হবে। তাদের হতে হবে শিক্ষিত, চরিত্রবান, ধৈর্যশীল, কর্মদক্ষ এবং ট্রাস্ট পরিচালনায় যোগ্যতাসম্পন্ন।

তোর কথাটি যুক্তিপূর্ণ। শিক্ষিত বেকার যুবক খুঁজে পেতে বেগ পেতে হবে না। কিন্তু মেয়েদের সাথে একযোগে কাজ করার মত চরিত্রবান উঁচু মনের বন্ধু খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। আমি তো যাকে তাকে বিশ্বাস করতে পারিনে মনি!

যাকে আমরা গ্রহণ করব তাকে কাছে নিয়ে এসে নিজেদের মত গড়ে নিতে হবে।

অল্প আলাপে যতটুকু বুঝলাম শাহীনের মত বন্ধু যত্র তত্র পাওয়া যায় না। তোর টার্গেট ঠিক আছে কিন্তু আরও তো দরকার।

আমাদের আরও দু'জন বন্ধু আছে রফিক আর আনিস। ওরা বড়লোকের ছেলে হলেও বিশ্বাস করা যায়। তবে ওরা আমাদের মত এমন নীচের স্তরে কাজ করতে রাজী হবে কিনা সন্দেহ আছে।

তাহলে তাদের বিশ্বাস করার কোন যুক্তি নেই। যারা সৎ, চরিত্রবান, জ্ঞানী, গুণী তাদের আবার স্তর ভেদ আছে নাকি!

থাকা তো উচিৎ নয়।

তবে সন্দেহ কেন?

আচ্ছা এখনই পরীক্ষা হোক।

হ্যালো! আনিসকে চাই।

কে?

আমি মনিকা।

www.pathagar.com

অপর প্রান্তে হাসির শব্দ। হঠাৎ তলবের কারণ? অবাক করলি যে!

অনেক বছর একসাথে পড়াশোনা করলাম তা কি সহজেই ভুলে যাব?

মেয়েরা তাড়াতাড়িই ভুলে যায়।

মনিকা হেসে ফেললো। বললো, কারণ মেয়েরা কুড়িতেই বুড়ী হয়ে যায় কিনা, তাই।

তুই তো সেই ধাতের মেয়ে নস।

জানই যদি তবে অবাক হলে কেন?

ও, ভুল হয়েছে। তুই তো এখনই এই অল্প বয়সে দেশজোড়া নাম কিনে ফেলেছিস!

সত্যি?

মিথ্যে নয়।

খোঁজ রাখিস তাহলে?

অবশ্যই! আমার এক বন্ধু মেয়ে হয়ে পুরুষের ঝাঁড়ে কাঁপন লাগিয়ে দিয়েছে আর আমি খোঁজ খবর রাখব না ভেবেছিস?

ধন্যবাদ তোমাকে। পড়াশোনার প্রতি বিরক্তি আসেনি তো?

সে ধারণা কেন?

অনেক দিন দেখা হয়নি তাই।

বাধা-বিঘ্ন যখন নেই তখন উচ্চ বিদ্যাপীঠ পর্যন্ত দৃষ্টি আছে।

তুই?

আমারও সেই আকাঙ্খা। আচ্ছা, রফিকের সংবাদ কি?

তারও আমার মতে মত।

শুনে অত্যন্ত খুশী হলাম। আচ্ছা, এবার আসল কথা বলি। আমাদের একটু সাহায্য করতে পারবে?

কিসের সাহায্য?

তোমরা তো জান আমরা আল আমিন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট করেছি?

জানি। সেটা তো কেবল নারী সংগঠন।

কোথাও নারী সংগঠন বলে লেখা আছে নাকি?

দেখিনি।

www.pathagar.com

তবে আপত্তি থাকবার নিশ্চয় কোন কারণ নেই! পড়াশোনার ফাকে যতটুকু সম্ভব সাহায্য চাই। আর রফিককেও এ ব্যাপারে সব জানিয়ে দিও! তারও সাহায্য চাই। আমি চাই আমার সব বন্ধুরা মিলে একটা ইতিহাস সৃষ্টি করতে!

শাহীন তো ভাল ছেলে, সে?

তাকেও সাথে নেব।

আমির ভাই?

সে আমেরিকায় গেছে পড়াশোনা করতে। দেশে ফিরে এলে তাকেও এ কাজে লাগিয়ে দেব। এখন তোমার মতামত চাই?

আমি যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে চেষ্টা করব।

তাহলে তুমি রফিককে বলে রেখ, আমি এক সপ্তাহ পরে তোমাদের সাথে কথা বলব। এর মধ্যে আমাকে ভীষণ ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে। আমার এক বন্ধু সিলেট থেকে এসেছে তাই ট্রাস্টের ব্যাপারে সময় দিতে হচ্ছে। পরে তার সাথে তোমার পরিচয় করিয়ে দেব।

মৌ একটু রসিকতা করে বললো, সন্দেহ করছিলি, আবার এক কথায় স্যারেন্ডার! এর নাম প্রেম। দেখিস আবার মজে যাসনে যেন!

আমি একা? তোকেও তো মজতে হবে, নইলে কাজ উদ্ধার করব কেমনে?

আমি বাবা মার আদুরে মেয়ে, দেখিস আবার কাঁদায় ফেলিসনে!

আমিও কি কম আদুরে নাকি?

তুই তো শক্ত হাল ধরে বসে আছিস! তোর তো ভয় পাওয়ার কথা নয়!

আমি কি বলেছি ভয় পাচ্ছি?

কেমন যেন গন্ধ পাচ্ছিলাম। না থাক, তোকে আর ক্ষেপাতে চাই না। তবে আমি কিন্তু সব সময় অন্তরাল রেখে পা বাড়াবো। কাজের মধ্যে যতটুকু মিশতে হয় তাই, তার বেশী নয়।

আমিও তাই মনে করি। তবে সেটা থাকবে আমাদের অন্তরে, বাইরে নয়। তাহলে অপর পক্ষের কাছ থেকে আন্তরিক সহযোগিতা পাওয়া যাবে। পশ্চিমা জগতের মত এক বিকেলের আলাপেই নিজেকে সোপর্দ করব না। অল্পতেই যদি নিজেকে হারিয়ে ফেলি তাহলে মহৎ কাজ করার শক্তি পাব কোথায়? আমি এক প্রকার অক্টোপাসের জালে জড়িয়ে পড়েছিলাম। যখন বুদ্ধি হল তখন বুঝলাম আমি যা চাই তা করতে পারছিনে তাই তো তাকে দূরে সরিয়ে দিলাম, দেখি সে অন্তরিক

www.pathagar.com

কি না! এ পরীক্ষাটাও হয়ে যাবে আবার আমার চলার পথের বাধা বিঘ্নও দূর হবে। আমি এখন মুক্ত মন নিয়ে সৃষ্টির সেবায় আত্মনিয়োগ করতে পারছি। সে যখন আসবে তখন দেখবে আমি অনেক গভীরে ডুবে গেছি। জ্ঞানী হলে আর আমাকে সেখান থেকে ফিরে আসতে বলবে না। সহযোগিতার হাতই প্রসারিত করতে বাধ্য হবে।

ঐ যে তুই একটু আগে বললি, পশ্চিমা জগতে এক বিকেলের আলাপেই জুটি বাঁধে, তাই যদি সত্যি হয় তাহলে সেও তো পথ হারাতে পারে?

এমন অমূলক সন্দেহ আমি করব কেন! সারা জীবন যাকে নিয়ে ঘর করব তার মন মানসিকতা একটু যাঁচাই করে দেখা দোষের কিছু নয়। পাশ করলেই তো সার্টিফিকেট পাওয়া যায়। ফেল করলে তো পাওয়া যায় না।

যে খেলায় মেতেছি আমরা, জানি না গন্তব্যস্থানে পৌঁছতে পারব কি না।

কেন পারব না! হতাশার প্রশ্রয় নেই। সৃষ্টির সেবায় নেমেছি, স্রষ্টাই আমাদের বাধা বিঘ্ন দূর করে কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিবেন।

এগার

সকাল সাড়ে আটটার মধ্যে ওরা প্রস্তুতি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল। অফিসে যেয়ে দেখলো বন্ধুরা তখনও কেউ আসেনি। মৌকে নিয়ে ভিতরে গেল। দুলাল অনেকটা সুস্থ। সে একাই উঠা বসা করতে পারছে। তার মায়ের দিকে তাকিয়ে মনিকা অবাক! বয়স হয়ত তাদের মতই হবে তবে প্রথম দিন দেখে মনে হয়েছিল আধা বয়স পার হয়ে গেছে। নতুন জামা কাপড়ে তাকে মানিয়েছে ভাল। রূপাকে দেখাচ্ছে একটা সুন্দরী তরুণী। ওর বয়স তাদের চেয়ে অনেক কম অথচ এক মেয়ের মা। অবহেলিত পল্লীর এই বিকৃত রূপ অশিক্ষিত সমাজের অবিচারের পরিণতি।

মনিকা হাসতে হাসতে মৌকে বললো, দেখেছিস মৌ! এই দু'টো মেয়েকে দেখে কি কেউ এখন বলতে পারবে এরা পল্লীর অভাগীনি মাতা!

কিন্তু দু'দিন আগেও ছিল আশ্রয়হীনা। একটির স্বামী বেচারী দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত হয়ে রোগে শোকে পটল তুলেছে। আর একটির স্বামী তাকে লুটে পুটে খেয়ে বোঝা বাড়িয়ে গলা ধাক্কা দিয়ে পথে নামিয়ে দিয়েছে। এমন জীবন্ত ঘটনা

www.pathagar.com

দেশের আনাচে কানাচে অহরহ ঘটে চলেছে। কতজনে তার খোঁজ রাখে! সমাজের মূর্খতা যদি ঘুঁচে যেত। যদি সচেতন হত সমাজের মানুষ, তাহলে এমন অন্যায় অবিচারের সয়লাব থেকে অসহায়েরা বেঁচে যেত। এই যে ছোট দু'টি এতিম ছেলে মেয়ে আমরা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে কুড়িয়ে এনেছি, এরা কিসের ফসল! উগ্র কামনা বাসনার অবৈধ ফসল! না, সত্যের মানদণ্ডে নির্বাচিত বৈধ ফসল! অকালেই যাদের দুনিয়ার আলো বাতাস দেখতে বাধ্য করা হয়েছে তাদের কি অপরাধ! যারা অপরাধ করলো তাদের কেন শাস্তি না হয়ে, এদের প্রতি অবিচার করা হল! এরা কোনদিনই জানবে না এদের মাতা পিতা কে! পরিচয়হীন এই নিষ্পাপ শিশুরা নির্বোধ সমাজের বোঝা হয়ে এলো অথচ সমাজ সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলো না। না দেখার ভান করে এড়িয়ে গেলেও কি নিস্তার পাওয়া যাবে! কঠিন মূল্য দিতে হবে না একদিন! সবকিছু যার হাতের মুঠোয় তিনি কি ছেড়ে দেবেন শৃঙ্খলা ভঙ্গকারীদের? অবৈধ সম্ভোগের কারণে নিরবে আগত অতিথিকে নির্দয় হস্তের যত্রতত্র নিক্ষেপ! এতো সমাজের উপরতলা হতে গাছতলা পর্যন্ত সর্বত্র পরিব্যাপ্ত। কে এই নির্দয়তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে! আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে মৌ! কেননা, ধারণ ক্ষমতা যে কেবলমাত্র আমাদেরই! কেন এমন নাম গোত্রহীন নিষ্পাপ প্রাণের অবৈধ বোঝা বক্ষে ধারণ করতে যাব? নারী বলেই কি পণ্যের মত যেখানে সেখানে ব্যবহৃত হব। স্রষ্টা তো আমাদের মূল্যহীন করেননি! বরং আমাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাই যদি না দেবেন তাহলে প্রাকৃতিক উপায়ে কতগুলো অমূল্য সম্পদ আমাদের দান করলেন কেন?

এই অনুভূতিটা সমগ্র নারী জাতির অন্তরে জাগিয়ে দিতে হবে মনি!

ইতিমধ্যে তাদের বন্ধুরা সবাই এসে গেছে। তারা এতক্ষণ মনিকার মূল্যবান কথাগুলো গভীর মনযোগ দিয়ে শুনছিল। এবার শাহীন কথা বললো, আমরাই যখন আসামী তখন প্রায়শ্চিত্ত আমাদেরই করতে হবে। আমাদের ট্রাস্টের নামে একটা পত্রিকা বের করে অন্যায়ের বিরুদ্ধে লিখে ন্যায়ের পথ দেখাতে হবে। কি বলিস তোরা?

সবাই এক বাক্যে রাজী হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত হল প্রথমে আল আমিন নামে মাসিক পত্রিকা বের করবে। ভালভাবে চালু হলে এবং লেখক লেখিকার সংখ্যা বেড়ে গেলে সাপ্তাহিক পর্যায়ে নিয়ে আসবে।

ওরা সবাই যখন গাড়ীতে উঠে বসলো তখন বেলা দশটা বেজে গেছে। লিয়াকত গাড়ী ছেড়ে দিল। ড্রাইভারের পাশের ছিটে শাহীনকে গাইড করতে বসিয়ে দেয়া হল। শহর ছেড়ে এসেছে। ছোট ছোট পাহাড়ী টিলার মাঝ দিয়ে উচু নীচু রাস্তা

www.pathagar.com

এঁকেবেঁকে চলেছে। দু'পাশে চা বাগান, কোন বাগানে মেয়ে শ্রমিকরা চায়ের পাতা ভাঙছে। এক সময় মনিকাদের বলধা চা বাগানে এল। একপাশে গাড়ী রেখে সবাই নেমে গেল। শ্রমিকদের মধ্যে কয়েকজন মনিকাকে চেনে। মনিকাকে দেখে তারা এগিয়ে এলো। কুশল বিনিময় হল, মনিকা তাদের দু'প্যাকেট ভাজা আর চকলেট খেতে দিল। তাদের সে কী আনন্দ! বিভিন্ন ভঙ্গিতে নৃত্য করে তাদের আনন্দ প্রকাশ করলো। বন্ধুরাও তাদের নৃত্য দেখে খুশীতে আত্মহারা হয়ে গেল। অনেকে এমন পাহাড়ী নৃত্য দেখেনি। আজকে দেখে আনন্দ অনুভব করল। যদি না আসতো জীবনে হয়তো কোনদিন এমন মনোমুগ্ধকর নৃত্য দেখতে পারত না। সবাই গাড়ীতে যেয়ে বসলো। গাড়ী চলছে প্রকৃতির রূপের ভিতর দিয়ে। যেখানে চা গাছ নেই সেখানে পাহাড়ের গা বেয়ে নানা জাতের গাছে পরিপূর্ণ। মাঝে মাঝে ঝোপঝাড় লতা পাতায় ছাওয়া বনভূমি। সবুজের মেলায় প্রকৃতির মিতালী। মনকাড়া এই দৃশ্যগুলো বন্ধুরা গোগ্রাসে গিলে চলেছে। চৈতি বললো, প্রকৃতির এই সুন্দর রূপ দেখে আমার একটুও এখান থেকে যেতে ইচ্ছে করছে না। মনে হচ্ছে আমরা সবাই হাত ধরাধরি করে এই বনে বনে ঘুরে গান গেয়ে বেড়াই। সবাই হি হি করে হেসে উঠলো।

শীলা বললো, তাহলে আগে বলিসনি কেন? জোড়া বেঁধে নিয়ে আসতাম! তাহলে ভ্রমরের মত নেচে নেচে বেড়াতে কি আনন্দই না পাওয়া যেত। মৌ বললো, এতই যদি সাধ জাগে তাহলে সামনে তো একটা রাজপুত্তুর বসে আছে, হাত ধরে নেমে গেলেই তো হয়! হাসিতে ফেটে পড়ল যেন সবাই। সেই হাসির ঝঙ্কার গাড়ীর জানালা দিয়ে বনভূমিতে ঢেউ জাগিয়ে বয়ে চললো।

শাহীন পিছনে ফিরে বললো, এই কি ফাজলামী শুরু করেছিস সব?

মৌ চট করে বললো, আরে কৌতুক করতেও কি মানা?

শাহীন খেকিয়ে উঠলো। মনির বন্ধুটি খুব মুখরা। আগে বুঝতে পারলে আনিসকে নিয়ে আসতাম! দেখা যেত কে কেমন ঠোকাঠুকি করতে পারত।

ইস্ অপগণ্ডের ঢেকি! নিজের ভাড়ে কর্পূর নেই বলে অপরের দিকে হাত বাড়ানো! বললেই তো হয় আমি অসহায় শূন্য হৃদয়, চাতকের মত চেয়ে থাকি আকাশে, এক বিন্দু জল যদি ভেসে আসে বাতাসে।

সেই চলন্ত গাড়ীর মধ্যে এক ঝাক তরুণী হাসির বন্যায় ঢলাঢলি করে একে অপরের গায়ের উপর আঁছড়ে পড়ে মরুর বুকে পিপাসার্তের মত জিভ বের করে হাফাতে থাকে।

www.pathagar.com

জুই বলে মৌ আপা! তুমি রসের ভাঁড় ঢেকে রাখ, আলগা রাখলে মরেই যাব হয়তো। হাসি কান্নার জগত। এতো দিন মনে করতাম কান্না হচ্ছে মেয়েদের মৌরসী সম্পত্তি, আজ বুঝতে শিখলাম মেয়েরা হাসতেও জানে। অপরিচিত জনকেও তুমি যে অল্প সময়ে কত আপনার করে নিতে পার তা আমার কাছে বিস্ময়! তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে পেরে আমার নারী জন্ম সার্থক হল।

জুই একটু চাপা মেয়ে। সে কথা বলে কম। গাম্ভীর্যে তাকে মানায় বেশী। এবার কথা বলতে শুনে মৌ তখনই বললো, এই সেরেছে! কি করিলা জুই রাণী এখনই পাত্র শূন্য করে সব আমাকে দিলা। রাজাকে করিলা কাঙাল! ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে নিয়ে রাজা মনের দুঃখে চলিয়া যাইবে বনে। একাকী তখন কাঁদিয়া রাণী বুক ভাসাইবে মনে মনে।

দোহাই বন্ধু! তোমার কবিত্ব বন্ধ কর, আমাদের বাঁচতে দাও। এই পাহাড়ী বনে তুমি যা সৃষ্টি করলে তা হারাবে না কোন দিন অন্তর থেকে। যদি কোন দিন দুঃখ এসে ঘিরে ধরে আমায়, তোমার কৌতুক সেদিন ভুলিয়ে দিবে তারে।

বাহ্ চমৎকার তোমার গদ্য কবিতা জুঁই রাণী!

এ ঢেউ জেগে রবে মনে, ভুলিতে পারিব না জানি।

শাহীন পিছন দিকে ফিরে দু'হাত জোড় করে বললো, হে অপ্সরিবৃন্দা! আমার কথা দয়া করে শোন, আমি কবিতা জানি না, গদ্যও বুঝি না, কিন্তু মৌমাছির মত গুনগুন করে গান গাইতে জানি। আবার গায়কও নই। কেন আমাকে টেনে এনে ছন্দ পতন ঘটালে! ছেড়ে দাও মোরে কারও বিরহে আমার চোখের পাতা কাঁপবে না, পড়বে না এক ফোটা অশ্রুবিন্দু।

মৌ কবিতার ছন্দে বললো, তোমার হৃদয় যদি হয় এমনই নির্মম,

কেঁদে কেঁদে কি বুক ভিজাব জনম জনম?

হৃদয়ের দুয়ার খুলে দাও তুমি হয়ো না এমন পাষাণ,

অবলা নারীর হৃদয়ের গভীরে গড় না মহাশ্মশান!

আবার এক চোট হাসির ফুয়ারা ছড়িয়ে গেলো পাহাড়ী বনভূমিতে।

শীলা বললো, হাস্যচ্ছলে এই যে প্রেমের খেলা চলছে এটা কিন্তু একদিন কাঁদিয়ে ছাড়বে। একথা কি ভাবছ কোন বন্ধু?

মনিকা এতক্ষণ কোন কথা বলেনি। এবার বললো, এই হাসি এই প্রেম তো তৃষিত মনের ক্ষুধা নিবারণ। এর মধ্যে তো মলিনতা নেই। নেই কোন ব্যথা বেদনার

www.pathagar.com

বহিপ্রকাশ! এত মানব মানবীর সংকুচিত মনের প্রসারিত করবার অব্যর্থ মহৌষধ। জীবনকে মধুময় করতে সাহায্য করবে, কাঁদাবে কেন! স্বয়ং বিধাতার সাথে যে প্রেমের বন্ধন মজবুত করতে না পারলো সে তো বুঝলো না এই পৃথিবীতে তার আগমনের উদ্দেশ্য কি? স্রষ্টার প্রতি প্রেম, সৃষ্টির প্রতি প্রেম এতো চিরন্তন। এ প্রেম দুঃখের সাগরে নিক্ষিপ্ত করে কাঁদায় না, আনন্দ সাগরে অবগাহন করিয়ে কাঁদায়। তাতে আছে সুখ, শান্তি ও জীবনকে মধুময় করে তুলতে সমস্ত উপকরণ। যেখানে প্রেমের উৎপত্তি সেই হৃদয়কে যদি রাখি পবিত্র আর আলোকময় করে তাহলে সেখান থেকে যেটা উৎসারিত হবে সেটা তো কেবল স্বর্গীয় আনন্দই দান করবে। আমাদের এই প্রেমের খেলা জীবনে যদি কোন দিন কাঁদায় তাতে থাকবে না কোন দুঃখ, বর্ষণ করবে কেবল আনন্দাশ্রু।

মনিকার মুরুব্বিয়ানা কথায় হাস্য মুখর পরিবেশে নীরবতা নেমে এল। বাইরে জানালা দিয়ে দূরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে প্রকৃতির রূপ গিলতে লাগলো সবাই। ওদের গাড়ী তখন গোপাল লাঙ্গল নদী পার হয়ে মৌলভী বাজার সদরের দিকে ছুটে চলেছে।

দীর্ঘক্ষণ গাড়ীতে বসে থেকে ওরা যেন ক্লান্তি অনুভব করছিল।

ছোট ছোট পাহাড় আর টিলা ভর্তি বিস্তীর্ণ এলাকা চা বাগান দেখে এতই আত্মভোলা হয়ে গিয়েছিল, যার কারণে ক্লান্তির কথা কেউ প্রকাশ করতে পারছিল না।

মনিকা এক সময় বললো, তোদের তো এমন ঘন্টার পর ঘন্টা গাড়ীতে বসে থাকার অভ্যাস নেই, গাড়ী রেখে বাইরে নেমে একটু হেঁটে বেড়ালে কেমন হয়?

এমন প্রস্তাবের অপেক্ষায় যেন সবাই সময় গুনছিল। শাহীন একটু গভীর মুখে বললো, এই ড্রাইভার গাড়ী রাখ।

মৌ বললো, এতক্ষণে সর্দারজীর হুশ ফিরে এলো নাকি?

হুশ হারাইনি, তবে বেহুসের মত কথা বলতে পারিনে কিনা তাই নীরবে প্রকৃতির পাতা পড়ছিলাম।

দেখ মনি, তোমার এই জড় বিজ্ঞানীর মাথায় এখনই বরফ দেওয়ার দরকার। নইলে কখন যে গাড়ী থেকে লাফিয়ে পড়ে প্রকৃতিকে জড়িয়ে ধরে বলে বসবে প্রিয়া! আমি তোমায় ভালবাসি।

হাসি যখন তুঙ্গে তখনই গাড়ী দাঁড়িয়ে গেল, আপার কথায় একটা ছোট বাজারে। চা বাগানের শ্রমিকদেরই আড্ডা। পাহাড়ী উপজাতির বিচিত্র সমাবেশ। ওরা নেমে

www.pathagar.com

পড়লো। সকলের ইচ্ছা এদের জীবন যাত্রা সম্বন্ধে একটু জেনে নেয়া। একটা চায়ের দোকানে দেখলো কয়েকজন পাহাড়ী নারী পুরুষ বসে আছে। দোকানী একটা যুবতী। মৌ আর মনিকা ছাড়া চা খাওয়ার অভ্যাস নেই কারো। তবে মাঝে মাঝে খেয়ে থাকে। সবাই সেই যুবতীর চায়ের দোকানে ঢুকে পড়লো। নড়বড়ে কয়েকটা বেঞ্চি পাতা, তাও আবার সেগুলো প্রায় দখলে। ওদের দোকানে ঢুকতে দেখে কয়েকজন উঠে বেরিয়ে গেল। ওরা সবাই বসে পড়ল। একটা বেঞ্চিতে দু'টো মেয়ে বসে ছিল। সেই বেঞ্চিতে যেয়ে মৌ আর মনিকা বসলো। মনিকা সবাইকে একটা করে পটেটো চিফ নিতে বলে সেও একটি নিল। তাদের পাশের মেয়ে দু'টিকে দু'টো এগিয়ে দিল কিন্তু তারা নিল না। তাদের নাম জিজ্ঞেস করলো। একজনের নাম পিংকী, অন্যজনের নাম গৌরী। ওরা পরস্পর সখি। বিয়ে হয়ে গেছে, তাদের স্বামীরা চা বাগানে কাজ করে। চা গাছ লাগায়, আগাছা ছাপ করে, বড় গাছের ঝুলে পড়া ডাল পালা ছেটে আলো বাতাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। ওরা চা গাছের পাতা ভাঙে। পিংকীর বছর খানেক হল বিয়ে হয়েছে, গৌরীর বছর তিনেক আগে বিয়ে হলেও এখনো কেউ বাচ্চার মা হয়নি। মনিকা জিজ্ঞেস করলো, তাড়াতাড়ি মা হতে চায় কিনা? ওরা হাসলো, হাসিতে যেন মুক্তা ঝরতে লাগলো। দুধের মত সাদা দাঁতগুলোই তাদের কালো চেহারাকে মোহনীয় করে রেখেছে। কোন উত্তর না পেয়ে মনিকা এবার জানতে চাইলো তাদের দাম্পত্য জীবন কেমন যাচ্ছে? ওরা মনে হয় বোঝেনি তাই তার দিকে চেয়ে মিটি মিটি হাসতে লাগলো। ও বললো, তোমাদের বর কেমন ভালবাসে? গৌরী বললো, খুব ভাল।

তুমি তোমার বরকে ভালবাস?

বাসি।

যৌবনের জোয়ার তোমার সর্বাঙ্গে বয়ে যাচ্ছে, তিন বছর বিয়ে হয়েছে অথচ বাচ্চার মা হওনি, তোমাদের কেমন ভালবাসা?

আরও কিছু দিন ফুর্তি করে নিই, তয় বাচ্চা নেব।

তোমাদের কোন দুঃখ অর্থাৎ মনের ব্যথা আছে কিনা?

মাঝে মাঝে যে থাকে না তা নয়, সংসার করতে গেলে সুখ দুঃখ তো থাকবেই।

বাচ্চা কাচ্চা নেই, স্বামী স্ত্রী ফুর্তি করে বেড়াও তা আবার দুঃখ আসবে কেন?

হেই নেশা টেশা করে কিনা?

তুমি কর না?

না।

www.pathagar.com

সে যখন নেশা করে তখন তুমিও করলে তো আর দুঃখ থাকে না।

গৌরী মনে হয় লজ্জা পেয়ে গেছে। সে বললো, মাইয়া লোকে নেশা করলে মারা মারি লাইগা যাইবো না?

ও যখন নেশা করে তোমাকে মারে তখন তুমি ব্যথা পাও না?

হেই ব্যাথা মালুম হয় না।

ভালবাসার কিল চড় তাহলে খুব আরাম দেয় তাই না?

মাইরা আবার সোহাগ করে যে, তাই তো সব ভুইলা যাই।

সংসার চলে কেমন?

দু'জনে কামাই করি। ফূর্তি ফার্তা করলেও চলে ভাল।

সংসারে আর কে আছে?

ওর বাপ-মা ভাই বোন আছে। তারা অন্য খানে থাকে।

পিংকীদের কেমন যায়?

ওর বর ভাল। কেবল ওরে নিয়ে ফুর্তি করে নেশা টেশা করে না।

ওদের কথা বার্তার মধ্যে দু'টি যুবক এসে ঢুকলো।

মনিকা জিজ্ঞেস করলো এই নাকি তোমাদের বর?

গৌরী আঙ্গুল দিয়ে দেখালো এইটি আমার, ঐটি পিংকীর। যুবক দু'টি কিছু বুঝতে না পেরে ওদের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইল। মনিকা হেসে বললো, তোমাদের বউ-এর সাথে গল্প করছি। যুবক দু'টি দাঁত বের করে হাসলো। সুঠাম দেহ, স্বাস্থ্যবান, গোলগাল চেহারা, পরনে লুঙ্গি, গায়ে গেঞ্জি, মাথায় লাল গামছা পেচিয়ে বাঁধা। মনে হয় অসুরের মত শক্তি রাখে। মুখে মলিনতার কোন চিহ্ন নেই। চওড়া বুকে গেঞ্জি ভেদ করে মাসুল যেন ঠেলে বেরুচ্ছে।

এই বুকে গৌরীকে চেপে ধরে যখন পিষে তখন সেতো সব ভুলে যাবেই।

মনিকা সকলের জন্যে চায়ের অর্ডার দিল। ওরা খেতে চাচ্ছিল না। সে বললো, আমাদেরও চা বাগান আছে। সেখানেও তোমাদের মত যুবক-যুবতীরা কাজ করে।

কোথায়?

বলধা চা বাগান।

সেখানে আমার দাদারা কাজ করত। আমার বাবা সেখানেই জন্মেছিল।

তারা এখন কোথায়?

www.pathagar.com

দাদা দাদী মারা গেছে। বাবারা এর পাশের বাগানে কাজ করে।

তা যাক, আমরা আবার একদিন আসব, আমাদের নাচ দেখাতে হবে।

চলেন আমাদের বাগানে। আজই ভাল নাচ দেখাবো।

সময় নেই, আমরা মৌলভী বাজার পর্যন্ত যাব।

তাহলে এখনই আমরা চার জনে একটু দেখিয়ে দিই। গৌরীর স্বামীর নাম বাদল আর একজনের নাম মাধব। গৌরী আর পিংকী ইঙ্গিত পেয়েই মাজায় কাপড় জড়িয়ে অদ্ভুত ভঙ্গিতে নাচতে শুরু করল। চার জনের সে কি মন মাতানো নাচ। এ নাচে মনে পুলক সৃষ্টি হয়, শিহরণ জাগে দেহের প্রতিটি তন্ত্রীতে। এরা লেখা পড়া শেখার সুযোগ পায় না। এই বনে জঙ্গলে বাস করে এমন অপূর্ব শিল্পী স্বত্তার শিক্ষিত জগতে মূল্যায়ন হয় না। এমন স্বাধীন দৃঢ়চেতা মানব মানবীর মনে কি দুঃখ স্পর্শ করতে পারে। বলা মাত্র নিজেদের শিল্প নৈপুণ্য দেখাতে কোন প্রকার জড়তা স্পর্শ করলো না। সময় যত যায় ততো নাচের কলা কৌশল পরিবর্তিত হতে থাকে। সব বন্ধুদের আর সময়ের দিকে খেয়াল নেই। মুগ্ধ দৃষ্টিতে সেই নাচের ভঙ্গির মধ্যে ডুবে গেল সবাই। এ যেন ছবির মত একের পর এক নতুন দৃশ্য তাদের সামনে ভেসে আসছে। প্রায় এক ঘন্টা হয়ে গেল। মনিকা এবার নাচ থামাতে অনুরোধ করলো। ওদের আবার চা-বিস্কুট খাইয়ে দিল। অল্প সময়ের মধ্যে ওদের সাথে যেন গভীর বন্ধুত্ব হয়ে গেল। হাসি মুখে বিদায় সম্ভাষণ জানিয়ে ওরা গাড়ীতে উঠে বসলো। গাড়ী ছেড়ে দিল। গাড়ীর মধ্যে বন্ধুরা নাচের ব্যাপারে অনেক আলোচনা সমালোচনা করলো। শেষ পর্যন্ত সবাই স্বীকার করলো, সিনেমার পর্দায় নাচ দেখেছি কিন্তু এমন জীবন্ত নাচের তুলনা হয় না। জীবনের পাতা থেকে এমন আনন্দঘন সময়ের ছবি কোন দিন মুছে যাবে না।

সন্ধ্যার পূর্ব মুহূর্তে ওদের গাড়ী মৌলভী বাজার অফিসের সামনে এসে দাঁড়ালো। ওদের এক বন্ধুর বোনের ননদ নাজনীন আপা এই অফিসের দায়িত্বপ্রাপ্ত। তার স্বামী আকিজ চৌধুরী এখানকার কলেজে প্রফেসারী করেন। দোতালা ভাড়ার বাড়ী। নিচের তলায় দু'টি কামরা বাথরুমসহ অফিস। উপর তলায় একটি ঘরে ওরা স্বামী-স্ত্রী দু'টি ছেলে মেয়ে নিয়ে থাকেন আর একটি ঘর খালি থাকে। সেই ঘরেই মনিকারা কয়েক বন্ধু উঠে গেল। নীচের একটি ঘরে শাহীন আর ড্রাইভার লিয়াকতের থাকার ব্যবস্থা হল।

প্রফেসর দম্পতি ওদের উপরে খুব খুশী হলেন। আগে থেকেই জানানো হয়েছিল কিন্তু আসতে দেরী হওয়াতে ওরা চিন্তিত ছিলেন।

www.pathagar.com

আজ প্রায় ছয় মাস আগে এই অফিস খোলা হয়। মনিকার এক বন্ধুর বোন রোমানা তার অনুরোধে ননদ নাজনীনকে দিয়ে এটা চালু করেছিল। অথচ পরিচালিকার সাথে ট্রাস্টের সদস্যদের ইতিপূর্বে দেখা সাক্ষাৎ হয়নি। পরিচয় টেলিফোনে এবং চিঠি পত্রের মাধ্যমে হত। তবে নেপথ্যে থেকে মনিকা ট্রাস্টের পক্ষ থেকে অর্থ জোগান দিয়ে থাকে। নাজনীন বাইরে যেতে পারে না। নিজ সংসারের কাজে কিছু সময় বাদে বাকি সময় অফিসে কাটায়। অবসর সময় তার স্বামীও তাকে সাহায্য করেন। তাই ছোট খাট চিকিৎসা আর অর্থনৈতিক সাহায্য ছাড়া বড় আকারের কিছু এখনও করতে পারেনি। কারন ট্রাস্টের হেড অফিস দূরে, আবার এর সদস্যদের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ না হওয়াতে ওরা পিছিয়ে আছেন। অনেকবার তাদের আসবার তাগিদ দিয়েছেন কিন্তু সময়ের অভাবে ওরা আসতে পারেনি। কয়েকদিন সময় নিয়ে আজ এসেছে এখানকার কার্যক্রম পুরোপুরি চালু করে দিয়ে যাবে। প্রফেসর সাহেব বললেন, আপনারা অনেক কষ্ট করে এসেছেন পরিশ্রান্ত ক্লান্ত, সকাল করে খেয়ে বিশ্রাম নিন। আগামী কাল কথা হবে। মনিকা বললো, আমাদের আপনি বলবেন না। তুমি বলবেন, নাম ধরে ডাকবেন। আপনি আমাদের সবার অনেক বয়জেষ্ঠ্য। নাজনীন আপার বর হিসাবে আমরা আপনাকে দুলাভাই বলে ডাকবো। সব ব্যাপারে তো একটা নিয়ম শৃঙ্খলা আছে, তা ভাঙ্গতে যাব কেন!

নাজনীন আপা ওদের খাওয়ার ব্যবস্থা আগেই করে রেখেছিলেন। ওরা সব বাথরুমের কাজ সেরে ফেলে খেতে বসলো। শাহীনকেও উপরে ডাকা হলো। ড্রাইভারের খাবার নীচে পাঠিয়ে দিলেন। খেতে খেতে মৌ বললো, সত্যি নাজনীন আপা একজন পাকা রাঁধুনী। অনেকদিন এমন রান্না খাইনি। এমন গুণবান আপা পেয়ে আমরা ধন্য। প্রফেসর সাহেব উচ্চস্বরে হেসে উঠে বললেন, এক ঝাক সুন্দরী আসছে যখন শুনলাম মাথায় গামছা বেঁধে ছুটলাম বাজারে। সমস্ত বাজার ঘুরে মনের মত আইটেমগুলো সংগ্রহ করে নিয়ে এলাম আমি, আর উনি একটু নেড়ে চেড়ে গরম করে দিয়েই সার্টিফিকেট পেয়ে গেলেন। খেতে খেতে সবাই হেসে ফেললো। কারও বিষম লাগলো। কেউ নাক ঝাড়লো, কেউ গলা টানলো। নাজনীন আপা চোখ পাকিয়ে স্বামীর দিকে চেয়ে বললো- হিংসে হচ্ছে নাকি?

না হিংসা করব কেন? তোমারই তো জয় জয়কার।

আবার একচোট হাসি বয়ে গেল। নাজনীন আপা মুখ ঝামটা মেরে বললো, চুপ কর দেখি, খাওয়ার সময় হাসলে গলায় ভাত আটকে দম বন্ধ হয়ে মরে গেলে তখন বেশ হবে।

www.pathagar.com

চঞ্চলা হরিণীর চাহনীর ন্যায় তরুণীর দল এই সুখী দম্পতির কটাক্ষ আর কৌতুক আড় চোখে চেয়ে দেখছিল আর মনে মনে পুলক অনুভব করছিল। কোন এক অনাগত ভবিষ্যতে তাদের জীবনেও তো এমন মুহূর্ত আসতে পারে। এমন লোভনীয় সম্পর্ক কে এড়াতে চায়। হয়ত কেউ কেউ মনের গভীরে এ দৃশ্য একে নিলো। খাওয়া দাওয়ার পর আর কথাবার্তা হলো না। সবাই বিশ্রামের জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। শরীর নুইয়ে আসছে, এবার শয্যায় স্থান চায়।

বার

আজ কলেজ ছুটি। প্রফেসর সাহেব নাস্তা করে বাজারে গেলেন। কিছু কেনা কাটা করতে হবে। তারপর সারাদিন ফ্রি। বন্ধুরা সবাই তার পিছু নিল। মনিকা বললো, দুলাভাই গতকাল আপনি পছন্দ মত কেনা কাটা করেছেন আজ আপনার ছুটি। আমরা আজ যা কেনা দরকার তা কিনব। সৌজন্যের খাতিরে প্রফেসর সাহেব বাধা দিয়েও জিততে পারলেন না। তারা জানে দু' তিন দিন হয়তো তাদের থাকতে হবে। তাই অনেক করে বাড়তি কিছু কিনতে হবে। ওরা তো অপরের ঘাড়ে সওয়ার হতে আসেনি। স্বাবলম্বী হওয়ার মহড়ায় নেমেছে। নিজেরা ইচ্ছা মাফিক যা কেনার তা কিনল। সবার হাতে প্যাকেট বোঝাই সওদা। বাসায় যখন পৌঁছাল তা দেখে নাজনীন আপা মাথায় হাত দিয়ে শিহরে উঠলেন। তোরা করেছিস কি! এতো পাহাড় পরিমাণ মাছ, মাংশ, তরকারী চাল-ডাল কে কিনতে বলেছে। তোদের দুলাভাই কিছু বলেনি?

প্রফেসর সাহেব জানেন স্ত্রীর মুখ ঝামটা খেতে হবে তাই তিনি সবার পিছনে ছিলেন।

দুলাভাই কি বলবে। তাকে কথা বলতে দিইনি। আমাদের মতই নিয়ে এসেছি।

ওমা আমার হবে কি। সব কিছু তোরা কিনলি?

হ্যাগো হ্যাঁ, তা হয়েছে কি? এতে কি মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে গেল যে অবাক হচ্ছেন?

তবু আমরা এখানে থাকি, তোরা আমাদের মেহমান। আমাদের দায়িত্ববোধ তো কিছু থাকতে পারে।

পারে কিন্তু এক্ষেত্রে নয়। আপনি তো জানেন না, আমরা যেখানেই যাই সেখানেই হোটেল আমাদের সাথে যায়।

www.pathagar.com

আবহাওয়া অনুকূল দেখে প্রফেসর সাহেব এবার সামনে এগিয়ে এলেন। বললেন, আমি যেন তোমার বাপের বাড়ী এসেছি। এক ঝাক সুন্দরী শালীর আদরে সব ভুলে গেছি। বিস্মিত নানজীন আপা যেন দু'চোখ কপালে তুলে বললো, সেকি কথা, আমাকেও?

নতুনের স্বাদ পেলে কে আবার পেছনের দিকে চায়?

এই, ফাজলামী করো না বলছি। বন্ধুরা সব হেসে যেন গড়া-গড়ি দিচ্ছে। হাসতে হাসতে মৌ বললো, দুলাভাই দোহাই আপনার, আমাদের নিয়ে না ভেসে আপাকে নিয়ে ভেসে যান। আপা চিরদিন আপনার কাছে নতুন হয়ে থাক। মুচকি হাসি সবার মুখে। এমন হাস্য কৌতুক, মান অভিমান এই বয়সের তরুণ তরুণীর যুবক-যুবতীর অমূল্য সম্পদ। সব জায়গায় মনে ইচ্ছা করলেই পাওয়া যায় না। সেই রান্না ঘরেই সবাই গোল হয়ে বসে গেল। আপার রান্নার কাজে সাহায্যের মধ্যেই আলোচনা শুরু হলো। প্রফেসর সাহেব জানতে চাইলেন, এটা কি কেবল মাত্র নারী সংগঠন? মনিকা বললো, তা কেন।

তবে সব জায়গায় দেখছি তরুণী আর যুবতীর সমাহার। তরুণ আর যুবক তো দেখি না। মৌ তৎক্ষণাত শাহীনের দিকে ইঙ্গিত করে বললো, কেন দেখবেন না দুলাভাই। এই দেখুন না আমাদের মহারাজ।

এতোগুলো তরুণীর মাঝে একটি মাত্র তরুণ এ যে বড় বেমানান।

মনিকা বললো, এটাই তো আমাদের ক্রেডিট। আমরা রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করব, রাজা থাকবে নেপথ্যে। আমরা নতুন নাটক তৈরী করতে চাই। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীবের মধ্যে কেবল নরকে বোঝায় না, নারীও তার অঙ্গীভূত। কিন্তু তাকে সেই মর্যাদায় দেখা হয়নি, কেন হয়নি। তারও কারণ আছে। স্রষ্টা একে অপরের সম্পর্কের প্রতি যে বিধান দিয়েছেন যুগে যুগে পুরুষেরা নিজ স্বার্থ হাছিলের জন্য ভুল ব্যাখ্যা করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। আর তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে এই নারীই। এটা শুনতে বড় বিস্ময় জাগে, তবু সত্য। আদি যুগে যখন মানুষ ছিল অসভ্য তখনও নারীদের নিয়ে টানা হেচড়া করে যথেচ্ছ ভোগ করেছে পুরুষেরা। আর সেই যুগ থেকেই নারীদের দেবীর আসনে বসিয়েছে। হৃদয়ের প্রেম ভালবাসা উজাড় করে দিয়ে দেবীর পদযুগল ধৌত করে পূজা দিয়ে এসেছে। কিন্তু একটি দেবীর পদ ধৌত করতে সহস্র নারীর হৃদয় ছিড়ে যে রক্ত চুষে নিয়ে এলো, এমন অমানবিক বিভৎস রূপ কি অন্তর দিয়ে দেখতে চেয়েছে কোন মানব? এই সভ্য জগতে এসেও কি এর কোন পরিবর্তন হয়েছে? নারী স্বাধীনতার নামে কি তাদের

www.pathagar.com

প্রাপ্য মর্যাদা দেয়া হয়েছে, না করা হয়েছে আরও ভূলুণ্ঠিত? দেবীর আসন দেখেই নারী ভুলে যায় নিজের আত্মমর্যাদা। সেও ভেসে যায় সম-অধিকারের নামে ক্ষুধিত হায়েনার বুকে নিষ্পেষিত হতে। মনে ভাবে পেয়েছি কত। শান্তির অন্বেষায় ধোকায় পড়ে পথ ভুলে অশান্তির বীজ হৃদয়ে রোপণ করে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে কাটায় জীবনের বাকি দিনগুলো। দেবীর পায়ে এই যে মিথ্যা অর্ঘ, চাই না আর। বুঝেছি সহস্র বছরের ইতিহাস ঘেটে, আমার মর্যাদা আমাকেই আদায় করে নিতে হবে, তাই আমাদের এই অভিনব পদযাত্রা।

সবাই নিশ্চুপ হয়ে মনিকার কথা শুনছিল। কথা শেষ হলেও সেই দিকে যেন কারও খেয়াল নেই। কথাগুলো বাতাসে ভেসে ভেসে যেন ঘরময় নেচে বেড়াচ্ছে। মনিকা প্রশ্ন ছুড়ে দিল– বলুন দুলাভাই। আমি কি ভুল বলেছি?

প্রফেসর সাহেব মলিন মুখে বললেন, স্বীকার করে নিলেই তো আমাকে আসামীর কাঠগড়ায় দাড়াতে হয়।

নাজনীন আপা ক্ষেপে গেলেন। বললেন, সুন্দরীদের দেখে খুব তো ফূর্তি এলো মনে, নিমিষেই মুখে কালি পড়লো কেন? ভেবেছ প্রফেসর মানুষ, জ্ঞানের দরিয়া, কোন দিন শুকাবে না। আজ এক কথায় শুকিয়ে গেল! বল, শুনি তুমি এর উত্তরে কি বলবে?

এর জন্যে তোমারা কি মোটেও দায়ী নও? প্রফেসর সাহেবের মুখে শুষ্ক হাসি। মনিকা বললো, আপনারা শাস্ত্রের ভুল ব্যাখ্যা করে আমাদের ব্যবহার করেছেন। আমরা ব্যবহৃত হয়েছি।

তোমরা কেন শাস্ত্রের সঠিক তথ্য বের করনি? মনিকা হাসলো, আপনি জ্ঞানের পাহাড়, আমি সেখানে পিপিলিকা। জানেন তো- শাস্ত্র পবিত্র?

জানি।

প্রাকৃতিক কারণে মেয়েদের মাঝে মাঝে অপবিত্র থাকতে হয় এটাও নিশ্চয় জানা আছে?

আছে।

তাইতো বিধাতা পবিত্র কিতাব দান করলেন পুরুষের হাতে। এটা তো সত্য?

সত্য।

আপনারা শিখবেন, আমাদের শিখাবেন এই তো কথা?

হ্যাঁ।

www.pathagar.com

আপনারা সত্য উৎঘাটিত করেননি। মিথ্যে দিয়েই আমাদের খেলিয়েছেন। আমাদের সঠিক তথ্য বের করবার অবকাশ ছিল কোথায়?

আজ পেলো কি করে?

সহস্র বছর খেসারত দিয়ে তবে পেতে হয়েছে। যদি আপনাদের নীতির পরিবর্তন না হয় তাহলে আরও হয়তো সহস্র বছর ধরে সংগ্রাম করতে হবে। তবু আমরা আশাবাদী একদিন ধোকাবাজ প্রতারকদের আইনের পাতা ছিন্ন করে আমাদের আত্মমর্যাদা পরিপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারবো।

তবে আমাদের নেপথ্যে নেয়া কেন?

আপনারা স্বীয় স্বার্থ হাসিলের জন্য আমাদের ব্যবহার করছেন। আমরা নর-নারী উভয়ের নিজ নিজ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম করছি। আপনারা দেবীর আসনে বসিয়ে আমাদের ধোকা দিয়েছেন। আমরা আপনাদের দেবতার আসনে বসিয়ে ধোকা দিতে চাইনে তাই নেপথ্যে রেখেছি। মিথ্যা একদিন দূর হয়ে যাবে। সেই দিন সত্য প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। তখনই প্রকৃত রাজা রাণীর পরিচয় হবে। অভিনয় আর নয়।

তোমাদের এই দৃঢ়চেতা সাহসের জন্য ধন্যবাদ। আমি আন্তরিকভাবে চাই, তোমাদের মনের আশা পূর্ণ হোক। ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটুক। তবে আমার আশংকা তোমরা শেষ পর্যন্ত ধৈর্য রাখতে পারবে কিনা।

কেন?

অনেক বাধা বিঘ্নের মোকাবেলা করতে হবে। তোমাদের বিপক্ষের শক্তি অনেক। অনভিজ্ঞ শাস্ত্র বিশারদ, উশৃঙ্খল যুবক, স্বার্থান্বেষী নারী লোভী গোষ্ঠী একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়বে তোমাদের এই সংগ্রামের বিরুদ্ধে। তোমরা কিভাবে এর মোকাবেলা করবে?

আমাদের হাত শক্ত নয় তাই নেই তাতে হাতিয়ার, চেহারায় আছে কোমলতা। সেখানে নেই কঠিনত্ব তাই দৃষ্টি আমাদের উচ্চে নয় নম্র। হৃদয়ে নেই উগ্র তৃষ্ণা তাই চেহারায় নাই লোলুপতা। সেখানে আছে মায়া মমতায় ভরা। অন্তরে নেই ঘৃণা, বিদ্বেষ আর অহংকার। তাই আমরা ঝাঁপিয়ে পড়ে টুটি চিপে ধরতে জানিনে। সেখানে আছে প্রেম ভালবাসা। তাই দিয়েই আমরা শত্রুর তীক্ষ্ণ ধারাল অস্ত্র কেটে কুটি কুটি করে করব নিরস্ত্র।

তোমরা কিভাবে যাত্রা শুরু করেছ?

www.pathagar.com

প্রথমেই আমরা সমাজের নিম্নস্তর থেকে শুরু করেছি। এতিমদের লালন পালন, তাদের শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা, পঙ্গু, কানা, খোঁড়া, বোবা, গরীব, দুঃখী, নিরাশ্রয় বিধবা এদের চিকিৎসা, পুনর্বাসন করার ব্যবস্থা নিয়েছি। এই নিয়েই আমাদের যাত্রা শুরু। আমাদের নিজস্ব গণ্ডী থেকে আরম্ভ করেছি, আস্তে আস্তে ছড়িয়ে দিতে চাই বৃহত্তর জেলায়। তার পর দেশ জোড়া অনেক কাজ করতে হবে। পরিশ্রম তো আছেই। সময়ও ঢের লাগবে।

এতে যে অনেক অর্থের প্রয়োজন, কোথায় পাবে তা?

মনিকা হাসলো, বললো আপনাদের নেপথ্যে রেখেছি না। আপনারাই দিবেন অর্থের যোগান।

আমাদের বিরুদ্ধেই তো তোমাদের অভিযান, অর্থ আমরা দেব কেন?

মনিকা এবার খুব জোরে হেসে ফেললো। সেই সাথে সব বন্ধুরা হাসলো।

হাসলে যে?

হাসির কথা বললেন, তা হাসব না? আপনি কি দিবেন, না দিতে বাধ্য হবেন। এই যেমন কাল রাতে এলাম মাছ, মাংশ, দই, মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। নিজের প্রাণ প্রিয় স্ত্রীকে পর্যন্ত আমাদের হাতে ছেড়ে দিলেন বিনা দ্বিধায়। বলুন, আমরা কি শক্তি প্রয়োগ করে দখল করেছি?

না।

তবে এতো ত্যাগ স্বীকার করলেন কেন?

তোমাদের মধ্যে যেন দৈব প্রাপ্ত একটা শক্তি কাজ করছে, তাই এমনই ঘটে যাচ্ছে।

জানেন তো বিধাতা সৎ এবং সাহসী সৃষ্টিকেই ভালবাসেন?

জানি।

আমাদের মধ্যে কোন কৃত্রিমতা নেই। তাই বিধাতাই আমাদের শক্তি যোগান। তারই প্রেমে আমাদের হৃদয় আলোকিত।

একমাত্র শাহীন মিয়াই কি তোমাদের একমাত্র নেপথ্য নায়ক?

আপনি?

আমি?

হ্যা, নিজের অজান্তেই আপনি আমাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছেন।

আমাকে তোমরা বিশ্বাস করতে পার?

www.pathagar.com

কেন করব না। আপনাদের দাম্পত্য জীবনে কোন ত্রুটি আছে নাকি?

তোমাদের আপার কাছে জিজ্ঞেস করে দেখ।

আপনিই বলুন।

না।

এই বিশ্বাসেই আমরা গ্রহণ করেছি।

আর কাউকে নেবে না?

নেব না কেন, নেব। একত্রে কাজ করব, হাসি তামাসা করব। পাশাপাশি বসে গল্প গুজব করব কিন্তু কেউ এতটুকু অন্য মনস্ক হয়েও শালীনতা ক্ষুণ্ন করব না, এমন নায়ক আমরা চাই।

তোমরা যেটা পেতে চাও সেটা তো কল্পনা, বাস্তবে এর অস্তিত্ব বের করা খুব দুরূহ।

তাহলে আপনি কি বলতে চান, আপনাকে নির্বাচন করা আমাদের ভুল হয়েছে?

প্রফেসর সাহেব এ প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেলেন না। তিনি কথার মধ্যে নিজের অজান্তেই দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলেছেন। তিনি যুক্তির বাইরে কিছুই বলতে পারেন না। বললে, ওরা বিশ্বাসঘাতক বলে চিহ্নিত করবে। হৃদয়ে পড়বে কালির আঁচড়। দাম্পত্য জীবনে আসবে অশান্তি, কেননা তার স্ত্রী ঐ পরিবারেরই একজন সদস্যা। অতএব আত্মসমর্পণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তিনি বিমর্ষ মুখে বললেন, তোমার কথাটা বুঝার আগেই আমি আবেগে যেটা বলে ফেলেছি সেটা ঠিক নয়।

বাঁচালেন আমাদের, নইলে আজই হয়তো আপনার ঘর ভেঙে নিয়ে যেতে হত। কি বলেন, নাজ আপা?

মিথ্যে বলনি। প্রফেসর সাহেব ভেবেছিলেন আমি যে লেকচার দেব ছাত্রীরা হুবহু তাই খাতাই লিখে নেবে। কিন্তু তাদেরও যে জ্ঞানের দরজা খোলা রয়েছে সেদিক থেকে রূপার পরিবর্তে মুক্তা আমদানী করতে পারে এটা মাথায় আনতে পারেনি।

থাক আপা। উনি যখন স্যারেন্ডার করেছেন তখন আর কথা বাড়ানো ঠিক হবে না। উনার অন্তরে যদি কোন দুর্বলতা থাকে তা ঝেড়ে ফেলতে সক্ষম হবেন আমরা এমন আশা রাখি। ভয় আর ভাবনাকে জয় করতে পারলেই সফলতা পাওয়া যায়। তবে সব সময়ই আমাদের স্মরণ রাখতে হবে বিধাতা যতটুকু অন্তরাল আমাদের মাঝে রেখেছেন সেটা ছিন্ন করার মত গর্হিত কাজ আমরা যেন

www.pathagar.com

না করি। কেননা, আমরা তো আপন ইচ্ছায় আসতে পারিনি, আমাদেরকে পাঠানো হয়েছে। অতএব সাথে কিছু বিধি বিধানও এসেছে। সেটা ছিন্ন করার অধিকার দেয়া হয়নি। জোর করে ছিন্ন করতে গেলেই অশান্তির আগুনে অবশ্যই দগ্ধ হতে হবে। আমরা চাই শান্তি। তাই স্রষ্টার বিধানের বিপরীতে অনধিকার চর্চা আমাদের কাম্য নয়। সৃষ্টির মন গড়া বিধি বিধানের বিরুদ্ধেই আমাদের সংগ্রাম।

বেলা দু'টার মধ্যেই মনিকারা গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। গাড়ীর ড্রাইভারের পাশের ছিটেই প্রফেসর সাহেব আর শাহীনকে বসিয়ে দিল। ওদের ইচ্ছা শহরের বস্তি এলাকা আর নিকটবর্তী যতগুলো গ্রামে যাওয়া সম্ভব হয় সেগুলো পর্যবেক্ষণ করা। সভ্য সমাজের দৃষ্টির বাইরে কারা বাস করে তাদের জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন করা, নিঃস্ব, দরিদ্র, এতিম, নিরাশ্রয়, অসহায় মানুষের জন্য স্থায়ী কোন অবলম্বন সৃষ্টি করার ব্রত যারা নিয়েছে তারা নিজেদের লেখা পড়ার বাইরের সময়টুকু অপচয় করতে জানে না। তাই জোহরের নামাজ পড়ে দু'মুঠো খেয়ে বিশ্রাম না নিয়েই বেরিয়ে পড়েছে। নিকটবর্তী কয়েকটা গ্রামে ঢুকে ওরা প্রথমেই স্কুল শিক্ষক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সাথে যাদের সম্পর্ক আছে তাদের অনুসন্ধান করে বের করলো। তাদের কাছ থেকেই গ্রামের প্রকৃত চিত্র একে নিল। নয়টি গ্রাম থেকে সতের জন এতিম বালক বালিকা, নিরাশ্রয়, বিধবা, পঙ্গু, অন্ধ এবং সহায় সম্বলহীন বৃদ্ধ, বৃদ্ধা প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করলো। তারা শহরে এদের জন্য যার যার মত ব্যবস্থা করে এক সপ্তাহের মধ্যে এদের নিয়ে যাবে এমন দৃঢ় আশ্বাস দিয়ে চলে এলো। বস্তিতে সাত জন নির্বাচন করলো। দু'টি মেয়ে, একটি ছেলেসহ এক বিধবা, একটি বৃদ্ধা, একটি তরুণ বয়সের পঙ্গু ছেলে আর একটি এতিম বালিকা। ওদের নাম লিষ্ট করে নিয়ে বললো, এক সপ্তাহের মধ্যে ওরা নিয়ে যাবে। যাবার সময় এতিম বালিকাটিকে সাথে করেই নিয়ে গেল। মনিকা তাকে তাদের হবিগঞ্জের আশ্রয় শিবিরে নিয়ে যাবে স্থির করলো।

রাতের খাওয়া দাওয়া শেষ করে ওরা সকলে মিলে পরামর্শ করতে বসলো। যাদেরকে ওরা নির্বাচন করে এলো এদের কিভাবে পুনর্বাসন করা যায় তার কৌশল নির্ধারণ করতে হবে। মনিকা বললো, আমাদের সব সময় চেষ্টা করতে হবে কম খরচে বেশী কাজ করা। এমন জায়গায় ঘর ভাড়া নিতে হবে যেখানে ভাড়া দিতে হবে কম আবার সব সুবিধা পাওয়া যাবে।

প্রফেসর সাহেব হেসে বললেন, শহরে এমন আশা করা দুরাশা ছাড়া কিছুই নয়।

মৌ বললো, আমরা শহরেই বা ঘর ভাড়া নেব কেন? প্রয়োজন হলে শহরের বাইরে এমনকি গ্রামে হলেও তো অসুবিধার কিছু নেই। আমরা যে কাজ করতে

www.pathagar.com

চাই তা শহরের মধ্যে থেকে করা সম্ভব নয়। নিরিবিলি জায়গা হলেই ভাল হয়। অফিস আমাদের শহরে থাকতে পারে তবে কার্যক্রম থাকতে হবে বাইরে। একজন যোগাযোগকারী পিয়ন হিসাবে রাখতে হবে। যখন কাজ বৃদ্ধি পাবে তখন অফিসও সেখানেই চলে যাবে। আমরা যে কাজে নেমেছি তাতে আরাম আয়েশের আশা ত্যাগ করতে হবে। তা না হলে আমরা সফল হতে পারব না।

সবাই সিদ্ধান্ত নিল শহর ছেড়ে উপশহরের বাইরে জায়গা পাওয়া যায় কিনা দেখা দরকার। তার পর ঐ সব নিরাশ্রয়দের কিভাবে কাজে লাগাতে হবে তার একটা ফরমুলা বের করতে হবে। যাদের চিকিৎসা করা দরকার প্রথমে তাদের চিকিৎসা করবে। ছোটদের স্কুলে পড়ার ব্যবস্থা, বিধবাদের শেলাইয়ের ব্যবস্থা করা, তাছাড়া যাকে যে কাজে লাগানো যায় তাকে সেই কাজে লাগানো হবে। প্রত্যেকে যেন স্বাবলম্বী হয়ে গড়ে উঠতে পারে সেই দিকে কঠোর দৃষ্টি রাখতে হবে। তবে প্রথমে ছোট বড় সবাইকে পড়াশোনার ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে হবে। এরা পড়াশোনায় উন্নতি করতে পারলে অক্ষম হয়ে পঙ্গুর মত পড়ে থাকবে না। নিজেরাই দাঁড়াবার পথ তৈরী করে নিতে পারবে। বৃদ্ধদের সেবা শুশ্রুষা এবং শিশুদের লালন পালনের দায়িত্ব কঠোরভাবে পালন করতে হবে। বাইরে থেকে কোন সক্ষম ব্যক্তিকে এদের পরিচর্যার জন্যে রাখার প্রয়োজন হবে না। এদের মধ্য থেকেই পাচক, সেবা শুশ্রুষাকারী, লেখা পড়া শেখানোর শিক্ষক তৈরী করে নিতে চাই। যাকে যেমন পরিশ্রম করানো হবে তাদের তেমন পারিশ্রমিক দিতে হবে। তাহলে কোন প্রকার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়ার সম্ভাবনা থাকবে না।

মৌ-এর এই যুক্তিপূর্ণ পরামর্শ সবাই মেনে নিল। ধীর স্থিরভাবে তারা অগ্রসর হবে, তাড়াহুড়ো করবে না। কেননা, তাদের পরিকল্পনা হচ্ছে নতুন ধরনের, তাই এর বিস্তৃতি ঘটাতে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন।

সকালে সামান্য কিছু নাস্তা করে ওরা বেরিয়ে পড়লো শহরতলিতে। প্রফেসর সাহেবের এক ছাত্র মহসীন আলীর সহযোগিতায় শহর আর গ্রামের মাঝামাঝি ছায়া-ঢাকা একটা নির্জন স্থান ওরা পেয়ে গেল। জমির মালিকের সাথে কথা হল। তিনি দেখলেন তার পতিত জমিতে ঘর উঠিয়ে দিলে যদি ভাড়া হয়ে যায় তাহলে ফেলে রাখবেন কেন। মালিক বললেন, ঘর বাড়ী তৎসহ যা কিছু করতে হয় আপনারা নিজ খরচে করে নিবেন, আমাকে মাসে মাসে কত দিবেন? প্রতি মাসে দু'শত টাকা দেয়ার শর্তে তিনি তার জায়গাটি ট্রাস্টের নামে একটা খসড়া দলিল করে দিলেন। আপাততঃ দোচালা লম্বা বাংলা ঘর, পাকের ঘর, টিউবয়েল, বাথরুম, কোথায় কিভাবে হবে সবাই দেখে শুনে স্থান নির্বাচন করে মহসীন-এর

www.pathagar.com

উপর দায়িত্ব দেয়া হলো। এক সপ্তাহের মধ্যে ব্যবহার উপযোগী করে যতটুকু পারা যায় সমাধান করতে চেষ্টা করবে। বাকী কাজ ক্রমান্বয়ে করবে। ওকে পাঁচ হাজার টাকা দেওয়া হলো, প্রয়োজন হলে প্রফেসর সাহেবের স্ত্রী নাজনীন আপার সাথে অফিসে দেখা করলে তিনিই দিয়ে দিবেন। জায়গাটি তাদের খুব পছন্দ হয়েছে। ইচ্ছা করলে তারা এখানে তাদের অফিসও সরিয়ে আনতে পারে।

মনিকা প্রফেসর সাহেবকে বললেন, মহসীন স্থানীয় ছেলে বিধায় তাকে হয়তো সব সময়ই প্রয়োজন হবে। অতএব তাকে নিজেদের মত করে গড়ে নিতে পারলে দারুণ সুবিধা হতে পারে। সে নিজেই তার পরিচয় জানতে চাইলো। মা বাবা, দু'ভাই, তিন বোন নিয়ে তাদের সংসার। তারা চাষী গৃহস্থ। মধ্য বিত্তের সংসার। কোন প্রকার কষ্টে সৃষ্টে চলে যায়। সে এইচ.এস.সি প্রথম বর্ষে, ছোট ভাইটি ক্লাস সিক্সে, বোনদের একটি ক্লাস এইটে, একটি ক্লাস ফাইভে ছোটটি এখনও স্কুলে যায়নি।

মনিকার চোখে মুখে আনন্দের আভাস ফুটে উঠেলো। তার ধারণা মহসীনদের এই পরিবারটির উপরে নজর রাখতে পারলে তাদের এখানকার ট্রাস্টের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। মনিকা বললো, তুমি আর তোমার ভাইবোনদের পড়াশোনা যেন বন্ধ না হয়। যদি অর্থনৈতিক কারণে কোন দিন সমস্যা দেখা দেয় তাহলে আমাদের নাজনীন আপার কাছ থেকে আমার ঠিকানা নিয়ে চিঠি লিখবে আমি সে ব্যবস্থা করে দেব। আর বিশেষ করে তোমাদের বোনেদের যেন বয়সের অজুহাতে পড়া বন্ধ করে বিয়েতে বসানো না হয়।

ওরা মহসীনের বাবা মার সাথে দেখা করে তাদের ছেলে মেয়েদের লেখা পড়া শিখানোর ব্যাপারে উৎসাহ দিল। আপনার ছেলে অনেক লেখা পড়া শিখে বড় বড় চাকুরী করবে, মেয়েরা লেখা পড়া শিখে ভাল চাকুরী পাবে তাতে ভাল শিক্ষিত ছেলে জামাই হিসাবে পাবেন, শিক্ষিতা মেয়ে বউ হিসাবে পাবেন। আপনাদের পরিবারের সুনাম বাড়বে। আপনার ছেলে মেয়েরা সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করবে, যারা কেঁদে বেড়ায় তাদের মুখে হাসি ফোটাবে। প্রভু ওদের প্রতি খুশী হবেন। দুনিয়া ও আখেরাত আপনাদের জন্য কল্যাণকর হবে। মেয়েদের বয়স বাড়লে সামাজিক একটা চাপ যদি আসে ধৈর্যের সাথে তা মোকাবেলা করবেন। আমাদের ধর্ম জ্ঞান শিক্ষা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছেন। এখানে মেয়ে পুরুষের কোন প্রশ্ন নেই। তাই জ্ঞান শিক্ষার জন্যে দৃঢ় পদ থাকলে প্রভুই একমাত্র সাহায্যকারী হয়ে যান। কোন প্রকার বাধা-বিঘ্ন এলে আপনার ছেলে আমাদের সাথে যোগাযোগ করলে আমরা সর্বপ্রকার সাহায্য করব।

www.pathagar.com

বিকালে ওরা শহরে ধনী ব্যক্তিদের কাছে গেল টাকা সংগ্রহ করার জন্যে। অনেকে তাদের কার্যক্রমের কথা শুনে সন্তোষ প্রকাশ করলেন। সাহায্যের প্রতিশ্রুতি তো দিলেনই এমনকি নগদও কিছু দিয়ে দিলেন। কেউ তাদের কথা শুনে হেসেছে। বলেছে, এতদিন দেখতাম ছেলেরা চাঁদা চাইতো এখন দেখছি চাকা উল্টো দিকে ঘুরছে। মনিকা বললো, আপনি ভুল বললেন কেন? ছেলেদের ব্যাপারে সোজা আর মেয়েদের বেলায় উল্টো এ কেমন কথা।

নতুন দেখছি কিনা তাই বলছি।

হাতে গোনা দু'একটা হলেও যুগে যুগে এমন প্রথা চলে আসছে কিন্তু আপনারা ফিরে তাকাননি বলে দেখতে পাননি। আমরা আপনাদের ফিরে তাকাতে বাধ্য করছি বলেই নতুন দেখছেন। আপনি আজ হাসছেন, কাল দেখবেন আপনার স্ত্রী, কন্যা আমাদের মিছিলে যোগ দিয়েছে, কি করবেন তখন, হাসতে পারবেন?

বড় সাহস তো আপনাদের।

জানেন, সাহসী মানুষকে সৃষ্টিকর্তা ভালবাসেন?

মাফ করবেন আপা। আপনাদের বাজিয়ে দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু আমার ধারণা ভুল। আপনারা সাকসেসফুল হোন এই কামনা করি। এই নিন, পরে আরও দেওয়ার চেষ্টা করব। এমনভাবে কথা খরচ করে মানুষের মন জয় করে নগদ পঞ্চাশ সহস্র টাকা আরও প্রায় লক্ষাধিক টাকার প্রতিশ্রুতি নিয়ে ওরা যখন বাসায় ফিরলো তখন রাত এগারটা। প্রফেসর সাহেব বললেন, এতোদিন জানতাম জাদুকর মানুষের চোখে ভেল্কি লাগিয়ে খেলা দেখিয়ে অবাক করে দিত। আজ দেখলাম মনিকার মুখখানাই সম্পূর্ণ জাদু দ্বারা পূর্ণ। কথা বেরুলেই আশ্চর্য ফল দেয়। মনে মনে আমার কিছুটা সন্দেহ ছিল তা আজ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। আজ বুঝলাম এই ট্রাস্ট ঠুনকো কিছু নয়, চিরস্থায়ী। বিধাতা যেন আপন হাতে এর পরিচালনার ভার নিয়েছেন।

মৌ বললো, এতোদিনে আপনার বোধদয় হলো?

অবশ্যই।

শুনে খুশি হলাম। আপনার মত একজন শিক্ষিত মানুষকে ভেঙে চুরে নিজেদের মত করে গড়ে নিতে পেরেছি, এটা আমাদের কম সৌভাগ্যের কথা নয়। তাছাড়া আপনার সহযোগিতায় পেলাম মহসীনকে। দেখবেন ও একটা রত্ন। মনিকাকে তো নিশ্চয় চিনতে বাকী নেই আপনার। ও একটা জাত কুমারনী। ছাঁচে ফেলে কাকে কিভাবে গড়তে হয় তার নিখুঁত কারিগর। মহসীনকে দেখবেন একদিন

www.pathagar.com

আমাদের কল্যাণী ট্রাস্টের যোগ্য উত্তরাধিকার হিসাবে। মনিকার সাথে আমার যখন বন্ধুত্ব হয়েছিল তখন ওকে সাথে করে আমাদের বাসায় নিয়ে যেতাম। প্রথম প্রথম আমার মা ওকে ভাল নজরে দেখতেন না। অনেক রকম পরীক্ষা করে দেখেছেন। শেষ পর্যন্ত মনিকা এমন করে আমার মায়ের অন্তরে জুড়ে বসেছে যে তিনি মনে করেন সেও তার নিজের রক্তে গড়া নাড়ী-ছেড়া ধন। আমার জন্মদায়িনী মায়ের স্নেহ ভালবাসা পেতে আমি ওর কাছে হার মেনে গেছি। সামাজিক মূল্যবোধে কঠোরভাবে বিশ্বাসী আমার মা নির্দ্বিধায় ওর হাতে আমাকে ছেড়ে দিয়েছেন। আমি ধনী পিতার একমাত্র মেয়ে। প্রচণ্ড আরাম আয়েশের মধ্যে দিয়ে বড় হয়েছি। আমার মত উপর তলার একটি মেয়েকে নীচ তলার মানুষের কল্যাণে নামিয়ে আনা অসম্ভব। সেও ওর দ্বারা সম্ভব হয়েছে। এই যে বন্ধুরা আমাদের সাথে রয়েছে ওরা নিজেরাই বলতে পারবে না কোন্ নেশায় এর মধ্যে ঢুকে পড়েছে। শুধু এতটুকুই আমাদের সান্ত্বনা হতাশার অন্ধকার দূর করে আশার আলো জ্বালাতেই আমাদের যাত্রা।

আরও দু'দিন শহর উপশহর ঘুরে ঘুরে সর্বমোট লক্ষাধিক টাকা নগদ সংগ্রহ করতে পারল। ট্রাস্টের নামে মনিকা এবং মৌ যৌথ স্বাক্ষরে স্থানীয় ইসলামী ব্যাংকে একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখলো। যখন টাকা পয়সা প্রয়োজন হবে তখন পরিচালিকা নাজনীন আপা অফিস থেকে টেলিফোন করলে চেক পাঠিয়ে দেয়া হবে এমন শর্ত রইল।

পাঁচ দিন পর ওরা মহসীনের কাজের অগ্রগতি দেখে সন্তোষ প্রকাশ করলো। থাকার ব্যবস্থা হয়ে গেলে গ্রাম আর বস্তি থেকে লিষ্টভুক্তদের নিয়ে আসার দায়িত্ব নাজনীন আপার উপর দেয়া হলো। ঐ দিনই ওরা পরিচালিকার কাছে আরও বিশ হাজার টাকা নগদ দিয়ে হবিগঞ্জের দিকে রওনা হয়ে গেল।

বন্ধুদের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে মনিকাদের বাসায় পৌঁছাতে রাত দশটা বেজে গেল। গাড়ীর ভিতরেই ও বন্ধুদের বলেছিল আগামী পশু হয়তো ওরা সিলেটে চলে যাবে। কাল একবার বিকালের দিকে অফিসে আসার জন্য সবাইকে অনুরোধ জানিয়েছে। বিশেষ করে শাহীনের প্রতি তার আগ্রহ ছিল বেশী। কেননা, ওরা তো পড়াশোনার ব্যাপারে ঢাকা চলে যাবে তখন সব দায়িত্ব হয়ত তাকেই বহন করতে হবে। বাসায় পৌঁছালে তার মা ওদের দেখে শিহরে উঠলেন। বললেন, শরীর যে দিন দিন ভেঙে পড়ছে সেদিকে খেয়াল করছিস? মনিকা হেসে বললো, তুমি যে কি বল, আমি কি এখনও সেই কচি খুকিটি রয়ে গেছি মা!

www.pathagar.com

তখন তো এক প্রকার ছিলি ভাল যা বলতাম তাই শুনতিস। এখন বড় হয়েছিস, বুদ্ধিমান হয়েছিস, নিজের মত চলতে গিয়েই দিন দিন কাঠ হয়ে যাচ্ছিস। যেমন তোর অবস্থা তেমন তোর বন্ধু মৌ-এর অবস্থা। হ্যা মা! তোমার মা কিছু বলে না? ওরা দু'বন্ধুতেই হি হি করে হেসে ফেললো। মৌ বললো, মায়ের মন তো সব একই খালাআম্মা। কারও চোখ ফাঁকি দেয়ার উপাই নেই।

ছিরা তখন পড়ছিল। সে কথা শুনে ছুটে বেরিয়ে এলো। মনিকাকে জড়িয়ে ধরে সেকি আনন্দ তার।

আনন্দ পরে করিস, আগে পনি গরম করে নিয়ে আয় গোসল করতে হবে।

সে দৌড়ে চলে গেল পানি গরম করতে।

বাথরুমে যেয়ে দু'বন্ধুতে স্বল্প গরম পানি দিয়ে মনের মত করে গোসল করলো। কয়েক দিন দৌড়াতে দৌড়াতে যে অবসাদ নেমে এসেছে তা দূর করতে হবে। সেই নির্জন বাথরুমের মধ্যে নিজেরা পরস্পরের দিকে চেয়ে একে অপরের সৌন্দর্য নিয়ে কৌতুক করলো। যদি বিপরীত লিঙ্গের হত তাহলে এতোদিন হয়তো তারা কোথায় ভেসে যেত, সবার দৃষ্টির অগোচরে নির্জন প্রকৃতির বুকে ছোট্ট পাতার কুটিরে খেলতো প্রেমের খেলা। আবার পরক্ষণে হেসে হেসে গড়িয়ে পড়ে এক অপরের গায়ের উপর। জড়িয়ে ধরে বলে বন্ধু বিপরীত লিঙ্গের হলে কি আমরা একে অপরকে পেতাম এতো আপনার করে? পায় না কেউ। তুমি তো জানো কাকে নিয়ে ঘর বাঁধবো। আমরা যেমন একে অপরের রূপ সুধা পান করছি প্রাণে প্রাণে মিশে। এমন করে কি কোন দিন দিয়েছো আমির ভাইকে পান করতে? দিতে পারনি। সেখানে কোন বাধা ছিল না তবু যেন কোন অদৃশ্য হস্ত সূক্ষ্ম অন্তরাল সৃষ্টি করেছে যা তোমরা ছিন্ন করতে পারনি। কিন্তু আমাদের নেই কোন বাধা বিঘ্ন।

রাতে খাওয়ার টেবিলে বাবা মায়ের সাথে খেতে বসলো ওরা দু'বন্ধু।

মনিকা তার মায়ের কাছে জিজ্ঞেস করলো, ফুফুকে দেখছি না যে?

তিনি রাগ করে নিজের বাড়ী চলে গেছেন।

কেন?

কি জানি বাপু, তার ছেলে ঠিক মত চিঠি পত্র লেখে না, এখান থেকে লিখলে তার উত্তরও দেয় না। তাই শুধু বলে আমির আর আমার ছেলে নেই। সে খৃস্টান হয়ে গেছে। আমরা তাকে জোর করে বিদেশ পাঠিয়ে দিয়েছি, এই তার অভিযোগ।

বিদেশে গেলেই মানুষ খৃস্টান হয়ে যায় নাকি?

www.pathagar.com

কি জানি মা। তোর ফুফুর রাত দিন সেই প্যান প্যানানি।

ওরা দু'বন্ধুই হেসে ফেললো। মৌ বললো, খালা আম্মা দেশের কত শত শত ছেলে মেয়ে পড়াশোনা করতে ইউরোপ আমেরিকা যাচ্ছে। তারা কি পৈতৃক ধর্ম ত্যাগ করে খৃস্টান হয়ে ফিরছে? আমির ভাইকে আপনারা পাঠিয়েছেন উচ্চতর ডিগ্রীর জন্য পড়াশোনা করতে। তাকে তো খৃস্টান হওয়ার জন্য পাঠানো হয়নি। ফুফুর এমন ভুল ধারণা হলো কি করে?

আমি তো কিছু বুঝিনে মা। ওর মন কেন এতো অস্থির হয়ে পড়লো। আচ্ছা মা, আমির তোমাদের কাছে কোন চিঠি পত্র লেখে?

অনেকদিন দেয়নি।

কত দিন হবে?

তা প্রায় পাঁচ ছয় মাসের বেশী হবে।

তোমরা দাও?

সে যদি দেওয়ার প্রয়োজন মনে না করে তবে আমরা কেন গায়ে পড়ে মাথা কুটবো খালা আম্মা।

চৌধুরী দম্পতি মৌ-এর কথা শুনে দু'জনেই শিহরে উঠলেন। সেই শৈশব থেকে আপন ছেলের মত করে মানুষ করেছেন, তার পেছনে অঢেল পয়সা খরচ করেছেন। একটি মাত্র মেয়ে তার সাথে বিয়ে দিয়ে চির দিনের জন্য বাড়ীতে রেখে দেবেন। তাদের সব আশা কি নিরাশার অন্ধকারে তলিয়ে যাবে। মুনীর চৌধুরী খুব নম্রভাবে জিজ্ঞেস করলেন, সত্য করে বলতো মা। তোমাদের সাথে কোন মনো মালিন্য হয়েছে কিনা?

না। আমির ভাই লিখলে মনিকা তার উত্তর দিতে একটুও দেরী করে না। কিন্তু কথা হচ্ছে খালুজান তার চিঠি পড়ে আমরা বুঝতে পারতাম সে যেন বদলে যাচ্ছে। তবু আমরা কোন দিন এ নিয়ে তাকে তিরস্কার করিনি। আর লিখতে দেরী হলে আমরা লিখতাম, উত্তর পেতে দেরী হলে আবার লিখতাম। এমনি করে দু'টো তিনটা লেখার পর সে একখানা লিখতো। গত প্রায় ছয় সাত মাস তার কোন চিঠি আমরা পাইনি। বিদেশে থাকে, হয়তো পড়াশোনার চাপে লিখতে সময় পায় না। এটা আমরা ধরে নিয়েছি।

তাহলে টাকা পয়সা পাঠানো বন্ধ করে দিই কি বল মা?

তা দিবেন কেন। আপনি চার বছরের জন্য তাকে পাঠিয়েছেন। সেই সময় পর্যন্ত

www.pathagar.com

আপনার দায়িত্ব পালন করা অবশ্য কর্তব্য। তাছাড়া সে তো আমাদের অপর কেউ নয়। সবচেয়ে বড় পরিচয় সে আপনার বোনের ছেলে।

তার সম্বন্ধে তোমাদের কি ধারণা মা?

অহেতুক সন্দেহ আমরা করি না। সে যে আপনার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে তেমন কোন ধারণা আমাদের নেই।

তাকে বিদেশে না পাঠানোয় মনে হয় ভাল ছিল।

কেন?

তাহলে এমনভাবে দুরত্ব বৃদ্ধি পেত না।

এটাই তো আমাদের জন্য মঙ্গল। সে যে কেমন ছেলে তার পরীক্ষার প্রয়োজন অবশ্যই আছে। কেননা, যেখানে সমস্ত জীবন একটা নিয়ম শৃঙ্খলার মধ্যে কাটাবার প্রশ্ন আছে সেখানে উৎশৃঙ্খলতার আবির্ভাব হবে কিনা তা তো দেখে নিতে হবে। মনিকা তাকে দূরে যেতে বাধ্য করেছে কারণ ভাই বোনের সম্পর্কে তারা গড়ে উঠেছে এর মধ্যে কোন কৃত্রিমতা না থাকতে পারে এটা স্বাভাবিক। বাইরে যে একটা চিরস্থায়ী সম্পর্ক গড়ার স্বপ্ন আমরা দেখেছি সেটা যদি সহজেই সংঘটিত হত তাহলে এমনও একদিন আসতে পারত, হয়তো এর মধ্যে কারও মোহ ভঙ্গ হয়ে যেত, তখন অজুহাত আনত। আহ! ভাইবোনের পরিচয়টা না ভাঙলেই যেন ভাল হতো। যে পাখি খাঁচায় আবদ্ধ রেখে পোষ মানানো হয় সে যে প্রকৃত পোষ মেনেছে কিনা সে বিষয়ে নিশ্চিত হতে হলে খাঁচার দরজা খুলে দিতে হয়। সে মুক্ত আকাশে বিচরণ করে স্বাধীনতার স্বাদ পেয়েও যদি মনিবের প্রেমে বিভোর থাকে তবে অবশ্যই ঐ খাঁচায় ফিরে আসবে। আমরা তাকে দূরে সরাতে চেয়েছি তার আসল রহস্য এখানে।

না মা, তা নিয়ে তোমাদের কোন দোষারোপ আমরা করছি না। তোমাদের চিন্তা ধারা উপর স্তরের। এমন জটিল বিষয় অনেকেই তলিয়ে দেখতে চায় না, আমরাও দেখতে চাইনি। তোমরা বড় হয়েছ, লেখা পড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করেছ, তোমাদের ভবিষ্যত তোমরা গড়ে নেবে এটা স্বাভাবিক। জোর করে কিছু চাপিয়ে দেওয়া নির্বুদ্ধিতার কাজ। তাই আমরা তোমাদের মুখের দিকেই চেয়ে আছি। সামনে কি যে হতে যাচ্ছে তা নিয়ে আমরা খুব উদ্বিগ্ন মা।

অনর্থক দুঃচিন্তা করবেন না খালুজান। আমরা অপেক্ষায় থাকব স্বাভাবিক হয়ে, বেদনা নিয়ে নয়। পড়াশোনা নিয়ে ব্যস্ত থাকব তাতে সময় কাটবে ভাল। যদি সে পথ ভুলে না যায় তাহলে আমরা হাসি মুখে তাকে বরণ করে নেব আর যদি

www.pathagar.com

আছাড় খেয়ে ছিটকে পড়ে যায় তাহলে বিশ্বাসঘাতক বেঈমান বলে থুথু ছিটাবো।

তোমাদের এই সুন্দর জীবন যেন ভেঙে তছনছ হয়ে না যায় মা।

দোয়া করবেন আমরা এই জীবনকে যেন আরও সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে গড়ে তুলতে পারি খালুজান।

প্রভু তোমাদের মনের আশা পূর্ণ করুন, এই কামনা করি। তোমার মত মেয়ের সাথে মনিকার বন্ধুত্ব এতে আমরা খুব গর্বিত মা।

তের

পরদিন বেলা দশটার দিকে মনিকার হাই স্কুলের বন্ধু আনিসকে টেলিফোন করে তাদের অফিসে নিয়ে এলো। সুন্দর সুশ্রী স্বাস্থ্যবান তরুণ আনিস চৌধুরী। মুখে তার সব সময় হাসি ঝরে পড়ে। কৌতুক করতে মৌ-এর চেয়ে কোন অংশে কম নয়। পরিচয় বিনিময়ের পর মনিকা হাসতে হাসতে বললো, এ জুটি মানাবে ভাল।

চোখ পাকিয়ে মৌ বললো, ইস্ উনি এখনই ঘটকালি শুরু করে দিয়েছেন। শেষ পর্যন্ত হজম করতে পারবেন তো আপনার বন্ধু।

ওরা হো হো করে হেসে উঠলো। মনিকা বললো, বক্তব্যটা কেমন মুরুব্বিয়ানা হয়ে গেল না?

এটা ঘটিকার সম্মান দান। আনিস জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মৌ-এর দিকে চেয়ে ঘটিকা?

ঘটিকা কাকে বলে জানেন না? ঘটক-ঘটিকা। এবার ওরা যেন অট্টহাসিতে ফেটে পড়লো। আনিস বললো, তুমি যখন মনিকার বন্ধু তখন আমাকে আপনি নয় তুমি বল।

তাই হবে। আচ্ছা তুমি রাজা মহাশয় এবার বল আমাদের এই সংগঠনের ব্যাপারে কতটুকু সাহায্য করতে পারছ?

মহাশয়?

আহ্, থুড়ি! ভুল হয়ে গেছে, মস্ত সম্মান দিচ্ছি তাও নিতে আপত্তি?

রাজার ভূমিকায় অভিনয় করতে পারি কিন্তু ...।

কিন্তু কি? বলতে লজ্জা করছে কেন, রাণীর ভূমিকা কে নেবে?

যদি তুমি নিতে চাও।

www.pathagar.com

নিতে পারি তবে শর্ত হচ্ছে- রাণীর ভূমিকায় অভিনয় করতে পারি কিন্তু বাসর সাজাতে পারব না।

এবার হাসির শব্দে অফিস ঘরটি যেন গম গম করতে লাগলো।

মনিকা বললো, মিথ্যে অভিনয় করে কেন নিজেকে দুঃখের সাগরে নিক্ষেপ করা।

মৌ মুরুব্বিয়ানা ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলো, এ পৃথিবীর বুকে কে সত্য অভিনয় করেছে বলতে পারিস মনি? তোর বন্ধু আনিস চৌধুরীও বলতে পারবে না। আমি জানি সব মিথ্যে অভিনয়। এর মধ্যে সত্যের লেশমাত্র নেই। হৃদয়ের মনি কোঠায় এ সত্যটি গেঁথে নিয়ে যে অভিনয় করবে সে কেন দুঃখ পাবে? বরং আনন্দ পাবে। কিছুক্ষণের জন্য হলেও জীবনকে উপভোগ করে নেবে। এর বিপরীতে মন প্রাণ সপে দিয়ে যদি কেউ অভিনয়ে নেমে পড়ে তাহলে তার জীবন হবে মরুময়। কেননা, সে কেবল মরীচিকার পেছনেই নিজেকে সপে দিয়েছে, যেখানে সত্য সেখানেই প্রেম। যেখানে মিথ্যা সেখানেই মরীচিকা। আমরা তো অহরহ-ই মরীচিকার পিছনে ঘুরে বেড়াচ্ছি। যেদিন তাকে জয় করতে পারব্ সেদিন সত্যের প্রেম আমাকে আলিঙ্গন করে স্বর্গের উদ্যানে পৌঁছে দেবে। তবেই তো আমার জন্ম সার্থক হবে।

দয়া করে আমাদের সেই দীক্ষায় দীক্ষিত কর মৌ রাণী।

মনের দুয়ার খুলে এসে যাও আমাদের মিছিলে, সে দীক্ষা এমনই পেয়ে যাবে। আমাদের প্রতিটি কর্মীকে পরশ পাথর বানাতে চাই। হৃদয়ে যদি তার না থাকে কোন প্রতারণা, তাহলে অবশ্যই সে সোনা হয়ে যাবে।

শিক্ষা জীবন তো কেবলই শুরু হয়েছে, সামনে এখনও অনেক পথ অতিক্রম করতে হবে তার বিকল্প কি?

নীচেই যেখানে কেউ দৃষ্টি দেয় না সেখান থেকেই আমাদের যাত্রা শুরু। মিছিল চলতেই থাকবে তাই বলে শিক্ষা জীবন ব্যাহত হবে কেন? উচ্চ শিক্ষা লাভ না করলে অচিরেই আমরা বিনাশ হয়ে যাব। আমাদের কাজে সফলতা আনতে গেলে উঁচু তলার মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে, তাই একান্ত প্রয়োজন উচ্চ শিক্ষা। আমাদের সংকল্প থাকবে এ সংগ্রামে জয়ী হওয়ার। এটাই অনুপ্রাণিত করবে উচ্চ শিক্ষা লাভ করতে।

হে রাণী! আমি মুগ্ধ হয়েছি, তোমার চাঁদ মুখে অমিয় বাণী শুনে। এখনই আমার হৃদয় মন উৎসর্গ করলুম তোমাদের কোমল হাতের মুঠোয়। যেন মিথ্যে মরীচিকা না হয়ে সত্য প্রেমের মন্ত্রে দীক্ষা নিতে পারি।

www.pathagar.com

মনিকা মৌ দু'জনেই মুখে হাসি নিয়ে আনিসের দিকে তাকালো। মনিকা জানতে চাইলো, সত্যি তুমি আমাদের কাছে এতো সহজে আত্মসমর্পণ করলে?

না করে উপায় কি রাণী। তোমার দার্শনিক বন্ধুর যুক্তিতে যে হার মেনে গেলাম।

তাহলে চল ভিতরে যাই। আজই দেখে নাও আমাদের সাথে যোগ দিলে কি কাজ করতে হবে। যদি ধৈর্য রাখতে পার তাহলে থেকো, নইলে থাকতে বাধ্য করব না।

অফিসের পিছনে বাংলোর ভিতরে যেয়ে ঢুকলো তারা। দুলাল এখন দৌড়া দৌড়ি করতে পারছে, সেই রোগজীর্ণ উত্থান রহিত বালকটি বলে আর যেন চেনাই যাচ্ছে না। মনিকা তার মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করলো। বললো, এই দুলাল আর কয়েকদিন পরেই তোকে স্কুলে ভর্তি করে দেব, যাবি তো?

দুলাল দাত বের করে হাসলো। মাথা নেড়ে জানালো যাবে। তার মাকে যখন নিয়ে এসেছিল তখন মনে হয়েছিল সে প্রৌঢ়া। বয়স মাত্র একুশ বছর। এই কয়দিনেই সে যেন তার পূর্ণ যৌবন ফিরে পেয়েছে। মৌ রসিকতা করে বললো, তোকে আবার বিয়ে দেব দুলালের মা, কেমন বর চাস?

দুলালের মা লজ্জা পেয়ে গেল। মাথায় কাপড়টা টেনে দিয়ে জড় সড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। মৌ একটানে তার মাথার কাপড়টি টেনে কাঁধ পর্যন্ত আলগা করে দিয়ে বললো, আমাদের সামনে এতো লজ্জা কিসের। এতো সুন্দর যৌবন অকালেই শুকিয়ে যাচ্ছিল। আমরা সতেজ করে দিচ্ছি, এরপর বর জুটিয়ে দেব, নতুন জীবন শুরু করবি। কত আনন্দ হবে তাই না?

দুলালের মা আঁচল টানতে টানতে বললো, ঐ কথা আর কয়েন না আপা। এই তো ভাল আছি।

ওটা তোর মনের কথা নয়। আমরা তোর সব দিতে পারি, যৌবনের খোরাক দিতে পারিনে। তার জন্য বিপরীত লিঙ্গের প্রয়োজন আছে।

দুলালের মা লজ্জায় যেন মাটির সাথে মিশে যাচ্ছিল। সে কোন কথা বলতে পারল না।

তুই কোন চিন্তা করিসনে দুলালের মা, তোর ছেলের লেখা পড়া শিখিয়ে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর দায়িত্ব আমাদের। তোকেও কুটির শিল্পের কাজ শিখিয়ে তবে বিয়ে দেব, তাহলে স্বামীর ঘরে সুখ শান্তিতে বাকী জীবন কাটাতে পারবি। তোরা কেঁদে কেঁদে দিন রাত কাটাতিস। এবার তোদের মুখে হাসি দেখতে পেলে আমাদের খুব আনন্দ হবে।

রূপার বয়স মাত্র তের। সমাজের নিষ্ঠুর চাপের মুখে সে এখন মেয়ের মা।

www.pathagar.com

সেলোয়ার কামিজ পরা মেয়েটি দেখে মনেই হচ্ছে না পল্লীর গাছ তলায় দাঁড়িয়ে করুণ দৃষ্টিতে তাদের দিকে চেয়ে থাকা সেই দুঃখিনী। তার ছোট মেয়েটি কোলে নিয়ে মনিকা একটু আদর করল। বললো, এই বয়সে মেয়ের মা না হলে ভাল হতো, তাই না রূপা?

রূপা ওড়না দিয়ে মুখ ঢাকলো। মৌ সেটি একটানে সরিয়ে ফেলে বললো, অল্প বয়সে বৌ হয়ে লুকোচুরী খেললে তখন লজ্জা করলো না, এখন এতো লজ্জা কেন? তোকে যদি আবার সেই স্বামীর ঘরে পাঠিয়ে দিই তাহলে সেখানে যাবি?

রূপা কোন কথা বললো না। ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললো। হঠাৎ মৌ এর পা দু'টি জড়িয়ে ধরে বসে পড়লো। মৌ তৎক্ষণাত তার হাত ধরে টেনে তুলে বললো, আমি ঠাট্টা করলাম আর তুই ভয় পেয়ে গেলি? আমরা তো জানি তোকে তালাক দিয়েছে। ভালই হয়েছে, নইলে এখন যদি তোকে দেখতে পেত তাহলে আবার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে উঠতো। তোর মেয়ে যতদিন দুধ খাবে ততোদিন তোর কাছে থাকবে, তার পর আমরা তার লালন পালনের দায়িত্ব নেব। তোকে আর এই বয়সে বিয়ে দেব না। স্কুলে ভর্তি করে দেব। এস.এস.সি পাশ করিয়ে একটা চাকুরীর ব্যবস্থা করে তার পর বিয়ের ভাবনা, কি বলিস রূপা?

রূপা কথা বললো না, মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো। মনিকা তার পিঠে হাত বুলিয়ে বললো, মন শক্ত করা চাই। সেই কুঁড়ে ঘরের স্বপ্ন যেন আর দেখা না হয় তাহলে জীবনের মূল্য বুঝতে পারবি।

প্রথমেই এখানে নিয়ে আসা এতিম বালক বালিকা কাশেম আর জরিনার মাথায় হাত বুলিয়ে ওরা আদর জানালো। ওরা হাসি মুখে মনিকাকে জড়িয়ে ধরলো। পিতৃ মাতৃহীন এই শিশু দু'টি জানে না তাদের মা বাবা কে। এক বুড়ীর কাছে ছিল সেখান থেকেই মনিকারা তাদের নিয়ে এসেছে। সেই থেকে ওরা আদর যত্নে আছে। মনিকা বললো, কেমন আছিস তোরা?

ওরা হাসি মুখে মাথা নাড়িয়ে জানালো ভাল আছি।

আর একটু বড় হলে তোদের স্কুলে পড়তে পাঠাব, কেমন? ওরা মনিকার সুখের দিকে চেয়ে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো। মুখে তাদের মিষ্টি হাসি ছড়িয়ে রয়েছে।

মনিকা রহমত চাচার বউকে ডেকে জিজ্ঞেস করলো, এখানে কেমন লাগছে চাচী?

ভাল।

www.pathagar.com

এটা কিন্তু আপনার আর রহমত চাচার সংসার। সবার দিকে খেয়াল রাখবেন। আপনি বৃদ্ধা মানুষ, যা পারেন তাই করবেন আর দুলালের মা রূপা আছে। সবাই মিলে মিশে বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে সুখ শান্তিতে থাকার চেষ্টা করবেন। কোন প্রকার অসুবিধা দেখা দিলে নীলিমাকে বলবেন সেই সব ঠিক করে দেবে।

ওরা অফিসে এসে বসলো। আনিস আবাক হয়ে গেল। এদের কার্যকলাপ দেখে সে বললো, আজ কাল অসংখ্য এন.জি.ও. মানবতার সেবার নামে মাঠ গরম করে চলেছে। কিন্তু তারা কি সত্যি নিগৃহীত মানুষের প্রকৃত সেবা করছে? দারিদ্র বিমোচনের নামে দরিদ্রতাকে চিরস্থায়ী রূপদানে তাদের গোপন কুটিল হিংস্র মূর্তির থাবায় বিপর্যস্ত করে দিচ্ছে। সভ্যতার লেবাসে এরা নিরন্তর ধোকা দিয়ে চলেছে সরকারের, সমাজের উঁচু স্তরের মানুষদের। আর দরিদ্র মানুষের চোখে ধুলা দিয়ে তাদের যা কিছু সম্বল কৌশলে অপহরণ করে নিয়ে একেবারে আশ্রয়হীন করে ছেড়ে দিচ্ছে। সারা দুনিয়ার মানব-দরদীরা চোখে ভেল্কি লাগিয়ে বিত্তবানদের কাছ থেকে অর্থ বিত্ত হাতিয়ে উন্নয়নশীল বিশ্বে জমজমাট ব্যবসা পেতে বসে আছে। এই সব ধূর্ত ধোকাবাজদের আসল চেহারা কেউ দেখতে চেষ্টা করেনি। বরং কৃত্রিম চেহারা দেখেই বাহবা দিচ্ছে আর উদার হস্ত প্রসারিত করে দিয়ে গোপন তহবিলের পাহাড় গড়তে সাহায্য করছে। দরিদ্র হত দরিদ্র হয়ে বিকালঙ্গ সমাজের কঙ্কাল হয়ে বিচরণ করছে। এই কি দরিদ্রের প্রতি সহানুভূতি, না উপহাস? কেউ এ প্রশ্ন শুনবে না উত্তর দেওয়ার প্রয়োজনও মনে করবে না। তোমরা যে কাজে নেমেছ এটি উত্তম। এমন মহৎ কাজে সাহায্যের চেয়ে বাধা বিঘ্নই আসে বেশী। তবু অত্যন্ত আনন্দিত, আমার তরুণ বন্ধুরা পারিবারিক আরাম আয়েশ ত্যাগ করে দুঃখী মানুষের কাতারে শামিল হয়েছে। আমি কোনদিন কল্পনাও করিনি এমন অসহায় মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে পারব। তোমাদের এই ক্ষুদ্র অথচ বৃহৎ কাজটিই আমার অন্তরে দাগ কেটেছে। আমি আজই মায়ের কাছ থেকে পঞ্চাশ হাজার টাকার চেক তোমাদের হাতে এনে দেব। যতদিন এই শহরে আছি ততোদিন যত প্রকার সাহায্য করতে পারি তা করব। তার পর একদিন শিক্ষা জীবন শেষ করে এসে ট্রাস্টের কাজে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনটি উৎসর্গ করে দেব।

আনিসের কথা শেষ হতেই মনিকা মৌ দু'জনেই উঠে দাঁড়িয়ে তার দু'হাত ধরে কৃতজ্ঞতা জানালো।

আমাদের যত বন্ধু আছে তার মধ্যে শাহীনের প্রতি আমার দুর্বলতা সবচেয়ে বেশী। তার মত সৎ, চরিত্রবান, মেধাবী, কর্মঠ বন্ধু আমাদের আর নেই বললেই চলে। তাকে কিছু আর্থিক সাহায্য দিয়ে একাজে লাগালে কেমন হয়?

www.pathagar.com

তোমার মত আমাদেরও সেই একই ধারণা। সেও আমাদের সাথে আছে। বিকালে তার আসার কথা আছে, তুমিও যদি আসতে পার তাহলে কথা হবে। তবে আমাদের ইচ্ছা তাকেও উচ্চ শিক্ষার সুযোগ দেয়া উচিৎ। কেননা, দারিদ্র বিমোচনের নামে যারা মায়া কান্না কাঁদে তারা সবাই উচ্চ শিক্ষিত। তাদের মোকাবেলায় আমাদের শিক্ষাগত যোগ্যতা আরও বেশী থাকা দরকার। তা না হলে আমরা সাফল্যের সোনলী সূর্যের মুখ দেখার আগেই পিছলে পড়ব।

অতি উত্তম কথা। এমন অঙ্গীকার আমাদের করতে হবে- এমন শিক্ষা লাভ করতে চাই, যা উপর স্তরের শিক্ষিত মানুষের দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হতে পারি। তাহলে সমাজের মূর্খতা ঘুচিয়ে পথ হারা মানুষের পথ দেখাতে পারব। কেউ নাক সিটকাবার অবকাশ পাবে না। আচ্ছা এখনকার মত আসি। আশা করি বিকালে আবার দেখা হবে।

আনিস চলে গেল। ওরাও বাসায় ফিরার জন্য গাড়ীতে উঠে বসলো। মৌ বললো, মনি তুই সেরেফ পরশ পাথর। তুই যাদের সাথে বন্ধুত করিস সেই সোনা হয়ে যায়। দুঃখ কেবল একটাই আমির ভাই তোকে চিনলো না। হতভাগা এই রত্ন যদি পরিহার করে তাহলে সারা জীবনই তাকে দুঃখের সাগরে সাতার কাটতে হবে। কি বলিস, মনি?

আমি বিশ্বাস করতে পারিনে যে, সে চলে যাবে। সে যদি আসে তাহলে প্রত্যাখান করব না। না এলে অপেক্ষায় থাকব।

কত দিন?

যত দিন পড়াশোনা শেষ না করছি।

তারপর?

তোর সারিতে তো স্থান পাব।

অর্থাৎ?

তোর সতীন হয়ে থাকব, হবে না?

ইস্! ভাগ করে নেব কেন ! কত রাজ পুত্র মালা হাতে দাঁড়িয়ে থাকবে। তার থেকে দু'জনে দু'টি বেছে নেব মনের মত।

তাহলে ভাবী জীবনের স্বপ্ন গড়া শেষ করে ফেলেছিস মৌ?

স্বপ্ন! না, তা আমি দেখিনি। ওরা ভয়ঙ্কর জীব। আলেয়ার মত ছুটে এসে দেখা দিয়ে পালিয়ে যায়। কেঁদে কেঁদে বুক ভাসালেও আর পাওয়া যায় না। আমি মনে করি স্বপ্ন দেখা পাপ।

বিকেল সাড়ে তিনটার সময় মনিকা মৌকে নিয়ে অফিসে এলো। আগামী কয়েক

www.pathagar.com

মাসের মধ্যে হয়তো তারা এখানে আসতে পারবে না। তাই নীলিমাকে কিভাবে কাজ চালাতে হবে তার পরামর্শ দিল। শাহীন আর আনিস খোঁজ খবর রাখবে। তাদের কাছে সাহায্য চাইলে তারা সব রকম সাহায্যই করবে। রহমত চাচাকে দিয়ে আশে পাশের এতিম নিরাশ্রয় অসহায়দের খোঁজ নিয়ে সংগ্রহ করে নেবে। কেবল মাত্র এই অল্প কয়েক জন নিয়েই ওরা পড়ে থাকবে না। তাদের সামর্থানুযায়ী যতটা সেবা করা সম্ভব ততোটাই তারা করবে। রূপা আর দুলালকে সময় মত স্কুলে ভর্তি করে দিবে। যখনই কোন সমস্যা দেখা দেবে তখনই টেলিফোন করে আমাদের জানালে আমরা আনিসকে দিয়ে সমাধান করিয়ে নেব। অথবা তুমি সরাসরি আনিসের সাথেও যোগাযোগ করতে পার।

ইতিমধ্যে তাদের বন্ধুরা সবাই এসে গেছে। আনিস তার ওয়াদা মত চেকটি মনিকার হাতে দিয়ে দিল। মনিকা তাকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে চেক গ্রহণ করল। আনিস তার আরও মেয়ে বন্ধুদের দেখে অবাক হয়ে গেল। ও হাসতে হাসতে বললো, মনিকা একটা শক্তিশালী চুম্বকের পাহাড়। এক জায়গায় বসে এতগুলো লৌহ একত্র করেছে অসম্ভব তার শোষণ ক্ষমতা। শীলা নীলারাও যে এতে ঢুকে পড়েছে এটা অসম্ভবই বলা চলে। তাদের বাবা মায়েরা সৌড়া মানুষ। এভাবে মেয়েদের ছেড়ে দিতে পারে না, তবু দিয়েছে এটাই বড় আশ্চর্য! সে জিজ্ঞেস করলো- শেষ পর্যন্ত তোমরা টিকে থাকতে পারবে তো?

শীলা বললো, কেন পারব না।

দু'দিন বাদেই তো শ্বশুর বাড়ী হাঁড়ি ঘুটতে পাঠাবে। তখন?

শ্বশুর বাড়ী তো সবাই যাবে তাই বলে কি ট্রাস্টের কাজ বন্ধ হয়ে যাবে। সেখানে থেকেও তো কাজ চালিয়ে যাওয়া যাবে? তোমাদের ঘরে বউ আসবে, আমরা স্বামীর ঘরে যাব এতটুকু পার্থক্য। কিন্তু তাতে সংগঠনের কাজে তো কোন বাধা নেই।

ওরা আর সময় নষ্ট না করে শহরে বেরিয়ে পড়লো অর্থ সংগ্রহ করতে। তাদের নিজ শহর। সবাই তাদের চেনে। নগদ আর প্রতিশ্রুতিসহ প্রায় সোয়া লক্ষ টাকার ব্যবস্থা হল। ফিরে আসার সময় শহরের বস্তি এলাকা থেকে তিনটা ছেলে মেয়ে আর এক বৃদ্ধাকে নিয়ে এলো। এদের কেউ নেই, দ্বারে দ্বারে ঘুরে ভিক্ষা করে খায়।

সন্ধ্যার আগেই ওরা অফিসে ফিরে এলো। কথা হলো, আনিস আর শাহীন এখানে দেখাশোনা করবে। আর আশ্রয়হীন কাউকে পেলে এখানে নিয়ে আসবে। আগামীকাল ওরা সিলেট যাবে। সেখান থেকে সুনামগঞ্জ যাবে। আনিস আর শাহীন তাদের সাথে গেলে ওরা খুব খুশী হবে। ওরাও যেতে চাইলো। সকাল

www.pathagar.com

দশটায় এই অফিস থেকে রওনা দেয়া হবে, তার আগেই সবাই যেন পৌঁছায়। তখনকার মত সবাই বাড়ী চলে গেল।

বাসায় পৌঁছে মনিকা একটা চিঠি পেয়েছিল। সেটা পড়া হয়নি। রাতের খাওয়া সেরে নিজের শোবার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। মৌ আর সে পাশাপাশি খাটের উপর পা ঝুলিয়ে চিঠিটা খুলে ফেলল। নিউইয়র্ক থেকে আমির আলি পাঠিয়েছে একখানা দীর্ঘ চিঠি।

প্রিয় মনি,

আমার উপর রাগ করেছো? রাগ না করলে অভিমান করেছো নিশ্চয়। মনে করেছ আমি তোমাকে ভুলে গেছি তাই না? আমি কি ভুলতে পারি তোমাকে। বার বার মনে পড়ে সিলেটের সেই নির্জন পার্কের ঝাউ গাছের নীচে সবুজ ঘাসের উপর বসে জীবনের অনেকগুলো পাতা বিনা কালিতে মনের আবেগ দিয়ে লিখে ভরিয়ে দিয়েছিলাম। মনে পড়ে তোমার? জানি ভোলা যায় না, খাতার কাগজের পাতা ছেড়া যায় সহজেই। ছিড়ে কুটি কুটি করে উড়িয়ে দেয়া যায় বাতাসে, আগুনে পুড়িয়ে ছাই করে দেয়া যায় কিন্তু হৃদয়ের পাতা তো ছেড়া যায় না মনি। আসবার সময় আমাদের সেই আলিঙ্গন মনের অজান্তেই বুকের তাপ বিনিময় করেছিল যেন। আমি তখন অনুভব করিনি কিন্তু তোমাকে ছেড়ে এই দূর দেশে এসে বুঝলাম তুমি যে প্রেমের পরশ আমার বুকে লাগিয়ে দিয়েছ সেটা নিছক এতটুকু স্পর্শ নয় সেটা শক্তিশালী অগ্নি স্ফুলিঙ্গ। তবে সেটা দাহ করে না, বাইরে প্রকাশ ঘটায় না। কেন জানিনা, দিনে দিনে তা আমার অন্তর জুড়ে বসে যাচ্ছে। হয়তো একদিন সাহারার মত বিস্তৃত হয়ে আমার হৃদয়ে তোমার অবস্থান চিরস্থায়ী করে দেবে। তুমি কি ভাব তা জানিনা। আমি এতো ভাবি তবে কেন আমার দীর্ঘ নীরবতা? এমন প্রশ্ন তোমার থাকা স্বাভাবিক।

অভিমান করো না লক্ষ্মী মনি আমার।

তুমি আমার হৃদয় জুড়ে বসে আছ, তোমাকে তো কিছু গোপন করতে পারি না। সব আমি অকপটে লিখে দেব তুমি যেন ভুল বুঝ না মনি। এ বড় আজব দেশ। আমরা দূর থেকে যেটা মনে করি তার প্রায় সম্পূর্ণ বিপরীত। আঠারো বছর পার হয়ে গেলে বাধা-বন্ধনহীন মুক্ত জীবন। একবার আমাদের স্কুলে একটি ড্রামা হয়েছিল। একজন অভিনি শিল্পী কয়েকটা ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে এসে একটা নাটিকা করেছিল। দু'টো বালক বালিকাকে সুন্দর করে সাজিয়ে নায়ক নায়িকা বানিয়েছিল, প্রেমের খেলায় যখন তারা বিভোর তখন নায়ক নায়িকার হাত ধরে গেয়ে উঠলো- আকূল দরিয়ার মাঝে উঠেছে প্রবল ঢেউ আমি রাজা তুমি রাণী, চল

www.pathagar.com

ভেসে যাই ঢেউ এর তালে। এদেশের মাটিতে এসে মনে পড়ে গেল সে নাটিকার কথা। নায়ক নায়িকার হাত ধরে কেমন করে ভেসে গেল। সেটা ছিল শিল্পীর কল্পনার ছবি, এখানে সেটা বাস্তব ছবি। প্রথমে দু' এক কথায় আলোচনার সূত্রপাত, পরিচয় বিনিময়, এর পরে বন্ধুত্ব। তার পর সেই শিল্পীর কল্পনার নায়ক নায়িকার মত ভেসে যাওয়া। শুনে খুব অবাক হচ্ছ না মনি? উন্নত দেশের শিক্ষিত মানব মানবীর জীবন-যাত্রার কথা শুনলে আমাদের দেশের অর্ধশিক্ষিত নর-নারীরা আতঙ্কে শিহরে উঠবে, চোখে দেখলে তো লজ্জায় মাথা কেটে ফেলবে সন্দেহ নেই। সেদিন ইউনিভার্সিটির মিউজিয়ামে আফ্রিকার একটি চিত্র দেখে আতঙ্কে শিহরে উঠেছিলাম। আফ্রিকার কোন কোন অঞ্চলে এখনও সেই হাজার বছরের পেছনের জীবন যাত্রা রয়ে গেছে। এখনও মানব মানবী উলঙ্গ জীবন কাটায়। পশুর মত যেখানে সেখানে তারা যৌন সঙ্গম করে। এক ঝাক মানব মানবীর মাঝে অবাধে এমন অশ্লীল কাজ চলে আর বাইরে যারা থাকে তারা হাত তালি দেয় আর আনন্দ করে। আর সভ্য মানুষেরা দূর থেকে সেই দৃশ্য ক্যামেরা-বন্দী করে এনে সভ্য দেশে উচ্চ শিক্ষার্থীদের দেহ মন উত্তপ্ত করে দেয়। এদেশে পারিবারিক মূল্যবোধ বালিরবাঁধের মত ক্ষণস্থায়ী রূপ নিয়েছে। ভাঙতে ভাঙতে একদিন নিঃশেষ হয়ে যাবে হয়তো। ভেসে কতদূর যাবে কল্পনা করা যায় না। এ দেশের মানুষ নতুনত্বের নেশায় মত্ত। তাই নারী পুরুষের অবাধ স্বাধীনতা আমার মনে হয় উপরে উঠতে উঠতে যেদিন সেখানে নতুন কিছু আর পাবে না- সেদিন আফ্রিকার যে ছবি দেখলাম সেখানে ফিরে যাওয়ার জন্য হন্যে হয়ে সব আবরণ উঠিয়ে ফেলবে।

আমার এক ঘনিষ্ঠ বন্ধু জনের জন্ম দিন উপলক্ষে তাদের বাড়ীতে নিয়ে গিয়েছিল। আমরা পড়ি নিউইয়র্কের নাম করা সিটি কলেজে। ওদের বাড়ী ব্রুকলীনে। তার মা-বাবা, এক বোন আর সে এই চার জনের ফ্যামিলি। তার মা বাবা দু'জনই চাকুরী করেন। বোন এমিলি স্থানীয় কলেজে পড়ে। বাবা মার সাহায্যের জন্যে সে দূরের কোন ভাল কলেজে যায়নি। তার ভাইয়ের বন্ধু হয়ে গেছি। তার মা-বাবা প্রথম পরিচয়েই যেন আমার মন কেড়ে নিল। আমি এমিলিকে ছোট বোনের মত স্নেহ করি, ওর মা বাবাকেও অত্যন্ত শ্রদ্ধা করি।

একটি টীনা গল্পে পড়েছিলাম- ধনী পিতা মাতার একমাত্র মেয়ে ছিল বেপরোয়া। বাবা মায়ের মৃত্যুর পর অঢেল অর্থ বিত্তের মালিক হয়ে আরও উগ্র হায়েনার মত হয়ে গেল। তার যৌন লালসা মিটাবার জন্য যাকে চাইতো তাকেই কৌশলে তার বাড়ী এনে বন্দী করে ফেলতো। তাকে ইচ্ছা মত ব্যবহার করত আর আঁচড়ে কামড়ে ক্ষত বিক্ষত করে ছেড়ে দিত। তাই তাকে বাঘিনী নামেই সবাই জানতো। পরিচিত জনেরা তার ধারে কাছে ঘেষতো না। এক দরিদ্র ট্যাক্সি চালক সুন্দর

www.pathagar.com

স্বাস্থ্যবান বলিষ্ঠ যুবক নাম তার হ্যাপি। বাঘিনীর নজরে পড়ে গেল। তাকে প্রলোভন দেখিয়ে নিয়ে গেল। হ্যাপি কি যাদু জানতো কি না জানি না। বাঘিনী তাকে স্থায়ীভাবে পাওয়ার জন্যে হিংস্রতা ভুলে গেল। যার অন্তরে মায়া দয়া প্রেম-প্রীতির লেশ মাত্র ছিল না, হঠাৎ করে তার হৃদয়ে তা আসন গেড়ে বসলো। হ্যাপিকে আর মাথার ঘাম পায়ে ফেলে ট্যাক্সি চালাতে হয় না। প্রেমের নৌকায় পাল তুলে দিয়ে বাঘিনী আর সে ভেসে চললো সব গণ্ডি পেরিয়ে অজানাকে জানতে। আমি জানি না আমার সাথে পরিচয়ের আগে এমিলি বাঘিনীর মত বেপরোয়া ছিল কিনা। কিছু দিন পরেই বুঝতে পারলাম আমি যে পরিচয়ে তাকে রাখতে চাই সে তার বিপরীত কিছু চায়। জন যে খোলা ঘরে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল একদিন অনুভব করলাম খোলা দরজা জানালা আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। আমি যদি বুঝতে পারতাম ভুল করে বাঘিনীর খাঁচায় পা দিতে যাচ্ছি তাহলে কোন দিন কি বন্ধুর জন্য দিনের আসরে যোগদান করতে যেতাম! বাঘিনীর মত আমাকে আঁচড়ে কামড়ে ছিড়ে দিতে চেয়েছে তবু আমি তাকে উপভোগ করতে দিইনি। আমার মন জুড়ে বসে আছ তুমি. সেখানে তো কোন খালি যায়গা নেই। কার এমন শক্তি আছে যে তোমার মজবুত অবস্থান হটিয়ে দখল করে নেবে। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। মুক্তির শ্বাস নিতে তাই জনের সাথে বন্ধুত্বও ছিন্ন করেছি। তুমি ভয় পেও না লক্ষীটি। আমি তেমনই আছি। দেশে ফিরে আসতাম কিন্তু তুমি আমাকে হয়তো বলবে- ভীত কাপুরুষ। তাই এ শহর ছেড়ে অন্য শহরে যাওয়ার চেষ্টায় আছি।

আমার মনি। আর একটি কথা লিখতে হচ্ছে, তুমি যেন ভুল বুঝ না। মামা মামিও যেন কিছু মনে না করেন। তা হচ্ছে এদেশে থাকতে হলে অনেক নিয়ম মেনে চলতে হয়। কোন ছাত্র ছাত্রী-ই পড়াশোনার ফাঁকে অবসর সময় কাজের বাইরে কাটাতে পারে না। গরীব ধনী সবার ছেলে মেয়েকে যে কোন প্রতিষ্ঠানে কাজ করতে হয়। তাই তাদের পেছনে কোন অর্থ সম্পদ ব্যয় করতে হয় না। পড়া শোনা শেষ করার আগেই অনেকেই স্বাবলম্বী হয়ে নিজের পায়ে দাড়িয়ে যেতে পারে। আমাকে কাজ করতে হয়। এখন অনেক টাকা পয়সা আমি জমিয়েছি, অতএব দেশ থেকে আর কোন আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন নেই। পরে যদি কোন দিন দরকার হয় সেদিন চেয়ে পাঠাব।

তুমি ডাক্তারী পড়তে চাও শুনে আমি খুব খুশী হয়েছি। তোমার বন্ধু মৌ কি পড়বে তাতো জানাওনি? খুব ভাল মেয়ের সাথে বন্ধুত্ব করেছ। তোমাদের যুগল ছবি আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। এখনও অনেক পথ পাড়ি দিতে হবে। এই ছবি সব সময় বুক পকেটে রেখে দিই। মাঝে মাঝে বের করে দেখি, অদ্ভুত শিহরণ জাগে মনে। যখন অস্থির হয়ে পড়ব তখন ঐ ছবি দেখে মনকে বোঝাবো। কোথায় দীর্ঘ

www.pathagar.com

সময়! অপেক্ষায় থাক, হয়তো কালই পেয়ে যাব। আচ্ছা মনি। তোমার বন্ধু আবার হিংসা করবে নাতো? তোমার বন্ধু অতএব আমারও সে আপনজন। তবু একটু কিন্তু থেকে যায়। তুমি আমি যেমন বুঝব সবাই তো তা বুঝবে না। তাই আমি মনে করি এ চিঠি তাকে না পড়ানো ভাল।

মামা মামি আর মাকে আমার সালাম দিও। মা হয়তো আমার প্রতি ক্ষেপে আছেন। তাকে একটু সান্ত্বনা দিও। তোমার ও মৌয়ের প্রতি রইলো আমার হৃদয় নিংড়ানো ভালবাসা।

ইতি-

তোমারই আমির।

চিঠি পড়া শেষ হতেই মৌ বললো, কি সর্বনাশ আমি তোর গোপন পত্র পড়ে ফেললাম যে?

মনিকা মুখ ভেংচে বললো, গোপন না ছাই।

প্রেমিক প্রেমিকার প্রেম বিনিময়ের পত্র অপরের পড়া মানে অনধিকার চর্চা।

হ্যা, প্রেম বিনিময়ই ঠিক তার আমার সাথে নয়।

কার সাথে?

তুই আগুনে ঘি ছড়াসনে।

আগুন কোথায়? এতো স্বর নিক্ষেপ।

তাও হতে পারে।

বড় ধূর্ত এই পত্র লেখকটি মনি। আমার ভয় হয় সে কাঁদায় পড়বে আমাদেরও ফেলবে। তোর কোমল অন্তর ভেঙে চৌচির করে দেবে তাতো আমি সইতে পারব না মনি। আহ্! গোড়া থেকেই যদি তোর সাথে আমার বন্ধুত্ব হত তাহলে প্রতারকের খপ্পরে তোকে পড়তে দিতাম না। দেখেছিস তো আমি এ ব্যাপারে কত হুঁশিয়ার। কত প্রেম পত্র আমার কাছে এসেছে, একটাও কি খুলে পড়েছি? খামের ভিতরেই প্রেমের বার্তা কেমন করে পুড়িয়েছি তা তো সবই তুই জানিস। মিথ্যে অভিনয় আর নয়। আমিরের কাছে তোর কয়টি ছবি আছে মনি?

অনেকগুলো।

সে নিয়ে গিয়েছিল?

যাওয়ার সময় দু'টি ছবি নিয়ে গিয়েছিল, একটি আমরা দু'জন পাশাপাশি বসে আর একটি আমার পূর্ণাঙ্গ ছবি। বাকিগুলো চেয়েছে, আমি পাঠিয়ে দিয়েছি।

www.pathagar.com

না জানিয়ে আমাকেও জড়িয়ে দিয়েছিস। কত গভীরে চলে গিয়েছিস তুই। কি করে বের করে আনবো আমি তোকে? তার ছবি আছে তোর কাছে?

আছে।

কয়টি?

অনেকগুলো।

সেগুলো এখনই আমার কাছে দিয়ে দে। তোকে তো আমায় উদ্ধার করতে হবে মনি। আমরা আর এক পাও অগ্রসর হতে যাব না। হয় শান্তিপূর্ণ উপায়ে মিলন নতুবা মাঝ খানে কঠিন পাথরের দেওয়াল তুলে দিতে হবে। যদি এর মধ্যে কোন ঘুন পোকা ঢুকে থাকে তাহলে তাকেই খাক, আমাদের দিকে আসতে দেব না। তুই একটুও ভেঙে পড়িসনে মনি। আজ থেকে মনের মধ্যে এই সত্যটি দানা বাধতে দে- হৃদয়ের প্রেম বিনিময় উষ্ণ আলিঙ্গন আর যতকিছু গোপন আদান প্রদান কেবলমাত্র মৌ এর সাথেই করেছি। আমার হৃদয়ের তারে যে বীনা বাদক অহরহ সুর সৃষ্টি করে চলেছে সে আর কেউ নয় মৌ। পারবি মনি আমাকে নিয়েই ভুলে থাকতে?

মনিকা তার বন্ধুকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললো। মৌ তার মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে আদর সোহাগ করতে লাগলো। কারও মুখে কোন কথা নেই। উজ্জ্বল আলোয় ঘরটি যেন মৌন হাসি হেসে লুটো পুটি খাচ্ছে। কোন শব্দ নেই। দখিনের খোলা জানালা দিয়ে সেই আলোর ছটা বাইরে ফলের বাগানে ছড়িয়ে হাওয়ার সাথে দোল খাচ্ছে। অসংখ্য জোনাক নিরুত্তাপ আলো জ্বালাচ্ছে আর নিভাচ্ছে। শহরের সমস্ত বাড়ীগুলো আলোহীন অন্ধকারে ডুবে আছে, কেবল রাস্তার লাইট পোষ্টের আলোগুলো বাতাসের সাথে খেলা করছে। কেউ কি জেগে আছে এখন? স্বচেতন মানব মানবী ঘুমে অচেতন। কেবল একটি বিরহী নারীর অন্তরের ব্যথা নিরাময় করতে আর একটি নারী তার হৃদয় দিয়ে চুষে নিচ্ছে ব্যথিত নারীর ক্ষত। শিল্পী ছবি আঁকে সামনে মূর্তিমান জীবন্ত কাঠামো দেখে। না দেখে কল্পনায় আঁকা ছবির জীবন্ত রূপ দিতে পারে না কোন শিল্পী। কেবল বিশ্বশিল্পীই পারেন সৃষ্টির অগোচরে এমন নিখুঁত ছবি আঁকতে। জাগতিক চোখ দিয়ে সেই ছবির রূপ দেখে কেউ মোহিত হয় না। অন্তর চক্ষু দিয়েই এর নিগূঢ় তত্ত্ব উপলব্ধি করে নিতে হয়। গভীর ধ্যানমগ্ন এই দৃশ্য কেবল মনের পর্দায় ছাপা হয়ে যায়। মুক ও বোবা দু'টি নারী যেন এই জগৎ সংসার ভুলে কোন অচিনলোকে হারিয়ে গেছে গভীর নীরবতায়। কতক্ষণ! রাত কত? সে চেতনা নেই কারও। সময় তো বসে নেই, আপন মনে বয়ে চলেছে অনাগত ভবিষ্যতের দিকে।

এক সময় দক্ষিণের খোলা জানালা দিয়ে ভেসে এলো মোয়াজ্জিনের মধুর

www.pathagar.com

আজানের ধ্বনি। মনিকার দু'টি চোখ কেঁপে কেঁপে উঠলো। আস্তে আস্তে চোখ মেলে দেখলো এক অপূর্ব শিহরণ জাগা দৃশ্য। দু'বন্ধুতে পরস্পর জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে খাটের উপর অবিন্যস্তভাবে। কি মধুর লাগছে এই আলিঙ্গন। না, এ সুখের পরশ সে ভাঙবে না। মৌ সত্যি আমি ধন্য। এই বন্ধু প্রীতির কাছে পৃথিবীর আর সব কিছুই অম্লান। থাকি না কেন এমনই ভাবে যুগ যুগ ধরে। আমার হৃদয়ে আর তো কোন বেদনা নেই বন্ধু। সব তো তুই চুষে নিয়েছিস। নইলে থেকে থেকে ছাড়ছিস কেন এতো বিষাক্ত দীর্ঘশ্বাস? মনিকা আবার দু'চোখ বুঁজে রাত্রের প্রথম প্রহরের দৃশ্যটি স্মরণ করার চেষ্টা করলো। খুব জোরে একটি দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল মনের অজান্তেই। মৌ জেগে গেল। দেখলো মনোরম দৃশ্যটি। ঘুম জড়িত চোখেই হেসে ফেললো সে। মনিকা চোখ খুলে সেই দিকে তাকালো। তার চোখে হাসির ঝিলিক। এক সময় উঠে বাথরুমে যেয়ে ঢুকলো। প্রাকৃতিক প্রয়োজন মিটিয়ে পাক হয়ে দু'বন্ধুতে দাঁড়িয়ে গেল পরম প্রতিপালকের দরবারে শুকরিয়া জানাতে। নামাজ শেষে কিছুক্ষণ পবিত্র কোরআন পাঠ করলো। আল্লাহর দরবারে দীর্ঘক্ষণ হাত তুলে দোয়া করলো। তারপর পরস্পর মুখ চুম্বন করে উঠে পড়লো। উভয়ে যেন নতুন জীবন লাভ করলো। অতীতকে আর কোনদিন সামনে টেনে আনবে না। বর্তমান নিয়েই তাদের যাত্রা অব্যাহত রাখবে।

চৌদ্দ

বেলা সাড়ে ন'টার সময় মা বাবার কাছে বিদায় নিয়ে ওরা বেরিয়ে পড়লো। প্রথমে ইসলামী ব্যাংকে আল আমিন ট্রাস্টের একাউন্টে গত কালকের চেক আর নগদ টাকা জমা দিয়ে অফিসে চলে গেল। যেয়ে দেখে বন্ধুরা এসে বসে আছে। নীলা, শীলা আর জুইও এসেছে। মনিকা জিজ্ঞেস করলো, তোরাও যাবি নাকি?

যাব।

বাবা মা কিছু বলবে না তো?

বলে এসেছি। এখনো রেজাল্ট বের হয়নি, বসে বসে কি করব। জীবনে হয়তো এমন সুযোগ আসবে না। তোরা চলে যাবি হয়তো ঢাকা শহরে, আমরা হয়তো চলে যাব শ্বশুর বাড়ী। কোনদিন যে আর দেখা হবে তেমন নিশ্চয়তাও তো নেই। বন্ধু বান্ধব এক সঙ্গে হৈ হুল্লোড় করে বেড়ানোই একটা আলাদা আনন্দ। কোন্ বোকা এমন সুযোগ ছাড়তে চায়?

www.pathagar.com

বর পেলে সব ভুলে যাবি নাকি?

তা ভুলবো কেন? যেখানেই থাকি ট্রাস্টের সাথে যোগাযোগ অবশ্যই রাখব। নাজনীন আপা তার বরকে কাজে লাগিয়েছে, আমরাও তেমন করে লাগিয়ে দেব। এমন কল্যাণমূলক কাজে কেউ পিছিয়ে থাকতে পারে?

পেছনে বাংলোর মধ্যে যেয়ে ছেলে মেয়েদের মাথায় হাত বুলিয়ে আদর জানিয়ে ওরা বেরিয়ে এলো। নীলিমাকে হাজার দশেক টাকা নগদ দিয়ে সবাই গাড়ীতে যেয়ে বসলো। গাড়ী যখন ছেড়ে দিল তখন বেলা এগারটা বেজে গেছে। ওরা সোজাসুজি সুনামগঞ্জে যাবে, তারপর সেখান থেকে সিলেট। শহর থেকে বেরিয়ে বড় শহর ধরে উত্তর দিকে তাদের গাড়ী ছুটলো। ভিতরে একদল প্রাণ খোলা চিড়িয়ার বাধা বন্ধন হীন মন যেন আরও জোরে ছুটে চলেছে দিগ দিগন্ত লেহন করে। মৌনতা ভেঙে আনিস বললো, উদার আকাশের বুকে বিচরণকারী সপ্তর্ষিমণ্ডল আজ যেন তার চিরস্থায়ী আসন ত্যাগ করে এই ধুলির ধরায় নেমে এসেছে, কি বলিস মনি?

আনিসের প্রশ্নে প্রথমে সবাই যেন থতমত খেয়ে গেল। মৌ এর মাথয় হঠাৎ করে উত্তর জুগিয়ে যায়। সে মুচকি হেসে বললো, আধিপত্য কিন্তু ঋষির নয় ঋষিণীর।

এবার সবাই বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলো। পাঁচজন মেয়ে আর দু'জন ছেলে এই সাত বন্ধুর প্রমোদ ভ্রমণ নয়, এ যেন নিরুদ্দেশ যাত্রা। আনিস বললো, সংখ্যা দিয়েই যদি বিচার করা চলতো তাহলে অগণিত নক্ষত্ররাজিই পৃথিবীকে আলোকিত করে রাখতো সূর্যের কিরণ প্রয়োজন হত না।

সমস্ত দিন তাপ বিকিরণ করে সূর্য যখন পশ্চিম গগণে ডুব মেরে লুকিয়ে যায় তখন অনন্ত নীলিমা জুড়ে যদি সেই অগণিত নক্ষত্ররাজি শোভা না পেত তাহলে সময়ের পাকে সূর্যকে পূর্ব গগণে উকি দেওয়ার মর্যাদাই থাকতো না। নিদাঘের তাপ গ্রহণ করার জন্যে আমরা মরুভূমিতে বসে উর্দ্ধ গগণে চেয়ে থাকিনে। বরং তার অসহনীয় দংশন থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিই গৃহে আর সবুজের মেলা বিস্তারকারী গাছপালার ছায়ায়। আবার যখন তার অন্তর্ধান হয় তখন আর কেউ পালিয়ে থাকে না বেরিয়ে আসে নিঃসীম নীলিমার নীচে সবুজ ঘাসের বুকে বসে উপভোগ করে প্রকৃতির অপরূপ সৌন্দর্য। তাই কারও মর্যাদা কম নয়। তোমরা উগ্র আমরা শান্ত স্নিগ্ধ। তোমরা অস্থির চঞ্চল, আমরা স্থীর ধীর পদচারিণী। তোমরা যেমন দপ করে জ্বলে উঠ তেমন মুহূর্তেই নিভে যাও, আমরা আস্তে আস্তে আলো বিকিরণ করে মায়াময় করে দিই পৃথিবীকে। তোমরা কর ধ্বংস, আমরা

www.pathagar.com

তিলে তিলে গড়ি। তোমাদের হৃদয় কঠিন, আমাদের অন্তর কোমলতায় ভরা। প্রেম ভালবাসা তোমাদের কাছে অভিনয়, আমাদের কাছে জীবন্ত। তোমরা চাও ক্ষণস্থায়ী বন্ধুত্ব, আমরা চাই চিরস্থায়ী বন্ধুত্ব।

পৃথিবীতে যা কিছু অমর সবই তো আমাদের কঠিন হাতেরই ফসল।

সেখানে কোমল হাতের স্পর্শ যদি তোমরা না পেতে, যদি না যোগাত এই অবলারা প্রেমের ইন্ধন, তাহলে কোথায় থাকত তোমাদের অমরত্ব? তোমরা আমাদের বোল ফুটতে দাওনি। চেয়েছ যুগ যুগান্তর ধরে অবলা করে রেখে উপভোগ করতে। বিধাতার কি অপার করুণা তোমাদের অলক্ষেই আমরা ভাষা প্রয়োগ করতে শিখেছি। তাই তোমরা নিজেদের দুর্বলতা ঢাকতে নারী স্বাধীনতার নামে হৈ চৈ শুরু করে দিয়েছ। আমাদের হাসি পায়, তোমাদের মায়াকান্না দেখে। নারী জাগরণের মূলে তোমাদের কোন দিনই আন্তরিক ইচ্ছা ছিল না, এটা অবধারিত সত্য। যদি গোড়া থেকেই আমাদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করতে তাহলে সীমানা ছাড়িয়ে আরও বহুদূর বিস্তৃত হয়ে যেত পৃথিবী। সেখানে বয়ে যেত শান্তির অমিয়ধারা, স্বর্গীয় সুষমায় ভরে যেত এর প্রতিটি অলিগলি। কিন্তু বড় দুঃখ বয়ে যায় মনে, তোমরা আজও বন্ধুত্বের হাত প্রসারিত করনি। আমাদের মুখ ফুটে কথা বলতে দেখে তোমরা শিহরে উঠেছো। তাই কৌশলে আমাদের আবার পেছনের সেই অসভ্য জগতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছ। আমরাও অবাক হয়ে দেখি আমাদেরই একদল বলগাহীন নারীদের ক্ষেপিয়ে তুলতে পেরেছ। শান্তির পথ নয়, অশান্তির পথ, সুন্দর পৃথিবী গড়ার পথ নয়, ধ্বংসের পথ তোমরা কৌশলে তৈরী করে চলেছো ধীর-স্থিরভাবে। নারী স্বাধীনতার নামে তোমরা যে ধুয়া তুলেছো তাতে প্রকৃত স্বাধীনতা কোথায়? বরং আরও পরাধীনতার কঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছি আমরা। উচ্চ শিক্ষার তকমা আটা একদল মূর্খ নারী তোমাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে। হায়রে অভাগা নারী। এতো বিদ্যে শিখেও যদি সেই অবস্থায় থেকে গেলাম তাহলে নিজস্ব বোল ফুটবে কবে?

এর পরেও তোমরা আমাদের সঙ্গী করে নিচ্ছ কোন আত্মবিশ্বাসে?

তোমরা কোন দিন আমাদের মায়ের রূপ ধরে বোনের রূপ ধরে বিচার করনি, তোমাদের সেই চিরন্তন ভুল ভাঙতে আমরা তোমাদের ভাই হিসাবে ব্যবহার করতে চাই, চিরস্থায়ী বন্ধু হিসাবে ব্যবহার করতে চাই। তোমরা কোন দিন আমাদের গড়ে নিতে চাওনি, আমরা পৃথিবীকে সুন্দররূপে গড়ে তুলতে তোমাদেরকে মনের মত করে তৈরী করে নিতে চাই।

আমরাও তো প্রতারণা, বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারি।

www.pathagar.com

যখনই সেটা বুঝতে পারব তখনই আমরা প্রত্যাখান করব। আমরা বুঝি ভালবাসা মানেই প্রেম-পত্র, হাসি মুখে চোখের মায়াময় চাহনী আর চাইনীজ রেস্তোরা নয়। তাই আমরা যাকে গ্রহণ করব প্রথমেই তার অন্তরের পাতাটি পড়ে নিতে চেষ্টা করব।

সত্যি আমি অবাক হয়ে যাই তোমাদের কথা শুনে। এই বিষয়ে এতো গভীর জ্ঞান তুমি কোথা থেকে অর্জন করলে মৌ?

আমি কি জানি কিছু। আমার বন্ধুই আমাকে হাতে খড়ি দিয়েছে। কেবল প্রথম পাতা ছবক নিয়েছি তার কাছ থেকে, জানিনে শেষ পাতাটি পর্যন্ত পৌছাতে পারব কিনা?

কে সে, তোমার সেই গুণধর বন্ধুটি?

মিস্ মনিরা চৌধুরী।

এবার মনে হয় তুমি আমার সাথে সত্য কথাটি চেপে গেলে।

কেন?

সে তো আমাদের ছোট বেলার সাথী। এক সাথে প্রায় দশ বছর পড়াশোনা করলাম। আমরা তো জানতাম শাহীনই আমাদের মধ্যে জ্ঞান বুদ্ধিতে সবার উপরে, আর সে ছিল দ্বিতীয় স্থানে। কিন্তু ছাত্র জীবনের বাইরে মনিকা যে সবাইকে টপকে গেছে তাই তোমার কাছে এই প্রথম শুনলাম। সত্যি নাকি শাহীন?

মৌ মিথ্যে বলেনি। আমিই তো ছিলাম তার কাছাকাছি। জানতাম তার মেধার কথা। আমি তখন অবাক হয়ে যেতাম সে কেন আমাকে উপরের আসনটি ছেড়ে দিচ্ছে।

মনিকা কৃত্রিম ক্ষোভ প্রকাশ করে বললো, এই শাহীন, এ সব কি হচ্ছে? আমি যা নই তাই কেন ছড়ানো হচ্ছে?

রাগ করিসনে মনি। যার যা প্রাপ্য তাকে তাই না দিলে যে তার মর্যাদা থাকে না। এই যে আমরা কয় বন্ধুতে মনের ঢাকনা আলগা করে বেরিয়ে পড়েছি এর মূলে কে! কার মাথার বীজ থেকে আল আমিন ট্রাস্টের চারা গজিয়েছিল? আসল সত্য এড়িয়ে আমরা মহাপাপী হতে পারব না।

গাড়ীর ভিতরে প্রচণ্ড একটা হাসির ঢেউ ঘুরে ঘুরে পাক খেতে লাগলো। মৌ বললো, এমন ধার্মিক সাধু পুরুষ আমাদের মধ্যে আছে তা এই প্রথম জানলাম। পাপ পুণ্যের প্রশ্ন যখন এলো তখন সাধকের কাছে দীক্ষা নেয়ার এখনই সময়, কি বলিস মনি?

তা অবশ্যই।

www.pathagar.com

মৌ সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললো, মহারাজ, দয়া করে আমাকেই আগে দীক্ষা দিন।

তারুণ্যের অট্টহাসি গাড়ীর জানালা দিয়ে বেরিয়ে বাইরে বাতাসের ঢেউয়ে মিশে কতদূর চলে গেল সেই দিকে কেউ খেয়াল করলো না। রাস্তার ধারে উৎসুক মানুষের দৃষ্টি গাড়ীর ভিতরের দিকে। ওদের গাড়ী তখন বানিয়াচং ডানদিকে রেখে আজমিরিগঞ্জের দিকে ছুটে চলেছে। আনিস বললো, সবাই যখন মুরুব্বি বানিয়ে দিলে তখন ছবকটা দিয়ে দিলেই তো হয়। প্রাপ্য সম্মান প্রত্যাখান করাও তো পাপ।

তোরা আসল বাদ দিয়ে নকল নিয়ে টানাটানি করছিস কেন আনিস? আল-আমিন ট্রাস্টের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান কে? কার নেতৃত্বে আমাদের এই যাত্রা? তার কাছে তো আমরা মুরিদ হয়েই গেছি আবার নতুন করে সেই প্রশ্ন কেন?

মৌ বললো, হার মানছি মহাশয়, দয়া করে আর লজ্জা দিবেন না। মনিকা বললো, তারুণ্যের হৃদয়ে যে কত কথা, কত ব্যথা, কত যে না বলা রহস্য লুকিয়ে থাকে কে তার হিসাব রাখে। আমাদের অনুন্নত সমাজে শিল্প নৈপুণ্য বুকে ধারণ করে কত যে জ্ঞানী গুণী ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে তার খোঁজও কেউ জানে না। কত যে তরুণ তরুণীর হৃদয়ের মাঝে অগণিত শিল্প প্রতিভা আবদ্ধ দরজার বাইরে আত্মপ্রকাশ করতে গুমরে গুমরে মরে জ্ঞানী গুণীদের তাতো অজানা নয়। তবু কেন তারা বদ্ধ দরজা খুলে দেয় না তাদের হৃদয়ের মাঝে চেপে রাখা শিল্পী মনের মহিমা ছড়াতে? এই যে তরুণের দল! কত উচ্ছ্বাস, কত আবেগ, কত অবলীলায় ব্যক্ত করে আনন্দ সাগরে ভেসে বেড়াচ্ছে। ফুটতে দিলেই সৌরভ বিতরণ করবে কেনা জানে। তবু কেন ফুটতে দেয়া হয় না? স্রষ্টা তো তার সৃষ্টিকে গোপন রাখেননি। হয়তো কিছু কিছু আগলে রেখেছেন। কেন এই আগলে রাখা? তারও কারণ আছে। শ্রেষ্ঠ সৃষ্টিরা তাদের মেধা কাজে লাগিয়ে সেই ঢাকনি উন্মোচন করবে বলেই অগোচরে রাখা। তাইতো নতুনত্বের স্বাদ কোন সময় ফুরোয় না।

আনিস বললো, আমার কি মনে হচ্ছে জানিস শাহীন?

কি?

যদি এই গাড়ীর চাকা কোথাও বন্ধ না হত, চলতো যুগ যুগ ধরে, আর বন্ধুরা মিলে এমনইভাবে বসে বসে মৌ আর মনির কথা শুনতে পেতাম মনে করতাম তুচ্ছ এ পৃথিবীর আলো বাতাস। দু'বছর কলেজে পড়লাম। কত যে লেকচার শুনলাম গুরুদের মুখে কিন্তু এমন অমূল্য রত্ন কে বিলিয়েছে আমাদের অন্তরে? একই শিক্ষা

www.pathagar.com

লাভ করেছি সবাই কিন্তু কত যে ব্যবধান আমাদের জ্ঞান আহরণে তাকি কোন দিন বুঝতে পারতাম যদি এই নির্ভীক তারুণ্যের যাত্রায় অংশীদার না হতাম? আমি চিরদিন হাস্য রসে সবাইকে মাতিয়ে রাখতাম কিন্তু আজ আমি নিজের মুখের কথা শুনেও অবাক হচ্ছি। কার প্রেরণায় আমি অনুপ্রাণিত হয়েছি। এমন অমূল্য রত্ন আমাদের হাতের কাছে থেকেও আমরা পাইনি, আর দূরে থেকে মৌ সেটা কেবল গ্রহণই করেনি একেবারে অন্তরের সাথে গেঁথে নিয়েছে। প্রবাদে বলে- 'মাণিকে মাণিক চেনে' তা মিথ্যে নয়। আহ! এমন কত ফুলের কুড়ি বাংলাদেশের অলিতে গলিতে কত যে অবহেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে- কে ফোটাবে তাদের?

মনিকা বললো, কেবল প্রশ্ন করলেই সমাধান পাওয়া যায় না। নিজের মধ্যে উত্তর দেয়ার যোগ্যতা রাখতে হয়। তুমি যতটুকু বুঝেছ এতটুকুও কেন আমাদের জ্ঞানী গুণীরা বুঝতে চায় না তা আমি ভেবে পাই না। আমাদের দেশ কত নীচে পড়ে রয়েছে আধুনিক বিশ্বের মোকাবেলায়। তবু আমি বলব আমরা পঙ্গু নই অথচ কেন আমরা খুড়িয়ে হাঁটি। আমরা অথর্ব নই তবে কেন ঝিম ধরে বসে থাকি। মূর্খ নই তবে কেন গোমূর্খের মত আচরণ করি। এতো জ্ঞানী গুণী তবু কেন অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাবুডুবু খাই? দেশে অজস্র শিক্ষা প্রতিষ্ঠান লক্ষ কোটি শিক্ষার্থী। অসংখ্য জ্ঞানী গুণী, কবি সাহিত্যিকের ছড়াছড়ি। তবু কেন শিক্ষার আলোর প্রখরতা নেই? অন্তর দিয়ে জাতির সেবায় কলম ধরে কি কেউ? কেবল কাঁদা ছোড়াছুড়ি, নিজের স্বার্থ হাসিল আর আদর্শহীন লেখার ধুম্র উদ্গীরণে জ্ঞান নামক বস্তুটি চোখ ঢেকে চলে যায় আড়ালে। তাই আজ শিক্ষার গর্বে গর্বিত মানুষের মধ্যে খুঁজে পাইনে বিদ্রোহী কবি নজরুল, মধুসূদন দত্ত, জসীমউদ্দীন, কায়কোবাদ, মীর মোশারফ হোসেন, নজিবর রহমানের মত আরও কত বাংলাদেশী মনিষীদের। কেন পাইনে? কমতি আছে কিছু? আপন শিল্প কর্মের গর্বে মদ-মত্ত সুধীমণ্ডলী কেন ভেবে দেখে না আমরা কি একে চলেছি। প্রাণ আছে কি তাতে? মানুষের অনুভূতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে কি তা? শুধু মাত্র শিক্ষা লাভ করলেই তো হবে না বন্ধু। তার মধ্যে সত্যের রূপ দিতে হবে, তবে তো তাতে প্রাণের স্পন্দন জাগবে। তাতে যা প্রসব করবে, সেটাই তো হবে অমর। মিথ্যার গর্ভজাত সৃষ্টি অমরত্ব পায় না। তা ক্ষণিকের জন্যে দোলা দেয় মনে। সে তো মরীচিকা। অকারণ তার পিছনে ঘুরে হয়রান হয়ে মরি। মিথ্যে আদর্শ আমাদের হৃদয়ের ঘুমন্ত অনুভূতি পরিপূর্ণভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে না। ঘুন কীট যেমন রসহীন বস্তুকে কুরে কুরে খেয়ে ভিতরটি ফোকলা করে দেয়, এই শিক্ষা আমাদের মস্তিষ্কে ঢুকে তেমন করে মেধার বিনাশ ঘটায়। তাই আমরা কত কিছু অথচ কিছু নই। প্রবাদে বলে- 'ছোট মুখে

www.pathagar.com

বড় কথা মানায় না।' কিন্তু আমি বলি এটা একটা জলন্ত মিথ্যে বুলি। জগতের বুকে যা কিছু অমর তার সিংহ ভাগই এসেছে ছোট মুখ থেকে। তাইতো কোন জ্ঞানি ব্যক্তির অভিব্যক্তি 'অল্প বিদ্যা ভয়ঙ্কর'।

শাহীন বললো, দেখ আনিস, আজ আমি সত্যি বলছি আমরা যতটুকু বিদ্যার্জন করেছি তা কেবল শিশুপাঠ নিয়েছি। মনের বন্ধ দুয়ার খোলার মত বিকল্প কিছু আয়ত্বে আনতে পারিনি। এখন মনে হচ্ছে এমন একটি বিদ্যাপীঠ আমরা তৈরী করতে পারতাম- যেখানে আমাদের মত তরুণ তরুণীর দল হবে শিক্ষার্থী আর তাদের শিক্ষা দেবে মনিকা আর মৌ-এর মত অস্পরীরা। বিধাতা যাদের প্রতি করুণা করেছেন তাদের কে দমিয়ে রাখতে পারে? তারা যেভাবেই হোক আত্মপ্রকাশ করবেই। ভেবে দেখ আমাদের কথা। কত ব্যবধান পরস্পরের পারিবারিক আর আর্থিক সমন্বয়ের। এতো দূরত্বে কি কোন দিন নিকটের অবস্থান কল্পনা করা যায়? এ এক অবিশ্বাস্য বাস্তবতা। হিংসা বিদ্বেশ অহংকার যেখানে বিস্তার লাভ করে ছেয়ে ফেলবে আমাদের, সেখানে তার বিপরীতে বেধেছে প্রেমের বন্ধনে। হৃদয়ের তারে ঘুমন্ত সুর যে বীণা বাদক জাগিয়ে দিল সে তো উত্তম প্রদীপ। লক্ষ লক্ষ তারুণ্যের বুকে জ্বলে উঠুক এমন শীতল প্রেমের প্রদীপ। অশ্লীলতা আর মিথ্যার অন্ধকার দূর হয়ে স্বর্গীয় আলোয় উদ্ভাসিত হোক বিশ্ব চরাচর।

ওদের গাড়ী আজমিরিগঞ্জ থানা সদরে যেয়ে দাঁড়ালো। ওরা সবাই নেমে পড়লো। মনিকার এক কলেজ বন্ধু নাজিরার বাবা এখানে থানা কর্মকর্তা। পরীক্ষার পর তার এখানে এসে বাবা মায়ের কাছে সময় কাটাবার কথা। আছে কিনা সেই খোঁজ নেওয়ার জন্যেই গাড়ী রাখা হয়েছে। বড় বাবু তখন অফিসে ছিলেন। পরিচয় দিতেই তিনি খুব খুশী হলেন। বললেন, নাজিরা বাসায় আছে, চলো তোমাদের বাসায় রেখে আসি। মনিকা বললো, আপনি কষ্ট করবেন কেন? আমরা তো বাসা চিনে নিতে পারি।

বড় বাবু হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, মায়েরা ছেলের কাছে এলো আর ছেলে বসে থাকবে। তাকি হয়?

দরজা টোকা দিতেই একটি ছোট মেয়ে ভিতর থেকে খুলে দিল। বড় বাবুর পিছনে পিছনে ওরা ঢুকে পড়লো। ওদেরকে সোফায় বসতে দিয়ে বড় বাবু তার মেয়েকে ডাক দিলেন।

নাজিরা! দেখ কারা এসেছে।

www.pathagar.com

নাজিরা বাবার গলার আওয়াজ পেয়ে ড্রয়িং রুমে এসে একেবারে অবাক। এমন অপ্রত্যাশিতভাবে সে তার বন্ধুদের তাদের বাসার অভ্যন্তরে পেয়ে যাবে তা ভাবতে পারেনি। সে ছুটে যেয়ে মনিকাকে জড়িয়ে ধরলো, মৌকে আলিঙ্গন করলো। সে আর কাউকে চেনে না। মনিকা তাদের সাথে ওর পরিচয় করিয়ে দিল। দু'বছর এক সাথে কলেজে পড়াশোনা করেছে, একই কলেজে পাশাপাশি রুমে বাস করেছে। সেই হাসি আনন্দে-ভরা দিনগুলোর কথা কে ভুলতে পারে। মৌ আর মনিকে কলেজের সব মেয়েরাই বলতো মানিক জোড়। সব শ্রেণীর মেয়েরাই ওদেরকে খুব ভাল বাসতো। নাজিরা আনন্দে নাচতে নাচতে ছুটে যেয়ে ওর মায়ের হাত ধরে টেনে নিয়ে এসে বললো, মা, আমি তোমাদের সাথে যে বন্ধুদের কথা সব সময় বলে থাকি তারা আজ আমাদের ঘরে এসে হাজির হয়েছে। মৌ আর মনিরা উঠে যেয়ে সালাম জানিয়ে দোয়া নিলো।

ভদ্র মহিলা তাদেরকে বুকে টেনে নিয়ে আদর সোহাগ করলেন। বললেন, তোমরা একটু গল্প কর মা, আমি তোমাদের খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

মনিকা বললো, আপনি মুরুব্বি! আমাদের জন্য কষ্ট করবেন তাকি হয়?

ভদ্র মহিলা হেসে ফেললেন। মায়েরা এসেছে মেয়েকে দেখতে, আজ আমার কি ভাগ্য। মায়েদের জন্য মেয়ে কিছু করতে পারবে না এটাও তো ভাল দেখায় না।

এমন দুর্লভ সময় কেন নষ্ট করব। আপনি বসুন, আপনার সাথে সময় কাটাব, তাতে আমরা বেশী খুশী হব।

কাজের মেয়ে আছে। আমি কেবল একটু দেখে শুনে দেব এই আর কি? সময় কাটানোর সুযোগের অভাব হবে না মা।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়া সেরে কয় বন্ধুতে মিলে গল্প-গুজবে হাস্য-রসিকতায় অনেক সময় কেটে গেল। বন্ধুত্বের দৃঢ় বন্ধন আর মাতা পিতার স্নেহ-ময়তায় তাদের যাত্রা সেদিন স্থগিত করতে হল।

বিকেলে ওরা বেড়াতে বেরুলো স্নিগ্ধ প্রশান্ত কুশিয়ারা নদীর তীরে। এখানে এসে অবশ্য নদীটি জালালাবাদ নাম ধারণ করেছে। পড়ন্ত বেলা শান্ত নদীর কিনার। কত জানা অজানা গাছ গাছালিতে জড়াজড়ি করে দুই পাড় ছেয়ে আছে। কুলুকুলু শব্দে নদীর স্রোত একটানা বয়ে চলেছে। প্রকৃতি এখানে যেন মায়ার জালে আবদ্ধ হয়ে তার অফুরন্ত প্রেম সুধা বিতরণ করে চলেছে অবিরাম গতিতে। নদীর তীরে গাছের ছায়ায় মোহময় রূপের উদরে বসে এই তারুণ্যে ভরা মানব মানবী তন্ময় হয়ে আকণ্ঠ পান করে চলেছে প্রকৃতির সেই অমৃত প্রেমের সুর লহরী। এই যে

www.pathagar.com

ঢেউ খেলানো পাহাড় আর টিলা বুক পেতে দিয়েছে অসংখ্য গাছ গাছালিকে দাঁড়াতে। নিয়তির একী খেলা! বাতাসের দোলায় নেচে নেচে তারা নিরন্তর আনন্দের শিহরণ জাগিয়ে চলেছে তার পেতে রাখা বুকে। কি যে পুলক, কি যে অনুভূতি কে বুঝবে তা।

মনিকা এক সময় নীরবতা ভঙ্গ করলো। বললো, স্রষ্টা করেছেন উত্তম সৃষ্টি, কি এর কারণ? লোক চক্ষুর অন্তরালে প্রকৃতির এই যে অপূর্ব রূপ! দেখে দেখে যার তৃপ্তি মেটে না। এই অতৃপ্ত মনকে কেন আমরা বিকশিত করি না। সত্য তো এরই মধ্যে লুকিয়ে আছে, আমরা কেন তালাশ করি না। বিজ্ঞান তো এর প্রতিটি অণুতে গাঁথা রয়েছে, আমরা কেন সাধনা করে বের করি না। সাহিত্য তো সে অনবরতই সৃষ্টি করে চলেছে আমরা কেন কলমে লিখে নেই না। এই ভাষাহীন শব্দহীন অমর কাব্য অহরহ সৃষ্টি হয়ে চলেছে, আমরা কেন তাতে ভাষা দেই না। শব্দ প্রযোগ করে কেন সুর সৃষ্টি করে ভাসিয়ে দেই না। এই যে নীরবে অব্যক্ত প্রেমের খেলায় হৃদয়ে হৃদয় বেঁধে একাকার হয়ে আছে আমরা তা কেন অন্তরে গেঁথে নেই না। প্রকৃতির এই রাজ্যে নেই কোন হিংসা বিদ্বেষ, নেই কোন মিথ্যার আশ্রয়। কেন এই দুর্লভ বিষয় নিয়ে আমরা সাধনা করি না। একে জয় করার সংকল্প না করে কেন পৃথিবীর বুকে বিচরণ করে বেড়াই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি বাংলার এই অপরূপ রূপ দেখেই তো অতীতে একে বার বার লুণ্ঠন করেছে বাইরে থেকে আগত নর শার্দুলরা। এই রূপের পূজা করেই তো আমরা সব পেতে পারতাম। কেন হন্যের মত ঘুরে মরি পশ্চিমা জগতের পরিত্যাক্ত উচ্ছিষ্ট বস্তু গলধকরণ করতে? মিথ্যার বেড়াজালে আমরা আবদ্ধ হয়ে গেছি। এ জাল ছিন্ন করে আমাদের নিজস্ব প্রকৃতিকে নিয়ে গবেষণা করতে হবে। যদি আমরা অনমনীয় মনোভাব নিয়ে লেগে থাকি তাহলে একদিন জ্ঞান বিজ্ঞান অবশ্যই আমাদের পায়ে মাথা কুটবে।

প্রকৃতি এখানে কথা বলে, প্রেম নিবেদন করে। আমরা সে কথা বুঝতে চেষ্টা করিনে, তাই প্রেমের বাঁধন শক্ত করে গাঁথতে পারিনে। শিল্প সাহিত্য বিজ্ঞানের দুরূহ বিষয়গুলো এর মধ্যে লুকিয়ে আছে। আমরা কেবল তপস্যা করে এর ঢাকনা উন্মোচন করার কৌশল আয়ত্তে আনতে পারলেই উন্নতির উচ্চ শিখরে আরোহণ করতে পারি। দেখ অস্তায়মান সূর্যের স্নিগ্ধ রশ্মি গাছ গাছালির ফাঁক দিয়ে নদীর পানিতে পড়ে রঙ ছড়িয়ে আমাদের রঙিন করে দিচ্ছে। নদীর এ রূপ দেখে তো মন বাধ মানে না। মনে হয় ঝাঁপিয়ে পড়ি এর বুকে। এর সাথে রঙের খেলায় মেতে উঠি আমরা। আর যদি হতে পারতাম দ্যভিঞ্চির মত শিল্পী। প্রকৃতির এই নিঃসর্গ রূপ এঁকে নিতাম মনের পাতায়।

www.pathagar.com

সূর্য হারিয়ে গেল বন ঝোপের আড়ালে। আলোর আভা আস্তে আস্তে বিলীন হতে চললো। প্রকৃতি এবার কালো শাড়ী মেলে দিয়ে ঢাকতে শুরু করলো বিশ্বচরাচর।

মনিকা একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বন্ধুরা তন্ময় হয়ে মনিকার কথা শুনছিল। প্রকৃতি যেন তাদের চেতনা হরণ করে নিয়ে কোন অজানায় লুকিয়ে ছিল। তাই সন্ধ্যার অন্ধকার তাদের সম্বিৎ ফিরাতে পারেনি। মনিকার ডাকে চমকে উঠে সবাই তার দিকে চাইলো। সে হেসে ফেললো। বললো, প্রেম পাগল মন। লুকোচুরি খেলবি না বাসায় যাবি?

নাজিরা বললো, তাইতো। সন্ধ্যা যে হয়ে গেছে, চল বাসায় যাই। রাতে খাওয়ার টেবিলে দারোগা সাহেব ওদের সাথে খেতে বসলেন। তিনি বললেন, মাঝে মাঝে তোমাদের আল আমিন ট্রাস্টের কথা কাগজে দেখতে পাই। সেটা কেমন চলছে?

মনিকা বললো, আমরা কেবল শুরু করেছি এর কার্যক্রম। বৃহত্তর সিলেটের চারটি শহরে আমাদের কাজ আরম্ভ হয়েছে। মোটামুটি আশানুরূপ সফলতা দেখতে পাচ্ছি।

তোমরা কতজন এই কল্যাণকর কাজে নেমেছ?

এই এখানে যারা উপস্থিত আছি সবাই ট্রাস্টের সদস্য। ক্রমান্বয়ে আমাদের মত তৈরী করে নিয়ে সদস্য আরও বাড়াতে থাকব।

নাজিরার কাছে তোমাদের অনেকের কথা শুনি। মনিকা আর মৌ কে?

আমি মনিকা, আপনার ডান পাশে মৌ।

তোমরা দু'জনেই তো প্রথম আরম্ভ করেছিলে?

জি। সবাই আমরা পরস্পর বন্ধু। ওদের আমরা তৈরী করে নিয়েছি।

নাজিরা তোমাদের সাথে আছে নাকি?

ও আমাদের সমর্থক কিন্তু এখনও পুরোপুরি যোগ দেয়নি। তাকে নিতেই তো আমরা এসেছি। কেবল আপনার অনুমতির অপেক্ষা করছি।

তোমাদের চিন্তাধারা উত্তম। এমন মহৎ কাজে অংশগ্রহণ করা বড় ভাগ্যের কথা। তবে কথা হচ্ছে তোমাদের এই সংস্থাটি তো দেখছি কেবল মেয়েদের দিয়েই চলছে। আমাদের বাঙালী সমাজে মেয়েদের পদে পদে বাধা বিপত্তি মা। পারবে তো মোকাবেলা করতে?

আপনাদের আন্তরিক দোয়া আর সহানুভূতি পেলে ভয় পাইনে।

তোমাদের অসীম মনোবল দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। নাজিরাকে আমি আটকাতে চাইনে, তবে লেখা পড়ার কি হবে মা?

www.pathagar.com

আমরাও তো লেখা পড়া শিখবো। আমাদের মাঝে কেউ ডাক্তারী পড়বে, কেউ আইন পড়বে, কেউ অনার্স পড়বে। উচ্চ শিক্ষা লাভ না করলে যে আমরা সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করে সাকসেসফুল হতে পারব না।

অতি উত্তম কথা। আমি আশাবাদি তোমরা একদিন সাফল্যের শেষ মঞ্জিলে পৌছাতে পারবে। তোমাদের এই বুড়ো ছেলেও পিছিয়ে থাকবে না। যতটুকু সম্ভব সাহায্য করতে চেষ্টা করবো।

বন্ধুর বাড়ী এসে সত্যি আজ আশাতিরিক্ত শান্তি পেলাম। মনের পুঞ্জিভূত বেদনা উপশম করতে আপনার মত জ্ঞানী মানুষের সাক্ষাৎ আমাদের ভাগ্যে খুব কমই ঘটে থাকে।

খাওয়া দাওয়ার পর বন্ধুরা মিলে অনেক রাত অবধি গল্প-গুজব, হাসি তামাশা করে কাটালো। এক সময় সকলে ঘুমের কোলে আত্মসমর্পণ করলো। পরদিন বেলা এগারটার সময় ওরা বেরিয়ে পড়লো।

ওদের পরিবারে আর একটি সদস্য বেড়ে গেল। বর্ধিত সদস্যা দারোগা তনয়া নাজিরা। কুশিয়ারা নদী পাড়ি দিয়ে ওরা সুনামগঞ্জের সীমায় প্রবেশ করলো। আঁকাবাঁকা রাস্তা, দু'পাশে অসংখ্য গাছ গাছালি আর বনঝোপে ভরা উচু নীচু টিলা। প্রকৃতি জড়াজড়ি হয়ে ওদের যেন স্বাগতম জানিয়ে উদরে বরণ করে নিচ্ছে। মাঝে মাঝে দৃষ্টি গোচর হচ্ছে উপজাতি সম্প্রদায়ের আবাল বৃদ্ধ বনিতাদের। মন কেড়ে নেই তরুণ তরুণীদের রঙিন পোষাক। প্রাকৃতিক ফুলের মালা গলে আর মাথার খোপায় বনফুলের মালা, বিচিত্র ভঙ্গিতে অপূর্ব সাজে সজ্জিতা হাস্য কলরবে নৃত্যের ভঙ্গিতে চলাফেরা- বন্ধু মনের কৌতূহল চেপে রাখতে পারলো না। এক উপজাতি পল্লীর কাছে গাড়ী রেখে ওরা নেমে পড়লো। বন জঙ্গলে ঘেরা পাহাড়ী টিলার মাঝে শহুরে সুন্দরীদের দেখে উপজাতি ছেলে মেয়েরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে গেল। মৌ একটা তরুণীর কাছে এগিয়ে যেয়ে তাদের মনের কথা ব্যক্ত করলো। ভাল নাচ দেখাতে পারলে ওরা পুরস্কার দেবে এও জানিয়ে দিল। তরুণী মুখে হাসি ফুটিয়ে মাথা নাড়িয়ে সম্মতি জানালো। সে দৌড়ে অদৃশ্য হয়ে গেল পল্লীর মধ্যে। আধাঘন্টা পরেই একদল তরুণ তরুণী হাস্য কলরব করতে করতে ওদের কাছে এসে গেল। অল্পক্ষণের মধ্যে তাদের বিচিত্র সাজই ওদের যেমন বিস্মিত করলো, তেমন মুগ্ধ করলো। তরুণের দল একদিকে, তরুণীর দল আর এদিকে অবস্থান নিয়ে তাদের শিল্পকর্ম শুরু করে দিল। বন্ধুরা শহরে বর্ণাঢ্য রঙ্গমঞ্চে নামকরা শিল্পীদের নাচ দেখেছে। সে নাচ চিত্তকে দোলা দিতে পারে, কিন্তু প্রাণ সঞ্চার করতে পারে না। প্রেমে যারা ব্যর্থ হয়েছে তাদের হৃদয়ের কান্না সাময়িক বন্ধ রাখতে পারে কিন্তু একেবারে স্তব্ধ করে

www.pathagar.com

দিতে পারে না। সেই শিল্প যে প্রাণ দান, করে তা কৃত্রিম- অল্পতেই মিলিয়ে যায়। জঙ্গলে ভরা পাহাড়ী টিলার মাঝে রঙ্গমঞ্চ বিহীন মাটির বুকে গাছের ছায়ায় এই শিল্প নৈপুণ্য যে প্রাণ সঞ্চার করছে তা যেন প্রকৃতই জীবন্ত। শহরের বর্ণাঢ্য রঙ্গমঞ্চে এই শিল্পের রূপ ফুটে উঠে না। প্রকৃতির বুকেই এই শিল্পের রূপ প্রকৃতির রূপের সাথে একাকার হয়ে যায়, তাই এই শিল্প বিক্ষুব্ধ অন্তরে প্রেমের স্পন্দন জাগায়। যাদের অন্তরে বেদনা আছে তা লাঘব করতে এখানে এলেই ব্যথার উপশম হয়ে যায়।

বন্ধুরা যখন গাড়ীতে যেয়ে উঠলো তখন মনে করলো তারা আকণ্ঠ অমৃতরস সেবন করে মনে প্রাণে দুর্জয় শক্তি সঞ্চয় করে নিয়ে চলেছে। যাওয়ার আগে দশজন শিল্পীর হাতে যখন শত টাকার নোটটি গুজে দেওয়া হল তখন তাদের মুখের মুক্তা ঝরানো হাসি সকলের প্রাণ যেন কেড়ে রেখে দিল।

মৌদের গ্রামের দেলোয়ার হোসেন বলে এক ভদ্রলোক সুনামগঞ্জ জেলা শহরে শিক্ষা অফিসের পিয়নের চাকুরী করেন। গ্রামে বেড়াতে যেয়ে কয়েকবার তাকে দেখেছে। মৌ গ্রামের সম্পর্কে তাকে চাচা ডাকে। তাকেই লাগিয়ে ছিল সুনামগঞ্জ শহরে আল আমিন ট্রাস্টের একটা অফিস খুলে কাজ শুরু করার জন্য, একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে নির্বাচন করতে। কিছু টাকা পয়সাও দেওয়া হয়েছিল। মনিকা তাকে চেনে না। ইতিপূর্বে এই শহরে তারা কোন দিন আসেনি। শহরে ঢুকে তারা অনেকের কাছে ট্রাস্টের অফিসের কথা জিজ্ঞেস করে জানলো এমন কোন খবর কেউ রাখে না। তখন ওরা জেলা শিক্ষা অফিসারের সাথে দেখা করলো। তাদের পরিচয় দিয়ে দেলোয়ারের সম্বন্ধে জানতে চাইলো। শিক্ষা অফিসার একদল তরুণ তরুণীর এমন মহৎ কাজের কথা শুনে খুব প্রীত হলেন। তিনি ওদের খুব সমাদর করে বসালেন। কলিং বেল টিপে পিওনকে দিয়ে চা নাস্তা আনিয়ে আপ্যায়ন করালেন। পরে দুঃখ প্রকাশ করে বললেন, দু'মাস আগে দেলোয়ার অন্যত্র বদলি হয়ে গেছে। তোমরা যে এমন উত্তম কাজে তাকে লাগিয়েছ তা যদি আমি জানতে পারতাম তাহলে তার বদলি বাতিল করে দিতাম। সে এ শহরে কোথায় এর অফিস খুলেছে তাও জানিনে। অফিসার এই অফিসের প্রত্যেকের কাছে খোঁজ নিয়ে দেখলো এ সম্বন্ধে কেউ কিছু জানে না।

তোমরা ওকে কত টাকা দিয়েছিলে মা?

পাঁচ হাজার।

কত দিন আগে?

ছয় মাস আগে। তাকে বলা হয়েছিল কাজ আরম্ভ হলে চিঠি মারফত অথবা

www.pathagar.com

টেলিফোনে জানাবে। আমরা টাকা সরবরাহ করব। কিন্তু এতদিনে আমরা তার কোন চিঠিই পাইনি।

তাহলে তো মা তোমরা ঠগের পাল্লায় পড়ে গেছ। তাকে চেন?

আমাদের গ্রামের বাড়ী বেড়াতে যেয়েই তার সাথে পরিচয় হয়। তার সম্বন্ধে ভাল করে খোঁজ খবর নেওয়া হয়নি। আমাদের গ্রামেই তার বাড়ী, এতেই আশ্বস্ত ছিলাম।

এখন তোমরা কি করতে চাও?

এখানে ট্রাস্টের একটি অফিস খুলে কাজ শুরু করতে চাই, এতে আপনার সক্রিয় সহযোগিতা আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি।

এখানে তোমরা কোথায় উঠেছ?

এখনও কোথাও উঠিনি। একটা ভাল আবাসিক হোটেল পেলে সেখানেই যেয়ে উঠবো।

তোমরা শিক্ষিত ছেলে মেয়ে। জাতির ভবিষ্যৎ কর্ণধার। আমার সাহায্য যখন চেয়েছ তখন আমি তা প্রত্যাখান করতে পারব না। আবার কারও হাতে তোমাদের ছেড়ে দিতে চাইনে। কেননা, তোমরা এখন সরাসরি আমার কাছে চলে এসেছো। চল, প্রথমে তোমাদের থাকবার জায়গাটার ব্যবস্থা আগে হয়ে যাক।

শিক্ষা অফিসার নিজেই ওদের সাথে গাড়ীতে যেয়ে উঠলেন। আমিন আবাসিক হোটেল। শহরে এটাই নির্ভরযোগ্য থাকার জায়গা। উপর তালায় পাশাপাশি তিনটি কক্ষ ভাড়া নিয়ে অফিসার ওদের নিয়ে উপরে গেলেন। হেটেলের বয় কক্ষ তিনটি খুলে ওদের চাবি দিয়ে নীচে নেমে গেল। অফিসার বললেন, আগামী কাল শুক্রবার আমার অফিস বন্ধ। আমি সকাল দশটার মধ্যে তোমাদের এখানে আসব। তার পর কি করা যায় একত্রে বসে পরামর্শ করে নেওয়া যাবে।

মনিকা লিয়াকতকে বললো অফিসার সাহেবকে তার অফিসে পৌছে দিতে। ওরা নীচে নেমে গেলেন।

প্রতিটি কক্ষে দু'টি করে সিঙ্গেল সাধারণ খাট। একটি কক্ষে শাহীন ও আনিস থাকবে। মেয়েরা ছ'জন দু'টি কক্ষে থাকবে। সিঙ্গেল খাট পাশাপাশি লাগিয়ে তিনজন করে থাকবে। সবাই ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে কক্ষের পজিশন ঠিক করে নিল। পোশাক পরিবর্তন করে বাথরুমের কাজ সেরে ওরা জোহরের নামাজ পড়ে নিল। লিয়াকত এলে ওরা একটি হোটেলে যেয়ে দুপুরের খাবার খেয়ে নিল। হোটেলে

www.pathagar.com

এসে বিশ্রামের জন্য শুয়ে পড়লো, অপরিচিত শহর। কারও সাথে জানাশোনা নেই, তাই ড্রাইভার গাড়ীতেই থাকবে।

এই প্রথম বন্ধুরা রাত্রি যাপন করছে আবাসিক হোটেলে। অভিভাবকহীন তরুণ তরুণীদের স্বাধীন ইচ্ছার উপর এমন করে ডানা মেলে বেড়ানো বাঙালী সমাজে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। অসীম মনোবল আর দৃঢ় চরিত্রের উপর যতই দণ্ডায়মান থাকুক, বাতায়নের গুপ্ত ছিদ্র দিয়ে হলেও কখন যে মিথ্যার কালো রেখা কান ভারী করে দেয়, এমন আশংকা যেখানে বলবত থাকে, সেখানে এই তরুণের দল প্রাণে প্রাণ মিশিয়ে কি করে ভাবনাহীন ভূবনে বিচরণ করে তা অতিব বিস্ময়। কেউ কারও তো আপন নয়। রক্ত সম্পর্ক যেখানে আপন করে বাধতে পারে তাতো নয়। কত মায়ের গর্ভে জন্ম নিয়েছে কত দূরের ব্যবধান এদের মধ্যে তবু আজ ওদের মনে হয় তারা পরস্পর কত আপনার। কিসের আকর্ষণ বেঁধেছে ওদের। যে আদর্শের দীক্ষা ওরা নিয়েছে তার বাঁধনের সুতা বড় মজবুত। কেউ কাকেও একা ভাবতে পারে না। এ এক নতুন পদধ্বনী। সকাল দশটায় শিক্ষা অফিসার এনায়েত উল্লাহ খান সাহেব এলেন। তিনি জানতে চাইলেন কেমন ধরনের মানুষ তারা চায়?

মনিকা বললো, আমরা সাধারণতঃ শিক্ষিতা বেকার মেয়েদের দিকে খেয়াল করি। কেননা, মেয়েরা সকল দিক দিয়ে পশ্চাদপদ তাই তাদের উপরে তুলে নেওয়ার ব্যাপারে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি নেই। যদি তেমন কোন মেয়ে আপনার পরিচিত থাকে তাকে দিতে পারেন।

তোমরা কেমন বেতন দেবে?

যোগ্যতানুসারে। পাঁচশত টাকা থেকে এক হাজার টাকা আমরা প্রথম দিয়ে থাকি। তারপর কাজের চাপ বাড়লে বেতনও বাড়বে। আর অফিস এমন যায়গায় নিতে হবে যেখানে শহরের কোলাহল নেই। শহরতলীতে হলেই ভাল হয়। অফিস আর বাড়ী একসাথে হলে আরও ভাল হয়। কেননা, আমাদের কর্মচারী যদি বিবাহিতা হন তাহলে যেন স্বামীসহ বাস করতে পারেন। তারপর এতিম দীন দরিদ্র অসহায় মেয়ে ছেলেদের রেখে সেবা করা যায়, সে সুবিধাও দেখতে হবে।

খান সাহেব ওদের নিয়ে প্রথমে জায়গা দেখতে গেলেন। তার অফিসের এক কর্মচারী একটা বাড়ীর সন্ধান দিয়েছিল গতকাল। তারও সেখানে থাকার কথা। গাড়ী নিয়ে সেই দিকে গেলেন। তাকে জায়গা মত পেয়ে গেলেন। পাঁচিল ঘেরা পাশাপাশি দু'খানা টিনের ঘর, পানি বাথরুম, রান্নাঘর সব সুবিধা আছে। তাছাড়া

www.pathagar.com

পাঁচিলের বাইরে পাকা রাস্তার কোল ঘেঁষে একটি ছোট টিনের ঘর। এখানে ভাড়াটে ছিল। মাস খানেক আগে তারা চলে গেছে। বাড়ীর মালিক সেখানেই উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষা অফিসার নিজে এসেছেন তাই মালিক বাড়ী ভাড়া বেশী দাবী করতে পারলেন না। পাঁচ শত টাকা মাসে ভাড়া ঠিক হল, লেখা লিখিও হয়ে গেল। গেটের আর ঘরের চাবি নিয়ে ওরা হোটেলে চলে এল। খান সাহেব একটি মেয়েকে জানতেন, তাকে এই হোটেলে আসার কথা বলেছিলেন। ওরা হোটেলের সামনে গাড়ী থেকে নেমে দেখলো একটি তরুণী দাঁড়িয়ে আছে। মেয়েটি খান সাহেবকে সালাম জানালো। খান সাহেব বললেন, মেয়েটি সম্বন্ধে তোমরা ওর কাছে জেনে নিতে পার। চাইলে ওকে রেখে দিতে পার। আমার বিশেষ কাজ আছে তাই চলে যেতে হচ্ছে, প্রয়োজন হলে কাল অফিসে দেখা করো।

মেয়েটিকে নিয়ে ওরা উপরে ওদের কক্ষে চলে গেল। সবাই এক ঘরে ওকে নিয়ে বসলো।

মনিকা জিজ্ঞেস করলো, তোমার নাম?

নন্দিনী।

বিয়ে হয়েছে?

না।

লেখা পড়া কত দূর জানো?

এস.এস.সি।

আর পড়লে না কেন?

কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম কিন্তু পড়া হল না।

কেন বাবা মা নেই?

আছে।

তারা খরচ দিতে পারলো না?

মেয়েটি মাথা নীচু করে বসে রইলো। কোন কথা বললো না। আমরা তোমাকে দিয়ে যে কাজ করাব তাতে বিশ্বস্ততার প্রশ্ন আছে। অতএব তোমার সব কিছুই আমাদের জানতে হবে। গোপন কিছু থাকলেও বলতে লজ্জা পাওয়ার কারণ নেই। এখানে আমরা পরস্পর বন্ধু। তুমি নিঃসঙ্কচে সব খুলে বলতে পার। আমরা নারী! নারীর অন্তরের ব্যথা আমরা বুঝি। এমনও তো হতে পারে, তোমার সব ঘটনা শুনে আমরা কোন উপকারে আসতে পারি।

www.pathagar.com

মেয়েটি একবার মাথা তুলে চারিদিকে চাইলো। তারপর আবার মাথা নিচু করলো। বললো, আমি কুলীন ঘরের ব্রাহ্মণ কন্যা। আমরা তিন ভাই আর দুই বোন। বাবা মোটামুটি অবস্থাসম্পন্ন। ভাইয়েরা বড়, তারা লেখাপড়া শিখে চাকুরী করে বিভিন্ন শহরে। বোনের মধ্যে আমি ছোট, এসএসসি পাশ করার পর মা আর পড়ার ব্যাপারে রাজি ছিলেন না। বাবা আমার বিয়ের চেষ্টা করে ভাল ঘরের ছেলে মিল করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত আমার পীড়াপীড়িতে স্থানীয় কলেজে ভর্তি করে দিলেন। হাইস্কুল থেকেই একটা ছেলে আমার পিছু নিয়েছিল কিন্তু তাকে প্রশ্রয় দিইনি তবু সে একটুও দমেনি। কলেজে যখন গেলাম তখন সে আরও এগিয়ে এলো। আমি যতদূরে সরে যাই সে ততো কাছে আসে। মাঝে মাঝে চিঠি লিখে আমার দিকে ছুড়ে দিত। আমি খুব লজ্জা পেতাম। কেউ চিঠি পেয়ে পড়ে ফেললে হয়তো কেলেঙ্কারী হবে এই ভয়ে আমি সেটি তুলে নিয়ে গোপন জায়গায় যেয়ে ছিড়ে ফেলতাম। সে পড়তো দ্বিতীয় বর্ষে আমি প্রথম বর্ষে। প্রথম কয়েক মাস তাকে এড়িয়ে চলতে পারলেও শেষ পর্যন্ত আর পারলাম না। আমারও দুর্বলতায় পেয়ে বসলো। বাবা বিয়ের জন্য চেষ্টা করে ছেলে মিল করতে পারেননি এই অনুভূতিটা আমার মধ্যে জেগে গেল। ভাবলাম বিয়ে তো একদিন করতেই হবে, বাবার দায় এড়িয়ে নিজেই যদি ঘর বাধতে পারি তাতে দোষ কি। আমাদের মাঝে তখন প্রেম-পত্র বিনিময় চলতে লাগলো। এর পর আড়ালে আবডালে কত সুখ দুঃখের কথা, কত রঙিন স্বপ্ন, কত মন দেওয়া নেওয়ার খেলা চললো। যতীন ধৈর্য ধরতে জানে না। সে একেবারে অধৈর্য হয়ে পড়লো। সে চায় আমি আমার সর্বস্ব তাকে ভোগ করতে দিই। কিন্তু আমি প্রেম করেছি বলেই এখনই সর্বস্ব খোয়ব তা চাই না। আমার ইচ্ছা কলেজ শেষে একটা আয়ের পথ বের করে তবে বিয়েতে বসব। শেষ পর্যন্ত তার অস্থিরতা দূর করতে আমি ভুল করে বসলাম। বললাম যতীন, তুমি যদি আমাকে সত্যিই পেতে চাও তাহলে বিয়ে কর। আমি আমার স্বর্বস্ব তোমার কাছে উজাড় করে দেব। সে এক কথায় রাজী হয়ে গেল। বললো, তুমি প্রস্তুতি নিয়ে এসো আগামী কালই রাতের গাড়ীতে আমরা সিলেট চলে যাব। সেখানে যেয়ে কোর্টে বিয়ে করব। আমি বললাম, তা কি করে হয়? এতো তাড়াতাড়ি কি করে সম্ভব। সে একটুও আর সময় দিতে চাইলো না। কি করবো আমি নিরূপায়। প্রেমের আগুন তখন আমাকেও যেন প্রবল বেগে দগ্ধ করছে। সেলোয়ার কামিজ, শাড়ী, ব্লাউজ কিছু গহনা পত্র ব্যাগ বোঝাই করে গোপনে বেরিয়ে পড়লাম।

সে আমাকে সিলেটে নিয়ে গেল। আমাকে স্ত্রী পরিচয় দিয়ে এক হোটেল কক্ষ

www.pathagar.com

ভাড়া করলো। রাতে শুয়ে আছি একই খাটে পাশাপাশি। কত কথা, কত গল্প যেন ফুরোয় না। এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছি। কতক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলাম জানি না। একটা শিহরণ জাগলো বুকে, ঘুম ভেঙে গেল। দেখলাম একটি শীতল হাত আমার বুকের উপর। এর পর এতোদিন আমি যে মূল্যবান সম্পদটি বাঁচিয়ে এসেছি আমার সেই অহংকার সে চূর্ণ করতে চাইলো। আমি উঠে বসলাম। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললাম, যতীন! এসব তোমার কি কাণ্ড? সে হাসতে হাসতে বললো, তোমাকে তো বউ বানিয়ে ফেলেছি আবার ভাবনা কি।

ছি! লজ্জা করে না তোমার? শর্ত ছিল বিয়ের আগে আমার অহংকার চূর্ণ করতে দেব না। এখন এমন ব্যবহার কেন?

কালকেই তো কোর্টে যেয়ে বিয়ের কাজ সেরে ফেলছি! এক রাতের জন্য আবার কিসের বাধা।

আমার ঐ এক কথা। বিয়ের আগে এক সেকেণ্ডের জন্য হলেও বাধা দিয়ে যাব।

সে ক্ষ্যান্ত হয়ে শুয়ে পড়লো। আমিও এক সময় ঘুম দমন করতে না পেরে শুয়ে পড়লাম। ঘুম যখন ভাঙলো দেখি যতীন ঘরে নেই। মনে করলাম বাথরুমে গেছে। উঠে দেখলাম সেখানে নেই। দরজার দিকে তাকিয়ে দেখি ছিটকিনী খোলা। ভাবলাম হয়তো বাইরে গেছে। আমি বাথরুমে ঢুকলাম। প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে বেরিয়ে এসে মনে করলাম একেবারে স্নান সেরে নিই। কাপড় বের করব বলে ব্যাগের কাছে যেয়ে দেখি সেটা খোলা কাপড় চোপড় ছড়ানো ছিটানো। বুকটা ধুক করে উঠলো। ওর মধ্যে টাকা পয়সা গহনা পত্র যা ছিল কিছুই নেই। ওর ব্যাগটিও দেখলাম ঘরের মধ্যে কোথাও নেই। তারপর কি হয়েছিল আমি জানি না। হয়তো মূর্ছিতা হয়ে পড়ে গিয়েছিলাম। যখন জ্ঞান ফিরে এলো তখন দেখলাম একটা প্রৌঢ়া মহিলা ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় আমার পাশে বসে আছে। আমি চোখ মেলে চাইলে তার মুখে একটু হাসির আভা ফুটে উঠলো। আমাকে বললো, তুমি এমন অজ্ঞান হয়ে পড়েছিলে কেন মা? আমি উঠে তার গলা জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেললাম। প্রৌঢ়া আমার মাথায় হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে লাগলেন। কি হয়েছে তা বারবার জানতে চাইলেন। তোমার স্বামী তোমাকে মেরেছে?

আমি মাথা নাড়িয়ে জানালাম না।

প্রৌঢ়া বললো, তোমাকে ফেলে কোথায় গেল?

আমি সংক্ষেপে দু'একটা কথা বলে তাকে বুঝালাম। যতীনকে উদ্দেশ্য করে সে বিশ্রী গালাগাল দিতে লাগলো। সে এই হোটেলের ঘর দোর পরিষ্কার করে,

www.pathagar.com

চাকরানী। সে বাইরে চলে গেল কিছুক্ষণ পর হোটেল ম্যানেজারকে সাথে নিয়ে উপরে এলো। তারই সহযোগিতায় আমি সিলেট থেকে সুনামগঞ্জে ফিরে এলাম। ভয়ে ভয়ে বাড়ী গেলাম। ভাগ্যলক্ষ্মী আমাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। অদৃষ্টের প্রতি কষাঘাত করতে করতে বাড়ী ছাড়তে হল। আমি কুলীন ঘরের মেয়ে যতীন ছিল নিম্ন শ্রেণীর। আমি তার সাথে চলে গিয়েছিলাম এটা যে কেমন করে অল্প সময়ে রাষ্ট্র হয়ে গিয়েছিল তা আমার বোধগম্য নয়। সমাজচ্যুতির ভয়ে বাবা মা আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না। আমি সুন্দরী তারপর আবার পথভ্রষ্টা। শহরের রক্ত চোষা হায়েনার দল কিল বিল করে ছুটে আসতে লাগলো আমাকে ছিড়ে খাবে বলে। আমি খুব ভয় পেয়ে গেলাম। যদিও ভুল করে ভালবেসেছিলাম কিন্তু এতো যে প্রেমের গান গেয়ে হৃদয় ভরালাম সেটা কি করে এক মিনিটেই উবে গেল- তার দংশন সহ্য করতে পারছিলাম না। আত্মহত্যা করার পথ খুঁজতে লাগলাম। কি ভেবে গেলাম আমার এক বন্ধু রোজীর কাছে। সে শিক্ষা অফিসার এনায়েত উল্লাহ খান সাহেবের মেয়ে। সে ইতিপূর্বে আমাদের ভালবাসার কথা কিছু কিছু জানতো। আমি তার সাথে সব খুলে বললাম। সে শুনে যেন আকাশ থেকে পড়লো। এতো ভালবাসা এতো প্রেম নিবেদন সব কি মেকী! তার বিস্ময় আর কাটে না। এক সময় সে বললো, ভয় নেই নন্দিনী। তুই যে তোর মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করতে পেরেছিস এটাই তোর ভাগ্যের দুয়ার আবার খুলে দেবে। তবে আমি সবচেয়ে বেশী আশ্চর্য হচ্ছি যাদের রক্তে তুই জন্মেছিস, তারা কেন তোকে ক্ষমা করতে পারলো না! সব মায়া-মমতা, প্রেম-প্রীতি এসব কি ঠুনকো? কি সাংঘাতিক সামাজিক অনুশাসনরে বাবা। তুই ভাবিস না, দেখি আমি তোর জন্যে কি করতে পারি। রোজী তার বাবাকে বলে তাঁদের অফিসের এক কেরানী সুবোধ বাবুর বাসায় আমার থাকার ব্যবস্থা করলেন। কয়েক জায়গায় টিউশানি করে, যা কিছু আয় করি তাই দিয়েই কষ্টে সৃষ্টে চালিয়ে দিই। প্রতিদিন একবার করে রান্না করি তাই দু'বার খেয়ে দিন রাত পার করি। গতকাল স্যার সুবোধ বাবুকে দিয়ে বলেছিলেন এখানে এসে দেখা করতে, তাই এসেছি।

নন্দিনীর কথা শেষ হলেও বন্ধুদের যেন সম্বিৎ ফিরে আসছে না। কত ব্যর্থ প্রেমের কাহিনী ওরা বইতে পড়েছে কিন্তু এমন জ্বলন্ত কাহিনী নায়িকার মুখ দিয়ে এই প্রথম তারা শুনলো। যতীনের মত এমন বিশ্বাসঘাতক লম্পট এমন করে মিথ্যে প্রেমের অভিনয় করে কত যে নারীর অমূল্য সম্পদ লুটে নিয়ে অন্ধকার পথে ভাসিয়ে দিয়ে চলেছে, তা বাইরের জগতে খুব কমই প্রকাশ পেয়ে থাকে। পাপিষ্ঠরা লোক চক্ষুর অন্তরালে অজানা পথে কত যে পাপের স্রোত বইয়ে দিয়ে

www.pathagar.com

সম্ভবনাময় সুন্দর জীবনের অকাল মৃত্যু ঘটিয়ে চলেছে, দিনে দিনে তার হিসাবের খাতা যেন ভারী হয়ে আসছে। সবাই যেন একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে একে অপরের মুখের দিকে চাইলো।

মনিকা জিজ্ঞেস করলো, কতদিন হল তুমি সব ছেড়ে চলে এসেছ?

আজ প্রায় আট মাস।

কোন ডিভিশনে তুমি এস.এস.সি পাশ করেছিলে?

ফার্স্ট ডিভিশনে।

বল কি! তুমি তো তাহলে ভাল মেধাবী মেয়ে। পড়াশোনা আর করতে চাও?

আমার তেমন সঙ্গতি নেই।

আমরা যদি তেমন সুযোগ করে দিই?

নন্দীনি নীচু হয়ে মনিকার পায়ে হাত দিতেই সে তাড়াতাড়ি তার হাত ধরে উপরে তুলে বললো- ছি! এ তোমার কেমন ভক্তি দেখানো। এমনটি আর কোন দিন করবে না। দুর্বলতা প্রকাশ করলেই ব্যক্তিত্বের অপমৃত্যু ঘটে। মনে করছ আমরা তোমার প্রতি করুণা করতে চাচ্ছি, তা নয়। আমাদের আদর্শ তোমাদের মত পথ হারাদের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানো। তোমার মৃত্যু আমরা চাইনে, তার বিকাশ ঘটাতে চাই। সুদিন অবশ্যই তোমার এক দিন ফিরে আসবে, সেদিন আবার পথ ভুল করবে না তো?

না দিদি। যে শিক্ষা পেয়েছি, তা জীবনে কোনদিন ভুলব না।

তোমার পেছনের সব ইতিহাস ভুলে যেতে হবে তোমাকে। বারবার পেছনের দিকে চেয়ে মিথ্যে কেন কষ্ট নেবে মনে। আমাদের কাছে যদি তুমি থাকতে চাও তাহলে এখনই তোমার পূর্ব স্মৃতি সব মুছে ফেলে নতুন করে যাত্রা শুরু করতে হবে। পারবে তো?

পারব দিদি।

তুমি কুলীনের মেয়ে এ অহংকার তোমাকে ত্যাগ করতে হবে।

সেতো আমার পরিচয় নয় দিদি। আমি এখন পথের পথিক। ভাগ্যক্রমে আপনাদের সাথে পরিচয় হয়ে গেল। এখন আমার বড় পরিচয় আমি আপনাদেরই একজন।

আমাদের আচার অনুষ্ঠান, খাওয়া দাওয়া চলাফেরা সব কিন্তু আলাদা। যার সংগে তোমার কোন পূর্ব পরিচয় নেই। পারবে তো মানিয়ে নিতে?

খুব পারব। ভুল করলে শিখিয়ে নেবেন দিদি।

www.pathagar.com

ওটা আমাদের আদর্শের একটা শর্ত। আমরা যাকে গ্রহণ করি তাকে নিজের মত করে গড়ে নিই। এই দেখ আমরা ছেলে মেয়ে পরস্পর বন্ধু। আমাদের ভেসে যাওয়ার অনেক সুযোগ রয়েছে কিন্তু আমরা কোন দুর্বল মুহূর্তেও একথা মনে করি না। কেন জানো, আমরা যে আদর্শে বিশ্বাসী, সে-ই আমাদের এমন মধুর শিক্ষাটি দিয়েছে। তাই আলোর রাজ্যে ভেসে বেড়াই। অন্ধকার আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। তবে হ্যাঁ, একটি কথা বলে রাখি। আমরা কারও ধর্ম বিশ্বাসের উপর হস্তক্ষেপ করি না।

আমার আর ধর্ম কি দিদি। যে আমাকে পথে বের করলো সে প্রতারণা করল। ধর্ম শাসনের নামে বাবা মা আমাকে প্রত্যাখান করলেন। আমি সর্বহারা পথের কাঙাল। সব ভুলে যখন আমার নতুন জীবন শুরু করতে হবে তখন সেই জীবন আমাকে যেখানে টেনে নিয়ে যাবে আমি সেখানে যেয়েই দাঁড়াবো। এতে কারও হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হবে না।

এটা তোমার ব্যক্তিগত ব্যাপার। আমরা এখানে একটা অফিস নিয়েছি। সেখানেই তোমাকে থাকতে হবে। তোমাকে সাহসী হতে হয়ত সময় লাগবে তাই একজন প্রৌঢ় ব্যক্তির যদি তোমার সন্ধান থাকে তাকে নিয়ে নিতে পার। আমরা হয়তো আর দু'দিন এখানে থেকে তোমার সমস্ত কাজ বুঝিয়ে দিয়ে চলে যাব। আমাদের ট্রাস্টের কাজ কানা, খোড়া, এতিম, রোগে-শোকে অসহায় ছেলে মেয়েদের সেবা করা। যাদের কোন সাহায্যকারী নেই, তাদের অবলম্বন হওয়া। আর্থিক সহযোগিতা আর পরামর্শ আমাদের, বাকী কাজ তোমাকে করতে হবে। পারবে তো?

খুব পারব।

অনেক টাকা-পয়সা তোমার হাত দিয়ে লেনদেন হবে তাই হয়তো অনেকে যেচে পড়ে তোমার সাথে বন্ধুত্ব করতে আসবে, তুমি তার মোকাবেলায় কি করবে?

আমি প্রশ্রয় দেব না।

তোমাকে সর্বাগ্রে সাহসী হতে হবে। তোমার আত্মমর্যাদাবোধ থাকতে হবে। তাহলে কেউ বিরক্ত করতে সাহস করবে না।

সবাই বাথরুম থেকে স্নান সেরে নিল। মনিকা তার একসেট পোষাক নন্দীনিকে দিল। সে নিতে সঙ্কোচ বোধ করছিল, তবু নিতে হল। ওরা বাইরে একটা হোটেল থেকে দুপুরের খাবার খেয়ে এলো। বিশ্রামে কিছু সময় কাটিয়ে বিকালে নন্দিনীকে তাদের ভাড়া করা বাড়ী দেখিয়ে নিয়ে এলো। সে সব দেখেশুনে বেজায় খুশী হল।

www.pathagar.com

মনিকা বললো, আগামীকাল তোমার যা কিছু আছে সব নিয়ে সুবোধ বাবুদের কাছ থেকে বিদায় চেয়ে সকালেই এখানে চলে এসো। অসুবিধা আছে?

না। তবে রোজীর সাথে একটু দেখা করতে হবে। তার বাবা মার কাছ থেকে দোয়া নিতে হবে। সেগুলো আজকেই সেরে নেব। সকালে আমি চলে আসব।

ঐ যে বলেছিলাম একটি প্রৌঢ় ব্যক্তির কথা, সেটা খেয়াল রেখো। সে বাড়ী পাহারা দেবে, পিয়নের কাজ করবে আরও হয়ত কত কাজ করতে হবে। এমন একটা লোক অবশ্যই দরকার।

আপনি ভাববেন না দিদি। দেখে নেওয়া যাবে। নন্দিনী চলে গেল। বন্ধুরা গাড়ী নিয়ে শহরের বাইরের দিকে বেরিয়ে পড়লো। একটু দেখে আসা যাক কেমন এখানকার পরিবেশ পরিস্থিতি।

পনর

পরদিন বিকাল সাড়ে তিনটায় নন্দিনী বেডিং পত্র, জামা কাপড়, হাড়ি পাতিল যা ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তি ছিল সব নিয়ে এলো। বন্ধুরা ওকে নিয়ে ভাড়া বাড়ীতে চলে গেল। একটি ঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে সেখানে নন্দিনীর থাকার ব্যবস্থা করা হলো। একে তো শহরতলীতে বাড়ী তারপর নন্দিনী অল্প বয়স্কা মেয়ে, একা কি করে থাকবে, এটা হল প্রথম সমস্যা। সে কিন্তু সাহস জোগাল আমার ভয় করবে না।

মনিকা বললো, যতদিন তুমি একা নিরাশ্রয় ছিলে ততোদিন তোমার ব্যাপার ছিল। কিন্তু এখন তুমি আমাদের হয়েই এসেছো, অতএব তোমার নিরাপত্তার দায়িত্ব আমাদেরই বহন করতে হবে।

ওরা আশে পাশে স্কুল কলেজের ছেলে মেয়ে বা কোন শিক্ষক পাওয়া যায় কিনা তার অনুসন্ধান করতেই নিকটেই একজন অবসর প্রাপ্ত স্কুল শিক্ষককে পেয়ে গেলো। তাদের ট্রাস্টের ব্যাপারে আলোচনা করলে তিনি খুব খুশী হলেন। বললেন, সারা জীবন পরিশ্রম করে পরের ছেলে মেয়ে মানুষ করেছি, এখন বসে বসে সময় কাটাতে কষ্ট হয়। তোমরা এখানে জনসেবার কাজ করবে সেতো ভাল কথা। আমিও তোমাদের কাজে অংশ নিয়ে সময় কাটাতে পারব। তবে রাতের বেলা আমার থাকা সম্ভব হবে না। আবার মেয়েটিকে একলা এখানে ফেলে রাখাও যায় না। আমার একটা বৃদ্ধ লোকের কথা জানা ছিল তার বৃদ্ধা স্ত্রী ব্যতীত কেউ

www.pathagar.com

নেই। খুব গরীব, ভিক্ষে করে খায়। যদি তোমরা মনে কর তাহলে খোজ নিয়ে দেখলে হয়, তারা থাকতে পারবে কিনা।

তখনই মাষ্টার সাহেবকে গাড়ীতে উঠিয়ে নিয়ে ওরা গেল সেই বৃদ্ধের সন্ধানে। বৃদ্ধের নাম আব্দুল। সে ভিক্ষার ঝুলি কাঁধে করে কেবল বাড়ী এসে দাঁড়িয়েছে, সেই সময় ওরা সবাই গাড়ী নিয়ে সেখানে হাজির। একখানা ভাঙাচোরা দোচালা ঘর, বন জঙ্গলের ঝাপ দিয়ে ঘেরা। তার এক পাশে বৃদ্ধ বৃদ্ধা থাকে তার এক পাশে রান্না বান্না করে। আগে শক্তি থাকতে জন মুজুরী খাটতো, এখন আর সে বয়স নেই, কাজ করতে কষ্ট হয়। তাই ভিক্ষে করে কোন রকম চলে।

মনিকা বৃদ্ধের কাছে যেয়ে বললো, আমরা আপনাকে নিতে এসেছি। ভিক্ষার ঝুলি তখনও তার কাঁধে। বৃদ্ধ বিস্মিত হয়ে ওদের দিকে চেয়ে রইল ফ্যাল ফ্যাল করে।

মাষ্টার সাহেব বললেন, শুনলে আব্দুল। এই মেয়েরা তোমাকে নিয়ে শহরে টিনের বাড়ীতে থাকতে দেবে। তোমাকে আর রোদ বৃষ্টি মাথায় করে ভিক্ষে করে খেতে হবে না। তোমার বউ আর তুমি যেয়ে সেখানে থাকবে। যা কিছু পারলে করবে, না পারলে করতে হবে না, কেবল বাড়ী পাহারা দেবে।

বৃদ্ধ ভাজপড়া কপাল কুঞ্চিত করে বললো, কনে যাব?

এই শহরের পাশে নইমুদ্দিন মিয়ার বাড়ী আছে, সেই বাড়ীতে। এই ছেলে মেয়েরা সেই বাড়ী ভাড়া নিয়েছে। তোমাদের মত গরীব মানুষের দেখা শোনা করবে। বুড়ীকে নিয়ে এখনই চল। খুব আরামে থাকতে পারবে।

কালো দাঁত বের করে বৃদ্ধ একটু হাসতে চেষ্টা করলো। বললো, তা মাষ্টার সাহেব আমাদের কি এমন ভাগ্য কোন দিন হবে?

কেন হবে না, দেখ না যেয়ে কি হয? তোমাকে তো ঘরবাড়ী ভেঙে যেতে বলছিনে।

এহনই?

হ্যাঁ। তোমাদের তো কেবল হাত আর পা। তা এখন আর তখন কি।

নাও চলো।

কাঁথা-কাপড়, বোকচা-বুকচি বেঁধে বুড়ো বুড়িকে গাড়ীতে তুলে দিলেন। তিনি বললেন, তোমরা আজ যাও মা। আমি কাল সকালে তোমাদের ওখানে যাব।

ভাড়া করা বাড়ীতে যেয়ে আব্দুলকে পাশের ঘরটি দেখিয়ে মনিকা বললো, এই ঘরে আপনারা থাকবেন চাচা। আপনাদের কাজ এই সব বাড়ী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন

www.pathagar.com

রাখা আর রান্না বান্না করে খাওয়া। আমাদের এই মেয়েটি এখানে একা থাকবে, তাকে নিজের মেয়ে মনে করে দেখা শোনা করবেন। ও খুব ভাল মেয়ে আপনাদেরও গুরুজনের মত শ্রদ্ধা করবে। আপনাদের তো কোন ছেলে মেয়ে নেই। বুড়ো বয়সে না হয় একটা মেয়ের বাবা মা হলেন তাতে দোষ কি?

বৃদ্ধ আব্দুল এক গাল হেসে বললো, না, দোষ হবে কেন।

ইচ্ছা করলে আপনারা এক সাথে খাওয়া দাওয়া করতে পারেন। আপনাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা ঐ মেয়েটিই করবে। ওর নাম নন্দিনী। মা বলে ডাকতে পারেন আবার নাম ধরেও ডাকতে পারেন। আপনারা ঘর গোছান আমরা একটু পরেই আসছি। মনিকা সবাইকে সেখানে রেখে মৌ নন্দিনী আর আনিসকে নিয়ে বাজারের দিকে গেল। চাল, ডাল, তরকারী এবং আর যা যা প্রয়োজন সব কিনে নিয়ে ফিরে এলো। এতো কিছু দেখে বুড়ো বুড়ির সেকী আনন্দ। মনিকা বললো, চাচা, আপনাদের মেয়েকে নিয়ে থাকতে পারবেন তো?

বৃদ্ধ হে হে করে হেসে বললো, খুব পারব। আমার এই হাত দু'খান যেন ইস্পাত। এখনও অনেক বল আছে মা?

নামাজ কালাম কিছু জানেন তো?

তা জানিনে? এ বয়সে ধর্ম-কর্ম না জানলে বাঁচবো কি নিয়ে?

খুব ভাল কথা। আপনার মেয়ের আর আমাদের জন্য একটু দোয়া করবেন, কেমন?

আমি তোমার চাচী, আমরা দু'জনেই দোয়া করব।

আজকের মত আমরা চলি, কাল এসে কি করতে হবে তা সব বুঝিয়ে দিয়ে যাব।

হোটেলে ফিরে যাওয়ার আগে ওরা শহরে এক আর্টিস্টের দোকানে গেল। আল-আমিন ট্রাস্টের একটা সাইন বোর্ড লেখার অর্ডার দিতে। কথা হলো ওটা রাতের মধ্যেই লিখে শেষ করতে হবে, সকাল ন'টার মধ্যে ওরা এসে নিয়ে যাবে।

সকালে বেশ একটু বেলা হলে বন্ধুরা একেবারে স্নান সেরে নাস্তা করে বেরিয়ে পড়লো। সাইন বোর্ডটি নিয়ে ওদের ভাড়া বাড়ীতে যেয়ে দেখে বৃদ্ধ মাষ্টার সাহেব নন্দিনীর সাথে খোশ গল্পে মেতে উঠেছে। এখনই তাদের দাদা নাতী সম্পর্ক পাতানো হয়ে গেছে। মনিকা হাসতে হাসতে বললো, সম্পর্ক তো ভালই পাতিয়েছেন কিন্তু দেখেছেন সংখ্যায় ক'গণ্ডা?

মাষ্টার সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, সারা জীবন পাল পাল ছেলে মেয়ে নিয়ে চরালাম আর এই গন্ডা দু'য়ের জন্য ভয় পাব কেন আপা?

www.pathagar.com

মৌ এগিয়ে এসে মাষ্টার সাহেবের ডান হাত উঁচু করে ধরে বললেন, কত ঢিলা হয়ে গেছে দেখছেন। আমাদের দেখুন তো কেমন মজবুত। সইতে পারবেন তো?

বন্ধুরা সবাই উচ্চস্বরে হেসে উঠলো। সেই হাসি টিনের ঘরের মধ্যে পাক খেয়ে গম গম করে বাজতে লাগল। ওরা আসার সময় শহরের একটি ফার্নিচারের দোকান থেকে একটি টেবিল, খান চারেক চেয়ার, দু'টা বেঞ্চি নিয়ে এসেছিল। বৃদ্ধ মাষ্টার সাহেবকে দিয়ে রাস্তার ধারের ছোট ঘরটিতে সাইন বোর্ড টাঙিয়ে অফিস উদ্বোধন করে নিল। মৌ একটু মুচকি হেসে বললো, দাদু! এমনে এমনে খাতির করলে তো হবে না, আমাদের কিছু খোরাকের ব্যবস্থা করবেন তো?

ভ্রুকুঞ্চিত করে মাষ্টার সাহেব বললেন, দোহাই আপা। আমি গরীব মানুষ, তোমাদের এতো হাতির খোরাক কোথায় পাব?

কেন আপনার বাড়ীতে কলা গাছ নেই?

কলা গাছ! তা দিয়ে কি হবে?

ঐ যে বললেন হাতির খোরাক। হাতি তো কলাগাছ খেতে ভালবাসে। আবার হাসির ঝঙ্কার বয়ে গেল। মাষ্টার সাহেব বললেন, আমার নিজের নাতি পুতির সাথেও এমন আনন্দ করতে পারিনি। আমার কি ভাগ্য। নিঃসঙ্গ জীবনটা হয়তো আনন্দেই কাটবে।

বৃদ্ধ বয়সে মনে কষ্ট নিয়ে গুমরে গুমরে মরতেন, এখানে আসবেন, মনে শান্তি পাবেন। নন্দিনীকে আমরা প্রজাপতির মত নাচতে শিখাব। সে নেচে নেচে উড়ে এসে আপনার টাক মাথায় বসবে, কেমন লাগবে দাদু? হাসি যেন বাধা মানে না। তরুণে বৃদ্ধে রসের ছড়াছড়ি চললো কিছুক্ষণ।

এক সময়, মৌ বললো, আচ্ছা দাদু। খুব তো হাসি খুশীতে সময় কাটালাম, এবার কাজের কথায় আসি। জানেন তো ট্রাস্ট মানেই জনগণের সম্পত্তি। এখানে যেমন হাসি কৌতুক করে মনের আনন্দে সময় কাটানো যাবে তেমন দুঃখী দারিদ্র্যপীড়িত ব্যথিতদের দুঃখের বোঝা কাঁধে নিয়ে তাদের মুখে হাসি ফুটাতে হবে। আমার প্রথম কথাটা আপনি বুঝতে পারেননি তাই এর মধ্যে হাতি আর কলাগাছ ঢুকে পড়লো। আমরা খেতে চাইনে। আমরা চাই যাদের কোন অবলম্বন নেই, নিরাশ্রয়, পথের কাঙাল, এদেরকে খুঁজে খুঁজে বের করে এনে এই কারখানার ছাঁচে ফেলে নতুন করে গড়ে তুলতে। আমরা এ ব্যাপারে আপনাকে পারিশ্রমিক দিতে পারব না। স্বেচ্ছাশ্রমের ভিত্তিতে আপনি কিছু ছেলে মেয়ে আমাদের সংগ্রহ করে দিতে পারবেন কিনা জানতে চাই?

www.pathagar.com

মাষ্টার সাহেবের মুখে যেন একটা আলোর জ্যোতি ফুটে উঠলো। বললেন, কেন পারব না আপা। এ-তো বড় পুণ্যের কাজ। আল কোরআনে অসংখ্য জায়গায় নেক কাজের কথা লেখা আছে। এর চেয়ে বড় নেক কাজ আর তো আমি দেখিনা আপা।

আপনি আমাদের মনের কথা বুঝেছেন তার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। প্রথমে অল্প থেকেই শুরু করতে চাই আমরা। কাল যে বুড়ো বুড়িকে দিয়েছেন, ওরা যতদিন বেঁচে থাকবেন ততোদিন ওদের সব দায়িত্ব আমরা বহন করব। এবার এতিম আর পথহারাদের মিলে পাঁচ ছয় জন অন্ততঃ এনে দিন। ক্রমান্বয়ে এদের সংখ্যা বাড়ানো যাবে। তবে সব সময় খেয়াল রাখবেন যাদের কোন সম্বল আছে তাদের এর মধ্যে টানবেন না, একেবারে নীচের পর্যায় থেকে সংগ্রহ করুন। আমরা কোন জাতি ভেদ দেখব না। আমরা মানবতার সেবা করব। সব সময় মনে রাখবেন এক অদ্বিতীয় প্রভু সবাইকে সৃষ্টি করেছেন। সবাই আদমের বংশধর। জাতিভেদ স্বার্থপর মানুষের তৈরী, বিধাতার নয়। এখানে বনে জঙ্গলে প্রকৃতির অন্তঃপুরে অনেক উপজাতি আছে। সভ্য জগতের অজানা অনেক শিল্প প্রতিভা তাদের মাঝে লুকিয়ে আছে। তাদেরকে পৃথিবীর এই আলো বাতাসে টেনে এনে শিল্প সম্ভার বাড়াতে চেষ্টা করতে হবে। অনেক সময় সাপেক্ষ বিষয়। ধীরে ধীরে আমরা অগ্রসর হতে চাই।

সত্যি আপা। আজ যে আমি কত আনন্দ পাচ্ছি তা ভাষা দিয়ে ব্যক্ত করতে পারছিনে তোমাদের সামনে। এই হাতে কত বাঁদর ঠেঙিয়ে মানুষ করেছি কিন্তু আজ অনুভব করছি তোমাদের মত সোনার হৃদয় সৃষ্টি করতে পারিনি। এ আমার প্রচণ্ড ব্যর্থতা। শেষ জীবনে মুক্তার মালা গলে পরতে পারলাম এর চেয়ে বড় পাওয়া আর কিছু থাকতে পারে বলে আমার জানা নেই। বাকী জীবনটা তোমাদের এই মহৎ কাজে উৎসর্গ করে দিলাম। পরকালের কাজ তো কিছুই হয়নি, এবার যদি কিছু সংগ্রহ করতে পারি, কি বল আপামনিরা?

আপনাকে পেয়ে আমরাও নিজেদেরকে অত্যন্ত ধন্য মনে করছি। শিক্ষিত পাওয়া যায় কিন্তু প্রতিভা পাওয়া বড় ভাগ্যের কথা।

বিকালে মতিন মাষ্টার, নন্দিনীর বন্ধু রোজী, তার বাবা শিক্ষা অফিসার এনায়েত উল্লাহ খান এবং তাঁর স্টাফের কিছু কর্মচারীকে নিয়ে বন্ধুরা শহরে বেরুলো কিছু অর্থ সংগ্রহের জন্য। রোজী ওদেরই বয়সী, সেও এবার এইচ.এস.সি পরীক্ষা দিয়েছে। ওবেলা মাষ্টার সাহেবকে বিদায় দিয়ে নন্দিনীকে নিয়ে বন্ধুরা রোজীর সাথে পরিচয় করতে গিয়েছিল। এই চঞ্চল তারুণ্যের দিল খোলা আলাপে রোজী

www.pathagar.com

এতোই মুগ্ধ হয়ে গেল যে ওদের সাথে মিশে কাজ করতে নিজের মনোভাব ব্যক্ত করে দিল। তারই উৎসাহে বিকালে এই বেরুনো সম্ভব হলো। এতে আশানুরূপ ফলও পাওয়া গেল। প্রায় অর্ধ লক্ষ টাকা নগদ পাওয়া গেল আর অনেক টাকার প্রতিশ্রুতি পেল।

পরদিন স্থানীয় ইসলামী ব্যাংকে কল্যাণ ট্রাস্টের নামে মনিকা, মৌ আর রোজী এই তিন জনের দায়িত্বে একাউন্ট খুলে টাকা জমা রাখা হলো। দশ হাজার টাকা রোজীর হাতে দিয়ে এই শহরের ট্রাস্টের সমস্ত দায়িত্ব ওর উপর অর্পণ করা হলো। সারাদিন ওরা ব্যস্ত সময় কাটিয়ে রাত আটটায় হোটেলে গেল। পরদিন সকাল আটটার মধ্যেই ওরা হোটেলের বিল পরিশোধ করে একেবারে বেরিয়ে পড়লো। অফিসে যেয়ে দেখে রোজী আগেই সেখানে পৌছে গেছে। ওরা যাওয়ার পরপর মতিন মাষ্টারও এসে গেলেন। এবার কি করতে হবে তার দিক নির্দেশনা গতকালই দেওয়া হয়ে গেছে। নন্দিনীকে কাছে ডেকে মনিকা জিজ্ঞেস করলো কেমন লাগছে? সে বললো ভাল। মুখ তার হাসিতে ঝলমল করছে।

কোন অসুবিধা নেই তো?

না।

তোমার বন্ধু রোজীর উপর সব দায়িত্ব দিয়ে যাচ্ছি। আবার দাদা মহাশয় থাকলেন। পরস্পর পরামর্শ করে কাজ করবে কেমন?

তাই করব।

এবার আমরা আসি, আবার দেখা হবে।

বন্ধুরা পরস্পর বিদায় নিয়ে গাড়ীতে যেয়ে উঠলো। গাড়ী ছেড়ে দিল। নন্দিনীর দু'চোখ দিয়ে ঝরঝর করে পানি ঝরতে শুরু করলো। ওড়নার আঁচল চাপা দিয়েও বাঁধ মানাতে পারলো না। কত আপন জন যেন তাকে স্বর্গের সিঁড়িতে দাঁড় করিয়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল।

বিকাল চারটার সময় বন্ধুরা সিলেটের আল-আমিন ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের অফিসের সামনে এসে গাড়ী থেকে নামলো। অফিসের পরিচালিকা মালতী অনেকদিন পর ট্রাস্টের কর্মকর্তাদের দেখে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ওদের অভ্যর্থনা জানালো। সবাই অফিসে বসে গেল। মালতী তাদের চা নাশতা আপ্যায়ন করালো। একটু বিশ্রামের পর বন্ধুরা মালতীর আগে থেকে ভাড়া করে রাখা দরগা এলাকায় একটা বডিং এ যেয়ে উঠলো। উপর তলার দু'টি রুম নেওয়া ছিল। একটিতে শাহীন আর আনিস, অপরটিতে শীলারা তিন জনে থাকবে। তারা

www.pathagar.com

পোশাক পরিবর্তন করে ব্যাগ ব্যাগেজ গুছিয়ে রেখে বাইরে হোটেলে খেতে গেল। খেয়ে এসে ওদেরকে বিশ্রাম করতে বলে মৌ মনিকা আর নাজিরাকে নিয়ে শহরের আর একপ্রান্তে তাদের বাড়ী চলে গেল।

অনেকদিন পর মেয়ে বন্ধুদের নিয়ে বাড়ী এলে মৌ-এর মা আলেয়া বেগম বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, কি পাহাড়ী মেয়েরে বাবা। কেবল পাখির মত উড়ে বেড়াতেই আনন্দ। আর এদিকে যে আমরা ভেবে ভেবে হয়রান হয়ে যাচ্ছি সে খেয়াল নেই। একটু টেলিফোন করে খোঁজ খবর দেওয়ার নামটি পর্যন্ত নেই।

মৌ হাসতে হাসতে মার গলা জড়িয়ে ধরে বললো মা, তোমার মৌ কি এখনও কচি খুকিটি রয়ে গেছে যে চোখের আড়াল হলেই ভাবতে বসবে?

ওমা! কি কথা বলছিস সব। মার কাছে ছেলে মেয়ে তো চিরদিনই খোকা খুকি থেকে যায়।

মনিকা আর নাজিরা তাকে সালাম জানালো। তিনি ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন, চির সুখি হও।

ওরা জামা কাপড় পাল্টিয়ে বাথ রুমে ঢুকে প্রাকৃতিক কর্ম সেরে অজু করে আছরের নামাজ পড়ে নিল। ততোক্ষণে ওদের জন্য চা নাস্তার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। ওরা খেয়ে নিয়ে মৌয়ের শোবার ঘরে যেয়ে বিছানায় শরীর এলিয়ে দিয়ে বিশ্রামে গেল।

দু'দিন সিলেটে অবস্থান করে আনিস আর শাহীন শীলাদের নিয়ে হবিগঞ্জে ফিরে গেল। মনিকা আর নাজিরা মৌদের বাসায় থাকবে। গতরাতে সব বন্ধুরা মিলে সিদ্ধান্ত হয়েছিল ওরা একটা মাসিক পত্রিকা বের করবে। আল আমিন নামে সিলেট থেকেই প্রকাশিত হবে। সব বন্ধুদের এতে লিখতে হবে। যে যা পারে তাই লিখবে। লিখতে লিখতে হাত পাকা হয়ে যাবে। আগামী মাসেই পত্রিকা প্রকাশ করতে হবে তাই অনেক কাজ সামনে পড়ে আছে। সেগুলো সমাধা করতেই তিন বন্ধুকে থাকতে হল।

দেখতে দেখতে তিন মাস পার হয়ে গেল। কাজের পরিধিও দিনে দিনে বেড়ে চললো। আবার পড়া-শোনার তাকিদ নিজেদের মন থেকে চাপ সৃষ্টি করছিল। আনিসের এক মামা থাকেন লন্ডনে। তিনি ভাগ্নের উচ্চ শিক্ষার জন্য সেখানে যেতে পীড়াপীড়ি শুরু করলেন। সেও এমন সুযোগ হাত ছাড়া করতে চাইলো না। আইন পড়বার জন্য সে বিলেত চলে গেল। মনিকা গেল ঢাকা মেডিকেল কলেজে। তার শৈশব থেকে ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা। মৌ ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে অনার্সে ভর্তি

www.pathagar.com

হল। ট্রাস্টের সমস্ত দায়িত্ব এসে পড়লো শাহীনের হাতে। সে সিলেটেই থেকে গেল। সেখানে ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করবে আর ট্রাস্ট পরিচালনা করবে। সে অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল বিধায় ট্রাস্ট থেকে তাকে একটা ভাতার ব্যবস্থা করা হয়েছে। সে প্রথমে নিতে চায়নি। সে বলেছিল আমি টিউশনি করে পড়ার খরচ চালিয়ে যেতে পারব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখলো ট্রাস্টের কাজে সময় দেওয়া তার পক্ষে কঠিন হয়ে পড়ছে, তাই বাধ্য হয়েই ভাতা নিতে রাজী হয়েছে। আর বন্ধুদের সবাইকে অঙ্গীকার করানো হয়েছে কেউ যদি পড়াশোনা ছেড়ে অভিভাবকদের চাপে পড়ে বিয়েতে বসে তবে বসতে পারে কিন্তু জীবনকে পঙ্গু করে লোকচক্ষুর অন্তরালে ঘর কন্নায় একেবারে ডুবে থাকবে না। নির্যাতিত জনগণের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করতে হবে। বাহিরে কোথাও চাকুরী নেবে না। আল আমিন ট্রাস্টেই চাকুরী নেবে। কলেজে ছুটি-ছাটা হলে মনিকা মৌ বাড়ী এসে একটুও বিশ্রাম নিতে পারে না। শাহীনকে নিয়ে ছুটে বেড়ায় কাজের তদারকে, তহবিল বাড়ানোর ব্যাপারে।

শত বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে তারা অনেক দূর এগিয়ে যেতে পেরেছে। তাদের মাসিক পত্রিকা এখন দেশের সর্বত্র সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়েছে। শাহীন যোগ্য পরিচালক। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যরা সব বাইরে থাকলেও তার পরিচালনায় কোন ব্যাঘাত হয় না। শাহীন সবার সাথে ঠিক মত যোগাযোগ রেখে চলে। প্রয়োজনে পরামর্শও চেয়ে পাঠায়। আনিসের দৃষ্টি এমন করে আকর্ষণ করতে পেরেছে যা অবাক হওয়ার মত। নিজের পড়াশোনার চাপের মধ্যেও কিছু সময় লন্ডনের বিভিন্ন এলাকায় বাংলাদেশীদের সাথে এমনভাবে সম্পর্ক গড়ে তুলেছে যে সেখান থেকে একটা মোটা অঙ্কের অর্থ সে যোগান দিতে পারে। শাহীন নিউইয়র্কে আমির আলির সাথেও যোগাযোগ করেছে। কিন্তু তার অন্তরে এ ব্যাপারে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। মৌ এ খবর জানতে পেরে শাহীনকে নিষেধ করেছে, সে যেন আমির আলির সাথে কোন প্রকার যোগাযোগ না রাখে। তার ব্যাপারে মনিকা যেন কোন কিছু লেখালেখি না করে। শেষ পর্যন্ত শাহীন বুঝে নিয়েছে মনে হয় আমির আলির সাথে মনিকার সম্পর্কের টানা পোড়েন চলছে। শাহীন ভেবে পায় না কেন এতো দূরত্ব সৃষ্টি হলো। মনিকার মা বাবা যে তাকে নিজের সন্তানের মত করে লালন পালন করেছে। তার বিদেশে শিক্ষা-লাভ করতে যাওয়াও তো তাদের সহযোগিতায়। এতো মায়া মহব্বত, এতো স্নেহ এতো প্রাণের আবেগ সবই কি বৃথা হয়ে যাবে। কেনা জানে মনিকার সাথে তার ভালবাসার কথা।

বিয়ে তো আগেই হয়ে যেত, কেবল শিক্ষাজীবনটা শেষ করবার অপেক্ষায় পিছিয়ে

www.pathagar.com

রয়েছে। বিদেশে যেয়ে আমির ভাই-এর কি কোন পরিবর্তন হলো? সে-ই কি নিজে থেকে দূরে সরে যাচ্ছে? সে না হয়ে যদি আমি হতে পারতাম? তাহলে আমিও কি এমনভাবে নিজেকে আড়াল করে নিতাম? না না আমি তো তেমন শিক্ষা পাইনি। মনে পড়ে ক্লাসের পরীক্ষায় মনিকা আমাকে নীচে ফেলার জন্য কত চেষ্টা করেছে। তখন আমি মনে করতাম সে আমাকে খুব হিংসে করে। আজ বুঝেছি সেটা ছিল আমার ভুল ধারণা। সে যে মনের আবেগ দিয়ে প্রতিযোগিতা করতো বুঝতে পারতাম না। সেই সময় আমি যদি তাকে একটি বারও সুযোগ দিতাম আমাকে ছাড়িয়ে যাওয়ার, তাহলে সে কি আমার প্রতি কৃতজ্ঞতা দেখাতো, না অহংকার করত? দীর্ঘদিন পর আজ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি হিংসা বিদ্বেষ বলে তার কোন দুষ্টগ্রহ নেই। তার হৃদয় করুণায় ভরা। নইলে তাদের মত সমাজের মেয়ে তো দূরের কথা কোন ছেলের পক্ষেও কি সম্ভব আস্তাকুঁড় থেকে পতিতদের তুলে এনে এই আলো ঝলমল পৃথিবীতে দাঁড় করাতে শক্তি যোগানো। এস.এস.সি পাশ করার পর আমারই বা কি হত। মনিকার দয়ার হস্ত পরক্ষে থেকে আমার প্রতি প্রসারিত না করলে এই যে সম্মান আমি পাচ্ছি, তা কি কোন দিন সম্ভব হত? দুর্ভাগ্য আমির ভাইয়ের, যে ভালবাসা দিতে জানে তার কাছ থেকে নিতে পারলে না। এই ট্রাস্টের পরিচালনা বোর্ডের সভাপতির পদ তো তারই অলোকিত করার কথা। এমন সম্মানিত পদের কাছে বিদেশী পদবী যে বড় তুচ্ছ। যারা কেঁদে কেঁদে বুক ভাষায় তাদের চোখের পানি মুছে দিয়ে মুখে হাসি ফোটানো যে কত বড় গৌরবের বিষয় তা বুঝার জন্য যে আমাকে সেই জ্ঞানের রাজ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছে, সে যে কত বড় ত্যাগী তা আজ সত্যিই বুঝতে পারছি। যে অশ্রু স্রষ্টার আসন টলিয়ে দেয় সেই অশ্রুর যে কত শক্তি তা ভেবে দেখার সুযোগ কোন দিন পাইনি। আজ না ভেবেই তার ওজন এমনই উপলব্ধি করতে পারছি।

জরাগ্রস্ত মানুষের দুঃখ দেখে সহ্য করতে পারিনি বলেই গৌতম স্ত্রী পুত্র ফেলে বনে চলে গিয়েছিলেন নির্বাণ লাভ করতে। স্ত্রী পুত্রের মর্যাদা ধুলায় লুটিয়ে দিয়ে গৌতম যে সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তার উপরে যে প্রকৃত সত্য আছে সেটাই তিনি পাননি। পেলে সংসার ধর্ম একেবারে ছেড়ে যেতে পারতেন না। এই সমাজ সংসারের মধ্যে থেকেই যদি দুঃখ দারিদ্রকে জয় করতে না পারব তাহলে শ্রেষ্ঠত্বের খেতাব কেন সৃষ্টিকর্তা আমাকে দিলেন? বিধাতা তো আদি মানবকে তৈরী করেছিলেন মাটি দ্বারা। কাঁদা করে মনের মত করে মানুষের মূর্তি বানিয়ে তাতে রূহ ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর তিনি কি দেখলেন। বেহেশতের অফুরন্ত সুখ সম্ভোগের মধ্য থেকে আদম প্রভুর ইবাদতে মন প্রাণ সম্পূর্ণরূপে সপে দিতে

www.pathagar.com

পারছেন না। কোন বাধা বিঘ্ন নেই মুক্ত মনে কেন তিনি প্রভুর কাছে আত্মসমর্পণ করতে পারছেন না? উদাস মন কাকে যেন খুঁজে ফেরে। প্রভু তখন কি করলেন। নিঃসঙ্গ জীবনে সঙ্গ দেবার জন্য বিশেষ ব্যবস্থায় তার সঙ্গীনি বানিয়ে দিলেন। সেই সাথে দিলেন প্রেম প্রীতি, সুখ দুঃখ, আকর্ষণ বিকর্ষণ, ব্যথা বেদনা। আদি মানব দু'চোখ খুলে সামনে দেখেন সুন্দরী জীবন্ত নারী। পরস্পরের মাঝে আকর্ষণ, প্রেমের জোয়ারে তাদের ভাসিয়ে নিয়ে গেল। এই যে বিশেষ ব্যবস্থায় সৃষ্টি, নারী জাতিকে যুগে যুগে কেন এমন অবহেলায় অনাদরে অন্ধকার কুঠরিতে পুরে রেখে ইচ্ছা মত ব্যবহার করা হয়েছে? নরের সৃষ্টি জাকজমকের সাথে করা হয়েছে আর নারীর সৃষ্টি করা হয়েছে বিশেষ ব্যবস্থায়। সেটা গোপনীয়ভাবেই হয়েছে। তাই বলেই কি তাকে গোপন কুঠুরিতে বন্দী করে রাখতে হবে? না, তা কি করে হয়। গোপন জিনিষটারই তো মূল্য বেশী। এই পৃথিবীতে যত কিছু গোপন ছিল তার ঢাকনি উন্মোচন করতে মানুষকে যুগ যুগ ধরে তপস্যা করতে হয়েছে। এখনও যা গোপনে আছে তার প্রকাশ ঘটাবার নেশায় মানুষ হন্যে হয়ে ঘুরছে জলে স্থলে শূন্যে। প্রকৃতির অন্তপুর থেকে অপ্রকাশিত বিষয়গুলো বের করে এনে মানুষের চেতনার রাজ্য প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টার অন্ত নেই।

নারীর একটুখানি ভালবাসা, তার বুকের একটুখানি তাপ, ফুলের পাপড়ির মত দু'টি ঠোঁটের একটু পরশ কোমল দু'টি বাহুর শিহরণ জাগানো আলিঙ্গন, তার দু'টি মায়াময় চোখের চঞ্চল চাহনী না পেয়ে কোন পুরুষ পৃথিবীতে অমর হতে পেরেছেন? আমি কবি, আমার পাশে কবিতা যদি না থাকে তাহলে আবার কবিত্ব কোথা থেকে আসবে? আমি সাহিত্যিক। সাহিত্য যদি না থাকে পাশে তাহলে আমার কলমের কালি শুকিয়ে যায়। আমি বিজ্ঞানী, তার সঙ্গীতের সুর যদি আমার হৃদয়ে না বাজে তাহলে বিজ্ঞানের চাকা যে স্তব্ধ হয়ে যায়। এই নেপথ্যে থেকে যে আমার প্রেরণা যোগাচ্ছে আমি কেন কলমের কালি দিয়ে কেবল তাকেই কাঁদিয়ে হয়রান করি। জীবন সঙ্গীনি, অর্ধাঙ্গীনি বলে পরিচয় দিয়েই কেবল কর্তব্য সেরে ফেলি, কেন অন্তর দিয়ে তাকে বুঝতে চেষ্টা করিনে। কেন সুখ দুঃখ সমান করে ভাগ করে নেই না। গোপন থেকে যখন বের করে আনি তখন অশ্লীলতায় সমাজ কলুষিত করে দেই। কেন হৃদয়ের প্রেম দিয়ে মনের আবেগ দিয়ে তাকে আমার পাশে প্রতিষ্ঠা করতে চাইনে? তাই বোধ হয় বিধাতা আর সহ্য করতে না পেরে তাদের ডানা মেলতে শক্তি দিয়েছেন। তার একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণ এই আল আমিন ট্রাস্টের পত্তন।

আমাদের এই অনুন্নত দেশের নারী জাগরণের এই যে নীরব বিপ্লব একদিন

www.pathagar.com

অবশ্যই তাদের কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌছে দেবে। এর মধ্যে উশৃঙ্খলতা নেই, কোন অশ্লীলতা নেই, মিথ্যে কোন প্রলোভন নেই। সত্যের মন্ত্রে দীক্ষিত একদল আত্মত্যাগীর বন্ধু পরিচয়ে অগ্রযাত্রা। এ এক অভিনব সংগ্রাম। এর অস্তিত্ব কোনদিন ক্ষয় হতে পারে না, উজ্জ্বল হয়ে ফুটে থাকতেই জন্ম নিয়েছে। শাহীন কত কিছুই ভাবলো। সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলো এমন একটা মহৎ কাজের মধ্যে সে যখন জীবনের প্রথমলগ্নে জড়িয়ে পড়েছে তখন আর ছেড়ে কোথায়ও যাবে না। সে মনে মনে তার ভাবী জীবনটা এখানেই উৎসর্গ করে দিলো। সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিয়ে নিজেকে সংযত করে নিল। সে অফিস রুম থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় পিওন এসে অনেকগুলো চিঠি দিয়ে গেল। তার মধ্যে একটি ব্যক্তিগত আর সব ট্রাস্টের অফিসিয়াল। বিদেশী খামের ব্যক্তিগত চিঠিখানি রেখে বাকীগুলো পাশের রুমে মালতীর কাছে পাঠিয়ে দিলো। নিউইয়র্ক থেকে আমির আলী লিখেছে-

প্রিয় শাহীন,

গত কয়েক মাস ধরে পরপর তোমার কয়েকটি চিঠি আমি পেয়েছি কিন্তু একটিরও উত্তর লিখতে পারিনি বলে দুঃখিত। গত সপ্তাহে যে চিঠি পেয়েছি সেটি আমাকে উত্তর লিখতে বাধ্য করলো। মনিকা আমার মামার মেয়ে তুমি তার হাই স্কুলের বন্ধু। এতটুকুই আমি জানি। কিন্তু তোমার চিঠি পড়ে বুঝেছি আরও বড় পরিচয় তোমাদের মধ্যে আছে। তোমার প্রতিটি চিঠিতে মনিকার প্রশংসা কিসের জন্য জানতে পারি কি? আল আমিন ট্রাস্ট বলে কি একটা ছাই-ভস্ম করেছো কি পরিচয় ঘনিষ্ঠ করার জন্যে? মনিকা বড় লোকের মেয়ে, জানি তার মন বড় দয়ালু। গরীবের প্রতি তার সহানুভূতি আছে একথা জানতাম কিন্তু হৈচৈ করে ছেলে মেয়ে নিয়ে দল বেঁধে পথের ভিখারীর মা হয়ে বসবে তা জানা ছিল না। তাকে এ পথে কে নামিয়েছে তুমি? মৌ বলে তার যে বন্ধুর কথা লিখেছ সে তো আরও বড় লোকের মেয়ে। সেকি করে তাদের উপর তলার গন্ডি পেরিয়ে এতো নীচে আসবে? তুমি কি আমাকে বাজিয়ে দেখতে চাচ্ছ? অনেকদিন আগে মনিকা অবশ্য এমন একটা জনসেবার সংগঠন গড়ার কথা লিখেছিল তখনও কলেজে পড়ে। আমার উত্তরের পর সে আর কিছুই লেখেনি। তোমদের মাঝে গানের প্রতিযোগিতা চলছে নাকি? আমি আজ প্রায় চার বছর এই বিদেশে এসেছি, আমার পড়াশোনা প্রায় শেষের পর্যায়ে। দেশে ফিরবার যে তাগাদা ছিল তা বোধ হয় আর থাকলো না। মনিকার কোর্স শেষ করতে এখনও প্রায় তিন বছর। এর মধ্যে তোমরা

www.pathagar.com

কতদূর পথ অতিক্রম করবে সেটাই আমার ভাবনা। তাকে বল সে যদি চায় আমি আর দেশে না ফিরে আসি তাহলে আসব না। কারও পথের কাটা আমি হতে চাই না।

তুমি হয়তো মনে করবে আমি তোমাদের প্রতি রাগ বা হিংসা করেই এমন কথা লিখছি। না, তা নয়। আমি তো মূর্খ নই। আমি জানি ফুলের সৌরভ ঢেকে রেখে তার মৃত্যু ঘটানো যায় না। বাতাসে তার গন্ধ ছড়িয়ে দেবেই। তোমাদের মাঝে যদি কোন বাধা থাকে তাহলে আমাকে আপনজন মনে করে জানিও আমি সব বাধা অপসারণ করে দেব। আমি জানি তুমি ভাল ছেলে, তোমার হাতে মনিকাকে সোপর্দ করলে উত্তম মানাবে। মনিকা তো আমার কাছে কেবল ভাল মন্দের খোঁজ খবর ছাড়া আর কিছু লেখে না। তোমাদের মাঝে মনে হয় খুব লেখালিখি চলে, তা চলতে থাকুক। আমার সম্মতি আছে। আমার চিঠি পড়ে তুমি ভুল বুঝ না ভাই। তুমি আমাকে মুক্তি দিলে, আমি হাফ ছেড়ে বাঁচলাম। আমি মনিকার কাছে আর কোন চিঠির প্রত্যাশা করবো না। তুমি যেন চিঠি লিখতে ভুলো না। লেখার প্রথমেই একটু উপহাস মত হয়ে গেল। তুমি হয়তো তাই মনে করবে কিন্তু তা নয় ওটা আমার অভিমান বলে ধরে নিতে পার। আমি নিজের মনের সাথে অনেক দ্বন্দ্ব করেছি। শেষ পর্যন্ত আমার হার হয়েছে, তোমার জিত হয়েছে। তোমরা যে ট্রাস্ট করেছ এবং তোমাদের কার্যক্রমের যে বিবরণ দিয়েছ তা যদি সত্য হয় তাহলে আমি অবশ্যই সাহায্য করতে চেষ্টা করব। বর্তমানে আমি নীড়হারা পাখি, শূন্যে আমার অবস্থান। নীড় বেঁধে নিই। তখন যত পারি সাহায্য করতে চেষ্টা করব। মনিকে এই চিঠির কথা বলো না ভাই। সে জানতে পারলে হয়তো মনে ব্যথা পাবে। আজকের মত এখানেই শেষ করি।

ইতি-

তোমাদেরই আমির ভাই।

চিঠি পড়ে শাহীনের মাথার উপর যেন আকাশ থেকে বাজ পড়লো। এমন অসম্ভব কথাগুলো আমির ভাই কেন লিখলো। শৈশব থেকে আমাদের সাথে যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে তার মধ্যে তো এতটুকু কৃত্রিমতা নেই। বন্ধুত্বের মজবুত দেয়াল ডিঙিয়ে মন হরণের কোন স্বপ্নও তো কোনদিন কেউ দেখেনি। এই যে অসহায় মানুষের সেবার জন্য আমরা বিনা দ্বিধায় জীবন উৎসর্গ করেছি এর মধ্যেও তো নেই কোন লুকোচুরী। সে কি ভুল বুঝেছে, না দায় এড়াবার অজুহাত? মনিকার সাথে আমার দূরত্ব যে আকাশ আর মাটি। আমির ভাইও তো একথা জানে। তবে কেন সে আমাকে এমন করে শাস্তি দিল। মনিকা আর মৌ তো ট্রাস্টের মালিক। আমি

www.pathagar.com

কেবল তাদের অধীনে চাকুরী করি। আমি গরীবের ছেলে তাই দুঃখী মানুষের ব্যথা বুঝি। ধনীরা যদি পারে সর্বহারাদের পাওনা আদায় করে দিতে, তবে আমি কেন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে পারব না? এমন একটা মহৎ কাজের অংশীদার হয়তো আমার ভাগ্যে সইলো না। এ চাকুরী ছেড়ে হয়তো দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। নইলে সব ভাঙন রোধ করা যায় কিন্তু মনের ভাঙন ঠেকানো সম্ভব হয় না। কে না জানে মনিকা আমির ভাই এর বাগদত্তা। সে হয়তো মনে করছে আমি তাদের মাঝে আড়াল সৃষ্টি করছি। নতুবা সে-ই হয়তো পথ ভুল করেছে অন্যের দোহাই দিয়ে সরে পড়ার অজুহাত খুঁজছে।

শাহীনের মনের মধ্যে তুমুল দ্বন্দ্ব শুরু হয়ে গেছে। মনিকা ঢাকা যাওয়ার আগে তার গাড়ীটি ট্রাস্টের কাজে এবং শাহীনের ব্যক্তিগত কাজে ব্যবহারের জন্য দিয়ে গেছে। আজ সেই গাড়ীতে চড়তে তার মন যেন সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো। সে মনস্থ করলো আজ রাতের ট্রেনেই সে ঢাকা যাবে। মৌয়ের সাথে এ ব্যাপারে আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন। তখনই লিয়াকতকে স্টেশনে পাঠালো রাতের পারাবতের একখানা টিকিট কিনে আনতে। মালতীকে ডেকে বলে দিল অফিসের চিঠি পড়া তার পক্ষে আজ সম্ভব হচ্ছে না। পড়ে ভাল করে বুঝে সুজে উত্তর পাঠাতে বললো। দু'দিন সে থাকতে পারবে না, সমস্ত ঝুঁকি তাকেই বহন করতে হবে।

মালতী বিস্মিত হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বললো, কি হল শাহীন ভাই?

কেন?

আপনার উজ্জ্বল চেহারা হঠাৎ এমন মলিন হয়ে গেল কেন?

না, তেমন কিছুই নয়।

লুকাচ্ছেন কেন? যে মুখে হাসি কোন সময় ফুরোয় না সেখানে কে যেন কালি দিয়ে লেপে দিয়েছে। কোন খারাপ সংবাদ হলে বলুন আমরাও অংশিদার হই, আপনি একা কেন বোঝা বহন করবেন। আবার লিয়াকতকে পাঠালেন টিকেটের জন্য। হঠাৎ ঢাকা যাওয়ার কি প্রয়োজন পড়লো?

তুমি কেবল একটা অফিসের দায়িত্বে আছ, আমাকে যে সবগুলো সামলাতে হয়। তাছাড়া আমার ব্যক্তিগত প্রয়োজনেই যেতে হচ্ছে ধরে নিতে পার। আচ্ছা মালতী! আমার এই সব দায়িত্ব যদি তোমার হাতে ছেড়ে দিই তাহলে তুমি বহন করতে পারবে?

এমন কথা বলে আমাকে শাস্তি দিচ্ছেন কেন ভাই?

শাস্তি দেব কেন, পুরস্কার দিতে চাচ্ছি।

সেই যোগ্যতা যার আছে সেই সেটা বহন করছে।

www.pathagar.com

একবার কলেজ আবার ট্রাস্টের কাজ, দৌড়াদৌড়ি করতে বড় যে হাফিয়ে উঠেছি। তাই মনস্থ করেছি মনিকা আর মৌকে বলে আমার দায়িত্বটা তোমাকে দেব।

আমাকে যে বি.এ পর্যন্ত পড়বার আদেশ দিয়েছেন সেটা কে পালন করবে?

তুমি।

আপনি যদি হাফিয়ে উঠেন তাহলে আমি তো মূর্চ্ছা যাব।

আচ্ছা, তাহলে অন্য কাউকে যদি এই দায়িত্ব দিয়ে যাই?

আপনার বিকল্প মনিকা আর মৌ আপা। আর কেউ এই জাহাজের মাঝি হওয়ার উপযুক্ত নয়।

আমি তাকে শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়ে যাব।

তাহলে আমার চাকুরীটাও ছাড়তে হয়।

কেন?

প্রতিদিন আমাকে মহিলা কলেজে রেখে আপনি কলেজে যান, আবার সেখান থেকে নিয়ে আসেন। আমি রান্না করি দু'ই ভাই বোনে খাই। পাশাপাশি ঘরে থাকি। এই যে ভাইয়ের স্নেহ ভালবাসা আমি আর কোথায় পাব? আমার মায়ের পেটের ভাই আছে তারাও আমাকে কোন দিন এমন করে দেখেনি। তার পরেও কেন জানিনা আপনাদের এখানে চাকুরী নেওয়ার পর আমি যেন অস্পৃশ্য হয়ে গিয়েছি। মা বাবা গত হয়েছেন। ভাইয়ের সংসারে বেকার ছিলাম। চাকুরী পেলাম, স্নেহ ভালবাসা পেলাম কিন্তু পৈতৃক পরিচয় মনে হয় হারিয়ে ফেলেছি। মাঝে মাঝে যেদিন বাড়ী যাই, ভাই আর বৌয়েরা আমাকে দেখে নাক সিটকায়। বলে, ওদের কাছে থেকে জাত খুইয়েছিস। সেখানে যা, এখানে এলি কেন? তাদের কথা শুনে আমার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছা করে। ভাইয়ের সংসারে ছিলাম অনাদরে। পড়াশোনা বন্ধ হয়ে গেল। মনিকা আপা কোথা থেকে এসে আমাকে উদ্ধার করলো। তারই সহযোগিতায় এস.এস.সি পাশ করলাম, কলেজে ভর্তি হলাম। আপনি এলেন ভাইয়ের রূপ ধরে। মানুষের মধ্যেও যে অতি মানুষ থাকতে পারে তা আগে জানতাম না। আপনাকে পেয়ে জানলাম। আপনি যে আপনের চেয়েও আপন একথা আমি জীবন থাকতে ভুলতে পারব না। এখানে না এলে আমি নিজেকে কোন দিন রক্ষা করতে পারতাম না। অনেক কিছু আমাকে হারাতে হত। আমার সব মূল্যবান সম্পদ আমি রক্ষা করতে পেরেছি এ আমার বড় গর্ব। আমি কোথায় জাত খুয়ালাম তা ভেবে পাইনে। মানুষের মন যে কেন এমন ছোট হয়ে যায় তা বুঝতে পারিনে। বোনের মর্যাদা যখন দিয়েছেন তখন যেখানেই যান আমাকে সাথে নিয়ে যাবেন। এটা আমার অনুরোধ নয় দাবী। আমি জানি আপনি

www.pathagar.com

কোন দিন এ দাবী প্রত্যাখান করতে পারবেন না।

কথা বলতে বলতে মালতীর দু'চোখ ভরে পানি ঝরতে লাগলো। শাহীন তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলো। বললো, তুমি কেদনা মালতী। আমি তোমাকে একা ফেলে কোথাও যাব না।

আপনার মন যে কত উদার। আমি জানি আপনি দায়িত্ব সচেতন। নিরাশ্রয় মানুষকে আশ্রয় দেয়ার ব্রত যারা নিয়েছে তাদের সঙ্গ কামনা করার অর্থই হল স্বর্গ সুখ ভোগ করা।

তুমি এতো কথা শিখলে কোথায়?

আপনারা আমাকে শিখিয়েছেন।

যেখানে তোমার জন্ম সেই সমাজ, সেই সভ্যতা সেই কৃষ্টি থেকে তো আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকৃতির। এখন হয়তো সয়ে নিতে পারছো, এমন একদিন আসবে যেদিন তুমি ফিরে যাবে তোমাদের সেই দেবালয়ে। সেদিন ভাই হয়ে তোমার পাশে যেয়ে দাঁড়াতে বল পার না। আগে থেকে তো আমাকে সেই ভাবনা ভেবে রাখতে হবে।

বৃথা কেন আপনি ভাবতে যাবেন? আমি আজ স্পষ্ট বুঝেছি মানব সেবাই হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। আমি সেই ধর্মের প্রতিই নিজেকে সম্পূর্ণরূপে আত্মসমর্পণ করেছি। আমার হৃদয়াকাশে যদি কোন দিন নব প্রভাতের রাঙা রবি উদিত হয় তাহলে সেটা এই ধর্মকে কেন্দ্র করেই, এর বাইরে নয়।

তুমি যেটা বলেছো এটা একেবারে মিথ্যে নয় কিন্তু এটাই তোমার ধর্মের বড় পরিচয় নয়। পৃথিবীতে প্রায় দু'হাজার ধর্ম আছে। সব মানুষই তো একটা না একটার নিকট আশ্রয় নিয়ে আছে। মানি আর না মানি আশ্রয় তো একটা চাই। তা না হলে বিধাতার দেওয়া নিয়ম লঙ্ঘন করা হবে না?

তা করব কেন। আমি তো একটা বিশ্বাস নিয়ে আছি।

এরপরেও একটা বড় ধর্ম আছে সেটা হচ্ছে সংসার ধর্ম। তোমার ঐ বিশ্বাসে সেখানে প্রবেশ করা বড় দুরুহ।

আমি যদি সেই নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে না যেয়ে মনে করি গোটা এই দেশটাই আমার সংসার, এর বুকের সব মানুষেগুলো সেই সংসারের সদস্য। সেটা তো ভুল হবে না।

এমন কঠিন ব্রত আমরা নিতে চাইনে। স্রষ্টা যে এতো সুন্দর আকৃতি দিয়ে আমাদের সৃষ্টি করেছেন তার পূর্ণ বিকাশ ঘটানোই সৃষ্টির অঙ্গিকার। সেটাও রক্ষা

www.pathagar.com

করতে আমরা দায়বদ্ধ। পেটের যেমন ক্ষুধা আছে তেমন দেহ মনেরও ক্ষুধা আছে, একটির খোরাক জোগাবো আর একটিকে অভুক্ত রাখবো, নৈতিক দিক থেকে সেটা তো মানব ধর্ম নয়। সারা জীবন কুমারিত্বের অঙ্গিকার করার অর্থ নিজেকে প্রতারণা করা। সমাজ সংসার এতে কলুষিত হয়ে যায়। মানুষের সব রোগের চিকিৎসা আছে কিন্তু সমাজের এই রোগের চিকিৎসা একমাত্র পবিত্র জীবন গঠন করা ছাড়া নিরাময় করা যায় না। পৃথিবীতে অনেক মানুষ এমন আছে যারা নিজেকে দেব সেবা, মানব সেবার নামে উৎসর্গ করে দেয়। এটা কি নিষ্ঠুরতা নয়? নিজের জৈব ক্ষুধাকে নিবৃত করতে কঠোর সাধনায় তাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আমি কি সুখ পেলাম? আমি তো কিছুই সৃষ্টি করে যেতে পারলাম না, এখানে আমার জন্মের সার্থকতা কোথায়? আমরা পবিত্র জীবন চাই, পারিবারিক সুস্থতা চাই। সৃষ্ট হয়েছি, সৃষ্টি করব আর সম্পূর্ণরূপে তা মানব সমাজে প্রস্ফুটিত করে যাব।

আমি স্বেচ্ছায় আপনাদের মিছিলে যোগ দান করেছি, এর শেষ প্রান্তে যাওয়ার অপেক্ষায় থাকবো।

আচ্ছা মালতী। অসীত বলে যে ছেলেটা মাঝে মাঝে তোমার কাছে আসে সে কে?

আমার বড়দি'র দেবর।

সে যখন আসে তখন তোমার মুখ মলিন হয়ে যায় কেন বলত?

আমাকে প্রলোভন দেখায় বিয়ে করবে।

ভাল কথা। তুমি তাকে বিয়ে করে দু'জনেই আমাদের এখানে সংসার পাত, আমি সব ব্যবস্থা করে দেব।

আপনি ভুল বুঝছেন। সে জানে আমি ভেসে বেড়াচ্ছি। তাই আমাকে এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যেয়ে ভোগ করতে চায়। একদিন তার নেশা ছুটে যাবে তখন আমাকে পথে ভাসিয়ে দেবে। একুল ওকুল সব হারিয়ে ফেলব আমি।

তুমিই হয়তো ভুল বুঝেছো।

তা কেন। আমি তাকে বলেছি তোমার কথা বিশ্বাস করিনে, যদি দিদি এসে আমাকে সেই প্রতিশ্রুতি দিয়ে নিয়ে যায় তাহলে আমি যাব।

তোমার দিদি আসে না কেন?

আমি জানি আসবে না।

সে কি বলে?

www.pathagar.com

আমাকে মিথ্যে বাক্য শোনায়। বলে দিদি আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছে। আমি বলি তার কাছ থেকে চিঠি নিয়ে আসতে, তাও পারলো না।

সে কি করে?

দু'বার এস.এস.সি ফেল করে এখন টোটো কোম্পানির চাকুরী করে।

তাহলে তো তাকে প্রশ্রয় দেয়া চলে না।

আমিও তাই মনে করি।

তার দ্বারা তোমার কোন ক্ষতি হতে পারে এমন আশংকা আছে নাকি?

না। দিদির দেবর এই হিসাবে যতটুকু আপ্যায়ন করার দরকার তাই করি, এর বেশী কিছু নয়। আমি তাকে ক্ষ্যাপাতে চাইনে। সে যখন দেখবে দেবী পূজা নিতে চায় না, তখন এমনই নমস্কার করে সরে পড়বে। অনর্থক কেন আমি শত্রুতা করতে যাব।

তুমি তোমার নিজের প্রতি সচেতন জেনে খুশী হলাম। এবার তোমার কাজ কর আমি একটু বাইরে যাব।

ষোল

শাহীন মৌয়ের হোটেলে যেয়ে কর্তৃপক্ষের অনুমতি নিয়ে তার সাথে দেখা করলো। কোন সংবাদ না দিয়ে হঠাৎ শাহীনকে আসতে হয়েছে বলে সে মৌয়ের কাছে দুঃখ প্রকাশ করলো। তারপর একটু নম্রভাবে বললো, মৌ! আমাকে ছুটি দিতে হবে।

শাহীনের কথা শুনে মৌ তো একেবারে অবাক হয়ে গেল। বললো, সব দায়িত্ব তো তোমার হাতে, ছুটির জন্যে ঢাকা পর্যন্ত দৌড়ানো কেন?

দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চাচ্ছি মৌ।

মৌ যেন আকাশ থেকে পড়লো। সে চমকে উঠে বললো, তুমি কি বলছ আমি বুঝতে পারছিনে।

তোমাদের দেয়া এই দায়িত্বের বোঝা বহন করার শক্তি আমার নেই। মৌ তখনই ভেবে নিল কোথাও কিছু একটা ঘটেছে। সে বললো, আমরা জানি বন্ধুদের মধ্যে তুমিই একমাত্র দায়িত্ব সচেতন। কেউ তোমার প্রতি বোঝা চাপিয়ে দেয়নি, যে বইতে পারে এমনিই সেখানে যেয়ে চেপে বসে।

www.pathagar.com

একদিন কঠিন প্রতিজ্ঞা নিয়ে মন শক্ত করে তোমাদের সাথে কাজে নেমেছিলাম। নিঃসন্দেহে জীবনকে উৎসর্গ করে দিয়েছিলাম, এখন বুঝছি ভুল করে জড়িয়ে পড়েছি। তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব আমি ছিন্ন করব না। তবে কাছে থেকে নয় দূরে যেয়ে বন্ধুত্বের মর্যাদা রাখতে চেষ্টা করব। আমার দ্বারা তোমাদের কোন ক্ষতি হোক এ আমি সহ্য করতে পারব না। তাই আমি আগে থেকেই দূরে সরে যেতে চাচ্ছি।

মৌ শাহীনের হাত ধরে বললো, তোমাকে নিয়েই আমাদের গর্ব। তোমার দ্বারা আমাদের কোন ক্ষতি হওয়ার আশংকা নেই, তা আমরা জানি। কি হয়েছে বলতো শাহীন? মৌয়ের দু'চোখে পানি টলমল করছে।

শাহীন তার ব্যাগের ভিতর থেকে আমির আলির চিঠিটি বের করে মৌয়ের হাতে দিল। বললো, এটা পড়ে দেখ সব বুঝতে পারবে।

মৌ চিঠি হাতে নিয়ে এক নিঃশ্বাসে সেটি পড়ে নিল। তার চোখের পানি অদৃশ্য হয়ে গেল। সেখানে জ্বলে উঠলো আগুনের তেজ। তার চেহারায় শীরা উপশীরাগুলো স্ফীত হয়ে উঠলো। দাতে দাত চেপে ঘৃণা মিশ্রিত আক্রোশ ফুটে বেরুলো। শাহীন তার মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেয়ে গেল। সে নিজেকে অপরাধীর মত মাথা নীচু করে বসে রইলো। একটা ঘৃণ্য উত্তেজনায় মৌ তখন থরথর করে কাঁপছিল। তার মুষ্টিবদ্ধ কোমল ডান হাত এক সময় টেবিলের উপর জোরে আঘাত করে বললো, বেঈমান! প্রতারণা করার অজুহাত পেয়ে গেছ, না? তোমার প্রতি একরাশ ঘৃণা, ঘৃণা, ঘৃণা। আমার বন্ধুর অন্তরকে পুড়িয়ে ছাই করে দিতে তোমার একটুও বাঁধলো না। আর নয় কাপুরুষ, এর প্রতিশোধ আমি অবশ্যই নেব। শাহীন! তোমাকে বলেছিলাম ঐ বেঈমানটার সাথে কোন যোগাযোগ রেখ না?

তোমার নিষেধের পরে তো আর আমি একটি চিঠিও দেইনি।

আর একটি চিঠি তোমাকে লিখতে হবে। সেটা হবে এই চিঠির উত্তর। সবলেরা অন্যায় করবে আর দুর্বলের উপর দোষ চাপাবে সে হবে না। তা মেনে নেওয়া অন্যায়। মনিকার কাছ থেকে সে মুক্তি চায়, তাই এতোদিন সুযোগের প্রতীক্ষায় ছিল। এবার তোমার ঘাড়েই দোষ চাপিয়ে সে নিষ্কৃতি পেতে চায়। আমরা সে সুযোগ তাকে দেব না। তুমি এই চিঠি পড়েই ভয় পেয়ে গেছ? আমি অনেক আগেই বুঝেছি সে একটা ভয়ঙ্কর বদমায়েস। মনিকাকে এই চিঠির কথা জানানোর দরকার নেই। জানতে পেলে সে মনে খুব কষ্ট পাবে। তার মূল্যবান জীবনটা তো ক্ষত বিক্ষত করে দিতে পারিনে। আমি জানি আমির আলির প্রতি তার দুর্বলতা

www.pathagar.com

আছে, এখনও সে দৃঢ় বিশ্বাস রাখে আমির পথ ভুল করবে না। এই বিশ্বাস তার মন থেকে মুছে ফেলা সহজ হবে না। তবু আমি চেষ্টা করে যাব তার মনের দুঃখ লাঘব করার।

শোন শাহীন! তুমি দুর্বল হয়ো না। তোমাকে ইস্পাতের মত কঠিন হতে হবে। সেটা ভাঙবে না, আবার তার ধারে যত অন্যায় আর অন্ধকারের মূর্তি আসবে কেটে কুটিকুটি করে যেন ভাসিয়ে দিতে পারে। তুমি লিখে দাও- আমি মনিকে ভালবাসি তবে পৃথক করে নয় আর দশ জন বন্ধুকে যেমন ভালবাসি ঠিক তেমনই। তুমি যেটা বুঝেছ সেটা কেবল তোমার ভুল নয়, নিষ্ঠুরতা। মনিকা তোমার বাগদত্তা সেখানে আর কারও স্থান নেই এটা কে না জানে। তুমি তাকে পায়ে ঠেলবার অজুহাত খুঁজছিলে তাই একটা মিথ্যে কাহিনী বানিয়ে তাতে রং ছড়িয়ে নিষ্কৃতি পেতে চাও একথা স্বীকার করতে লজ্জা করলো নাকি? মিথ্যে গল্প ফেদে নিজের মনকে ভারী না করে এমিলির সংগে তোমার দাম্পত্য জীবন কেমন যাচ্ছে এই সত্য গল্পটা লিখলে অনেক হালকা হতে পারতে।

কথা শুনে শাহীন বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলো, সে কি মৌ? তুমিও কি আমির ভাইয়ের মত ফালতু বকতে শুরু করলে?

কে তোমার আমির ভাই। সে মরে গেছে। এখন যার অস্তিত্ব অনুভব করছ সে তার প্রেতাত্মা। সে এতো দিনে দু'একটা ছেলে মেয়ের বাবা হয়ে বসে আছে।

শাহীনের মনে হল অত্যধিক উত্তেজনায় মৌ এখন আবল তাবল বলতে শুরু করেছে। একটু শান্ত হলে সব স্বাভাবিক হয়ে যাবে। তাই সে কথা না বলে চুপ করে রইল। মৌ জানতে চাইলো চুপ করে কি ভাবছ শাহীন। লেখা বন্ধ করলে কেন?

তুমি আগে মাথা ঠাণ্ডা করে নাও, তার পর লিখব।

দুঃখে আমার অন্তর ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে, তবু মাথা আমার ঠিকই আছে বন্ধু। এখানে গলদ হলে তো পাগল হয়ে যাব। আজ তোমাকে আমাদের বড় প্রয়োজন, অথচ তুমি চলে যেতে চাচ্ছ কিন্তু আমরা ছাড়ছিনে। আবার যদি কোন দিন তোমার মনের ভিতর কালি জমতে দেখি সেদিন তুমি যেতে না চাইলেও আমরা গলা ধাক্কা দিয়ে বের করে দেব। আমির তার সর্বাঙ্গে কালি লেপে দিয়েছে, আমাদের অন্তপুরে তার আর কোন স্থান নেই। তাকে ঝেটিয়ে বিদায় করে দিয়েছি। শুধু তাই নয় তার ঘৃনিত মুখোশ আমি টেনে ছিড়ে ফেলব, যেন আর সাগর পাড়ি দিয়ে দেশের মুখ না দেখতে হয়।

www.pathagar.com

মনিকার কথাও তো চিন্তা করতে হবে।

সে আমাদের সকলের চোখের মণি। তার অন্তরে এতটুকু ব্যথা স্পর্শ না করে, সেদিকে আমাদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখতে হবে।

আমি কি তার সাথে দেখা করব?

তুমি যে ঢাকা এসেছো এ খবর সে একেদিন পাবে। অতএব সন্দেহমুক্ত থাকাই শ্রেয়।

কি বলব?

এই চিঠির কথা বাদে আর যা পার বলবে। আচ্ছা আজতো ছুটির দিন, চল আমিও তোমার সাথে যাই।

মৌ ফোনে তাকে জানিয়ে দিল, শাহীন এসেছে। আমরা তোমার সাথে দেখা করতে আসছি।

পড়ন্ত বেলায় তিন বন্ধু ইডেন পার্কের এক নির্জন স্থানে গাছের ছায়ায় একটা বেঞ্চিতে যেয়ে বসলো। শাহীনই প্রথম কথা বললো-

মালতীকে নিয়ে আমি একটু চিন্তার মধ্যে আছি।

মনিকা মৌ হেসে ফেললো। বললো, মেয়েলি সমস্যা মিটাতে মেয়েদের কাছে দৌড়ে আসা কেন? মেয়ে ঘটিত ব্যাপার ঘটে পুরুষের দ্বারা, মীমাংসাও তাদের হাতে।

কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। তবে-

তবে আবার কি। সে-ই তোমাকে ভুলিয়েছে, না তুমি তাকে ভুলিয়েছ?

মনে কর আমি ভুলিয়েছি।

আবার মনে করা কেন? দাওয়াত পত্র পেলেই আমরা যেয়ে বাসরঘর সাজিয়ে দিয়ে আসব কি বলিস মৌ?

আমার যে নাচতে ইচ্ছে করছে।

দোহাই তোর। এখনই নাচের হাট বসাসনে। জায়গা মতো যেয়ে নাচিস।

কবে যাব শাহীন ভাই?

যাবার কথা বলতে তো সাহস পাচ্ছিনে।

কেন?

আমার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিয়ে তাকে বেঁধে ফেলেছি কিন্তু বেঁধে রাখতে

www.pathagar.com

পারিনে। সে কেবলই কেটে বেরিয়ে যায়। মৌ চমকে উঠে বললো, তুমি বললে কি শাহীন? মেয়েদের এতো অহংকার আছে নাকি? আমি হলে তো-

মনিকা তার কথা কেড়ে নিয়ে বললো, তুই হলে কি করতিস?

অমন রাজ পুত্রের মত বর, পায়ে ঠেলতে পারতাম না।

সত্যি?

একবার ইঙ্গিত দিয়ে দেখুক না, কেমন গলা ধরে ঝুলে পড়ি।

হয়েছে, থাক আর বাড়াবাড়ি করিসনে।

বাড়াবাড়ি কি আমি করছি?

কে করছে?

তোমার মালতী রানী গো।

তাই যদি হয় তাহলে আমি তার প্রতি অত্যন্ত খুশী।

আহারে কপাল! ঐ ছেমড়ীর একটা হিল্লে হচ্ছিল তা তোমার সহ্য হল না।

নন্দিনীর কথাটা একবার ভেবে দেখেছিস?

খুব দেখেছি। তুই কি মনে করতে চাস শাহীনও মালতীকে ভোগ করে ছুড়ে ফেলে দেবে?

অবিশ্বাস করবার কিছু নেই।

তাহলে তো যতীন আর আমির আলির মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। একথা বলা তাহলে ভুল হবে না কি বলিস?

না।

শাহীনও সেই দলের একজন?

হতে পারে।

তবে এখনই ওকে বিদায় করে দিতে হয়।

তাড়াতে চাইনে।

তাহলে মালতীকে ছেড়ে দাও।

তাও দেব না।

তবে আমিও কিন্তু আমিরের গলে মালা দিতে তোকে ছেড়ে দেব না।

দিসনে।

কসম কর।

www.pathagar.com

এই তো কসম করে বলছি আমি তোদের হয়েই থাকব।

তারপর একদিন সে এসে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে যাবে তখন কি করবি?

মনে হয় সে পথ অন্ধকারে ঢেকে যাচ্ছে।

এটা তোর অভিমান না ধারণা?

কিছুটা ধারণা, কিছুটা মনের অস্থিরতা।

আমি কি বলতে চাই জানিস?

কি?

সেই পথ চিরদিনের জন্যে একেবারে অন্ধকারে তলিয়ে গেছে। সহস্র সূর্যের আলো একসাথে ফেললেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ভালই হল কি বলিস শাহীন? নিশ্চিন্তে পড়াশোনার কাজ শেষ করতে পারব। তবে মৌ, আমাকে একটা প্রতিশ্রুতি দিতে হবে।

বল।

আমার প্রেম ভালবাসা যা হৃদয় জুড়ে বিরাজ করছিল তা তো তুই বিনামূল্যেই খরিদ করে নিয়েছিস, আমি দিয়েছিও বিনাদ্বিধায় তোর হাতে সপে। আমি আজ প্রতিজ্ঞা করছি বিদেশী ডিগ্রী যে কেমন তা আমি দেখতে চাই, দেখার সুযোগ আমাকে দিতে হবে।

আমিও তোর দ্বারা প্রমাণ করতে চাই বিদেশের মাটিতে পা দিলেই সবাই পথ ভুল করে না। আর শোন্ শাহীন। মালতীর প্রতি তোমার যে ভালবাসা জন্মেছে তা ভাই বোনের পর্যায়ে নিয়ে যাও। আমরা পরস্পর বন্ধু আবার পরস্পর ভাই বোনও। এর বেশী কিছু মনে করার সুযোগ কাউকে দেয়া হবে না। বল তুমি কি বলতে চাও?

আমি আজ আবার নতুন করে শপথ নিলাম, হয় বন্ধু নয় তো ভাই।

শাহীন দু'হাতে দু'জনের হাত ধরে বললো, আমার এই দুর্বলতার জন্যে তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দাও বন্ধু।

তোমার চাওয়ার আগেই দিয়েছি।

তাহলে এবার সত্য ঘটনা বলি। অসিত বলে একটা যুবক মালতীর পিছনে লেগেছে। সে মালতীর বড় বোনের দেবর। সে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাকে

www.pathagar.com

ভাগিয়ে নিয়ে যেতে চায়, আমি তারই হয়ে তোমাদের কাছে অভিনয় করলাম।

মনিকা বললো, আমি প্রথমেই তোমার বলার ধরন দেখে বুঝেছি অন্যের কথা নিজের বলে চালিয়ে দিচ্ছ। বাবা মায়ের আদুরে মেয়ে তাই ইতিপূর্বে ছেলেমি মন নিয়েই সব কিছু দেখেছি। ভাল মন্দ সত্য মিথ্যার বিচার করার সুযোগ পাইনি। যেমন ভুল করেছি তেমন খেসারতও দিয়েছি। এখন যৌবনের প্রথম লগ্নে এসে দাঁড়িয়েছি ভাল মন্দ বিচার করবার পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করেছি। আজ যদি শাহীন আর মালতীকে এক বিছানায় রেখে দেওয়া হয় তাহলে আমার বিশ্বাস কেউ কাউকে স্পর্শও করবে না। মালতীর কক্ষচ্যুৎ হওয়ার কোন আশংকা কর শাহীন?

তার অন্তর যেমন কোমল তেমন আবার ইস্পাতের চেয়েও কঠিন। বুদ্ধির খেলায় স্বর্ণ জিতে নিতেও পারে। আমি অসিতকে গলাধাক্কা দিতে চেয়েছিলাম কিন্তু সে বললো, অনর্থক রাগ বাড়িয়ে শত্রুতা করার চেয়ে কৌশলে খেলিয়ে নিই, উচিৎ শিক্ষা পাবে।

তাকে দেখতে বোকার মত মনে হত, সে এতো স্মার্ট হলো কি করে?

আমাদের মাঝে যে পরশ পাথর আছে, মরচেপড়া ধাতুও যে স্বর্ণ হয়ে যায়।

তার পড়াশোনার খবর কি?

আগের চেয়ে ভাল।

যে আলোর তেজ বেশী তার পাশের ক্ষুদ্র রশ্মিগুলো অস্তিত্ব হারায় কিন্তু আমাদের কাফেলার নিয়ম সমস্তই উল্টো। ক্ষুদ্রগুলো বৃহৎ এর মগজ চুষে পরিধি বাড়ায় অথচ বড়র উজ্জ্বলতা একটুও কমে না। শাহীন তুমি মুক্তি চেয়েছিলে কিন্তু আমরা আরও বোঝা বেশী করে চাপিয়ে দিলাম। আমাদের বিরাট সংসার, সেই সংসারের কর্ণধার তুমি। অনেকগুলো সুন্দরী তোমার গলে মালা পরিয়ে দিয়েছে। দ্রোপদী যেমন অনেকগুলো স্বামী নিয়ে ঘর করেছিল, তোমাকে তেমনি অনেকগুলো বউ নিয়ে ঘর করতে হবে। সতীনের মত চুল ছেড়াছিড়ি যেন না হয়। ভয় পাচ্ছ না তো?

পিলে চমকানো কথা শুনলে ভয় পাই না এমন মহাবীর আমি হতে পারিনি।

মৌ শাহীনের চিবুকে হাত দিয়ে কৌতুক মিশ্রিত হাসি ঝরিয়ে বললো, ভয় পেও না গো আমাদের সোনার নাগর, নেচে গেয়ে ভরিয়ে দেব তোমার ক্ষুধিত হৃদয়। শুধু এতোটুকু অপেক্ষা, লেখা পড়া সাঙ্গ করে এসে তোমার চরণতলে লুটিয়ে দেব হৃদয়ের মাঝে সঞ্চিত যত প্রেম সুধা।

www.pathagar.com

মনিকা চোখ রাঙিয়ে বললো, একী ছেলে মানুষী আরম্ভ করেছিস মৌ। এযে একদিন বেসুরো হয়ে বাজবে না তাই বা তুই কি করে বুঝলি?

ছেলে মেয়ে বিয়ে করে সংসার পাতে আমরা যে তার আগেই পেতেছি। দিনে দিনে নতুন সুরই তো সৃষ্টি করতে থাকব, তাই সেই ভয় কেন পাব? ব্যক্তিগতভাবে গ্রহণ করলাম সেটা তো হৃদয়েই গাথা থাকলো। এই যে আমরা তিন বন্ধুতে পাশাপাশি বসে আছি, একদিন কি জানতাম কেউ কাউকে? নিয়তিই আমাদের এক দেহে লীন করে দিয়েছে। প্রকৃতি আমাদের মাঝে অনেক ব্যবধান রেখেছে সেটা উত্তম। প্রবল আকর্ষণই অভ্যর্থনা করে নেবে তাদের যারা সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবে।

সন্ধ্যার আগেই মনিকা আর মৌ তাদের হোস্টেলে চলে গেল। শাহীন রাতের গাড়ীতেই সিলেট রওনা হয়ে গেল। পরদিন সকালে যখন সে তাদের অফিসে পৌছল তখন মালতী কলেজে বেরুচ্ছিল। তাকে দেখে সে যেন ভয়ঙ্কর একটা কিছু দেখছে এমন করে চমকে উঠলো। সে দৌড়ে কাছে এসে হাত ধরে বললো, একী চেহারা হয়েছে ভাই? কার সাথে মল্লযুদ্ধ করে এলেন?

শাহীন হেসে ফেললো। শুষ্ক সেই হাসি। বললো, গতরাতে ট্রেনের সাথে আজ রাতে চেয়ারকোচের সাথে।

জীবনের প্রতি কি একটুও মায়া নেই আপনার?

জীবন আমার আর নিজের রইলো কোথায়। কর্মের সাথে বেঁধে ফেলেছি না? এ বড় শক্ত বাঁধন মালতী। মুক্তির আর কোন আশা নেই। দু'দিন আগে তোর কাছে সব ছেড়ে দিতে চেয়েছিলাম। কিন্তু এখন দেখছি ছেড়ে দিয়ে যাওয়া মানে নিজের প্রতিভার মৃত্যু ঘটানো।

আপনার মন প্রাণ এতো চঞ্চল হয়ে পড়েছে কেন ভাই?

যেদিন নিজের জীবন এই ট্রাস্টের নামে উৎসর্গ করেছি সেদিন থেকেই চঞ্চলতা আমাকে পেয়ে বসেছে। যে জীবন বিকিয়ে দিয়েছি তা তো আর ফিরিয়ে নেওয়া যায় না, মালতী। যখন হাল ধরে ছিলাম তখন ভেবেছিলাম নদীতে নৌকা ছেড়েছি, এখন দেখছি নদী না সাগর। দু'দিন পর হয়তো দেখবো মহাসাগর। সেখানে ভাসিয়েছি বৃহৎ জাহাজ। কোন্ কূলে ভিড়লে বাঁচবে আমার জাহাজের যাত্রী সেই ভাবনায় আমি আছি তাই এতো চঞ্চলতা।

শাহীন ভাই! সেই ভয় তো আপনার থাকার কথা নয়। আপনার জাহাজের যাত্রীরা যে সবাই দক্ষ সাঁতারু। সাগরের গর্জন তাদের অন্তরে যে উল্লাস সৃষ্টি করে দেয়। আহ্ কি কপাল, আপনার খাওয়া নেই, ঘুম নেই আমি বাচালের মত বকে

www.pathagar.com

চলেছি। আপনি স্নান সেরে নিন, আমি খাওয়ার ব্যবস্থা করি।

তুমি কলেজে যাবে না?

আপনাকে এই অবস্থায় ফেলে আমি কলেজে যাব। এমন বিদ্যায় আমাকে অভিশাপ দেবে না?

শাহীন সমস্ত দিন ঘুমিয়ে কাটালো। তার মনের মধ্যে আর কোন বাধা বিঘ্ন নেই। আমির আলির চিঠি পড়ে সে নিজেকে অপরাধী ভেবেই ঢাকাতে ছুটে গিয়েছিল। সেখানে যেয়ে যেন নতুন উদ্যম নিয়েই ফিরে এসেছে। এখন কাজের মধ্যে নিশ্চিন্তে ডুবে থাকতে পারবে। দু'সপ্তাহের জন্য কলেজ ছুটি। একটা মস্তবড় কাজের দায়িত্ব তার উপর চাপানো রয়েছে, এবার সেটা শুরু করতে হবে।

পরদিন সকালেই গাড়ী নিয়ে রেরুলো। হবিগঞ্জ মনিকার বাবা মুনীর চৌধুরীর সাথে দেখা করলো। তিনি সমস্ত কিছু শুনে খুব খুশী হলেন। তাকে কিছু টাকা এবং একখানা চিঠি লিখে দিলেন। শাহীন তাদের পৈতৃকবাস আবিদপুরে মনিকা যে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিল সেই ব্যাপারেই বেরিয়ে পড়লো। গ্রামে প্রবেশ করে শাহীন শফিক সাহেবের বাড়ী যেয়ে উঠলো। মুনীর চৌধুরীর চিঠি পেয়ে তিনি তাকে সমাদর করলেন। পরদিন সকালে মনিকার গঠন করা সদস্যবৃন্দদের নিয়ে যেখানে স্কুল ঘর উঠবে সেটা দেখে নিল। তার পর কমিটির এক যুবক সদস্যকে নিয়ে একজন মিস্ত্রীর সাথে যোগাযোগ করে ইট, বালি সিমেন্ট সংগ্রহ করে দু'দিন পরেই ঘরের কাজ শুরু করে দিল। এক সপ্তাহ সেখানে কাটিয়ে কমিটির কাছে কাজের দায়িত্ব দিয়ে দিল। মোটামুটি কত টাকা লাগতে পারে তা হিসাব করে শফিক মাস্টারের কাছে দিয়ে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল।

... মাস দু'য়েকের মধ্যে আবার আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে শাহীন সিলেটে ফিরে এল। চারটি জিলা শহরের সাথে যোগাযোগ রাখা, তাদের প্রয়োজনীয় টাকা পয়সা, ঔষধ পত্র, কাপড় চোপড় যা কিছু দরকার তার যোগান দেওয়া, তার পরিশ্রমের অন্ত নেই। নিজের পড়াশোনার সময় হয়ে উঠে না। তবু ঘুমের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে সময় করে নিতে হয়। মালতী মাঝে মাঝে কেঁদে-কেটে তার পা জড়িয়ে ধরে বলে, হয় আমার গলায় পা দিয়ে মেরে ফেল, নয় তো একটু বিশ্রাম নাও। শাহীন হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে বলে পাগলী বোন আমার। কাদের নিয়ে আমাদের চলার পথ তৈরী করেছি তুই তো জানিস, তাদের জীবন কত দুঃখের। সমাজের মানুষ যাদের দিকে তাকায় না, কি অসহনীয় তাদের জীবনযাত্রা। তাদের চেয়ে প্রভু আমাদের কত সুখ শান্তিতে রেখেছেন বলতো?

www.pathagar.com

এমন বর্ণাঢ্য জীবনটা যদি অনন্ত সুখের আশায় ভাসিয়ে দিই তাহলে কি কৈফিয়ৎ দেব সেই প্রভুর দরবারে?

নিজের আত্মার উপরে কষ্ট দিলেও তো জাওয়াব দিহি করতে হবে ভাই?

আমি তো আমার নই, আমি যে প্রভুর। তার সৃষ্টির সেবায় ত্যাগ স্বীকার তো আমাকেই করতে হবে। ভাই বোনের সম্পর্ক যখন পাতিয়েছি তখন আর আপনি সম্পর্ক মানায় না।

তোমার সাথে পারিনে বলে নিজের চুল ছিড়তে ইচ্ছে করে।

সে কি কথা। মাথায় চুল মেয়েদের একটা শোভন, এ আল্লাহ প্রদত্ত, ওর প্রতি অত্যাচার অসহ্য।

তোমার চোখে যেটা অসহ্য সেটা আমাকে সইতে বল অথচ আমার চোখে যেটা অসহ্য সেটা তুমি সওনা কেন ভাই?

বিধাতা শক্তি যতোদিন দিয়েছেন, ততোদিন তার সদ্ব্যবহার করে নিই। তারপর বিশ্রাম নেব, হবে তো?

সামনে তোমার পরীক্ষা। এখনই যদি সময় না পাও তাহলে পরে বিশ্রাম কি কাজে আসবে?

দোতালা বাড়ী, নীচে চারটি রুম। একটি ট্রাস্টের কেন্দ্রীয় অফিস, সেটার দায়িত্বে শাহীন নিজে। পাশেরটি আঞ্চলিক অফিস, মালতী সেই অফিসের সেক্রেটারী। আর দু'টি রুম ট্রাস্টের কাজে যখন যেভাবে দরকার তখন সেভাবে ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া বাথরুম ও রান্না করার জন্য আলাদা ব্যবস্থা আছে। উপরের চারটিতে দু'টি বাথরুম সংলগ্ন। সেই দু'টিতে শাহীন আর মালতীর ঘর। আর দু'টি ট্রাস্টের কাজে নিযুক্ত অন্যান্য শহর থেকে যারা কেন্দ্রিয় অফিসে আসে তারা থাকে। এর পিছনে বাংলো মত লম্বা টিনের ঘর, সেখানে নিঃসম্বল কয়েকজন বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, এতিম বালক-বালিকা, হত দরিদ্র মহিলা সন্তানসহ ও নিসন্তান বিধবারা থাকে। এদের সংখ্যা মোট একুশ জন। এদের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, উপজাতি, সমাজ পরিত্যাক্তাসহ সব শ্রেণীর আশ্রিত রয়েছে। বাদল বলে একজন প্রৌঢ় ও শাকিলা বলে একজন যুবতী এদের তত্ত্বাবধানে থাকে।

ওরাও আশ্রয়হীন। মালতী এদের সবার কাছে যেন মায়ের আসন দখল করে বসে আছে। মাসিক পত্রিকায় ওদের ছবি ছাপা হয়, কিভাবে তাদের সেবা শশ্রুষা লেখা পড়া করানো হয় তা লেখা হয়। ওদের সাথে মালতীর ছবি দেখা যায়। উপযুক্ত

www.pathagar.com

শিক্ষকের সাথে সহঅবস্থান তাই সেও আজকাল ভাল লেখে। তারও আর অবসর হয় না, সব সময় কাজের মধ্যে ডুবে থাকতে হয়।

কলেজের পরীক্ষা শেষ হয়ে গেছে। পড়াশোনার ব্যস্ততা না থাকলেও রাতের খাওয়া দাওয়া সেরে সেবামূলক বই পুস্তক নিয়ে অনেক রাত অবধি শাহীনের সাথে কাটাতে হয়। রাত বারোটা বাজলে তার ছুটি দেওয়া হয়, কিন্তু বইয়ের প্রতি তার এমন ভালবাসা জন্মে গেছে যে তাকে ছেড়ে শয়ন করতে যাওয়া প্রিয়হারার মত তার বুক হাহাকার করে উঠে। রাত ২টার সময় যখন শাহীন উপরে শুতে যায় তখন সেও পিছু পিছু যেয়ে তার শয়ন ঘরে ঢুকে পড়ে। শাহীন মাঝে মাঝে তাকে অধিক রাত জাগতে নিষেধ করলেও সে শোনে না। বলে- ভাই তোমার এ আজব সংসার। এখানে ব্যথা বেদনা, ক্লান্তি অলসতা, জড়তা, দুঃখ কষ্ট কিছুই নেই। প্রেম এখানে সর্বগ্রাসী। সব কিছু ভুলিয়ে দিয়ে একান্ত আপনার করে পেতে চায়। আমিও আমার সর্বস্ব সপে দিয়েছি। তোমার এই সংসার আমাকে যত পেষণ করে, আমি ততো আনন্দ পাই।

তুমি যে একদিন আমাকে তিরস্কার করতে?

তখন আমি প্রেমের মহাত্ম বুঝিনি। আমাদের মত বয়সের ছেলে মেয়েরা প্রেমকে যেভাবে বোঝে আমিও তাই বুঝতাম। এখন বুঝছি.সেটা প্রকৃত প্রেম নয়, মোহ। সে যেমন সুখ দেয় তেমন দুঃখ দেয়। তুমি যে প্রেম শিক্ষা দিয়েছ, সে সব কিছুকে জয় করে হৃদয়ে বাসা বাঁধে। তাই দুঃখ যেখানে প্রবেশ করতে সাহস পায় না। অসিত আমাকে একেবারে অস্থির করে তুলছিল। আমিও যেন ভেসে যাই যাই এমন অবস্থা। একদিন আমি মানসিক দিক দিয়ে এমন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছি যে কালই তার হাত ধরে বেরিয়ে পড়ব। আমি তাকে কি চোখ দিয়ে দেখেছিলাম জানি না। তার দু'খানি হাত ধরে বললাম অসিতদা, তুমি আজকের রাতটা আমাকে ভাবতে দাও। তুমি দু'দিন আগে হবিগঞ্জে গিয়েছিলে ট্রাস্টের কাজে। আমি এক প্রকার যেন ভেসেই গেছি। টল্‌তে টল্‌তে উপরে উঠে না খেয়েই শুয়ে পড়লাম। হৃদয়ে তখন প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছে, জ্ঞান বুদ্ধি তখন যেন লোপ পেয়ে গেছে। সেদিন চুল বাঁধিনি শয়নের সময় কাপড় পাল্টাইনি। কোথায় যেয়ে শুয়ে পড়লাম সেই অনুভূতিও তখন আমার ছিল না। আমি মনে হয় খুব কেঁদেছিলাম। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তা জানি না। ভোরের আজানের শব্দ শুনে যখন আমি জেগে উঠলাম তখন লজ্জায় যেন মরে যাচ্ছিলাম। হে ভগবান, আমাকে কেন ভস্ম করে দিলে না। আমি কি চেতনা হারিয়ে ফেলেছিলাম গত রাতে? শাহীন ভাইয়ের শয্যায় আমি কেন? লজ্জায় আমি একেবারে সঙ্কুচিত হয়ে

www.pathagar.com

গেলাম। সে যদি আজ বাসায় থাকতো, আমাকে তার শয্যায় দেখে কি ভাবতো! মনে পড়ে গেল সন্ধ্যার পরে অসিতের সাথে তার অসংলগ্ন কথাবার্তার কথা। হঠাৎ চোখ দু'টি আগুনের ভাটার মত জ্বলে উঠলো। হৃদয়ে জাগলো প্রবল ঘৃণা। এর নাম প্রেম! যে স্থান-কাল ভুলিয়ে দেয়। শালীনতার মৃত্যু ঘটায়। এ প্রেম নয়, বিষের বাঁশি। সুরের সাথে বিষ মিশ্রিত হয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করে তিলে তিলে মৃত্যুর গহবরের দিকে ঠেলে দেয়। আর নয়, এমন প্রেমের দুয়ারে পদাঘাত করি। তাকে শক্ত কথা শুনিয়ে বিদায় করব এই ভেবে মনকে কঠিন করে নিলাম।

গোসল সেরে কিছু না খেয়েই নীচে নেমে এলাম। তোমার অফিসে যেন কারও অস্তিত্ব অনুভব করলাম। আমি স্পষ্ট মানুষের নিঃশ্বাসের শব্দ পাচ্ছি।। হৃদয়ে একটা শিহরণ জাগলো, সেটা যেন ভয় মিশ্রিত। অসিত কি কাল রাতে চলে যায়নি। আমি কি অসতর্ক হয়ে তাকে ঘরে রেখেই দরজা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। মাঝখানের দরজা আস্তে আস্তে খুলে চমকে উঠলাম। তুমি চেয়ারে হেলান দিয়ে ঘুমাচ্ছ। নিজের প্রতি এমন ধিক্কার জন্মে গেল। যদি পারতাম তাহলে আত্মাটাকে টেনে ছিঁড়ে বের করে ফেলতাম। এমতাবস্থায় কি করব ভেবে পেলাম না। হঠাৎ করে আমার অন্তর মমতায় ভরে গেল। আমি ঝর ঝর করে কেঁদে ফেললাম। আমার কান্নার শব্দ শুনে তুমি জেগে গেলে। চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে আমার হাত ধরে বললে, কি হয়েছে মালতী। তুই কাঁদছিস কেন? আমার কান্নার বেগ আরও বেড়ে গেল। তোমার পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়লাম। মুখ ফুটে কোন কথা বলতে পারলাম না। চোখের জলে তোমার পা ধুয়ে দিতে চাইছিলাম কিন্তু তুমি সেই মুহূর্তে আমাকে টেনে তুলে আমার কপালে একটা চুম্বন রেখা একে দিয়ে বললে- বোনের কি সখ হয় না, ভাইয়ের বিছানায় শয়ন করা। এটা তো কোন অপরাধ নয়, স্নেহের আকর্ষণ। ভাই বোনের সম্পর্কে এতোদিন হয়তো শিথিলতা ছিল আজকে সেটা মজবুত হয়ে গেল। এটা তো আনন্দের বিষয় এখানে দুঃখ আর লজ্জার কোন চিহ্ন থাকতে পারে না বোন। তোমার পকেট থেকে রুমাল বের করে আমার চোখ মুছে দিয়ে কপালে আর একটি চুম্বন দিয়ে বললে- যাও বোন, খাওয়ার ব্যবস্থা কর আমার, ক্ষিধে পেয়েছে।

তার পর থেকে প্রায় দু'সপ্তাহ আমি ইচ্ছা করেই তোমার সঙ্গ ছাড়িনি। আমি অসিতকে এড়িয়ে থাকতে চেয়েছিলাম। সে প্রতিদিনই আসতো কিন্তু তোমার সাথে ব্যস্ততায় সময় কাটাতে দেখতে পেত। তার অস্থিরতা দেখে আমার খুব হাসি পেতো। সে কত বার দূর থেকে আমাকে ইঙ্গিতে ডাকতো, আমি যেন খেয়ালই করছি না এমন ভান করতাম। একদিন মনে হল এভাবে সে আসবে আর আমার

www.pathagar.com

প্রত্যাশায় দিন গুনবে, তার পর তার ধৈর্যচুতি ঘটলে হয়তো এমন কেলেঙ্কারী করে বসবে যার কালো কালিতে আমার চেহারা পর্যন্ত ঢেকে দিতে কসুর করবে না। কি করে তাকে এ পথ থেকে সরিয়ে দিতে পারি সেই কৌশল নিতে হল। একদিন বিকালে দুই অফিসের মাঝ খানের দরজা বন্ধ করে আমার অফিসের সামনের দরজা খুলে রেখে আমি একা কাজ করছি। আমি জানি আমাকে একা দেখতে পেলে অসিত আসবে। সে এলোও ঠিক। আমি হাসি মুখে তাকে চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললাম। তাকে কোন কথা বলতে না দিয়েই আমি হাসতে হাসতে বললাম আমার জন্য আশীর্বাদ কর অসিত দা। সে অবাক হয়ে আমার মুখের দিকে চেয়ে বললো, কিসের আশীর্বাদ?

আমার দাম্পত্য জীবনটা যাতে সুখ শান্তিতে কেটে যায়।

বিয়ে না হতেই?

কেন বিয়ে করেছি তুমি শোন নি?

মিথ্যে কথা। আমাকে ধোঁকা দেবার অজুহাত।

সত্য বলছি।

হাতে শাখা দেখছি না, কপালে সিঁদুর নেই।

শাখা সিঁদুরের বিয়ে আমার ভাগ্যে জুটলো কই?

আমি কি দোষ করেছিলাম?

অনর্থক তোমাকে বিপদে ফেলতে চাইনি।

কিসের বিপদ।

সমাজ তোমকে গলা ধাক্কা দিত।

আমি সেই ভয় করিনে সেকথা জেনেও?

আমাকে নিয়ে পথে বেরুতে এই তো?

তাই।

তাতে সুখ কোথায়? জেনে শুনে কেবল দুঃখের সাগরে ভেসে যেতাম। একদিন প্রেম আহত পঙ্গু হয়ে বিভৎসরূপে দেখা দিত। শেষ পর্যন্ত তুমি হয়তো সন্যাসী হয়ে বৃন্দাবন চলে যেতে পারতে। আমি কি করতাম? এমন পরিস্থিতিতে পড়েই তো মেয়েরা বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করে। আমাকেও তো সেই পথ অবলম্বন করতে হত। যে প্রেম সাময়িক সুখ দেয় সেটা পঙ্গু আর যে প্রেম চিরস্থায়ী সুখ দেয়

www.pathagar.com

সেটাই প্রকৃত প্রেম। আমি সেই চিরস্থায়ী প্রেমের আকর্ষণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছি। আমার ফিরে আসবার সব পথই বন্ধ হয়ে গেছে। আমি রাণীর মর্যাদা পেয়েছি। তুমি একটা সুন্দরী মেয়ে দেখে বিয়ে কর। সমাজের গণ্ডিতে বাস করে তোমাদের দাম্পত্য জীবন সুখের হোক আমি এই কামনা করি।

অসিত আর একটি কথাও বলেনি। মাথা নীচু করে আমার ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর কোন দিন ফিরেও তাকায়নি। তুমি যে শয্যায় শয়ন কর সেটাও যে তোমার মত জীবন্ত তার প্রমাণ আমি স্বমূর্তিতে পেয়ে গেলাম। ঐ একটি রাতের শয্যা আমার জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে দিয়েছে। আমি আজ গর্ব করে বলতে পারি আমি পবিত্রা, আমি সতী। প্রকাশ্যেই স্ত্রী জাতির প্রতি প্রহসন, আমার পরীক্ষা হল লোক চক্ষুর অন্তরালে। কেবল অন্তর্যামীই রইলেন এর প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

সতর

একটা ক্লিনিকে ট্রাস্টের কয়েকটি রুগীর চিকিৎসা চলছিল। দু'ভাই বোনের, যার যখন সময় হয় সে তখন যেয়ে রুগীর খোঁজ খবর নিয়ে আসে। সেদিন মালতী ক্লিনিকে ঢুকেই তার বড় বোন সুলতা আর তার স্বামী অরবিন্দুর মুখোমুখি হয়ে গেল। মালতী তখনই নীচু হয়ে দিদির পায়ের ধূলা নিতে যেই হাত বাড়িয়েছে অমনি সুলতা চেচিয়ে উঠে বললো, আহ মর! ছুয়ে দিস্‌নে, সরে যা বলছি। সে প্রথমে থতথত খেয়ে গেল। পরক্ষণে প্রশান্ত হাসিতে মুখ উজ্জ্বল করে বললো, যে রক্ত দিয়ে তোমার জীবন গড়া সেই একই রক্ত তো আমরাও দিদি? আমাকে অস্বীকার করলে তো নিজেকেই অস্বীকার করতে হয়। উভয়ের শিরায় উপশিরায় যে একই রক্ত প্রবাহিত। ভাবছ তুমি সতী আর আমি অস্পৃশ্য, তাই না?

হা, তাই ভাবছি।

বলতো আমার কিসের অপরাধ?

জাতকূল খাইয়ে এসেছিস, এখনও অপরাধ খুঁজে পাসনি?

না। আবার জাতকূল যে কি করে খেলাম তাও তো বুঝলাম না।

হতচ্ছুড়ীর কথা দেখ। নেড়ে ভাতারের ঘর করছিস, তাও বলছিস জাতকূল খাইনি?

নেড়েই বা কি তাও তো জানিনে।

www.pathagar.com

মজে বিভোর হয়ে আছিস কিনা, তাই কিছু বুঝতে পারছিস নে। যেদিন রস ফুরিয়ে যাবে সেদিন সবই বুঝবি। কূল যে হারায় সেই ডুবে যায়।

কূল আমি হারাইনি বরং তার স্থায়ী ঠিকানা পেয়েছি। অতএব হারাবার ভয় নেই। তোমার কিন্তু সেই ভয় আছে। দা ঠাকুর যদি এখনই পটল তোলে তাহলে তোমার পরিণতির কথা চিন্তা করে দেখ কি হতে পারে।

সুলতা ভীষণ ক্ষেপে গেল। সে বললো, তোর ভাতার মরবে না?

না। সে দেবতাদের কাছ থেকে অমরত্বের রস পান করে এসেছে। সে অমর।

সুলতা কিছু না বুঝতে পেরে বললো, মাথাটা একেবারেই বিগড়িয়ে ফেলেছিস দেখছি। কেবলই ভুল বকতে শুরু করেছিস।

মাথা যদি বিগড়ে যেয়ে থাকে তাহলে কলেজ পাশ করলাম কি করে?

কলেজ পাশ করেছিস?

করেছি তো।

ওরা যে মেয়েদের কলেজে যেতে দেয় না, তা আবার ঘরের বউকে বাইরে যেতে দেয় কি করে?

ওরা কারা?

ঐ যে তোর ভাতারেরা...। যাদের আমরা বলি নেড়ে, যারা গণ্ডা গণ্ডা বিয়ে করে।

নেড়ে ফেড়ে বুঝিনে দিদি! হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান আরও যদি কিছু থাকে সবাইকে নিয়ে আমাদের সংসার।

সে আবার কি জাত?

জাতের কথা বলতে পারিনে, পরিচয় বাংলাদেশী। আমাদের ছোয়াছুয়ির ভয় নেই, জাত কূল যাওয়ারও আশংকা নেই। আপন পর নেই। এক পাত্রে খেলেও দোষ হয় না, এক বিছানায় শয়ন করলেও অস্পৃশ্য হয়ে যায় না।

এমন আজগুবি কথা তো বাবার কালেও শুনিনি।

শুধু শুন্‌বে কেন, চল আমার বাড়ী, কেমন সংসার করি দেখে আসবে। সুলতা তার দেবর অসিতের কাছে শুনেছিল মালতী মুসলমান ছেলের সাথে বিয়ে করেছে। সেই থেকে সে ক্ষেপে ছিল। আজ এই ক্লিনিকের বারান্দায় দাঁড়িয়ে মালতীর কথা শুনে সে কিছুই বুঝতে পরলো না। তার মনের মধ্যে কেবলই জেগে উঠছিল হাজার হোক মায়ের পেটের বোন। দেখেই না হয় আসি কেমন সংসার পেতেছে। সে তার স্বামীর দিকে চাইলো। অরবিন্দু এতোক্ষণ বিস্মিত নেত্রে মালতীর দিকে

www.pathagar.com

চেয়ে তার কথা শুনছিল। একদিন তার এই শালীর হাতের কান মলা খেয়েছে, কত হাসি তামাশা করেছে, সেদিন তাকে একটু বোকা বোকা মনে হত। আর আজ এমন চাতুর্যপূর্ণ কথা তার মুখ দিয়ে অনর্গল বেরুচ্ছে অথচ সে কিছুই বুঝতে পারছে না। কার সংস্পর্শে এসে এমন গুরুপনা বক্তব্য পেশ করতে শিখলো যা তার মত একজন প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের মাথায়ও দুর্বোধ্য ঠেক্‌ছে! তার স্ত্রী যখন তার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাইলে তখন সে বললো, তোমার আপত্তি না থাকলে আমার যেতে কোন অসুবিধা নেই।

সুলতা বললো, তোমার মা যে আচারী, তিনি জানতে পেলে তো বাড়ীতেই ঢুকতে দেবেন না।

আমি স্কুলে মাষ্টারী করি। সব জাতের ছেলে মেয়ে নিয়ে আমার কারবার, সেকথা তো মা জানেন।

কিসে আর কিসে তুলনা।

কেন?

ছেলে মেয়েরা তো কূল ভেঙ্গে এসে তোমার স্কুলে পড়ে না।

মালতী তৎক্ষণাৎ বললো, আমিই বা কোন্ কূল ভেঙ্গে এলাম?

জানিসনে, হিন্দু ঘরের আচার বিচার না মেনে বেরিয়ে এলে সেখানে পুনরায় প্রবেশ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়?

আমি যে বাঁচার তাগিদে চাকুরী করতে এসেছিলাম, তোমাদের ত্যাগ করে তো আসিনি। তোমরাই তো আমাকে চিরদিনের মত ত্যাগ করলে।

আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে স্বামীর ঘর করি। সমাজের কাছে আমরা দায়বদ্ধ। একটু এদিক ওদিক হলেই অসতি পদবীর ভয় করি।

সেই পর্যন্ত যেতে আমারও সুযোগ দিতে পারতে?

তার আগেই তুই পথ হারিয়েছিস।

আমার এই সমাজ পরিত্যক্তা সার্টিফিকেট তুমি দিচ্ছ না সমাজ?

আমাদের অনেক শ্রেণী আছে। প্রত্যেক শ্রেণীর একজন সমাজপতি আছে। তার বাইরে যাওয়ার অধিকার কারও নেই। বাইরে গেলে প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়।

আমি চাই না সমাজের কাছে তোমাদের দণ্ড ভোগ হোক। আমি কোন অপরাধ করিনি। অতএব প্রায়শ্চিত্ত করে ফিরে যাওয়ার প্রশ্নই উঠে না। যদি তুমি মনে কর আমি একদিন তোমার বোন ছিলাম, ছিট্‌কে পড়ে দূরে সরে গেছি, অন্ধকারে ডুবেছি না আলোর বন্যায় ভেসে গেছি। যদি দেখতে চাও দেখতে পার।

www.pathagar.com

অরবিন্দু সুলতার হাত ধরে বলল চলই না, এক পাক দেখে আসি। সুলতা অনিচ্ছা সত্ত্বেও রাজী হয়ে গেল। মালতী ক্লিনিকের ডাক্তারের সাথে রুগী সম্পর্কে আলাপ করে বেরিয়ে এলো। তাদের অফিসের গাড়ীর কাছে এলেই লিয়াকত দরজা খুলে দিল। মালতী হাসি মুখে বললো, উঠে পড় দিদি। সুলতা চোখ যেন কপালে তুলে জিজ্ঞেস করলো, এ গাড়ী কার?

যদি বলি আমার তা ভুল হবে না।

এতো দামী গাড়ী তোকে কে দিয়েছে?

জায়গা মত চল, সব জানতে পারবে।

অনেক ইস্ততঃ করেও শেষ পর্যন্ত সুলতা আর অববিন্দু গাড়ীতে উঠে বসলো। তোমাদের পাশে বসলে ছোয়া লেগে যাবে তাই সামনে বসলাম, কিছু মনে করো না দিদি।

অফিসের সামনে গাড়ী এসে থামলে মালতী তাদের নিয়ে একেবারে দোতলায় তার শয়ন ঘরে যেয়ে ঢুকলো । সেখানে একটি টেবিল তার দু'পাশে দু'টি চেয়ার। টেবিলের উপর দামী দামী কয়েক খানা ইংরেজী বই। নার্সিং শেখার জন্য শাহীন এগুলো কিনে দিয়েছে। একটি কাঠের আলমারী তাতে দামী সেলোয়ার, কামিজ, শাড়ী, ব্লাউজ, পেটিকোট আরও কিছু বেশ সুন্দর পরিপাটি করে সাজানো। একটি দামী ড্রেসিং টেবিল, তাতে হাতির দাতের একটি চিরুনী নানা রকম প্রসাধনী বেশ সুন্দর করে সাজিয়ে গুছিয়ে রাখা। একটি সোকেচ, সেখানে কাঁচের পাত্র, চিনামাটি ও মেলামাইনের দামী প্লেট গ্লাস জগ, চামচ ও অন্যান্য জিনিস পত্র, নানা রঙ্গের খেলনা দ্রব্য এমন সুন্দর করে সাজানো রয়েছে যে একবার তাকালে দৃষ্টি সহজে ফেরানো যায় না। আর একটি কাঁচের আলমারী একটুও খালি নেই সব বই দিয়ে ভরা। সুলতা অবাক হয়ে সব দেখছিল। মালতী সেই কক্ষ সংলগ্ন বাথরুমের দরজা খুলে দিয়ে বললো, দিদি দরকার হলে বাথরুমে যেতে পার। সুলতা মন্ত্রমুগ্ধের মত সেখানে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলে। এক পাশে বড় আয়না বসানো, তার নীচের তাকে চিরুনী, কিছু প্রসাধনী, পেষ্ট সাবান তোয়ালে যা যা দরকার সব মওজুত। সব জায়গায় একটা প্রকাণ্ড আধুনিকতার ছাপ। সুলতা বেরিয়ে এসে আবার চেয়ারে বসলো। দামী খাটের উপর পুরুগদি পাড়া, তার উপরে দামী ফুল তোলা সাদা চাদর, একটি নরম বালিস তার উপরে ফুল তোলা তোয়ালে। মালতী বললো, দিদি আমার বিছানায় একটু শুয়ে দেখ আমি কেমন আরামে থাকি।

www.pathagar.com

সুলতা জিজ্ঞেস করলো, বালিশ একটা কেন? তোর স্বামী এখানে থাকে না? মালতী খিলখিল করে হেসে ফেললো। বললো, আর একটা বালিস দেখাব দিদি?

তা দেখাবি না?

মাঝখানের দরজা খুলে দিয়ে মালতী বললো, এই ঘরে এসে দেখ। সুলতা তার পিছু পিছু পাশের ঘরে গেল। এখানেও আধুনিকতার ছাপ, তবে কাপড় চোপড় প্রসাধনীর তেমন বাহুল্য নেই। তিনচারটা আলমারী কেবল বই দিয়ে ঠাসা। সেই ঘরেও খাট এবং বিছানা পাশের ঘরের অনুরূপ।

সুলতা বললো এখানেও দেখছি একটা বালিশ, স্বামী স্ত্রী এক বিছানায় থাকিসনে?

না।

কেন?

মালতীর উত্তরের আগেই শাহীন এসে ঘরে ঢুকলো। তাকে দেখে সুলতা তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টেনে দিলো। মালতী খুব জোরে হেসে উঠলো, বললো তুমি কাকে লজ্জা করছো দিদি। ওযে আমার ভাই।

ভাই!

হ্যা গো হ্যা।

তোর স্বামী কোথায় থাকে?

দেখবে তাকে?

দেখবো না?

এসো নীচে যাই।

মালতী তার দিদিকে নিয়ে নীচে তার অফিস রুমে যেয়ে ঢুকলো। সেখানে বড় একটা টেবিল। তার চার দিকে চেয়ার। টেবিলের উপরে অনেক কাগজ পত্র, একগাদা চিঠি, একটা কলমদানী, তাতে অনেকগুলো কলম। কয়েকটা পেপার ওয়েট, চার পাঁচটা আলমারী দেওয়ালের কোল ঘেষে চারিদিকে সাজানো। তাতে অফিস ফাইল খাতা পত্রে ভর্তি। টেবিলের একপ্রান্তে একটা গদিআটা চেয়ার, তার পাশে টিপয়ের উপর একটি টেলিফোন সেট। মনে হয় যেন মন্ত্রণালয়ের একটা কর্মব্যস্ত অফিস।

মালতী বললো, দিদি এই হচ্ছে আমার আসল সংসার। এই ঘরে যা দেখছো সব আমার বাচ্চা কাচ্চা। এদের লালন পালন করতেই আমি হিমসিম খেয়ে যাই। আবার আনন্দও পাই। আমার কোন দুঃখ নেই। আমি খুব সুখী, এমন দাম্পত্য

www.pathagar.com

জীবন কেউ পায় না। বিধাতা দয়া করে আমাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। তার কাছে আমি বার বার মাথা নোয়াই। তোমার মত শাখা সিঁদুর না পরেও আমি গর্বিতা। এরা আমার সত্যকার গর্ভের সন্তান। ওরা কথা বলতে পারে না। নির্জীব বস্তুর মতই কেবল আমার দিকে চেয়ে থাকে। এদের কথা বলিয়ে নিতে হয়। আমার জীবন্ত সন্তানদের দেখবে দিদি? এসো আমার সাথে।

মালতী তার দিদিকে নিয়ে পেছনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো বাংলো ঘরে। চার পাঁচ বছরের দু'টি ছেলে মেয়েকে দেখিয়ে বললো, এই আমার ছেলে মেয়ে।

সুলতা অধৈর্য হয়ে বললো, আমি যাকে দেখতে এসেছি তোর সেই স্বামী দেবতাকে আগে দেখা, তারপর অন্য কিছু দেখাস।

মালতী হিহি করে হেসে ফেললো। বললো, এখনও মন্ত্র পড়ে সাত পাক দিইনি, তাই তার অস্তিত্ব দেখাতে পারছিনে।

তবে ছেলে মেয়ে কি করে হল?

প্রাচীন কালে অনেক সতীস্বাধ্বীদের বিয়ে হয়নি, আবার অনেক মহাপুরুষের জন্ম দিয়েছিল– এটা তো মিথ্যে নয় দিদি?

ওমা সে কি কথা! সেই যুগের সঙ্গে এই কলি যুগের তুলনা!

অবাক হচ্ছ কেন দিদি! সত্য যুগের অবসান হলেও সে কি সেই সতীসাবিত্রীদের পৃথিবীতে আগমনের পথ বন্ধ করে দিতে পেরেছিল? সত্য যুগই বল আর কলি যুগই বল, যুগে যুগে সেই সব সতীসাবিত্রিরা পৃথিবীতে আসছে আর তাদের লীলা খেলার ফসল ফলিয়ে যাচ্ছে। এখনও তো তার আসা যাওয়া বন্ধ নেই। এই ছেলে মেয়েরা তো সেই চিরন্তন প্রেমলীলার ফসল দিদি?

তুই কি সব আবোল তাবোল বলছিস আমি বুঝতে পারছি না! বিয়ে ছাড়া যে বাচ্চা জন্ম দেয় সে তো বেশ্যা।

দেবতাদের সাথে প্রেমলীলা করলে সে হয় দেবী, মুনি ঋষিদের সাথে প্রেমলীলা করে ফসল ফলালে সে হয় সতীসাবিত্রী, আর ঐ মেয়েকে দেখছো, একটা বাচ্চা কোলে করে বসে আছে। ওটা ওর প্রেমের ফসল, ওকে তোমরা বলবে বেশ্যা। একবার ভেবে দেখ, দেবতারা যদি প্রেমলীলার নামে বেশ্যার জন্ম দিয়ে না যেত তাহলে পৃথিবীতে এই ঘৃনিত জীবের অস্তিত্বই থাকতো না। প্রেমের ফসল কুড়াতে কুড়াতে মাদার তেরেসার জীবন প্রদীপ নিভে গেল, তবু ঝরা পাতার মত ঝরতেই আছে, বন্ধই হল না। একবার ভুল করে প্রেমের ফসল ফলে গেলেই সে হয়ে যায়

www.pathagar.com

বেশ্যা। সমাজ তাকে দূর ছেই করে তাড়িয়ে দেয় বেশ্যাবৃত্তির অন্ধকার কুঠরিতে। এতে কি সমাজ পবিত্র থাকতে পারে? পারে না। সমাজ আরও কলুষিত হয়ে যায়। যত দিন এই সব পতিতাদের উদ্ধার করে সমাজে প্রতিষ্ঠা করানো না যাবে, ততোদিন পাপের স্পর্শ থেকে কেউ রেহাই পাবে না। আমরা এই সব পথভ্রষ্টাদের খুঁজে খুঁজে নিয়ে আসি, লেখা পড়া শিখাই নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শক্তি যুগিয়ে দিই।

দেশে এতো মানুষ থাকতে বেশ্যাদের নিয়ে তোদের এতো মাথা ব্যথা কেন?

ওরাও তো আমাদের মত মানুষ দিদি ? কেউ প্রেমের টানে ভুল করে বসে, কেউ ভুল করতে বাধ্য হয়। আমার কথাটায় ভেবে দেখ, দাদা বৌদিরা যখন পায়ে ঠেলতে লাগলো তখন আমার অবস্থা কি ছিল তুমি হয়তো জানো না, সেই সময় আমার পিছু নিল তোমার দেবর।

কে, অসিত?

হ্যা দিদি। সে তো আমাকে এক প্রকার পথে বের করেছিল আর কি। এমন সময় আমার মাতৃতুল্য পরম পূজণীয়া মনিকা আপা কোথা থেকে কিভাবে আমাকে উদ্ধার করে এখানে নিয়ে এলেন আমি বুঝতেই পারলাম না। এক বছর পর আবার সেই অসিত এসে জ্বালাতন শুরু করে দিল। সে প্রলোভন দেখালো আমাকে বিয়ে করবে। বলিস কি! সে বিয়ে করে ঘরে তুলতো কি করে? আমার শ্বশুর শাশুড়ী কোনদিনই মেনে নিতেন না।

তুমিও তো দূর ছাই করে তাড়াতে দিদি?

তা হয়তো করতাম।

সে আমাকে বলতো বউদিই আমাকে বিয়ে করতে বলেছে।

আমি?

সে তাই বলতো। শেষ পর্যন্ত তার ফাঁদে পা জড়িয়ে গেল। যে দিন তার সাথে পালিয়ে যাব তার আগের রাতে আমার এই দেবতুল্য ভাই-ই আমাকে উদ্ধার করলো। দুই সপ্তাহ অসিতের সাথে দেখা করিনি। তার পর একদিন তাকে স্পষ্ট বলে দিলাম, আমি বিয়ে করে সংসার পেতেছি, তুমি আমার আশা ত্যাগ কর। সেই দিন থেকেই তার কবল থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। আচ্ছা দিদি যদি আমার এই ভাই আমাকে প্রশ্রয় না দিত তাহলে আমাকেও তো একদিন বেশ্যা খেতাব পেতে হত, তাই না?

www.pathagar.com

সুলতা কোন কথা বলতে পরলো না । অবাক হয়ে মালতীর মুখের দিকে চেয়ে রইল। মালতী অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বললো, আমি কি অপরাধ করেছিলাম তোমাদের কাছে। অসিতের সাথে ভেসে যেয়ে ভ্রষ্টা পরিচয় ভাল ছিল? না তোমরা যাদের নেড়ে বলো তাদের আশ্রয়ে নারীর মূল্যবান সম্পদ রক্ষা করে পবিত্র জীবন নিয়ে বেঁচে আছি এই ভাল? তুমি বলে দাও দিদি, কোনটা তোমার কাছে উত্তম মনে হয়?

সুলতা যেন বোবা হয়ে গেছে। তার মুখে কোন ভাষা নেই। মালতী বললো, জানি, তুমি এর কোন উত্তর দিতে পারবে না। কেননা পারিবারিক কঠোর শাসন, সমাজের চোখ রাঙানির ভয়ে তুমি সন্ত্রস্ত। অথচ আমার কোন ভয় নেই। আমি নির্ভয়ে আমার নারী প্রকৃতির মর্যাদা নিয়েই স্বাধীন। তুমি হয়তো মনে করবে আমি বাড়িয়ে বলছি। আমি সত্যি বলছি কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে থাকলেও তাতে নেই কোন শাসন, নেই কোন চোখ রাঙানী, নেই কোন অপবাদের ঝুঁকি। আমি রান্না করি, দু'ভাই বোনে খাই, মাস খানেক দরজা খুলে রেখে পাশা পাশি ঘরে শুয়ে থাকি তবু কোন দুর্বল মুহূর্তও আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। আমি নারী। যদিও আমি একটু ভেঙ্গে পড়ি কিন্তু দেবতুল্য ভাই যখন তার মায়ার হাত দিয়ে স্নেহের পরশ আমার মুখে বুলিয়ে দেয় তখন আমি আবার যেন নব উদ্যমে জেগে উঠি।

মালতী তার দিদিকে নিয়ে আবার উপরে যেয়ে বসলো। অরবিন্দু মাষ্টার তখনও শাহীনের সাথে কথাবার্তায় ডুবে রয়েছে। মালতীকে দেখে শাহীন বললো, তোমার দিদিরা এসেছে, তাদের আপ্যায়ন করাবে না? মালতী হাসতে হাসতে বললো, এখনও যে দাদাবাবুদের কিছু খেতে দিতে পারিনি তার জন্যে অন্তরে খুব ব্যথা পাচ্ছি, তবু সাহস হচ্ছে না খাবার কথা বলতে।

কেন?

যদি অস্পৃর্শের হাতে খেতে না চায়?

শাহীন আর মাষ্টার মহাশয় হো হো করে হেসে উঠলো। সুলতা গম্ভীর হয়ে গেল।

দেখেছো শাহীন ভাই। তোমরা হাসলে অথচ দিদির মুখ কালো হয়ে গেছে।

আহ্ মালতী! দিদিকে অমন করে লজ্জা দিচ্ছ কেন। তুমি খেতে দাও দেখি, আমরা তো জঙ্গলের বন মানুষ না যে আমাদের হাতে খাবে না।

শাহীন তাদের নিয়ে খাওয়ার ঘরে যেয়ে বসলো। মালতী তার নিজের হাতের

www.pathagar.com

বানানো সন্দেশ, রসগুল্লা, দই, সেই সাথে চিড়ে, পাকা কলা, নানা ফলমুল কাঁচের প্লেটে করে সাজিয়ে টেবিলের উপর সবার সামনে পরিবেশন করলো। সুলতা একটু ইতস্তত করলেও শাহীনের ব্যবহারে যেন একেবারে গলে গেল। মালতি চা বানাতে যাচ্ছিল, শাহীন বললো চা পরে বানিয়ো, এখন আমাদের সাথে খেতে বসে যাও। ভাই বোনে ভগ্নিপতিকে নিয়ে অন্তরঙ্গ পরিবেশে মিষ্টি মুখ করা কত যে আনন্দের তার থেকে বঞ্চিত হবে কেন।

খেতে খেতে এক সময় মালতী জিজ্ঞেস করলো দিদি, তোমার ননদ শান্তার খবর কি?

তুই শুনিসনি কিছু?

না।

তার বিয়ে দিয়েছিলাম, এক বছর না ঘুরতেই শাখা সিদুর হারালো।

দেখ দিদি, এটা তোমাদের অন্যায় বিচার। সে আর আমি এক বয়সের। যৌবন না ফুটতেই বিধবা হয়ে গেল, তার জীবনটা তোমরা মাটি করে দিলে, সে কোথায় এখন?

শ্বশুর বাড়ী থাকে।

যেদিন যৌবনের জোয়ার পূর্ণ গতিতে তার হৃদয়ে বয়ে যাবে সে দিন কি হবে দিদি?

সব বিধবাদের যা হয় তারও তাই হবে।

তার প্রেম ভালবাসা সুখ শান্তি, ক্ষুধা তৃষ্ণা সব পুড়িয়ে ছাই করতে হবে তো?

তাই।

এক বুক জ্বালা নিয়ে শাশুড়ীর নির্যাতন আর সংসারের ঘানি কলুর বলদের মত টানতে হবে। এমন নিঠুর বিধান কে দিয়েছিল দিদি?

আমাদের সমাজের এই নিয়ম।

দাদা বাবু!

কি মালতী?

শান্তাকে আমি ভিক্ষে চাই, তার জন্যে আমার মন বড় কাঁদে। আমার হাতে দিলে তার সুন্দর জীবনের প্রতিশ্রুতি আমি তোমাকে দিতে পারি। বল, দাদাবাবু তাকে দেবে?

www.pathagar.com

আমি এখনই কথা দিতে পারব না, তবে তোমার কথা মনে থাকবে।

আর একটা দাবী, সমাজের কোন পতিতা, অস্পৃশ, নিরাশ্রয় আস্তাকুড়ের জীবের যদি কোন সন্ধান পাও তাহলে দয়া করে আমাদের একটু জানিও, আমরা নিয়ে আসব।

সুলতা মুরুব্বিয়ানার ভঙ্গিতে বললো, কেবল পথ হারানোদের নিয়েই ভাবনা, তোর নিজের ভাবনা ভাবিস তো?

না।

কে ভাববে?

সে প্রয়োজন হবে না হয়তো। যদি হয় তবে ভাই দেখবে। সুলতা জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে শাহীনের দিকে তাকালো। শাহীন বললো, এটা মেয়েদের হাতে গড়া সংগঠন। এর সব সদস্য মেয়ে, তারাই এটা পরিচালনা করে। বন্ধু হিসাবে আমরা দু'জন ছেলে ওদের সাহায্য করি। সময় হলে সবাই বিয়ে শাদী করে সংসার পাতবে। আবার এই সংগঠনও চালাবে। এ বিষয়ে সবাই সক্ষম।

মালতীকে কে বিয়ে করবে?

ওর বর হয়ে যে বসে আছে সেই করবে।

কোন হিন্দুর ঘরে হবে কি?

তা জানিনে। যে মন্ত্রে আমরা দীক্ষা নিয়েছি সেই মন্ত্র যে গ্রহণ করবে সেই হবে তার বর।

সুলতা তার স্বামীকে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। শাহীন আর মালতীও তাদের পিছনে পিছনে নেমে এলো, শাহীন বললো, দিদি ছোট ভাই বোনের বাড়ী এলেন। যদি কোন বেয়াদবি হয়ে থাকে তাহলে মাফ করে দিবেন। আর যদি কোন সময় মনে পড়ে এই নীড়হারাদের কথা তখনই চলে আসবেন। আমরা খুব খুশি হব। যদি কিছু মনে না করেন তাহলে আমদের গাড়ীতে করেই আপনাদের বাড়ী পৌঁছে দিই। আসুন আপনারা গাড়ীতে উঠে বসুন।

শাহীন দরজা খুলে দিলে ওরা উঠে পড়লো। লিয়াকত গাড়ী ছেড়ে দিল, ওরা চলে গেলে মালতী হাসি মুখে বললো, কি মন্ত্র যে তোমরা শিখেছ ভাই আমি অবাক হয়ে যাই। দিদি প্রথমে পা ছুতে দেয়নি, সেই দিদি আমাদের বাসায়, এলো সব ঘরে বেড়ালো আমাদের হাতের বানানো খাবার খেয়ে আবার গাড়ীতে করেই বাড়ী গেল। এ যে বড় আজব মন্ত্র ভাই। বিদ্যুতের মত কাজ করে।

www.pathagar.com

মাস দুই পর শাহীনকে চৌধুরীদের নিজ গ্রামে আবিদপুরে যেতে হল হাইস্কুলের বিল্ডিং এর কাজের অগ্রগতি দেখতে। কাজ চলছে তবে তাড়াহুড়া নেই। সেও চায় না তাড়াতাড়ি শেষ করতে। ছয় মাস পর মনিকা বাড়ী আসবে। তার আগেই সব শেষ করে ফেলবে। তার ইচ্ছা মনিকা আর মৌ এলে চৌধুরী দম্পতিদেরও নিয়ে যাবে। খুব ঘটা করে উদ্বোধন করবে স্কুলটি। এর মধ্যে কিছু ছাত্র ছাত্রী কয়েকজন শিক্ষক সংগ্রহ করে নেবে। শফিক সাহেবের সাথে সব পরামর্শ করে রেখেছে। তিনিও তাই চান। তিনি বলেছেন ঘরের ছাদ যে দিন ঢালাই করা হবে, সে দিন শাহীনকে অবশ্যই থাকতে হবে। সেও দু'মাস দেরী করে একটা তারিখ দিয়ে দিল। সেখানে দু'দিন কাটিয়ে সুনামগঞ্জে যেতে হল। নন্দিনী চিঠি দিয়েছে অবশ্যই শাহীন ভাই যেন এক সপ্তাহের মধ্যে আসেন। অফিসের সামনে এসে গাড়ী দাঁড়াতেই নন্দিনী যেন হাওয়ায় উড়তে উড়তে ছুটে এলো। শাহীন গাড়ী থেকে নামতেই সে ভাইজান বলে জড়িয়ে ধরলো, ভাইয়ের স্নেহে উদ্বেলীত নন্দিনীর আনন্দ অশ্রু বইতে লাগলো। শাহীন তার কপালে একটা তৃপ্তিপূর্ণ স্নেহ চুম্বন এঁকে দিয়ে জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছ নন্দিনী?

কয়দিন ধরে জ্বর হচ্ছিল, আজ তোমার স্নেহের পরশ পেয়ে সুস্থবোধ করছি। চলো ঘরে যেয়ে বসি। নন্দিনীর শোবার ঘরে যেয়ে বসলো। সে কোন অপেক্ষা না করে চা করতে ছুটলো। ইতিমধ্যে বৃদ্ধ বৃদ্ধা দেখা করতে এলো, তাদের সেই মলিন মুখ অভাবের তাড়নায় নুইয়ে পড়া দেহ আর নেই। অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে। সৌম্য শান্ত সদা হাসি মুখ প্রশান্ত দীর্ঘ সুন্নতি আলখেল্লা গায়ে, মাথায় দামী টুপি, হাতে তছবি, যেন আধ্যাত্মিক জগতের মানুষ। শাহীন জিজ্ঞেস করলো, কেমন আছো চাচা? বৃদ্ধের সেই পান খাওয়া কালো দাত আর নেই। সেগুলো এখন রূপার মত চকচক করছে। হেসে বললো আল্লাহ পাক রেখেছেন ভাল। তুমি কেমন আছ?

আপনাদের হাসি মুখ দেখতে পেলে আমরা সর্বদাই ভাল থাকি। নন্দিনী চা নিয়ে এলে বৃদ্ধেরা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল। ওরা আগে যখন ভিক্ষে করে খেত তখন পান বিড়ি খেত, এখন সব ছেড়ে দিয়েছে। নন্দিনী তাদের নিজের মা বাবার মত করেই গড়ে তুলেছে। চা খাওয়াতে চেষ্টা করেছিল, ওরা সেই অভ্যাস করতে পারেনি। খোশা ছাড়ানো কমলার কোষ, বিস্কুট চানাচুর দু'টি প্লেটে সাজিয়ে টেবিলের উপর রেখে নন্দিনী বললো, এসো ভাই একটু নাস্তা করে নাও। শাহীন বাথরুমের কাজ সেরে হাত মুখ পরিষ্কার করে এসে খেতে বসলো। চা খাওয়া শেষ হলে নন্দিনী বললো, অনেক দূর থেকে এসেছো একটু বিশ্রাম করে ক্লান্তি দূর

www.pathagar.com

কর। সে তার নিজের বিছানায় একটা ভাল বেড সিট পেতে শাহীনের হাত ধরে তাতে শুইয়ে দিলো, বললো ঘুমিয়ে নাও। আমি লিয়াকতকে চা খাইয়ে আসি।

ঘরের দরজা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে নন্দিনী চলে গেল। শুয়ে পড়ে ঘরের চারদিকে চেয়ে দেখলো খুব সুন্দর পরিপাটি করে ঘর সাজানো। নন্দীনীর রুচিবোধ আছে। কেনই বা থাকবে না, মনিকা একটুও অপরিষ্কার অগোছালো আর গোড়ামী পছন্দ করে না, তাই সে যে শিক্ষা দিয়ে গেছে সবাই সেটা ভালবেসে গ্রহণ করেছে। নন্দিনীর কপাল ভাল যতীন তো তাকে পথে ভাসিয়ে ছিল, ভাগ্য গুণে বেঁচে গেছে, নইলে কোন্ আস্তাকুঁড়ে পড়ে থাকতে হত। এমন করে পতিত মেয়েগুলোকে যদি উদ্ধার করা যেত তাহলে প্রকৃতির রূপ উপচে পড়তো। পৃথিবী আরও সৌন্দর্যময় রূপ ধারণ করে শোভা বর্ধন করতো। নন্দিনী নিজের বিছানায় আদর করে তার ছোট ভাইটিকে যেন ঘুম পড়িয়ে রেখে গেল। শাহীন মনে মনে পুলকিত হয়ে উঠলো। তার মত ছেলের দিকে যে নারী কামনার দৃষ্টিতে চেয়ে থাকবে সেই নারী সীমাহীন ভক্তি শ্রদ্ধা নিবেদন করে বোনের আসন অলঙ্কিত করে নিয়েছে। আহ্ আজ যদি আমার দেশের প্রতিটি ছেলেমেয়েদের এমন মধুর প্রেমের বন্ধনে নিজেদেরকে বাঁধতে পারত! তাহলে স্বর্গীয় আনন্দের জন্যে অপেক্ষায় থাকতে হত না।

নন্দিনীর বিছানা যেন যাদু জানে। যে মানুষটির চোখে ঘুম এসে বাসা বাঁধতে সাহস করে না, দিনের বেলা তো দুরের কথা গভীর রাত ছাড়া, সেই মানুষটি আজ অনায়াসে ঘুমিয়ে পড়লো।

শাহীনের যখন ঘুম ভাঙলো তখন বিকেল সাড়ে পাঁচটা বেজে গেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে বাথরুমে গেল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে আছরের নামাজ পড়ে বাইরে বেরিয়ে এলো। অফিসের দিক থেকে কথার শব্দ পাচ্ছিল বুঝলো মতিন মাষ্টার গল্প ধরে দিয়েছে। ও আস্তে আস্তে সেই অফিস ঘরের দরজার কাছে দাড়িয়েই হ্যালো মিঃ দাদা, কেমন আছেন বলে হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিলো।

এই যে দাদাভাই, আছি ভাল, বলে মাষ্টার সাহেব হাত মিলালেন। বললেন, এসে অন্দর মহলটি দখল করে বসে আছ ব্যাপার কি?

ছোট বোন আজ বড় বোনের রূপ ধরে এসে তার মায়ার হাত বুলিয়ে শাসন করলো ঘুমিয়ে পড়। কোন্ সাহসে না ঘুমিয়ে থাকতে পারি বলুন? মাষ্টার সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন, সেই সাথে শাহীনও। নন্দিনী যেন একটু লজ্জা পেয়ে গেল। শাহীন তার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো, লজ্জা করো না বোন, সত্যি বলছি

www.pathagar.com

আজকের এই ঘুম আমাকে খুব আরাম দিয়েছে। আর কথা নয় এবার চলো দেখি তুমি কি করছো, আমাকে দেখাও।

পাঁচিলের গা বেয়ে ভিতরের দিকে টিনের চাল দিয়ে ছাওয়া লম্বা বারান্দা করা হয়েছে। তার মধ্যে পঁচিশ ছাব্বিশটা ছোট ছেলে মেয়ে চিৎকার করে পড়াশোনা করছে। নন্দিনী নিজে তাদের পড়াতো, ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে গেছে, তাই রুবিনা বলে একটা মেয়েকে শিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত করেছে। সে গরীবের মেয়ে, সেভেন পর্যন্ত পড়ে আর পড়া হচ্ছিল না, নন্দিনীর নজরে পড়ে গেল। তার পড়ার খরচ নিজে বহন করবে এই শর্তে এখানে এনেছিল। সে এবার ক্লাশ নাইনে উঠেছে। এখন তাকে মাসে তিনশত টাকা আর একবার খেতে দেওয়া হয়। বই কেনা, তার পোষাক পরিচ্ছদের জন্যে যা দরকার হয় তা আলাদাভাবে দেওয়া হয়। তাকে একেবারে নিজের কাছে রাখতে চেয়েছিল কিন্তু তার মা বাবা রাজী হয়নি। রুবিনা খুব মেধাবী মেয়ে, ক্লাসে তার দ্বিতীয় স্থান। তাদের পারিবারিক বাধা যদি কাটিয়ে উঠা যায় তাহলে তার একটা উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে নন্দিনী তাকে আপন বোনের মত গ্রহণ করে নিয়েছে। তারা সেখানে যেয়ে দাঁড়াতেই মেয়েটি চেয়ার ছেড়ে উঠে শাহীনকে ছালাম জানালো। শাহীন সালামের উত্তর দিয়ে কেমন পড়াশোনা চলছে। তার খোঁজ খবর নিল।

হিন্দু মুসলামান উপজাতি সব শ্রেণীর মানুষের ছেলে মেয়ে আছে। সবাই গরীবের সন্তান। প্রতিদিন বিকালে দু'ঘন্টা পড়ানো হয়। এ উত্তম ব্যবস্থা দেখে শাহীন খুব খুশী হল। ছাব্বিশ জন ছেলে-মেয়ের মধ্যে সাতজন তাদের পোষ্য চারজন এতিম, তাদের মা বাবা কেউ নেই। তিনজন অত্যন্ত গরীবের ছেলে মেয়ে। এছাড়া দু'জন প্রৌঢ়া, একজন অতিবৃদ্ধ, একজন সর্বহারা, তিন জন প্রসূতি। এরা হত দরিদ্র ঘরের বৌ, এখানে নিয়ে এসে ডেলিভারী করানো হয়েছে। নন্দিনী নার্সিং-এর বই কিনে পড়েছে। সে বাচ্চা ডেলিভারীতে ওস্তাদ। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে ডাক আসে, তাই গ্রাম গ্রামন্তরে তাকে যেতে হয় বিপদগ্রস্তা মহিলাদের সাহায্য করতে। শাহীন আনন্দে আত্মহারা হয়ে নন্দিনীকে বললো, আমরা যে মন্ত্রে সবাইকে দীক্ষা দিতে চাই, তুমি সেই মন্ত্র পুরোপুরিই আয়ত্ব করে ফেলেছো বোন। উত্তম পুরস্কার তোমার জন্য তোলা রইলো। মতিন মাস্টার টাক মাথা চুলকাতে চুলকাতে বললো, সব ছানা নন্দিনীর ভাড়ে পড়লো, আমাদের জন্যে বরাদ্দ বুঝি শুধুই টক ঘোল?

সবাই হেসে ফেললো। শাহীন বললো, দাদু! আপনি অযথায় অনুতাপ করছেন।

www.pathagar.com

দুধ মন্থন করে যে ছানা বানায়, সে কি তার নিজের প্রয়োজনে? অপরকে খাইয়ে সে তৃপ্তি পায়। ঘোল যদি আপনার ভাগেই পড়ে তাতে ক্ষতি কি! বুড়োদের তো বদ হজমের দোষ, সেটা খেলেই নিরাময়, বলুন সত্য কিনা?

একে তো উত্তম বস্তু থেকে বঞ্চিত করা, তারপর আবার স্বীকৃতি আদায় সব দিকেই জিত!

নন্দিনীর মত মেয়ে আপনার মত ঝানু পণ্ডিতের নাকে বড়শী বেঁধে খেলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে, বলুন তো, কার জিত?

সারা জীবন শত শত ছেলে মেয়ে পড়ালাম, কেউ আমার ভাড়খালী করতে পারেনি, আজ তোমারা দুই ভাইবোনে সব নিঙড়ে নিয়ে আমাকে ভুষি বানিয়ে ছাড়লো। এ দুঃখ রাখি কোথায়! নন্দিনীর স্কুলেই আবার ভর্তি করে ছাড়বে দেখছি।

আপনার মত ছাত্র পেলে তো নন্দিনীর পোয়াবারো। স্কুলের জন্য আর ঘন্টা লাগবে না। আপনার টাক মাথায় রুলের ঘা দিয়ে নন্দিনী সেই কাজ সেরে নিতে পারবে।

বেশ কিছুক্ষণ হাসির ঢেউ বয়ে গেল। হাসি থেমে গেলে নন্দিনী বললো, একটি রত্ন পেয়েছিলাম, তাকে রাখতে পারছিনে ভাই।

কেন?

রুবিনা গরীবের মেয়ে। চার ভাই তিন বোন ওরা। বোনের মধ্যে বড়, সবার মধ্যে ওর স্থান চতুর্থ। ওর বাবা আত্মীয় স্বজন ওকে আর বাইরে যেতে দিতে চায় না। বিয়ের চেষ্টা চলছে। দেখাশোনা হয়ে গেছে, কথা বার্তা শেষ পর্যায়ে, আমি ঠেকাতে পারছিনে, তাই তোমাকে আসতে লিখেছিলাম। ওর প্রতি আমার খুব মায়া জন্মে গেছে। আমি ওকে ছাড়তে চাচ্ছিনে, তোমার দু'টি হাত ধরি ভাই, যে কোন প্রকারে ওকে রাখার ব্যবস্থা কর।

রুবিনা কি বলতে চায়?

ও এখনই বিয়ে করতে চায় না। এখনে থাকতে ওর খুব পছন্দ। শাহীন তাকে কাছে ডেকে তার মুখের দিকে প্রশান্ত দৃষ্টিতে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি সত্যি আমাদের সাথে থাকতে চাও?

রুবিনা শাহীনের মুখের দিকে তাকালো। মায়াভরা সেই চাহনী, সেখানে করুণার আবেদন।

বললো– চাই।

www.pathagar.com

আমাদের এই পথ বড় কঠিন। কাঁটাভরা দুর্গম পথ। আমাদের মন্ত্রে দীক্ষা নিলে নিজের বলতে কিছুই থাকবে না। তোমাদের দেহ মন একান্তভাবে সেই মন্ত্রের কাছে আত্মসমর্পণ করে দিতে হবে, পারবে?

পারব।

ভাল করে চিন্তা-ভাবনা করে দেখেছো?

দেখেছি।

এই যে আমরা হেসে লুটো-পুটি খাচ্ছি এটা কিন্তু সহজে হয়নি, কঠিন মূল্য দিয়ে এটাকে জয় করতে হয়েছে। এর বাহ্যিক আচরণ দেখে ভুলে যাওনি তো?

না।

বুঝেছি তোমার মেধা আছে, সেই সাথে দৃঢ় মনোবল চাই! মানুষের মন কিন্তু ডিমের খোলার মত পাতলা। সামান্য আঘাতেই ভেঙে খানখান হয়ে যেতে পারে। আবার ইচ্ছা শক্তি যদি প্রবল হয় তাহলে সেই পাতলা আবরণটিও ইস্পাতের মত কঠিন হয়ে যায়। মনকে শক্ত করে বাঁধতে পারবে তো?

পারব।

সত্যি বলছি, নন্দিনী রত্নই খুঁজে পেয়েছে। বাড়ী যাও, আমরা কাল সকালে তোমাদের বাড়ী যাব। তোমার বাবাকে বাড়ী থাকতে বলো। তার কাজের ক্ষতি হলে আমরা সেটা পূরণ করে দিয়ে আসবো।

মাগরিবের নামাজ পড়ে মতিন মাষ্টার বাড়ী চলে গেলেন। নন্দিনী তার প্রৌঢ়া মা আর বিধবা সালেহাকে ডেকে রাতের রান্নার ফরমায়েশ দিয়ে শাহীনের সাথে গাড়ীতে যেয়ে উঠলো। তারা যাবে তার বন্ধু রোজীর সাথে দেখা করতে। অবাক করবে, তাই টেলিফোনে কোন সংবাদ না দিয়েই ওরা তাদের বাসায় গেল। কলিং বেল টিপতেই কাজের মেয়ে দরজা খুলে দিল। নন্দিনীকে দেখে বললো, ভিতরে আসুন, আমি আপাকে ডেকে দিচ্ছি। ওরা বসার ঘরে যেয়ে বসতে না বসতেই রোজী, হ্যালো মিঃ শাহীন ভাই!

যাকে দেখতে চাওনা সেই এসে পড়লো।

পথ ভুল করেছো বোধ হয় ?

দু'জনেই হো হো করে হেসে ফেললো। শাহীন বললো জানতো, মৌচাকে হাজার হাজার মাছির মধ্যে একটি মাত্র রাণী থাকে কিন্তু আমাদের চাকে সবই রাণী একটি মাত্র রাজা। সবাই যে গান শুনাতে চায় কার গান শুনবো বল দেখি?

www.pathagar.com

রোজী আর নন্দিনী হিহি করে হেসে যেন লুটিয়ে পড়ে আর কি। রোজীর মা দেখা করতে এলেন। তাকে ওরা খালা বলে সম্বোধন করে। শাহীন আর নন্দিনী উঠে দাঁড়িয়ে তাকে সালাম জানিয়ে দোয়া নিলো। তিনি ওদের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। বললেন তোমাদের খালু সরকারী চাকুরী করেন। যেখানে বদলী হয়ে যায় সেখানে যেতে হয়। কত শহরে গেলাম, কত ছেলে মেয়ের সাথে পরিচয় হল, তা তোমাদের মত ভালো ছেলে মেয়ে আর দেখিনি। তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করে আমার মেয়েটির যে পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছি তাতে আমরা খুব গর্বিত। ওর নিয়ে আগে চিন্তা ছিল এখন তা মনেও হয় না। ওকে নিয়ে এখন আমরা উচ্চাশা পোষণ করি।

খালাম্মা এ কৃতিত্ব তো আমাদের নয়, আপনাদের মত বড় মাপের মানুষের দোয়ায় আমাদের যাত্রাপথ কন্টকমুক্ত করে দিয়েছে। তাই আমরা অসম্ভবকে সম্ভব করতে ভয় পাইনে। আরও বেশী করে আমাদের জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করুন। আমরা যে গান গাচ্ছি তার সুরের মূর্ছনায় বাংলার অলিগলি যেন মাতিয়ে রাখতে সক্ষম হই।

আল্লাহ তোমাদের মহৎ উদ্দেশ্য সফল করুন, আমি সর্বদা এই কামনা করি। তোমরা গল্প কর। রাতের খানা এখান থেকে না খেয়ে যেতে পারবে না। আর কারও কোন কথা বলবার সুযোগ না দিয়ে তিনি পাকের ঘরের দিকে চলে গেলেন।

কিছুক্ষণ পরই কাজের মেয়ে চা নাস্তা দিয়ে গেল। তিন বন্ধুতেই খেতে শুরু করলো। শাহীন বললো, দেখ রোজী! তোমার মায়ের তুলনাই হয় না। আজকে আমাদের দেশে এমন মায়ের বড় অভাব। আজ আমি একটা বড় শিক্ষা পেলাম। আমি আমার সব বন্ধুদের কাছ থেকে এই অঙ্গীকার নেব, রোজীর মায়ের মত এমন উত্তম মা হওয়ার।

রোজী হাসতে হাসতে বললো, তাহলে তো এখনই বিয়ের পীড়িতে বসতে হয়।

প্রয়োজন মনে করলেই নিজেকে বঞ্চিত করা চলবে না।

যেমন মা তুমি চাচ্ছো তেমন বাবা না হলে পাবে কিভাবে? আমরা তেমন বর পাব কোথায়?

এমন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আমরা এতোদিন কেউ ভেবে দেখিনি। এখনই প্রতিজ্ঞা নিচ্ছি, এমন ছাঁচ তৈরী করতে হবে, যেখানে ফেলে একই মাপের বর-বধূ তৈরী করে নেওয়া যায়।

www.pathagar.com

রোজী মুখ ভর্তি হাসি ছড়িয়ে বললো, এই কথা যখন সব বন্ধুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে তখন তোমার জীবন বাঁচানো যে মুশকিল হয়ে যাবে?

কেন?

সবাই যে দৌড়াবে মালাটি আগে গলায় পরিয়ে দিতে।

তেমন পরিস্থিতি যদি কোন দিন দেখা দেয় তাহলে আগে থেকে সমাধানের পথ খুঁজবো কেন? লটারী করে নিতে তো দোষ নেই? কৌতুকে হাসিতে অনেক সময় তারা কাটিয়ে দিলো। এই বয়সের উঠতি যুবক যুবতীর প্রাণ মাতানো হাস্য কৌতুক বড় দুর্লভ। এতে যে সুর সৃষ্টি হয়, তা কোন দিন বেসুরে বাজে না। নারী প্রকৃতি যখন ফুটে উঠে, ছেলেদের গোপের রেখা যখন দেখা দেয়, তখনই যদি তারা এমন আনন্দ ভুবনে বিচরণ করতে পারে তাহলে তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এই সময় সঙ্গীহীন নরনারী আত্মভোলা হয়ে যায়। ভাল মন্দ বিচার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, অনাসৃষ্টি তাদের দ্বারাই সম্ভব। তাই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোই সৃষ্টির কারখানা গড়ে দেয়। এখানে মন প্রাণ সপে দিয়ে যারা প্রবেশ করতে পারে তারাই জীবনকে কল্যাণের পথে প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম হয়।

আঠার

খান সাহেব বাসায় এলেন রাত দশটার দিকে।

মেয়ের বন্ধুদের পেয়ে তিনি অত্যন্ত খুশি হলেন। তিনি বললেন, তোমাদের সাথে বন্ধুত্ব করে রোজীর মেধা বৃদ্ধি পেয়ে গেছে। ও আগে পড়াশোনায় ভাল ছিল না। কোন রকম বুক দিয়ে সাতার কেটে ক্লাসের বেড়া ডিঙিয়েছে। এখন আর কষ্ট করে সাতার কাটতে হয় না। লাফ দিয়েই পার হয়ে যাচ্ছে। তাই ওর মা আমাকে ধরেছে, সিলেটে বদলির জন্য ব্যবস্থা করতে, সেখানেই তো তোমাদের ঘাঁটি। সেখানে গেলে মনে হয় ওর চিত্তের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটতে পারে। তারপর তোমরা যে মহৎ কাজে নেমেছো, ওটাতে ও আরও বেশী করে সময় দিতে চায়। ওর মায়েরও সেই ইচ্ছা। আমাদের প্রথম সন্তান, ওর উজ্জ্বল ভবিষ্যত আমরা কামনা করি। রোজীর মা এসে সবাইকে খাওয়ার টেবিলে ডেকে নিয়ে গেলেন।

www.pathagar.com

খেতে খেতে খান সাহেব তাদের বন্ধুরা কে কোথায় কি পড়াশোনা করছে জিজ্ঞেস করলেন। শাহীন সকলের কথা মোটামোটি আলোচনা করলো। তাদের ট্রাস্টের কাজ কেমন চলছে তাও বিস্তারিত বর্ণনা করলো। খান সাহেব সমস্ত বিষয় শুনে খুব সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে শাহীন নন্দিনীকে নিয়ে বিদায় নিলো। যাওয়ার সময় রোজীকে জানিয়ে গেল, সকালে গাড়ী পাঠিয়ে দেব, তুমি অবশ্যই যাবে। আমরা রুবিনার বাবা মায়ের সাথে কথা বলতে যাব। ওরা যখন বাসায় পৌছালো তখন রাত বারটা বেজে গেছে। এশার নামাজ পড়ে শুয়ে পড়লো।

সকালে ফজরের নামাজ পড়ে শাহীন ড্রাইভারকে গাড়ী নিয়ে পাঠিয়ে দিলো রোজীকে নিয়ে আসতে। নন্দিনী চা নাস্তার ব্যবস্থা করলো। রোজী এলে এক সঙ্গে খেয়ে বেরিয়ে পড়বে। ওরা ততোক্ষণে জামা কাপড় পরে প্রস্তুত হয়ে নিল। আধ ঘন্টার মধ্যেই রোজী এলো। নাস্তা করে চা খেয়ে তখনই বেরিয়ে পড়লো। নিকটেই রুবিনাদের বাড়ী। সে বাড়ীর সামনে ওদের অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। ওরা গাড়ী থেকে নেমে তার পিছনে পিছনে বাড়ীর মধ্যে যেয়ে ঢুকলো। সাতচালা একখানা ঘরের সামনের বারান্দায় তার বাবা বসে ছিলেন, সেখানেই ওদের বসতে দিল। শাহীন সালাম জনিয়ে হাত বাড়িয়ে দিয়ে হাতে হাত মিলালো। শাহীন হাসি মুখে বললো, চাচাজান, আমরা আপনার কাছে ভিক্ষা নিতে এলাম। রুবির বাবা সুবিদ আলী বিস্মিত হয়ে বললেন, আমার কাছে ভিক্ষা! আমি যে বাবা খুব গরীব মানুষ। আমি নিজেই ভিক্ষা করে খাই, তোমাদের কি দেব?

আপনি ইচ্ছা করলে অনেক কিছু দিতে পারেন।

না, তেমন কিছু দেওয়ার মত নেই বাবা?

যদি থাকে তাহলে দেবেন তো?

দেবার মত থাকলে তো সবাই দিতে চায়।

আপনার মেয়ে রুবিনাকে আমরা চাই।

সে কেমন করে হয় বাবা!

কেন হবে না?

ওর যে বিয়ের কথা পাকা।

কাঁচা করতে একটুও সময় লাগবে না। আমার কথাটা আগে শুনুন, তার পর বুঝে সুজে উত্তর দেবেন। আপনি তো জানেন আমরা ট্রাস্ট করেছি। এটা যদিও আমরা

www.pathagar.com

করেছি কিন্তু আমাদের কিছু না, জনগণের সম্পদ। এতে আপনিও একজন অংশীদার। আমরা এনজিওদের মত মানুষের রক্ত চুষে খেতে আসিনি। অসহায় নিরাশ্রয় মানুষের সেবা করতে আমাদের জীবন উৎসর্গ করে দিয়েছি। এটা পরিচালনার দায়িত্বে যারা রয়েছে তারা সবাই স্কুল কলেজের মেয়ে, আমরা দু'জন মাত্র ছেলে। যে সমস্ত গরীবের মেয়েরা টাকা পয়সার অভাবে লেখা পড়া করতে পারে না, আমরা তাদের নিজের খরচে পড়াই। আবার বেতন দিয়ে ট্রাস্টের কাজও করিয়ে নিই। আপনার মেয়ে কেবল ক্লাশ এইটে উঠেছে। তাকে তিনশত টাকা বেতন দিয়ে ছোট ছেলে মেয়েদের পড়ার কাজে লাগিয়েছি। এরপর বেশী লেখা পড়া শিখে আই.এ, বি.এ পাশ করলে দু'এক হাজার টাকা বেতনের চাকুরী করতে পারবে। চাকুরী করতে বাইরে কোথাও যেতে হবে না। আমাদের এই ট্রাস্টেই করবে। আবার বি.এ পর্যন্ত পড়তে যত টাকা খরচ হয় সবই আমরা বহন করব। আপনি হয়তো বলবেন তোমাদের কিসের স্বার্থ? মেয়েরা লেখা পড়ায়, চাকুরী বাকরী, ব্যবসা বাণিজ্যে অনেক পিছিয়ে রয়েছে। আমরা চাই তাদের নীচের দিক থেকে তুলে উপরে নিয়ে আসতে। আপনার মেয়ে মাসে তিনশত টাকা বেতন পায়। এর পর প্রতি বছরে একশত টাকা করে বাড়িয়ে দেব। আগামী বছরের পয়লা মাস থেকে চারশত টাকা করে মাসে পাবে। এই টাকা সম্পূর্ণ আপনার নিজের সংসারের জন্যে খরচ করতে পারেন। ওর খরচ আমরা জুগিয়ে যাব। এই দেখুন এই মেয়েটা, রোজীনা খাতুন নাম, ওর বাবা জিলা শিক্ষা অফিসার। নন্দিনীকে তো আপনারা চেনেন। যদি এদের মত আপনার মেয়েকে আমাদের হাতে দিয়ে দেন তাহলে তার সব দায়িত্ব তো নেবই, উপরন্তু আপনার সংসারের কিছু সাহায্যও হয়তো করতে পারি। আর মেয়ের বিয়ের কোন চিন্তাই আপনাদের করতে হবে না। শিক্ষিত জামাই আমরাই দেখে দেব। আপনার সমাজের বা আত্মীয় স্বজন অনেকে হয়তো অনেক কথা বলবে, কিন্তু এখনই যে মেয়ে মাস গেলে তিন শত টাকা আপনার হাতে দিতে পারছে। এমন করে কে দেবে বলুন দেখি?

আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে দেখুন যারা এখন মন্দ বলবে কয়েক মাসের মধ্যে তারাই আপনাকে বাহবা দেবে। বলুন আপনি কি বলতে চান?

আমি বাবা গরীব মানুষ, শেষে বিপদে পড়ি কিনা?

কিসের বিপদ?

www.pathagar.com

এই একটা কেলেঙ্কারী বেরিয়ে গেলে মেয়ের বিয়ে হবে না।

আমি তো আগেই বলেছি তার বিয়ের চিন্তা আপনার নয়। সে দায়িত্ব আমাদের। এই যে রোজী আর নন্দিনী এদের মত বহু মেয়ে আমাদের মধ্যে রয়েছে। তারা তো আইবুড়ো থাকবে না। তাদের তো একদিন বিয়ে হবে, তেমন আপনার মেয়েরও হয়ে যাবে। বিয়ের আগে মেয়ের বেতনের টাকা খেতে পারবেন, বিয়ের পর মেয়ে জামাইয়ের বাড়ী যেমন যেয়ে থাকে আপনিও তেমন যাবেন। নিকটেই তো থাকবে। যখন মনে করবেন তখনই দেখে আসবেন। চাচীমাও যাবেন। রুবিনাও মাঝে মাঝে এসে বেড়িয়ে যাবে। আপনার আরও দু'টি ছোট মেয়ে আছে, আজ আমরা চেয়ে নিচ্ছি দু'দিন পরে আপনি নিজেই তাদের আমাদের কাছে দিয়ে আসবেন। আপনার মেয়েকে এখনই আমরা নিয়ে যাব।

রুবিনা বাড়ী ছেড়ে যেয়ে থাকতে পারবে?

আপনি জিজ্ঞেস করে দেখুন।

রুবিনা সেখানেই ছিল। জিজ্ঞেস করবার আগেই বললো, নন্দিনী আপা আমাকে খুব ভালবাসে। তার কাছে থাকতে আমি ভয় করব না। রুবিনার পরনে যে জামা পায়জামা আছে তা ছাড়া আর কিছু নিতে হবে না। আমরা ভাল সেলোয়ার কামিজ বানিয়ে দেব। ওর বই-খাতা যা আছে সেইগুলো নিয়ে আপনি আর চাচী মা হাত ধরে ওকে আমাদের গাড়ীতে উঠিয়ে দিন, আর দোয়া করবেন আমাদের সকলের জন্য।

রুবিনার বাবা মা মেয়েকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিলে শাহীন সালাম জানিয়ে বিদায় নিলো।

সবাই উঠে গেলে গাড়ী ছেড়ে দিল। অফিসের সামনে গাড়ী পৌছলে ওরা নেমে ভিতরে নন্দিনীর শোবার ঘরে যেয়ে বসলো। নন্দিনী শাহীনকে জড়িয়ে ধরে বললো, ভাই তোমার ঠোঁট দু'টি জাদু জানে, কপাল খুলতে সময় লাগে না। আর একটা পুরস্কার চাই।

শাহীন হাসতে হাসতে বললো, পাগলী বোন।

রুবিনা এগিয়ে এসে বললো, আজ থেকে আপনি আমারও ভাই হয়ে গেলেন। ভাইয়ের স্নেহ ছোট বোনই বেশী পায়।

শাহীন দু'হাতে তার মুখ উঁচু করে একটু আদর দিয়ে দিল। বললো, আল্লাহ তোমাদের সর্বাঙ্গীন কল্যাণ দান করুন।

www.pathagar.com

রোজী মুচকি হেসে বললো, বোন হতে পারলাম না বলে আমার কোন পাওনা নেই।

তুমি যে বন্ধু! ভাই বোনের সম্পর্কে একটা পর্দা আছে কিন্তু বন্ধুর সম্পর্কে যে কোন আড়াল নেই?

তবু ভাল উড়ন্ত পাখি বাসার সন্ধান পেল। আচ্ছা আমি এবার যাই কলেজে যেতে হবে।

শাহীন বললো কলেজ থেকে এসে টেলিফোন করলে গাড়ী পাঠিয়ে দেব। বিকেলে একটু শহরে বেরুব কালেকশনের ব্যাপারে। লিয়াকত রোজীকে রেখে আসতে গেল। শাহীন আর নন্দিনী রুবিনাকে নিয়ে নিকটে একটা ভাল দরজীর দোকানে গেল, তার সেলোয়ার কামিজের অর্ডার দিতে। শাহীন একবছর আগে একটা ঝুঁকি নিয়েছিল। সে দেখলো তাদের যে মূলধন তা যদি কেবল খরচই হতে থাকে তাহলে একদিন শেষ হয়ে যাবে। ধনী লোকের দেয়া দানই তাদের ইনকামের উৎস। যদি সেটা বন্ধ হয়ে যায় তাহলে ট্রাস্ট দেউলিয়া হয়ে যাবে। তাই সে অনেক চিন্তা ভাবনা করে কিছু বিশ্বস্ত কোম্পানীর সাথে শেয়ার ভিত্তিক বিনিয়োগ করেছিল। বছর শেষে সে দেখলো তাদের মূলধন ঠিকই আছে, তার লভ্যাংশ দিয়ে তাদের চারটি জেলা শহরের সব খরচই মিটে যাচ্ছে। তাছাড়া মূলধন বেড়েই চলেছে অব্যাহত গতিতে। তার একান্ত ইচ্ছা বন্ধুরা সব পড়া শোনা শেষ করে এলে একটা হাসপাতাল করবে। বাংলাদেশের বার কোটি মানুষ গ্রামে বাস করে। তাদের সিংহভাগই গরীব। পুষ্টিহীনতায় এদের ছেলে মেয়েরা শিশুকাল থেকেই রোগে ভোগে। হাসপাতাল করে ফ্রি সার্ভিস দিলে এরা শৈশব থেকে সুস্থ ও সবল হয়ে গড়ে উঠবে। আরও একটি বিষয় নিয়ে সে অনেক চিন্তা করেছে। যে সব বন্ধুদের নিয়ে তাদের যাত্রা শুরু হয়েছে এবং যাদের নিয়ে ওরা সারাক্ষণ কাজ করে যাচ্ছে তারা কেউ তরুণী, কেউ যুবতী। এই যে মনের অর্গল খুলে দিয়ে মানব সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়েছে একদিন এর পূর্ণতা আনতে জীবনকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করতে হবে। সে দিন তো তার মতই অন্য কাউকে পাশে পেতে হবে। বাইরে থেকে ধরে নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিলে বেমানান যে হবে না তার নিশ্চয়তা কে দেবে। আমি যখন এই বৃহৎ জাহাজের চালকের আসনে বসেছি তখন কেন ঝুঁকি নিতে যাব। সেই খালি জায়গা আমাকেই পূরণ করতে হবে। মনিকা মৌয়ের মত মেয়েদের ভবিষ্যত উজ্জ্বল, সন্দেহ নেই। তাদের জোড়া বাঁধতে হয়তো বেগ পেতে হবে না। কিন্তু মালতী নন্দিনী রুবিনার মত মেয়েদের কথা তো ভেবে দেখতে হবে। আমার অজান্তেই আমি এদের অভিভাবকের পদ দখল করে

www.pathagar.com

ফেলেছি। যে সমাজ আমরা গড়ে চলেছি তার দায়িত্ব আমি কোন দিনই এড়াতে পারব না। এমন চিন্তা যেদিন শাহীনের মাথায় ঢুকলো সেদিন থেকেই সে তার বন্ধু রফিককে খুঁজে বের করলো। মহসীনকে সামনে নিয়ে এলো, আরও কয়েকজন কলেজ বন্ধুদের বাছাই করলো। কাউকে ব্যবসায়, কাউকে ওদেরই ট্রাস্টের কাজে লাগিয়ে দিলো। কাজের পরিধি বেড়ে গেল।

ইতিমধ্যে রোজী সিলেটে চলে এসেছে। তাতে ওর অনেক সুবিধা হয়েছে। একা সব কিছুতে সময় দিতে পারছিল না। খাওয়া ঘুম প্রায় হারাম হয়ে গিয়েছিল। মালতীর কান্নাকাটি বেড়ে গেল, হাতে পায়ে ধরে ভাই একটু বিশ্রাম নাও, নাইলে মরতে বসবে যে! এমনইভাবে মালতীর কাকুতি মিনতি চলতে থাকে। শাহীন হেসে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ছুটে পালাত কর্ম সমুদ্রে। রোজী আসাতে তার ব্যস্ততা একটু কমেছে। সেও খুব চঞ্চল মেয়ে। ছোটা ছুটিতে তার ক্লান্তি আসে না বরং আনন্দ পায়। আর দু'এক বছরের মধ্যে ওদের কাজ সহজ হয়ে আসবে। কেননা, বন্ধুরা সব পড়া শোনা শেষ করে এসে যাবে। শাহীন, রোজী, মৌ, নাজিরা, ওরা অনার্স শেষ করে মাস্টার্সে ঢুকেছে। মনিকাও প্রায় শেষের পথে। ওদিকে আনিস বছর ঘুরলেই হয়তো দেশে ফিরবে। ওরা সবাই ফিরে এলে কাজের পরিধি আরও বেড়ে যাবে। অর্থ সম্পদেরও বেশী করে প্রয়োজন হবে। হাসপাতাল তারা করবেই এই প্রতিজ্ঞা থেকে শাহীন কোন দিন পিছিয়ে আসবে না। তাই ব্যবসার দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়েছে। নেপথ্যে সে নিজে, রফিককে বসিয়েছে সামনে। গোড়া থেকে ওরা যেসব এতিম ছেলে মেয়েদের গড়ছিল, তাদের মধ্যে অনেকে কর্মক্ষম হয়ে উঠেছে। আবার গরীবের মেয়েদের নিয়ে এসে লেখা পড়া শিখিয়েছে, তাদের সংখ্যা এখন মাথাভারী করে ফেলেছে। এদের কাজ দিতে না পারলে অলস হয়ে যাবে। অনেক চেষ্টা করে একটা গার্মেন্টস ফ্যাক্টরী খুলে দিয়েছে, এতে আশ্চর্যজনক ফল পেতে শুরু করেছে। ওদের বন্ধু নাজিরাকে দিয়েছে তার দায়িত্ব। এক ঝাক মেয়েদের নার্সিং শিখিয়েছে। তারা ট্রাস্টের হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে গরীবের রোগ ব্যাধি দেখা, সন্তান সম্ভবাদের স্বাস্থ্য সেবা আরও সব গার্হস্থ্য ব্যাপারে সাহায্য করে থাকে।

ট্রাস্টের প্রতিটি কর্মচারীর কর্ম দক্ষতা, আচার ব্যবহার, নৈতিক চরিত্র, আন্তরিক সেবাপরায়ণা দেখে, প্রথম দিকে তাদের দেখে যারা নাক ছিটকাতো, তারা এখন আপনজন ভেবে কাছে টেনে নেয়। ইতিমধ্যে আবিদপুরের হাই স্কুলের বিল্ডিংয়ের কাজ শেষ হয়ে গেছে। অনেকগুলো ছাত্র ছাত্রী সংগ্রহ করা হয়েছে। কয়েকজন শিক্ষকও নির্বাচন করা হয়ে গেছে। মনিকা আর মৌ এলো, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট,

www.pathagar.com

জেলা ও থানা শিক্ষা অফিসার, থানা নির্বাহী অফিসার, থানা নিরাপত্তা কর্মকর্তা, সাংবাদিক ও আবিদপুরের এলাকার শিক্ষিত গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে দাওয়াত করে নিয়ে যাওয়া হল। চৌধুরী দম্পতি সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করলেন। খুব ঘটা করে চৌধুরী হাই স্কুলের উদ্বোধন করা হল। এতে আশ্চর্যজনক ফল দেখা গেল। কয়েক মাসের মধ্যেই স্কুলে প্রাণের স্পন্দন জেগে উঠল। এই অবসরে মনিকা আর মৌ তাদের অজানা উচ্চাঙ্গের কাজ যা একান্ত শাহীনের ব্যক্তিগত উদ্যোগে সৃষ্ট হয়েছে তা দেখে বিস্ময়ে যেন বোবা বনে গেল। মনিকা মৌয়ের গলা জড়িয়ে ধরে বললো মৌ ! শাহীন কি মানুষ না অন্য কিছু। এতো অল্প সময়ে সে যা করেছে একজন মানুষ তার সারা জীবনেও করবার সাহস রাখে না। এমন যোগ্য পাত্রের পাশে মানানো পাত্রী আমরা তৈরী করতে পারিনি।

অবশ্যই পেরেছি।

আমি খুঁজে পাচ্ছি না।

তাকে যে টেনে এনে সিংহাসনে বসিয়েছে, সেই হবে তার রাণী।

তোকেই মানাবে সেখানে।

আমি? আমাকেই বা কে প্রচণ্ড আধুনিকতার গণ্ডি ভেদ করে টেনে বের করে আনলো মানবতার মুক্তির মিছিলে? তুই আর আমি যে একই প্রকৃতির, মাঝে মাঝে এই চিরন্তন সত্যটিও যেন ভুলে যাই, ভাবতে পারিনে আমরা একদিন প্রকৃতির নিয়ম মানতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাব।

আমাকে সতীন করে নিস তাহলে সব ভাবনা দূর হয়ে যাবে।

না, এমন অসম্ভব কল্পনা আমি করতে পারিনে মনি! এতে যে অতৃপ্তিই এনে দেবে, তৃপ্তির নিশ্বাস কেউ ফেলতে পারবে না। আল্লাহ জোড়া সৃষ্টি করেছেন, যেখানেই জীবনের ঠিকানা লেখা হয়ে গেছে, বিধির সেই লিপি ছিঁড়ে ফেলার ক্ষমতা কারও নেই। সময়েই সেই ঠিকানায় সবাই পৌঁছে যাবে। আমি মনে করি আগে থেকে বেছে নেয়ার অর্থই হল নিজের আত্মমর্যাদাকে খাটো করা। তুই নিজে ঠেকেছিস, আমি সেখান থেকেই শিখেছি। ঝড়ের কবলে পড়েছিলি তুই, উড়ে যাওয়ার আগেই আমি হাত ধরে বের করে এনেছি। কেন এমন হয় জানিস? বিধির লিপিতে যে ঠিকানা ছিল সেটা সময়ের আগেই পেতে চেয়েছিলি, তাই পথ ভুল হয়েছিল। দয়ার সাগর সেই আল্লাহর অপার করুণায় তোর সাথে আমার বন্ধুত্ব করে দিলেন। কেউ ভেঙে পড়িনি। উভয়ের জীবনকে সুন্দর ও সঠিক করে গড়ে নিতে পারলাম।

বিধির লিপিতে আমিরের সাথে তোর চিরস্থায়ী বন্ধন লেখা ছিল না তাই সে পথ ভুল করেছে। আমরা তাকে যতই দোষারোপ করি না কেন বিধাতাই তাকে সরিয়ে

www.pathagar.com

দিয়েছেন, সে সরে যেতে বাধ্য হয়েছে। সে তো বিদেশে যেতে চায়নি, তুই তো তাকে জোর করে পাঠিয়েছিস। সেই সময় প্রেম সাগরের তীরে দাঁড়িয়ে অবগাহন না করেই যে ফিরে এসেছিস্, একী সম্ভব! বিধাতার নিয়ম কেউ লঙ্ঘন করতে পারে না, তাই সম্ভব হয়। বিদেশে যাওয়ার সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে আগামী মাসেই তো চলে যাচ্ছিস। হয়তো একদিন আমিরের মুখোমুখি হতে হবে। যদি সে সত্যি এমিলিকে বিয়ে করেই ফেলে তাহলে বল তুই তাকে ক্ষমা করবি কিনা?

মনিকা মাথা তুলে মৌয়ের মুখের দিকে চেয়ে আবার মাথা নীচু করলো, দু'চোখে তার অশ্রু টলমল করছে। মুখে কোন কথা ফুটলো না। মৌ আবার বললো, সে তোর ফুফাতো ভাই, তুই তার মামাতো বোন। এমনকি আগেও যেমন ছিল এখনও তেমনই আছে, এ সত্য মেনে নিতে মনে কষ্ট হবে কেন?

আমার কোন কষ্ট নেই মৌ, আমি সব ভুলে গেছি, বুঝে নিয়েছি যে মরিচিকার পেছনে ছুটেছিলাম, সে অদৃশ্য হয়ে গেছে, কিন্তু সে প্রতারণা করলো কেন? সত্যটি চেপে না রেখে আমার কাছে প্রকাশ করলে আমি কি তাকে মুক্তি দিতে পারতাম না? সে হাসতে হাসতে আমার কাছ থেকে সম্মতি আদায় করতে পারত, আমার মনের ব্যথা হয়তো কাজের মধ্যে ডুবে থেকে ভুলতে পারবো কিন্তু ফুফু, মা, বাবাকে কি করে বোঝাব?

সেই জন্যেই তো দু'বছরের জন্য তোকে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছি। এর মধ্যেই আমি তাদের দুঃখ ভুলিয়ে স্বাভাবিক করে নেব। তুই একটুও ভাবিসনে, সব দায়িত্বের বোঝা আমি নিজেই কাঁধে তুলে নিয়েছি। দু'বন্ধুর হৃদয়ে গাঁথা যে সুর সে তো একতারে বাঁধা। তাকে বেসুরে বাজতে দেব কেন? তুই সেখানে পৌছে সত্য ঘটনা জেনে নিতে চেষ্টা করবি। তার পর আমাকে জানাবি। বাবা মায়ের কাছে আমিরের কোন কথাই উল্লেখ করবি না। কেবল নিজের ভাল মন্দের খবর ছাড়া। আমি তোর কাছ থেকে সত্যটি জেনে খালা খালুর মনের বেদনা দূর করতে যখন সক্ষম হব তখনই তুই খোলা মন নিয়ে ভাই বোনের সম্পর্কের মত সম্বোধন করে বাবা মায়ের কাছে লিখবি। তারা যেন বুঝতে পারে তুই খুশী হয়েছিস।

মৌ খালা খালুকে নিয়ে কথা পাড়লো। মনিকা আমেরিকা যাচ্ছে একথা শুনে ওরা প্রথমে চমকে উঠলেন। একমাত্র মেয়ে মনিকা তাদেরকে এড়িয়ে নিজে নিজেই অনেকদূর এগিয়ে গেছে। শৈশব থেকে মেয়ের জীবন-যাত্রা তাদের কাছে দুর্বোধ্যই মনে হত। ভাবতেন মেয়ের পাগলামী নেশা তাকে যদি ডুবিয়ে দেয় তাহলে তারাও তো তার থেকে নিস্তার পাবে না। দুর্নাম, অসম্মান তাদের জড়িয়ে ফেলে কিনা? যে খারাপ ধারণাটি তাদের স্বামী স্ত্রীর মাথায় ঘুর পাক খেত সেটা অনেক বছর আগেই উঠে গেছে। মেয়ে যেমন বিদ্যা শিক্ষায় সুনাম অর্জন করেছে তার চেয়ে বেশী

www.pathagar.com

অর্জন করেছে অগণিত মানুষের হৃদয়ের আশীর্বাদ। মেয়েকে উপলক্ষ্য করেই চৌধুরী পরিবারের যেমন সম্মান বেড়েছে তেমন প্রতিপত্তিও। সে যে বন্ধুদের নিয়ে অসাধ্য সাধন করেছে তা কোন সুস্থ মানুষের কল্পনায়ও আসে না। বন্ধুবান্ধব শিক্ষিত মহলে ধনী দরিদ্র সকলের অন্তরে সে যেন মাতৃত্বের আসন দখল করেছে। নিজ প্রতিভা বলে এমন বন্ধুর সমাহার ঘটিয়েছে, বিয়ে না করেই যেন সংসার পেতেছে। কালির আঁচড় কোথাও পড়েনি অথচ প্রদীপের আলোয় চতুর্দিক উদ্ভাসিত হয়ে গেছে। মেয়ের কোন দাবী তারা উপেক্ষা করেননি, মেয়ের দাবী পূরণ করতে তাদের বিত্তের ঘাটতি হয়নি বরং বৃদ্ধি পেয়েছে। মর্যাদাও বেড়েছে সীমার অতিরিক্ত।

মুনীর চৌধুরী বললেন, মনিকার কোন কাজে আজ পর্যন্ত বাধা দিইনি বরং উৎসাহ দিয়েছি। আজকের দাবীটা আমার কাছে অসম বলে মনে হচ্ছে মা!

তা হবে কেন খালু জান?

আমিরকে পাঠিয়েছিলাম চার বছরের জন্যে, ছ'বছর পার হয়ে গেল এখনও দেশে ফিরবার নাম নেই। এর পরে তোমরা আমাদের কোল একেবারে খালি করে দেবে?

মনিকা আপনাদের তেমন মেয়ে নয়, সে কোনদিন আপনাদের কোল খালি করবে না। মাত্র দু'বছরের জন্যে যাচ্ছে।

তার ভবিষ্যৎ?

বিধাতার লিপিতে যা লেখা আছে সেভাবেই ভবিষ্যৎ তৈরী হবে খালুজান। আমরা শুধু আপনাদের একান্ত দোয়া পেতে চাই।

আমাদের দোয়া সর্বদায় তোমাদের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে।

তাহলে এবার অনুমতি দিন।

এতে কি তোমাদের কোন কল্যাণ দেখতে পাচ্ছ?

পাচ্ছি ।

আমরাও সব সময় তোমাদের কল্যাণ কামনা করি। আমরা আর আপত্তি করব না। তোমরা যেতে পার।

মনিকা আর মৌ দু'জনেই উঠে একযোগে বাবা মাকে সালাম করলো। তারা তাদেরকে বুকে জড়িয়ে মুখে অনবরত চুম্বন দিয়ে হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ যেন উজাড় করে দিলেন।

সিলেট থেকে শাহীনের টেলিফোন পেয়ে পরদিনই তারা হবিগঞ্জ ছেড়ে গেল। যাওয়ার আগে মৌ জানিয়ে গেল আট দশদিনের মধ্যে তারা আবার আসবে। এবার এসে বিদায় নিয়ে যাব।

www.pathagar.com

মৌয়ের গাড়ীতেই সিলেটে প্রথমে তাদের বাড়ী যেতে হল। তার মা বাবা অনেক দিন পর মেয়েদের পেয়ে খুব খুশী হলেন। মনিকার সাথে বন্ধুত্বের প্রথম পর্যায়ে তারা সহজভাবে মেনে নিতে পরেননি। পরবর্তীতে মেয়ের পড়াশোনার প্রভূত উন্নতিতে তাদের সে ভুল ভেঙে যায়। তার পর যখন ওরা দু'বন্ধুতে মিলে ট্রাস্ট গঠন করে তখন মৌয়ের বাবা অসন্তুষ্ট হন। মেয়েকে নিষেধ করেন এমন নীচের স্তরের মানুষের সাথে জড়িয়ে পড়তে, তারা সমাজের যে স্তরে বাস করেন সেখানে এর কোন মূল্য নেই। তুমি যদি এ সমাজের চিরাচরিত নিয়ম ভঙ্গ করে ঐ কাজে নেমে পড় তাহলে আমাকে বন্ধু বান্ধবদের সামনে মাথা নীচু করে চলতে হবে। তারা দু'বন্ধু তাদেরকে আশ্বস্ত করেছিল, আমরা এমন কাজ করব যাতে সমাজের বুকে আপনার নীচু হওয়া দূরে থাক গর্বের সাথে বুক ফুলিয়ে চলতে পারেন। তাদের আশ্বাস- বাণী শুনেও তারা মেনে নিতে পারেননি। তারপর যেদিন ওরা সভ্য সমাজে ঝড় তুলতে সক্ষম হল, সেদিন তার বাবা এই দামী জাপানী প্রাইভেট কারটি কিনে দিয়ে ভুলের মাসুল জুগিয়েছিলেন। গত কয়েক বছর তার মেয়ে ঢাকাতে পড়াশোনা শেষ করে বন্ধুকে নিয়ে এসেছে, এতে যে কত আনন্দ সেই পরিবারে বয়ে গেল তার তুলনা নেই। রাতে খাওয়া দাওয়া সেরে মৌয়ের মা বাবা তাদের নিয়ে বসলেন।

মৌয়ের মা আলেয়া বেগম মনিকার মাথায় হাত বুলাতে বুলাতে বললেন, মা তোমরা লেখাপড়া শিখে জ্ঞান অর্জন করেছ, বয়সও বসে নেই। মা বাবা তোমাদের নিয়ে কত স্বপ্ন দেখে। আর কত কাল আমরা চেয়ে থাকবো তোমাদের মুখের দিকে চেয়ে?

তিনি যে বিয়ের দিকেই ইঙ্গিত করলেন, তা দু'বন্ধুতেই বুঝে নিলো। মৌ বললো, মা মনিকা আমেরিকা যাচ্ছে দু'বছরের জন্য। সেখান থেকে ফিরে এলে আমরা তোমার কাছে আত্মসমর্পণ করব।

আলেয়া বেগম মনিকাকে বললো, তুমি যাওয়ার আগে তোমার বন্ধুর বিয়ের কাজটা সেরে গেলে ভাল হত না? অনেক ভাল ছেলে আমাদের হাতে ছিল।

আপনি সেই চিন্তা করবেন না আম্মী। ওর জন্যে কোন সময় ছেলের অভাব হবে না। আমি তাকেও বিদেশী ডিগ্রী নেওয়ার জন্যে চেষ্টা করছি। ও অর্থনীতিতে অনার্স নিয়েছে। কোন উন্নত দেশে অবশ্যই সে যাবে উচ্চতর ডিগ্রীর জন্যে। আপনাদের মুখ মলিন হবে এমন কাজ কোন দিন আমরা করিনি। বরং সমাজের কাছে আপনাদের শির উঁচু করিয়েই দিয়েছি। দয়া করে আর একটু সুযোগ আমাদের দিন। আপনারা আমাদের জন্যে দোয়া করুন, মেয়েদের ব্যাপারে সমাজের যে চিরাচরিত ভুল ধারণা রয়েছে, আমরা যেন সেটা ভাঙতে সক্ষম হই।

www.pathagar.com

আলেয়া বেগম উভয়কেই দোয়া করলেন। আলমাস সাহেব মেয়ে আর তার বন্ধুকে জড়িয়ে স্নেহপূর্ণ চুম্বন দিয়ে বললেন, আল্লাহ তোমাদের মুখ উজ্জ্বল করুন।

পরদিন সকাল ন'টায় গোসল সেরে নাস্তা করে তাদের অফিসে গেল। শাহীন তাদের অপেক্ষায় ছিল। ওরা গেলে ওদের নিয়ে গেল গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে। শাহীনের এই অভাবনীয় কল্পনা দেখে ওরা দু'বন্ধু বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। রোজী তাদের অভ্যর্থনা করে অফিস রুমে নিয়ে গেল। মনিকা বললো, দেখেছিস মৌ! শাহীন আমাদের অবাক করে দেবে বলে আগে জানতে দেয়নি। আবার দেখ রোজীর মত মেয়ে, যার বাবা একটা জিলা শিক্ষা কর্মকর্তা, সে-ই কিনা আমাদের চোখে ধূলো দিয়ে কেমন করে চেয়ার দখল করে বসেছে? মোড়ল হয়ে বসে থাকা তো আমাদের আর শোভা পায় না। এদের অধীনে শ্রমিকের কাজই আমাদের নেয়া উচিৎ।

সবাই একচোট হেসে নিল। শাহীন বললো, তোমরা যদি শ্রমিকের কাজ নিতে চাও তাহলে আমাকে তো মেথরের কাজ নিতে হয়।

মৌ মুখ ঝামটা মেরে বললো ইস্! বডডো বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে যে! গাছ লাগাবে তুমি আর আমরা বলবো গাছ আমাদের। এটা নীতি বিরুদ্ধ, তা কেনা জানে?

ভুল বলা হল মৌ, বীজপুতে চারা তৈরী করেছ তোমরা, আমরা কেবল পরিচর্যা করে গাছ বাড়তে সাহায্য করছি। সব কৃতিত্ব তোমাদের, আমরা উপলক্ষ্য মাত্র।

এখানে কিছুক্ষণ অবস্থান করে ওরা গেল নিউ মার্কেটে। সেখানে তাদের অনেকগুলো ব্যবসা চলছে। রফিক আর মহসীন সেগুলো দেখাশোনা করে। এ খবরও মনিকারা জানতো না। রফিককে দেখে মনিকা বললো, সেই ছোট কালে এক সাথে পড়ালেখা করেছি, তার পর ডুমুরের ফুল হয়ে কোথায় বিরাজ করছিলে?

সে বলিসনে মনি, বড় লোকের ছেলে টাকা পয়সার অভাব নেই, মার কাছে দশ টাকা চাইলে দিয়ে দেন একশত টাকার নোট, কে আর সুযোগ ছাড়ে বল? দেশ বিদেশ ঘুরে ফূর্তি করে এলাম।

বিয়ে করেছিস নাকি?

বিয়ে! না!

শুনে খুশি হলাম।

এ মাকড়সার জালে কি করে জড়িয়ে পড়লি?

www.pathagar.com

সে আর বলিসনে মনি, শাহীন একটা আস্ত যাদুকর। ও যাকে ধরবে সে বাপ বলার সময় পাবে না।

খুব জোরে একচোট হাসি বয়ে গেল।

মনিকা জিজ্ঞেস করলো, ব্যবসা কেমন চলছে?

ব্যবসা কি আমি চালাচ্ছি। সে-ই আমাকে চালিয়ে নিচ্ছে।

এমন উল্টো কথা তো কোন দিন শুনিনি?

এবার থেকে শুধু কি শোনা, দেখতেও পাবি।

এটা আবার কেমন কথা হল?

এতোদিন মেয়েলোকে রান্নাঘরে হাড়িঘুটে কেবল কালি মেখে পেত্নী হয়েছে। আর আজ গাড়ী চড়ে হাওয়া খেয়ে মেম হয়ে ছড়ি ঘুরাচ্ছে। এপিঠ উল্টে ওপিঠে গেল না?

তাই বুঝি চাবুকের ভয়েতে খাচায় বন্দী হয়ে গেছিস?

বাঁচতে গেলে উপায় দেখতে হয় না?

বেশ ভাল কথা। আমি আবার দু'বছরের জন্য বাইরে যাচ্ছি।

আবার! ভেবে ছিলাম ওড়নার আঁচলের ঘা খেয়ে আরাম পাব, তাতো হলো না। চাঁদের কলঙ্ক আর ঘুঁচবে না হয়তো।

সুন্দরীদের হাট বসেয়েছি, তবু মন ভরছে না?

লক্ষ কোটি গ্রহ নক্ষত্র আকাশমণ্ডল ছেঁয়ে আছে, তারা কি পারে প্রেমিকের মনে ছায়াপাত করতে? বুকে কলঙ্ক নিয়েও চাঁদ প্রেমিকের মনের খোরাক জোগায়।

তুই ছোট থেকে যেমন ছিলি এখনও তাই রয়ে গেছিস। আমি ভাই তোর সাথে পারব না, যে পারবে তাকেই রেখে যাচ্ছি, দেখিস কেমন মনে মনে মিলে যাবে।

কাকে আবার ঘাড়ে চাপিয়ে যাচ্ছিস। পালিয়ে যেতে হবে না তো?

তোর পালাবার জায়গা কোথায়?

রফিককে কথা বলতে না দিয়েই মৌ বললো– কেন, আমার ওড়নার নীচে। সবাই হো হো করে হেসে ফেললো। মনিকা বললো যাক, আপাতত আশ্রয় একটা মিললো।

মৌ বললো, শুধু কি আশ্রয়! প্রয়োজন হলে বোগল দাবা করে নিয়ে বেড়াব। আবার এক চোট হাসি বয়ে গেল। বন্ধুদের এই যে হাসি কৌতুক এতে চিত্তের বিকাশ ঘটিয়ে দেয়। রফিক তাদের চা বিস্কুট দিয়ে আপ্যায়ন করলো। শাহীন

www.pathagar.com

ওদের নিয়ে গেল স্টেশন রোডে। সেখানে একটা নিরিবিলি জায়গা, পাহাড়ী টিলা দেখিয়ে সে বললো এই জায়গাটা সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

মনিকা আর মৌ তখনই বুঝে নিল তাদের যে হাসপাতাল করার পরিকল্পনা আছে, শাহীনের কাছে তো তারা প্রকাশ করেনি, তবু সে তাদের মনের কথা বুঝে নিয়েছে। এটা যে হাসপাতালের জন্যে উপযুক্ত জায়গা তা বলবার অপেক্ষা রাখে না।

এখানে হাসপাতাল করতে চাও তো?

আমি কি করব? কোন্ সাহসে আমি এতো বড় ঝুকি নিতে পারি। তোমাদের মনের মধ্যে প্লান রয়েছে সেটা বুঝেই জায়গাটা খুঁজে বের করেছি। মতামত দিলে এগিয়ে যেতে পারি। এবার চলো অফিসে যেয়ে কথা হবে।

শাহীনের অফিসে তিন বন্ধু মুখোমুখি বসে। মৌ বললো দেখ মনি তুমি আর আমি একদিন হাসপাতাল করার কথা বলেছিলাম। এ প্রস্তাবটা ছিল তোমার। সেই প্লানটা তোমার গোড়া থেকেই ছিল সেটা বুঝলাম তুমি যেদিন ডাক্তারী পড়ার ইচ্ছা ব্যক্ত করলে। সেটা তোমার আমার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল, কাউকে এ বিষয়ে সামান্য আভাষ ইঙ্গিতও দিইনি। শাহীন কেমন সবজান্তা আমাদের মনের পাতা পড়ে নিয়েছে অথচ আমরা কিছুই আঁচ করতে পারিনি। আমরা চেয়েছিলাম ছেলেদের নাকে বড়শী বেঁধে ইচ্ছামত খেলিয়ে নিতে কিন্তু আমাদের সেই গুড়েবালি।

শাহীন বিস্ময়ের সুরে বললো, তুমি বলছো কি মৌ! দোহাই তোমার, আমি প্রশংসা চাই না, সত্য প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। স্কুলের সিঁড়িতে আমি ছিলাম মনিকার একধাপ উপরে। কিন্তু বাইরের কর্মক্ষেত্রে সে আমার নিরানব্বই ধাপ উপরে। আমি গরীবের ছেলে। বড় দাগে আমি অচল। যেখানে স্থান নেওয়া আমার আকাশের চাঁদ ধরার মতই হাস্যকর ছিল। আমার বাবা মা আমাকে বিয়ে দিয়ে সংসারের কাজে লাগিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। হয় একটা অফিসের নিচের ক্লাশের কেরানী নতুবা বড় জোর প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষকের পদ, এ ছাড়া আমার ভাগ্যে অন্য কিছু জুটতো না। গণ্ডা খানেক বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে কাজের অবসরে বৌয়ের সাথে কিচিরমিচির করেই সময় কাটতো। আজ অগণিত ছেলে মেয়ের ভাই, পত্রিকার সম্পাদক, বৃহৎ জাহাজের ক্যাপ্টেন হতে পেরে যে অবিশ্বাস্য সম্মানের অধিকার লাভ করেছি, তার সিংহ ভাগই মনির প্রাপ্য। বাইরের জগতে যা কিছু শিখেছি, যা করতে পেরেছি, যেটা করার পরিকল্পনা নিয়েছি, তার প্রধান রূপকারই মনি। আমি কেবল পুতুলের ভূমিকায় অভিনয় করছি। নেপথ্যের যাদুকর আমাকে খেলাচ্ছে।

www.pathagar.com

চিরদিন ছেলেরা মেয়েদের খেলিয়ে এসেছে, মেয়েরাও যে ছেলেদের খেলিয়ে কাজ উদ্ধার করতে পারে, ছেলে হয়ে সেটার স্বীকৃতি দেওয়া হল না?

না দিয়ে উপায় নেই। বিধাতা যখন একে অপরের পরিপূরক হিসাবে সৃষ্টি করেছেন, তখন আমি তো নগণ্য!

তোমাকে শত ধন্যবাদ। তুমি প্রকৃত বন্ধু। বন্ধুদের মর্যাদা তুমি দিতে জান। মনিকা আমাদের গুরু, তাকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছি এটা আমাদের বড় পাওয়া।

থাক আর প্রশংসা করতে হবে না। এবার কাজের কথায় আসি, কতটুকু জমি, কত মূল্য?

আপতত রাস্তার কোল ঘেঁষে দশ কাঠা জমি নিয়েই আমরা যাত্রা শুরু করব। প্রয়োজন হলে উপরে বাড়িয়ে নিতে পারব। তাহলে অল্প জায়গায় অনেক কাজ করা সম্ভব হবে। জমির মূল্য চেয়েছে দশ লাখ, আমি বলেছি সাত লাখ।

এতো কম মূল্যে দেবে কেন?

শহরের বাইরে নিরিবিলি জায়গা আমাদের প্রয়োজন, কিন্তু কোন ব্যবসায়ীর এমন জায়গা দরকার হয় না, তাই এখনও অবিক্রিত রয়ে গেছে।

তুমি যত তাড়াতাড়ি পার মালিকের সাথে কথা পাকাপাকি করে ফেল। দর কষাকষির দরকার নেই।

এতা টাকা একসাথে বেরিয়ে গেলে আমাদের ব্যবসায় মার খাবো যে!

সে চিন্তা করো না, টাকা আমি দেব।

মনি আমিও তোর সাথে অংশীদার থাকব।

তোকে বাইরে রেখে নিজের অস্তিত্ব কল্পনাই করতে পারিনে মৌ, আমি পাঁচ লাখ আর তুই পাঁচ লাখ দিয়ে দিই। শাহীন জমি কিনে কাজ শুরু করে দিক।

শাহীন অনন্দে চিৎকার করে লাফিয়ে উঠলো। পরপর উভয় বন্ধুর হাতে হাত মিলিয়ে বললো, বিধাতা যেন আমাদের সাথে একটা গোপন তার সংযোগ করে দিয়েছেন। সেই তারই আমদের হৃদয়ের গোপন ইচ্ছা একে অপরকে জানিয়ে দেয়। আমি জানতাম তোমরা আমাকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেবে না বরং শক্তি দিয়ে শক্ত অবস্থান নিতে সাহায্য করবে।

সব প্রস্তুতি সম্পন্ন। আগামী কাল সকালে মনিকা বাড়ী থেকে ঢাকা যাবে। রাতে খাওয়ার টেবিলে তার মা বাবার সাথে শাহীন মৌকে নিয়ে খেতে বসেছে। ছিরা–শাহীন যার নাম পরিবর্তন করে শিরিনা নামে কলেজ পাশ করিয়েছে, সে

www.pathagar.com

পরিবেশন করছে। অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে খাওয়া দাওয়া চলছে। সেই সাথে কথাও পাক ঘুরে ঘুরে ঘুখে মুখে চলছে, যা পরিবারিক মিলন মেলায় হয়ে থাকে। এক সময় খাওয়ার পর্ব শেষ হয়ে গেল। সবাই যেয়ে সোফার ঘরে বসলো।

বাবা মায়ের মাঝখানে মনিকা, মায়ের অপর পাশে মৌ, বাবার পাশে শাহীন বসে পড়লো। এটা মনিকার পছন্দ মতই স্থান নির্বাচন।

সে দু'হাতে মা বাবার দুটি হাত ধরে বললো, মা এক পাশে তুমি একপাশে বাবা, মাঝখানে তোমাদের নাড়ীছেড়া ধন, মনি। আল্লাহর দরবারে কত কাকুতি মিনতি করে আমাকে তোমরা চেয়েছ। যে চাওয়ায় ছিল না কোন খাদ। তাই তিনি দয়া করলেন তোমাদের প্রতি। তোমাদের পবিত্র মুখে হাসি ফোটাতে তোমার কোল আলো করে আমি এলাম। সেদিন বাবা আর তুমি যে কি আনন্দ পেয়েছিলে তা একমাত্র আল্লাহই জানেন। আমি যখন দু'এক পা হাঁটতে শিখলাম, বোল ফুটলো যখন আমার কচি মুখে। তখন আমাকে নিয়ে তুমি আর বাবা কাড়াকাড়ি করতে আর আনন্দে হেসে লুটিয়ে পড়তে। সেই স্মৃতি আজও আমার মনে দাগ কেটে আছে মা। বাবা আর তুমি তোমাদের হৃদয়ের সব স্নেহ একেবারে নিঙড়ে দিয়ে আমাকে ধৌত করেছিলে।

শিশুকাল থেকে যারা অতি আদরে বেড়ে উঠে– দেখা যায় তারা হয়ে যায় অলস প্রকৃতির। তোমাদের আদরে গড়া এ মেয়ে কিন্তু সেই দলে পড়ে যায়নি। কেননা, বিধাতার কাছে তোমাদের চাওয়া ছিল অন্তরের অন্তস্থল থেকে, তাই তিনি দয়া করে তার করুণা আমার প্রতি বর্ষণ করেছেন। আমি পৃথিবীর বুকে এসে কেবল তোমাদের গৃহকে উজ্জ্বল করিনি, বাইরের জগতে তোমাদের সম্মানও বাড়িয়ে দিয়েছি। এতে আমার একার কোন কৃতিত্ব ছিল না। আল্লাহ দয়া করে আমাকে উত্তম বন্ধু দান করেছেন, যা সচরাচর অনেকের ভাগ্যে জোটে না। শৈশব থেকে শাহীনকে বন্ধু হিসাবে পেয়েছি। কলেজে যেয়ে মৌকে পেয়েছি উপরি। এই যে তোমাদের ডানে বায়ে আমার যে দু'বন্ধু বসে আছে, ওরাও বিধাতার করুণার হাতে গড়া হীরার টুকরো। এদের না পেলে এতো সফলতা আনতে পারতাম না। আমিও ডাঃ মনিকা চৌধুরী হতে পারতাম না। জন্ম হত না আল আমিন ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্টের মত মহৎ কাজের সংস্থাটি। তাই তোমাদের কাছে আমার অনুরোধ আমাদের কাউকে তোমরা বিচ্ছিন্ন করে দেখ না মা।

দু'বছর সিলেটের মহিলা কলেজে, পাঁচ বছর ঢাকা মেডিকেল কলেজে কাটিয়ে এলাম। দূরে থাকলেও ছিলাম দেশের ভিতরে তোমাদের নাগালের মধ্যে, আজ আমি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর একপ্রান্তে চলে যাচ্ছি তোমাদের ছেড়ে। মনে

www.pathagar.com

করো না তোমাদের কোল খালি করে যাচ্ছি। আমার শূন্য স্থানে শাহীন আর মৌ কে বসিয়ে যাচ্ছি। যদি ওদের মাঝেই তোমরা আমাকে পেতে চাও, তাহলে সর্বদা তোমাদের মনে প্রাণে শান্তি বিরাজ করবে। একটা হাসপাতাল করবার দায়িত্ব ওদের দিয়ে যাচ্ছি, ওরা সব সময় তোমাদের কাছে পরামর্শ চাইবে। প্রয়োজন হলে তুমি সাহায্য করতে চেষ্টা কর। অর্থনীতিতে উচ্চতর ডিগ্রি নেয়ার জন্যে ওদের বিদেশে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। চেষ্টা চলছে। বল মা আমার মত করে তোমরা ওদের দেখবে কি না?

এতো দিন কি ওদের প্রতি আমাদের ভালবাসা ছিল না?

ছিল, আমার উপস্থিতিতে সেটা হওয়া স্বাভাবিক।

মা বাবার স্নেহ ভালবাসা, এতে আবার সাক্ষাৎ আর অসাক্ষাৎ কি?

রেবেকা চৌধুরী মেয়েকে বুকের সাথে জড়িয়ে নিলেন। দু'চোখে তার আনন্দাশ্রু। মেয়ের মুখে দীর্ঘক্ষণ চুমো খেলেন। একবার মনিকা বাবার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়লো, তিনিও মেয়েকে চুমোয় চুমোয় স্নেহ দিলেন। চৌধুরী দম্পতির কাছ থেকে স্নেহের আস্বাদ পেতে শাহীন আর মৌও বঞ্চিত হল না।

উনিশ

পরদিন সকালে চৌধুরী দম্পতি, মেয়ে, তার বন্ধুদের সাথে নিয়ে বিকালের ফ্লাইটে পাঁচজনে ঢাকা যাত্রা করলো। বিমান বন্দরে মালতী, রোজীনা, রফিক বিদায় জানালো। শনিবার রাতে ওরা ঢাকা পৌছলো। ঢাকা হোটেলে আগে থেকে টেলিফোনে সিট বুক করা ছিল। সেখানে যেয়ে ওরা উঠলো। রবিবার সারাদিন মনিকার জন্য কিছু কেনাকাটা করলো। সোমবার সারাদিন মনিকা বিশ্রাম নিল। রাত সাড়ে এগারটায় বাংলাদেশ বিমানে নিউইয়র্ক যাত্রা করলো। বিমান বন্দরে মা, বাবা, বন্ধু মৌ আর শাহীন তাকে উষ্ণ আলিঙ্গনে বিদায় জানালো। সকলের দু'চোখ তখন অশ্রুতে টলমল করছে।

ঢাকা থেকে ফিরে এসে মৌ একেবারে ভেঙে পড়লো। বন্ধুর দীর্ঘ বিচ্ছেদ সে সহ্য করতে পারছে না। মা বাবা শাহীন রোজীর সান্ত্বনাবাক্য তার মনে শান্তি দিতে পারছে না। কেবলই একটা অজানা অশংকা তার মনের মধ্যে ঘুরা ঘুরি করছে। আমির আলির সাথে সাক্ষাতে মনি ভেঙে পড়বে না তো? সে যদি সত্যি বিয়ে করে

www.pathagar.com

থাকে তাহলে সে কিভাবে মেনে নেবে। এতোদিন কাছে থেকে সাহস জুগিয়ে গেছি– আজ সে একা। এই যে বিরাট শূন্যতা, মা বাবা বন্ধুবান্ধবের মধ্যে থেকেও যা আমি সইতে পারছিনে– সে কিভাবে সইবে। আজ সপ্তাহ হতে গেল। এখনও সে আমাকে আশ্বস্ত করছে না কেন? তাকে তো হোটেলে উঠেই টেলিফোন করবার কথা। অজানা অচেনা দেশ, তার পর আবার সুন্দরী যুবতী, তাকে ছেড়ে দিয়ে কি ভুল করলাম। আমিই কেন গেলাম না তার সাথে।

মৌয়ের মাথায় কত আবোল তাবোল চিন্তা ভাবনা ঘুরপাক খেতে লাগলো। আটদিন যখন পার হয়ে গেল তখন সে আর স্থির হয়ে বসে থাকতে পারলো না। আর কাউকে না জানিয়ে কেবল মাকে বলেই সে হবিগঞ্জে খালার কাছে চলে গেল। এরও তিন চার দিন পরে সকাল দশটায় শাহীন অফিস থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় টেলিফোন বাজলো। ও রিসিভার তুলে ধরলো, হ্যালো–

আমি মনিকা বলছি। তুমি কেমন আছ শাহীন?

ভাল। তুমি?

আমিও ভাল।

কিন্তু তোমার জোড়াটি যে নেতিয়ে পড়েছে।

সে কী কথা? সে মন দিয়ে কাজ করছে না?

কাজ? অবাক করলে তুমি। ঢাকা থেকে এসে এ পর্যন্ত দু'দিন বিকালে এসে ঘুরে গেছে। বাড়ী কল করলে বিরক্ত করো না শরীর অসুস্থ, আমি ছুটে যাই দেখতে। দিব্বি ভাল মানুষ। কেবল বিছানায় ছটফট করে কাটায়। বলে আমাকে ছুটি দে তোরা।

ও এখন কোথায়?

তোমার নম্বরটা দাও। আমি ওকে খুঁজে দেখি কোথায় আছে। ওকে পেলে তোমাকে কল করতে বলব।

লিখে নাও। ওকে পেলেই নম্বর দিয়ে দিবে। আমি অপেক্ষায় থাকলাম। শাহীন তাদের বাসায় কল করে জানলো তার মা বলছে সে কয়েকদিন আগে হবিগঞ্জে গেছে। শুনে শাহীন অবাক হয়ে গেল। তাকে না জানিয়েই সে গেল! এতো অস্থিরতায় পেয়ে বসেছে তাকে! হবিগঞ্জের অফিসে কল করলো। নীলিমা বললো, মৌ আপা এখানে আসেনি।

শাহীন চৌধুরী বাড়ী কল করল।

www.pathagar.com

হ্যালো–

কে?

আমি শাহীন, সিলেট থেকে বলছি। তুমি?

শিরীনা।

তোমার মৌ আপা ওখানে আছে?

আছে।

তাকে ডেকে দাও।

মৌ তখন বিছানায় শুয়ে নিজের অস্থিরতা দূর করতে একখানা বিদেশী নভেল পড়ছিল। শিরীন তাকে ডাকলো, বললো শাহিন ভাই আপনার সাথে কথা বলতে চায়। পালিয়ে থেকেও রেহাই নেই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পাশের ঘরে যেয়ে রিসিভার ধরলো।

হ্যালো–

আমি শাহীন। আগে পুরস্কারের ঘোষণা চাই।

আমার মরা লাশই তোমায় পুরস্কার দিলাম। এবার আসল কথা বল।

অতোবড় সৌভাগ্যবান আমি হতে চাইনে। নম্বর টুকে নাও, এই নম্বরে কল করলে তোমার সব জ্বর বিনা চিকিৎসায় হাওয়া হয়ে যাবে। আমি এবার পালাই। মৌ বুঝতে পারলো এই নম্বর কার, হঠাৎ তার মনে প্রাণে আনন্দের জোয়ার জেগে উঠলো। খুশীর আবেগে সে নম্বার টিপলো। অপর প্রান্ত থেকে হ্যালো শব্দ ভেসে এলো।

আমি মৌ বলছি। কেমন আছিস?

হতচ্ছাড়ী, আকাশ পাতাল খুঁজে পাওয়া যায় না, এখন বলছিস কেমন আছি!

তোর পাশে এতো দিন ছিলাম, মনে করতাম আমি ভীষণ শক্তিমান নারী কিন্তু তুই চলে যাওয়ার পরে অনুভব করছি আমার মত দুর্বল নারী পৃথিবীতে নেই। আমার সব গর্ব যে তোকে নিয়ে সেটা আজ পরিপূর্ণভাবে বুঝে নিলাম। এখন দয়া করে তোর ভাল মন্দ খবর দিয়ে আমার ভাঙা হৃদয় ব্যান্ডেজ করে দে।

অমন হৃদয় গলানো কথা বলে তুই কার মন ভারী করতে চাচ্ছিস। আমি কি রাজা?

আমার ধৈর্য একেবারে নিঃশেষ করে দিসনে, আমি হার মানছি। এবার তোর কুশল সংবাদ দে।

www.pathagar.com

মনের মধ্যে প্রবল ঝড় বয়ে যাচ্ছে, তুই নেই পাশে, কে থামাবে এই প্রলয়! তাই আজ দু'দিন হোটেল থেকে বের হইনি। মন শক্ত করে মোকাবেলা করার চেষ্টা করছি। তুই আমার সাহস জুগিয়ে দে মৌ। আমি যেন বিজয়িনীর বেশে দেশের মুখ দর্শন করতে পারি।

আমার সব অস্ত্র তো তোর বুকে সাজিয়ে দিয়েছি, সেই দিকে খেয়াল করলেই বুকে বল পাবি।

তুই যে বলেছিলি বিধাতার লিপির কথা সেই অস্ত্রই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে, নইলে এই বিদেশ বিভূইয়ে হার্টফেল করে মরতাম।

তোকে এতো দেরীতে পেলাম কেন?

নিউইয়র্কে এসে প্রথমে লা কুনটা হোটেলে ছিট বুক করি দু'সপ্তাহের জন্য। হোটেল কক্ষে ঘুমিয়ে দু'দিন বিশ্রাম নিলাম। তারপর যে ঠিকানায় আমির ভাইয়ের সাথে যোগযোগ হত সেখানে খোঁজ করলাম। একটা এ্যাপার্টমেন্টের। ঐ ঠিকানায় ও যে রুমে থাকতো সেখানে এখন অন্য ভাড়াটে থাকে। তারা কোন সংবাদ দিতে পরলো না। ও নিউইয়র্কে যে ইউনিভার্সিটিতে পড়তো সেখানে গেলাম। দু'বছর আগে ডক্টরেট নিয়ে সে বেরিয়ে এসেছে। সেখানেই এক প্রফেসরের সাথে আলাপ হল। খুব নামকরা ইউনিভার্সিটি। ব্রিলিয়ান্ট ছেলে মেয়ে ছাড়া ঢুকতে পারে না। ও যেমন ছিল দুরন্ত তেমন ছিল মেধাবী, তাই চান্স পেয়েছিল। প্রফেসর সাহেবই আমাকে জানালেন যে আগে ছিল ব্রুকলীনে, এখন থাকে লং আইল্যান্ডে। তিনি আমাকে এ্যাপ্যার্টমেন্টের ফোন নম্বর দিলেন। অনেক কথা সব টেলিফোনে বলা সম্ভব নয়। চিঠিতে সব জানাব। আব্বা আম্মাকে ছালাম দিস, তাদের কাছেও আমি চিঠি লিখবো। আজ এই পর্যন্ত থাক। খোদা হাফেজ। চৌধুরী দম্পতি বাড়ী ছিল না রাতে, তারা ফিরে এলে মৌ মনিকার সালাম জানিয়ে বললো, সে ভাল আছে। বললো, চিঠিতে বিস্তারিত লিখে জাবাবে।

খবর শুনে তারা খুশি হলেন।

টেলিফোনে যতটুকু কথা হয়েছে তাতে মৌয়ের মন শান্ত করতে পারলো না। এ যেন আপনজনের এ্যাকসিডেন্টের খবর, কিন্তু বাঁচলো কি মরলো তা জানা গেল না। দু'দিন মনের সাথে দ্বন্দ্ব চললো, তারপর এই সান্ত্বনাই পেল সে যে সুস্থ শরীরে পরিষ্কার ভাষায় কথা বলেছে যেখানে কোন জড়তা নেই, এটাই মনে বল জোগানোর জন্য যথেষ্ট। সে নিজেকে ঝেড়ে ফেলে স্বাভাবিক হতে চেষ্টা করলো। সেই দিন বিকেল থেকেই ট্রাস্টের কাজে নেমে পড়লো। হবিগঞ্জে দু'দিন কাটিয়ে

www.pathagar.com

মৌলভী বাজারে গেল। সেখানে নাজনীনের কাজ কর্মে শিথিলতা তাকে খুব পীড়া দিল। এক সপ্তাহ সেখানে থেকে ঝিমিয়ে পড়া সংস্থাটির প্রাণসঞ্চার করে সিলেটে ফিরে এলো। মৌলভী বাজারের তাদের সংস্থাটির ঝিমিয়ে পড়ার মূলে শাহীন প্রফেসরকে দায়ী করে। সে সংবাদটি শুনে ভীষণ ক্ষেপে যায়। এর আগে সেও দু'বার ওয়ার্নিং দিয়ে এসেছে। বাইরে থেকে শিক্ষিত মানুষ নিয়ে তাদের দিয়ে এমন প্রতিষ্ঠান চালানো সম্ভব নয়। কেননা, তারা বড় অহংকারী হয়। এমন নীচ শ্রেণীর নারী পুরুষের সেবার কাজ করতে তারা লজ্জাবোধ করেন। প্রফেসর সাহেব কিসের এত শিক্ষার বড়াই করেন তা বোধগম্য নয়। টাকা পয়সা নিয়ে স্বামী স্ত্রী ফূর্তি করেন, কাজের বেলায় ফাঁকি। আমরা নিজেদের মত লোক গড়ে নিয়ে তবে কাজে লাগাবো। বাইরে থেকে যাদের নেয়া হয়েছে সব ছাটাই করে দেব।

শাহীন আর মৌয়ের এখন খুব ব্যস্ত সময় কাটাতে হচ্ছে। স্টেশন রোডের সেই পাহাড়ী টিলাটি সাড়ে সাত লক্ষ টাকায় কেনা হয়ে গেছে। ইঞ্জিনিয়ার দিয়ে প্ল্যান করা হয়েছে। এবার বিল্ডিং-এর কাজ শুরু করতে হবে। ওরা কারও কন্ট্রাক্ট দেবে না। সবাই কাজে ফাঁকি দেবার ধান্দায়। মজবুত করে গড়তে হলে নিজেদের হাত দিয়ে করাই ভাল। শাহীন তো অফিসের দোতলায় মালতীকে নিয়ে সংসার পেতেছে। তাই বাইরের কাজ সেরে এসে অনেক রাত অবধি অফিসের কাজ করতে অসুবিধা হয় না। মৌ সকালে খেয়ে বেরিয়ে আসে আর বাসায় ফিরে যায় রাত দশটা, কোন দিন এগারটায়। দুপুরের খাবার মালতীর ওখানেই খেতে হয়। মালতী ভাল রান্না করতে পারে, ওর খুব পছন্দ। মাঝে মাঝে মনে করে বাসা থেকে যাতায়াত না করে একেবারে অফিসের উপর তলায় খালি ঘরে এসে আস্তানা গাড়ে। কিন্তু শাহীন বলে দীর্ঘ দিন মাকে ছেড়ে ঢাকাতে কাটিয়ে এসেছ, এখন নিকটে যতদিন আছ ততোদিন মায়ের পবিত্র মুখ দর্শনই বড় পুণ্যের কাজ।

আজ তার খুব কষ্ট হয়েছে। শরীর বড় দুর্বল হয়ে পড়েছে। অফিসে এসে মাগরিবের নামাজ পড়ে উপরে শাহীনের বিছানায় শুয়ে পড়লো। শাহীন রাত দশটায় বাইরে থেকে এসে অফিসে কাজ করছিল। ঘন্টা খানেক পরে মালতী খেতে ডাকলো। উপরে যেয়ে দেখে মৌ তার বিছানায় শুয়ে রয়েছে। ওর মনে পড়লো বিকালে সে বলেছিল তার শরীর ভাল যাচ্ছে না। তাই সে চলে এসেছিল। শাহীনের উচিৎ ছিল তখনই তাকে বাসায় পৌছে দিয়ে আসা, কেন সে এমন ভুল করলো! সে হয়তো শারীরিক অসুস্থতার জন্যে এখানে শুয়ে রয়েছে। ও কাছে যেয়ে ডাকলো মৌ? উত্তর পেল না। ঘুমিয়ে পড়েছে। আবার ডাকলো কোন সাড়া

www.pathagar.com

নেই। মালতী এলো। তার গায়ে হাত দিয়ে চমকে উঠলো। ও আল্লাহ্ জ্বরে যে গা পুড়ে যাচ্ছে। শাহীন ভাই শীঘ্র ডাক্তার ডেকে আন। শাহীন ভীষণ লজ্জাবোধ করলো। সিলেটের একজন নামকরা ধনী লোকের মেয়ে মৌ তার মত একজন সাধারণ মানুষের ছেলের বিছানায় শুয়ে আছে। মালতী বালতি করে পানি নিয়ে এলো। তাকে দু'জনে ধরে খাটের কিনারে নিয়ে এলো। মাথার নিচে একটা ওয়েল পেপার দিয়ে পানি ঢালতে শুরু করলো। আধা ঘন্টা পর মৌ চোখ মেলে তাকালো। শাহীন ভীত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো কি হয়েছে মৌ?

সে কোন কথা বললো না। আবার চোখ বুজলো। শীত ধরে গেছে তাই সে কাঁপছে। দু'খানা কাঁথা গায়ে দিয়েও হল না। আলমারীর মধ্যে শাহীনের আর মালতীর দু'খানা কম্বল ছিল, সে দু'টো বের করে গায়ের উপর চাপিয়ে দিলো, তাও তার কম্পন বন্ধ হল না। দু'জনে কম্বলের উপর চেপে থাকলো। শাহীনের কাছে জ্বরের ঔষধ ছিল, বার দুই খাইয়ে দিল। রাত সাড়ে বারটার দিকে মৌয়ের জ্ঞান ফিরে এলো। শাহীন জিজ্ঞেস করলো বাসায় সংবাদ দেব?

মৌ মাথা নেড়ে জানালো না।

ডাক্তার ডাকবো?

সে সম্মতি দিলো। শাহীন তখনই তাদের ব্যক্তিগত ডাক্তার রুহুল আমিনকে ডাকতে গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়লো। ডাক্তার তখন ঘুমিয়ে পড়েছে। শাহীনের ডাকে উঠলেন। শাহীন বললো, এখনই যেতে হবে। মৌয়ের ভীষণ জ্বর। সে বাসায় যেতে পারেনি, আমাদের অফিসেই রয়েছে। ডাক্তার তাদের ট্রাস্টের সমস্ত রুগী দেখে থাকেন। এক প্রকার ট্রাস্টের বাঁধা ডাক্তার। তিনি তখনই কিছু ঔষধ পত্র, স্যালাইন ব্যাগ ভর্তি করে বেরিয়ে পড়লেন। রুগী দেখে বললেন, ভয়ের কোন কারণ নেই। সৌখিন শরীর, অতিরিক্ত পরিশ্রমে এমন ভেঙে পড়েছেন। স্যালাইন ফিট করে দিলেন। দু'টো ইনজেকশান পুশ করলেন। ট্যাবলেট ক্যাপসুল খাইয়ে দিলেন। বললেন, তিন ঘন্টা লাগবে স্যালাইন শেষ হতে। এর মধ্যে রুগী অনেকটা সুস্থ হয়ে যাবে। ডাক্তার সাহেব আধঘন্টা পরে চলে গেলেন। বললেন, সকালে সংবাদ জানাবেন কি অবস্থায় আছে।

রাত তিনটার সময় স্যালাইন শেষ হয়ে গেল। শাহীন সুচ খুলে দিলো। শরীর ঘেমে উঠেছে, জ্বর ছেড়ে যাচ্ছে। কম্বল নামিয়ে দেওয়া হল। মৌ বাথরুমে যেতে চাইলো। দু'জনে ধরাধরি করে তাকে বাথরুমে নিয়ে গেল। শাহীন বেরিয়ে এসে দরজা টেনে দিয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকলো। কিছুক্ষণ পর মালতী ডাক দিলে শাহীন

www.pathagar.com

দরজা খুলে তাকে বের করে নিয়ে এলো। শোবার ঘরে এসে মৌ দু'জনের কাধে হাত দিয়ে শাহীনের কাধে মাথা রেখে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলো। একসময় তাকে শুইয়ে দেওয়া হল। তার দু'পাশে দু'জন বসে বাকী রাত শেষ করে দিল। ফজরের আজান দিলে শাহীন উঠে যেয়ে নামাজ পড়ে এলো। মৌ নামাজ পড়তে চাইলো। শাহীন বললো, তোমার শরীর অসুস্থ এখন থাক পরে সুস্থ হলে কাজা পড়ে নিও। মৌ সে কথা শুনলো না। মালতী ওকে ধরে বাথরুমে নিয়ে গেল। অজু করে এসে জায়নামাজে বসে নামাজ পড়ে নিল। মালতী ততোক্ষণে বড় এককাপ গরম দুধ এনে দিল। মৌ তা খেয়ে নিল। কিছুক্ষণ জায়নামাজে বসে থেকে সে আবার শুয়ে পড়লো। বললো, শাহীন! আমার এমন হল কেন বলতে পার?

ডাক্তার বলেছে অতিরিক্ত ছোটাছুটির কারণে শরীর ভেঙে পড়েছে।

তুমি যে আরও বেশী দৌড়াদৌড়ি কর, তোমার শরীর কোন দিন অসুস্থ হতে দেখিনি যে?

মানুষ এতো শক্তিধর। তবু এমন অনেক কিছু আছে যা তার আয়ত্ত্বের বাইরে। আল্লাহ একান্ত নিজের হাতে রেখেছেন তাই, ভাল মন্দের মালিক তিনি। তোমাকে নিয়ে গত রাতটা আমার জীবনে বড় দুর্যোগের রাত গেছে।

কেন?

তুমি মা বাবার একমাত্র আদুরে মেয়ে, অসুস্থ হয়ে আমার মত একজন নগণ্য মানুষের বিছানায় প্রবল জ্বরে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছ অথচ আমি সাহস করে তোমার মা বাবাকে টেলিফোন করেও জানাতে পারলাম না। পরে যখন তারা জানবেন তখন তারা কি ভাববেন?

কিছুই ভাববে না। তুমি কেমন ছেলে আর আমি কেমন মেয়ে তারা জানে। তবে আমি জানাতে নিষেধ করেছিলাম কেন জান? মা শুনলে সেই রাতেই কাঁদতে কাঁদতে দৌড়াতো। আমি তাকে কষ্ট দিতে চাইনি বলে নিষেধ করেছিলাম। আমি কোনদিন মিথ্যা বলিনি। বাড়ী যেয়ে তার জিজ্ঞেস করার আগেই আমি সব ঘটনা খুলে বলব।

আমার বিছানায় রাত কাটালে এ কথাও বলবে?

যেটা সত্যি সেটা বলতে দ্বিধা করব কেন?

আমাকে তাহলে সিলেট থেকে পালাতেই হবে দেখছি।

এটা তোমার ভুল ধারণা। এখানে তোমার স্থান আরও পাকাপোক্ত হয়ে গেল।

www.pathagar.com

তোমরা কাল রাতে খেতে পারনি, ঘুমাতেও পারনি, আমার তাতে দুঃখ নেই। কেননা বন্ধুকে কষ্ট না দিলে বন্ধুত্ব মজবুত হয় না। এবার দয়া করে বন্ধুর অনুরোধ রাখ, গোসল করে খেয়ে নাও, তার পর বিশ্রাম কর।

আগে ডাক্তারকে নিয়ে আসি, তিনি দেখে গেলে তারপর অন্য চিন্তা। তার আগে নয়।

আমার অনুরোধ বৃথা গেল।

তোমার অনুরোধের চেয়ে আমার কর্তব্যের মূল্য বেশী। শাহীন ডাঃ রুহুল আমিন সাহেবকে ডেকে নিয়ে এলো। তিনি এসে দু'টো ইনজেকশান পুশ করলেন। খাবার ট্যাবলেট ভিটামিন দিলেন। বললেন, পূর্ণ বিশ্রাম দরকার।

মৌ বললো ডাক্তার সাহেব দিনরাত শুয়ে থাকা আমার ধাতে সইবে না। তাড়াতাড়ি চলতে ফিরতে পারি কি করে তাই দেখুন।

সকাল দশটার সময় বাসায় টেলিফোন করে মৌ মাকে বললো, আমি গাড়ী পাঠিয়ে দিচ্ছি, তুমি একটু আমাদের অফিসে এসো। সে জানে এখন তার বাবা বাসায় নেই। ইত্যবসরে মায়ের সাথে গত কালকের রাত্রির ঘটনাটি বলা দরকার। শিশুকাল থেকেই তার অভ্যাস কোন কিছু ঘটলেই এবং সে ইচ্ছাকৃত কিছু করলেই মাকে আগে সব শুনিয়ে দেয়। এমন কিছু কার্যকালাপ যা তিনি পছন্দ করতেন না তাও গোপন রাখতো না। ওর মা যখন এলো তখন শাহীন কমলার খোশা ছাড়িয়ে দিচ্ছিল আর সে খাচ্ছিল। তিনি ঘরে ঢুকেই এ দৃশ্য দেখে প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠলেন। মৌ শুষ্ক হাসি হেসে বললো, তুমি ভয় পেয়েছ মা?

তিনি বিস্মিতভাবে আস্তে আস্তে তার দিকে এগিয়ে এলেন। শাহীন তাকে ছালাম জানিয়ে একপাশে সরে যেয়ে অপরাধীর মত দাঁড়ালো। আলেয়া বেগম মেয়ের পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, ভয় পাইয়ে দিয়েছিস যে, গতরাতে বাড়ি যাসনি আবার দেখছি চোখ মুখ বসে গেছে, চেহারা সাদা হয়ে গেছে। মেয়ের এমন অবস্থা দেখে কোন মা ভয় পায় না! কি হয়েছে তোর?

গতকাল সন্ধ্যার আগে নীচে অফিসে কাজ করছিলাম হঠাৎ করে মাথার মধ্যে পাক দিয়ে উঠলো। শরীরটা যেন ভেঙে পড়ে যায় এমন অবস্থা। তখন মনে করলাম বাসায় যাব কিন্তু অতোটুকু সাহস হল না। আস্তে আস্তে উপরে এসে বাথরুম থেকে অজু করে বসে বসে মাগরিবের নামাজ পড়ে নিলাম। উঠে দাঁড়াতে পারিছলাম না, টলে পড়ে যাই যেন। উপরে কেউ নেই নীচে আমার অফিসের পাশেরটিতে মালতী তখন নিজের কাজ করছিল কিন্তু সে খেয়াল তখন আমার ছিল

www.pathagar.com

না। আমি এই বিছানায় শুয়ে পড়লাম। এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে ছিলাম কি অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম তা জানিনে। রাত সাড়ে দশটার সময় শাহীন বাইরে থেকে উপরে এসে দেখে আমি ভীষণ অসুস্থ। ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছিল। সে তখনই মালতীকে ডেকে নিয়ে এল। মালতী এসে দেখে আমার গায়ে তখন একশো চার ডিগ্রী জ্বর। আমাকে ডেকে কোন সাড়া না পেয়ে বাসায় খবর দেওয়ার কথা বললে শাহীন তখন ধৈর্যের সাথে আমার জ্ঞান ফিরিয়ে আনার জন্যে বালতি করে পানি এনে কয়েক বালতি পানি মাথায় ঢাললো। এক সময় আমি চোখ মেলে তাকালে সে তখন ট্যাবলেট ক্যাপসুল খাইয়ে দিয়ে ডাক্তার ডাকতে ছুটলো। কিছুক্ষণ পরে ডাঃ রুহুল আমিন এসে দু'টি ইনজেকশানসহ একটা হাইপাওয়ারের স্যালাইন পুশ করে ঔষধ পত্র দিয়ে বলে গেলেন, তিন ঘন্টা স্যালাইন শেষ হতে লাগবে, এর মধ্যে রুগী জ্ঞান ফিরে পাবে, ভয়ের কোন কারণ নেই। একান্ত বিশ্রামে সুস্থ হয়ে যাবে। ইতিপূর্বে ওরা যখন মাথায় পানি ঢালছিল তখন আমি নাকি শীতে কাঁপছিলাম। শাহীন দু'খানা কাঁথা, দু'টি কম্বল দিয়ে আমাকে ঢেকে দিয়েছিল। তখন আমি একবার চোখ মেলে চেয়ে আবার মনে হয় জ্ঞান হারিয়ে ছিলাম। ও তখন ডাক্তারের সন্ধানে। রাত তিনটার দিকে আমি একটু সুস্থবোধ করলাম। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। উঠতে চেষ্টা করলাম, পারলাম না। বাথরুমে যাব বলতে ওরা দু'জনে ধরাধরি করে নিয়ে গেল। সেখান থেকে এসে আবার শুয়ে পড়লাম। ওরা দু'জন না খেয়ে সারা রাত আমাকে নিয়েই কাটিয়ে দিলো। শাহীন সকালে আবার ডাক্তার ডেকে নিয়ে এলো, তিনি এসে ব্যবস্থা দিয়ে গেলেন। এখন অনেকটা সুস্থবোধ করছি।

তোমাকে ডেকে পাঠালাম। আমি জানি তোমার পবিত্র মুখখানি দেখতে পেলে আমার সব দুর্বলতা দূর হয়ে যাবে। তুমি ভুল বুঝ না মা। শাহীন যেটা করেছে সুস্থমন নিয়েই করেছে। সেই রাতে তোমাদের কাছে সংবাদ পাঠিয়ে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে চাইনি। তাছাড়া আমরা মানব সেবায় জীবন উৎসর্গ করেছি, তাই পরস্পর এমন মজবুত সুতায় গাথা যা বিচ্ছিন্ন হওয়ার নয়। মূলে আমরা যে ক'জন মেয়ে ছেলে এর মধ্যে আছি আমাদের একদেহ এক প্রাণ। বিচ্ছিন্ন হওয়ার কল্পনাই করতে পারি না। কারও কোন প্রকার অসুখ বিসুখ হলে মনে করি যেন সবারই হয়েছে। আমাদের সেই নীতির বিরুদ্ধে আমরা তো কেউ যেতে পারিনে মা। তাই শাহীন রাতে তোমাদের কোন খবর না দিয়ে নিজেই তার দায়িত্ব পালন করেছে। আমাদের প্রতিজ্ঞা আমরা এমন দৃষ্টান্ত স্থাপন করব সমাজে যেটাকে বলে নোঙরামি, আমরা সেটাকে দেখাব উত্তম আদর্শের অবিশ্বাস্য রূপের দিগন্ত বিস্তৃত

www.pathagar.com

আলোক শিখা। তুমি তো জানো আমাকে নিয়ে তোমাদের কত মান সম্মান বৃদ্ধি পেয়েছে। তাতে যেমন আছে মনিকার কোমল মনের স্পর্শ তেমন শহীনের পবিত্র হাতের ছোয়া। শাহীন কর্তব্য সচেতন। সে যেমন আদর্শভিত্তিক কার্য সম্পাদনে প্রবল তেমন সামাজিক পীড়নের কাছে দুর্বল। মা আমি চাই তুমি আজ তার দুর্বলতা দূর করে দিয়ে আপন সন্তানের মত গ্রহণ করে নাও।

আলেয়া বেগম মেয়েকে বুকের সাথে টেনে নিলেন। তার শুষ্ক মুখে বার কয়েক চুমো খেয়ে মাথাটা নিজের কাঁধে চেপে ধরলেন। তার দু'চোখে দিয়ে তখন টপটপ করে অশ্রু ঝরছে। দূরে দাড়িয়ে শাহীন এই অপূর্ব দৃশ্য দেখে নিজের অজান্তেই যেন সেই বিশ্বনিয়ন্তার দরবারে মাথা নোয়ালো। সেই মহাশিল্পীরই সম্ভব এমন অদ্ভুতপূর্ব জীবন্ত শিল্প কর্ম মুহূর্তের মধ্যে এঁকে দেওয়া। তার মনে হল নির্জন ঘরের মধ্যে মা মেয়ের এই ছবি যুগযুগ ধরে ফুটে থাক আর সে এমনইভাবে দাঁড়িয়ে মুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে মনের কালি দিয়ে হৃদয়ের পাতায় আঁকতে থাকুক। সেই ধন্য জীবনে যার একবার এমন স্বর্গীয় দৃশ্য দেখবার সৌভাগ্য হয়েছে। এ বড় দুর্লভ ছবি। বার বার ভেসে আসে না।

এক সময় আলেয়া বেগম মেয়েকে শুইয়ে দিয়ে উঠে যেয়ে শাহীনকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে চুমো দিলেন কয়েকবার। মাথাটা কাঁধে চেপে ধরলেন। মৌ শুয়ে থেকে সেই দৃশ্য দেখে মনে করলো সে যেন আনন্দ সাগরে অবগাহন করছে। শাহীনের প্রতি তার একটু দুর্বলতা রয়েছে। এক প্রতারকের প্রতিপক্ষ হিসাবে তাকে দাঁড় করিয়েছে। এটা সে মনে মনেই গেঁথে রেখেছে। একান্ত আপনজনকেও জানতে দেয়নি। একদিন সবাইকে অবাক করে দিয়ে পুরস্কার দাবী করবে। আলেয়া বেগম শাহীনের হাত ধরে পাশাপাশি খাটের উপর বসালেন। মালতী গরম দুধ এনে মৌকে খেতে দিলো। নানা রকম নাস্তা সাজিয়ে নিয়ে এসে আলেয়া বেগমের সামনে একটি টুল টেনে তার উপর রাখলো। বললো, মা আপনার আগমন আমাদের বাসাটিকে ধন্য করেছে। গরীব মেয়ের এই সামান্য খাদ্য নিঃসন্দেহে খেতে পারেন। তিনি মুচকি হেসে মালতীর গালে আঙ্গুলের টোকা দিয়ে পাগলী মেয়ে বলে খেতে শুরু করলেন। শাহীনকেও খেতে বাধ্য করলেন। ওদের খাওয়ার শেষ পর্যায়ে মালতী চা নিয়ে এলো। তিনি খুব তৃপ্তি সহকারে নাস্তা খেয়ে চা খেলেন। বললেন তোমাদের এমন ঘর-কন্না বাইরের কোন মানুষ কল্পনাও করতে পারে না। আমি অত্যন্ত খুশী হয়েছি। আল্লাহ তোমাদের হেফাজত করুন, তোমাদের ইচ্ছা পূরণ করুন– এই কামনা করি।

মৌ বললো, মা তুমি নিশ্চিন্তে বাড়ী যাও। আমার জন্যে চিন্তা করো না। মনে কর

www.pathagar.com

এই পৃথিবীর বুকে তোমার মেয়ে সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য স্থানেই অবস্থান করছে। আমি যদি আজ বাড়ী যেতে নাও পারি তবু তুমি মনে কর আমি তোমার পাশেই আছি। শাহীন সকাল আটটায় কাজে বেরিয়ে যায়, আজ আমার জন্যেই যেতে পরলো না। ও তোমাকে বাসায় রেখে নিজের কাজে চলে যাবে। ডাক্তার সাহেব আমার বিশ্রামের কথা বলেছেন, আমি একা না থাকতে পারলে ঘুমাতে পরব না।

আলেয়া বেগম মেয়ের মাথায় হাত বুলিয়ে একটা চুমো খেয়ে শাহীনের সাথে নীচে নেমে গেলেন। যাবার বেলা নিজের ব্যাগ থেকে একটা বিদেশী চিঠি মৌকে দিয়ে গেলেন। চিঠিটা হাতে নিয়ে প্রেরকের নামটি দেখে মুহূর্তে তার দেহ মন যেন আনন্দে নেচে উঠলো। সে শুয়ে থেকেই খামটি ছিড়ে চিঠি বের করে পড়তে শুরু করলো।

প্রিয় মৌ,

বুঝতে পারছি আমাকে ছেড়ে তুই নিজেকে স্বাভাবিকভাবে ধরে রাখতে পারছিসনে। আমি জানি এই সংঘাতপূর্ণ পৃথিবীর বুকে কারও জন্যে যদি তোর প্রাণ কাঁদে তা সে আমি। মেয়েদের হৃদয়ে যখন যৌবনের জোয়ার উঠে তখন সে একটা সুস্থ সবল যুবকের স্পর্শ কামনা করে। তার সঞ্চিত যত প্রেম সুধা দিয়ে তার কাঙ্খিত মনের মানুষটিকে নির্দ্বিধায় সিক্ত করতে থাকে। অনেকে স্থান কালও ভুলে যায়। যে দিকে তাকায় সেই দিকে সে রঙিন দেখে। রঙিন স্বপ্নে বিভোর দয়িতা দয়িতকে নিয়ে প্রেম সমুদ্রে অবগাহন করতে নামে। এই মুহূর্তে সে তার গভীরতা নির্ণয়ের চেতনাও হারিয়ে ফেলে। তাই কেউ ডুবে মরে আর কেউ সাতরিয়ে কুলে উঠে। তোর জন্যে সব রাস্তাই খোলা ছিল কিন্তু আমি অবাক হয়ে গেছি তোর বাহ্যিক দৃষ্টি যেন অন্ধ। তোকে দেখে অসংখ্য ভ্রমর গান শুনাতে এসেছে। তুই গান শোনা তো দূরের কথা, একবার দৃষ্টি ফিরিয়ে দেখতেও চাসনি। সিলেটের মহিলা কলেজে ভর্তি হয়ে অজানা অচেনা স্থানটি সঙ্গীহীন অবস্থা যখন আমাকে পীড়ন করছিল তখন আল্লাহর অপার করুণায় তোর এক চোখা অন্তর দৃষ্টিটি আমার হৃদয়ের অর্গল ভেদ করে একবারে অন্তঃপুরে পৌছে গেল। আহ মনে পড়ে সেই ছবির কথা! দু'জনের সাথে যখন চোখাচোখি হল, তখন কি যে একটা অনাবিল আনন্দের শিহরণ আমার সমস্ত শরীরের প্রতিটি অণু পরমাণুতে খেলে গেল তা আজও চোখের সামনে ভেসে বেড়ায়। সেদিন তোর মনের পাতা আমি পড়তে পারিনি, কয়েকদিন পরেই পারলাম। তুই বাড়ী থেকে নিজেদের গাড়ীতে কলেজে আসতিস। এক সপ্তাহর মধ্যেই কত সাধ্য সাধনা করে আমারই রুমের সরলার ছিটটি তুই দখল করে নিলি। বেচারী সরলার জন্যে আমার দুঃখ

www.pathagar.com

হয়। একগণ্ডা সন্তানের মা হয়ে সংসারের ঘানি টানতে টানতে তার দেবী প্রতিমার চেহারাটি মলিন হয়ে গেছে। তুইতো জানিস তার বিয়ে ঠেকাতে আমি কত ঝুঁকি নিয়েছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার, তার মত বন্ধু হারালাম। তার নির্দয় বাবা মা বংশ কুলিনতার দোহাই দিয়ে একটা রুগ্ন বেকার ছেলের হাতে সুন্দরী মেয়েটাকে নির্ভাবনায় তুলে দিয়ে স্বর্গের সার্টিফেকেট নিয়ে নিলেন। জানিনে তারা স্বর্গের দেবতাদের খুশী করতে পেরেছিলেন কিনা। নিজের রক্তে পয়দা মেয়েকে নরকের অগ্নি গর্ভে ফেলে যদি তারা স্বর্গ পেয়ে থাকেন তাহলে সেটা সুখ শান্তির দরিয়া হতে পারে না, কখনই। সেটা হতে পারে যাতনার অস্থিরতার অসহনীয় পীড়ন। মনে পড়ে তোর, ঢাকা থেকে ফিরে যেদিন তার সাথে দেখা করতে গিয়েছিলাম, তার সেই হৃদয়ের ব্যথাঝরা কান্নার কথা? ব্যাধিগ্রস্থ স্বামীর জন্ম দেওয়া একগাদা কীট যেন তাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। সমাজের নির্দয় শাসন, বংশ গরিমা কুলিনেরাই এমন কত সরল প্রাণের হৃদয়কে ছিড়ে খুড়ে অকালেই শ্মশানের চিতায় দাহ করছে। দিচ্ছে মাটির গর্ভে শেষ ঠিকানা। আর কত দিন চলবে এই সভ্য জগতে এসেও বর্বরতার দংশন? এর কি কোন প্রতিকার হবে না মৌ! কিছু যদি আমরা না করতে পারি তাহলে মহান আল্লাহ কেন আমাদের দুনিয়ায় পাঠালেন?

মৌ, গোড়া থেকেই যদি তোর সাথে বন্ধুত্ব হত তাহলে আমার অজান্তেই যে ভুল টুকু হয়ে গেছে সেটা হয়তো হত না। জন্ম থেকেই আমি আমির ভাই বলে জেনেছি অন্য কোন অনুভূতি আমার মধ্যে ছিল না। পরিণত বয়সে বুঝলাম সে আমাকে বোন হিসাবে নয় একেবারে নিজের করে পেতে চায়। বাবা মারও তাই ইচ্ছা। আমি বুঝতে পারতাম তারা আমাকে সেদিকে ঠেলে দিচ্ছেন। আমি তাদের দোষ দেইনে। নিঃসন্তান জনক জননী সন্তানের দুঃখ ঘুঁচাতে ভাগ্নেকে এনে পূরণ করতে চাইলেন। তারা মনে প্রাণে তাকে সেভাবে গড়ে নিচ্ছিলেন বার বার মনে পড়ে তোর সেই মূল্যবান বাক্য বিধিলিপির কথা। আল্লাহ হয়তো চাননি আমার বাবা মা ভাগ্নেকে ছেলে হিসাবে মানুষ করে বিয়ে দিয়ে বৌ এনে ঘর আলো করুক। তাই করুণা করে আমাকে পাঠালেন, তাদের না পাওয়ার বেদনা দূর করে মনে আনন্দ দান করতে। যৌবনের শেষ প্রান্তে এসে পাওয়া, জীবনের সার্থক পাওয়াকে দূরে সরাতে চাননি তাই আমাকে আস্তে আস্তে সেই দিকেই টেনে নিচ্ছিলেন। আমি যে তাদের দীর্ঘ সাধনার ধন সেটা তখন বুঝে গেছি, তাই নিজেকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে চাইনি। তবে আমার মন যেন সর্বদা তাকে দেখলেই সঙ্কোচবোধ করতো। দূরে পালাতে পারলেই যেন বেঁচে যেতাম। তাই ভাই বোনের সম্পর্ক কোন সময় পায়ে মাড়িয়ে সীমালঙ্ঘন করিনি। সে যতো আমাকে কাছে টেনেছে আমি এগিয়ে গিয়েছি, পেতে চেয়েছি ভ্রাতৃ স্নেহ, আমি

www.pathagar.com

জানিয়েছি শ্রদ্ধা, একেবারে শেষের পর্যায়ে আমি যখন তার সাথে বন্ধুত্ব করে প্রেম সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছি তখন আমিরের সাথে আমার বিয়ে হয়ে যায় আর কি? হয়তো হয়েও যেতো যদি তোর সাথে আমার বন্ধুত্ব না হত। তোর সেই অন্তর দৃষ্টিই আমার হৃদয়ে জাগরণ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। জ্ঞান অর্জনের নেশায় তখন আমরা বিভোর। বিয়ের বাজনা সেখানে প্রবেশই করতে পরলো না। যেদিন সে ঢাকা থেকে মাস্টার্স পরীক্ষা শেষ করে সিলেটে এলো আমাকে সোজাসুজিই বললো, চল বাড়ী যাই বিয়ে করে সংসার পাতি। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে বলেছিলাম, এ তোমার কেমন ছেলে মানুষের কথা ভাই! তুমি মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে এলে আর আমি গোড়াতেই পড়ে থাকলাম, তা কি হয়? আমি কলেজ পাশ করে ডাক্তারী পড়ব, আমার এই মনের ইচ্ছা তুমি ভেঙে চুরমার করে দেবে? মনের আবেগ দিয়ে আমি এই কথাটি বলে ফেললাম। এটা যেন তার পৌরুষে আঘাত হানলো। সে জিজ্ঞেস করলো আমি কি করব?

আমি বললাম তুমি বিদেশে যেয়ে আরও একটি ডিগ্রী নিয়ে এসো। আমার এই দৃঢ়তার কাছে সে হার মানলো। সে বিদেশে যেতে রাজী হল। একদিন চলেও গেল। আচ্ছা মৌ, সে কী সত্যি আমাকে ভাল বাসতো?

যাবার বেলায় সে আমাকে বলে গেল, এবার থেকে বন্ধু বলে জেনো, তখন আমি কিছু বলিনি। তোর সাথে বন্ধুত্বই আমার অনেক বুদ্ধি জুগিয়েছে, আমি তাকে লিখে জানালাম, তুমি বলেছিলে বন্ধু কিন্তু আমার মন সেটা মেনে নিচ্ছে না। ভাই বোনের সম্পর্কই কত মধুর।

লাকুইনটার হোটেল কক্ষে আরাম কেদারায় বসে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে পেছনের কত কথাই লিখে ফেললাম, আরও কত অজস্র কথা রয়ে গেল। না থাক আর লিখব না। সব লিখতে গেলে ডাকে পাঠানো সম্ভব নয়, বই আকারে পাঠানো যেতে পারে। এবার আসল কথায় আসি।

প্রফেসর জন উইলসনের কাছ থেকে আমিরের লং আইল্যান্ডের ঠিকানা নিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। তুমুল দ্বন্দ্ব চললো মনের সাথে, সেখানে যাব কিনা। আট চল্লিশ ঘন্টা মনের সাথে যুদ্ধ করে জিতে গেলাম। লং আইল্যান্ডের সেই ঠিকানায় এ্যাপার্টমেন্টের নির্দিষ্ট রুমের সামনে দাঁড়িয়ে বোতাম টিপলাম, কিছুক্ষণ পরেই এক স্বর্ণ কেশী যুবতী দরজা খুলে আমাকে দেখে মিষ্টি হাসি ঝরিয়ে ভিতরে টেনে নিয়ে মার্কিনী কায়দায় আলিঙ্গন করলো। সোফায় যেয়ে পাশাপাশি বসলাম। সে আমার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো। আমি হাসতে হাসতে বললাম, আমি হয়তো বাসা চিনতে ভুল করেছি।

তুমি কাকে চাও?

www.pathagar.com

আমির আলি।

ভুল হয়নি।

তুমি কে?

আমি তার বউ।

তোমার নাম?

এমিলি।

তোমার স্বামী কোথায়?

সে কোম্পানীর কাজে ব্রুকলীনে গেছে।

সেখানেই তো তোমরা আগে থাকতে?

ছিলাম। এখানে একটি ভাল কোম্পানীর কাজ পেয়েছি, তাই চলে এলাম।

কত দিন?

প্রায় বছরের কাছে।

ইতিমধ্যে দু'টি ছোট মেয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে। আমি সেদিকে ইঙ্গিত করে জিজ্ঞেস করলাম, তোমাদের ছেলে মেয়ে?

সে হাসতে হাসতে মাথা দুলিয়ে বললো, এই দু'টি মেয়ে আর একটি ছেলে।

ছেলেটি কোথায়?

ঘুমিয়ে আছে।

তোমার সাথে আমার কথা বলবার অধিকার আছে, তাই বলছি। আমার পরিচয় পরে দেব। এখন বল কত বছর আগে তোমাদের বিয়ে হয়েছে?

পাঁচ বছর।

এর মধ্যে তিন ছেলে মেয়ের মা?

আগেই আমাদের বন্ধুত্ব ছিল। এই মেয়েটি যখন ছয় মাস আমার পেটে, তখন বিয়ে হয়েছে।

তার সাথে তোমার কেমন করে বন্ধুত্ব হল?

সে আর আমি নিউইয়র্ক ইউনিভার্সিটি কলেজে পড়তাম। আমার ভাই জনও পড়তো আমাদের এক বছর আগে। পড়া শোনায় আমির আলির চেয়ে পিছিয়ে ছিলাম, সে খুব ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। তার চেহারাও ছিল মেয়েদের ভুলিয়ে দেওয়ার মত। বিদেশী বলে ঘৃণা করিনি। পড়া শোনায় পিছিয়ে থাকলেও ভালবাসায় এগিয়েছিলাম। সেও আমাকে লুফে নিল। বাঙালী ছেলেরা যে ভালবাসতে জানে

www.pathagar.com

তা আমাদের দেশের মেয়েরা এখনও বুঝতে পারেনি। ওদের ভালবাসায় কোন ফাঁক ফোকর নেই। একেবারে হৃদয় উজাড় করে দেওয়া। পড়া শোনায় ব্যাঘাত হয়নি। জান তো মেয়েরা যত কিছুই পেতে চায়, তার মধ্যে বড় চাওয়া মা হওয়া। তাই আমাদের দেশের মেয়েরা ভালবাসা পেলেই রাখ ঢাক না করেই যৌন মিলনে অভ্যস্ত হয়ে যায়। তাতে বাচ্চা হয় হোক। বিয়ের আগে হলেও মা বিয়ের পরে হলেও মা।

প্রথম প্রথম ও আমাকে নিয়ে হাওয়ায় উড়ে বেড়াচ্ছিল। তারপর যখন এই মেয়েটা আমার পেটে এলো তখন দেখলাম ও সঙ্কোচবোধ করছে। বিয়ে না করলে এভাবে আর চলতে চাইলো না। আমি দেখলাম বিয়ে যখন একদিন করব তখন ওর ইচ্ছাই পূরণ করি। তাও নানা কারণে ছয় মাস কেটে গেল। ও বিদেশী, আমি মার্কিনী। মনে করলেই বিয়ে করা যায় না। অনেক ঝুঁকি নিতে হয়। কেন বাপু এতো ঝুঁকি নিতে যাওয়া। না হয় গণ্ডা খানেক বাচ্চা যদি বিনা ঝুঁকিতে হয়ে যায় তা হোক না, তার পর একদিন সুবিধাজনক সময়ে বিয়ে করে নিলে হবে। ও শুনতে চাইলো না। আমি তখন ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি। কি আর করা, কোর্টকাছারী করে তবে বিয়ে হল। তোমাকে বাঙ্গালী মেয়ে বলেই মনে হচ্ছে। আমির আলি তোমার কে?

ভাই।

তোমার নাম?

মনিকা চৌধুরী

এমিলি এবার ঝাপ দিয়ে উঠে পড়লো। পাশের একটা কক্ষে ঢুকে কিছুক্ষণ পরেই একটি ফটো হাতে বেরিয়ে এলো। আমার হাতে দিয়ে বললো, এটা তোমার না?

হ্যা। তুমি কোথায় পেলে?

আমির আলী আমাকে দিয়েছে। বলেছে এই হচ্ছে আমার বোন।

তোমার বাবা মা আছেন?

আছে।

বিদেশীর সাথে তোমার বিয়ে তারা মেনে নিয়েছে?

কেন নেবে না? মার্কিনীরা জানে, বিদেশ থেকে যারা পড়তে আসে তারা সেই দেশের সেরা ছাত্র ছাত্রী। তাদের মাথায় যা কিছু আছে সেটা কাজে লাগাতে পারলে জাতির গৌরব বৃদ্ধির সহায়তা পাওয়া যায়। আমার বাবা ল'ইয়ার। তিনিই তো কোর্ট থেকে আমাদের বিয়ের স্বীকৃতি আদায় করেছিলেন।

www.pathagar.com

আমির কবে ফিরবে?

দু'দিন পর।

তুমি কি কর?

আমিও একটা কোম্পানীর চাকুরী করি। আজ ছুটি, তাই বাচ্চাদের নিয়ে বাসায় আছি। নইলে তোমার সাথে দেখাই হোত না। তোমার ল্যাগেজ কোথায়?

আনিনি।

কোথায় রেখে এসোছো?

একটা হোটেলে।

চল আমি তোমাকে গাড়ীতে করে নিয়ে যাই, ব্যাগ নিয়ে আসি।

প্রয়োজন নেই। আমি একাই যেতে পারব। ছেলেটা দেখতে চাই।

এমিলি আমার হাত ধরে পাশের ঘরে নিয়ে গেল। একটা ছোট শিশু ঘুমাচ্ছে। তার মুখে মৃদু স্পর্শ করে বেরিয়ে এলাম। মেয়ে দুটির মাথায় হাত বুলিয়ে বললাম, আমি এবার আসি।

সেকী? আমাদের বাসায় থাকবে না?

না।

সে বাসায় এসে শুনলে আমাকেই দোষারোপ করবে। তুমি যেতে পারবে না।

আমার অনেক কাজ আছে। হোটেলে আমাকে ফিরে যেতেই হবে।

হোটেলের ঠিকানা আর টেলিফোন নম্বর দিয়ে যাও।

কি হবে, ওসব দিয়ে?

সে এলে আমারা সেখানে যাব।

যেতে হবে না।

আমি জানি তোমার অনেক অভিমান আছে। ঠিকানা না দিলে আমি তোমাকে ছেড়ে দেব না।

কি করব মনি? এমিলির হাত আমি কোন রকম এড়াতে পরলাম না। আমার হোটেলের ঠিকানা তাকে দিয়ে আসতে হল। হোটেলে যখন ফিরে এলাম তখন আমি একেবারে নতুন জীবন নিয়েই যেন কক্ষে ঢুকলাম। আমিরের প্রতি আমার অভিমান থাকতে পারে কিন্তু এমিলির প্রতি আমার কোন অভিমান কিংবা অভিযোগ কিছুই নেই। সে স্পষ্টবাদী মেয়ে, একটুও মিথ্যা কথা বলেনি। তাদের পরিচয়ের

www.pathagar.com

প্রথম পর্যায় ছিল যাকে আমরা বলি ফাজলামি অভিশার। আমাদের দেশের কোন মেয়েই বিবাহ পূর্ব যৌন সম্পর্কের কথা এমন অকপটে স্বীকার করবে না। আমির কোন সময় আমাদের কাছে সত্য কথা লিখেনি। সে যে চিঠিতে এমিলির কথা লিখেছিল তখন সে এক মেয়ের বাবা হয়ে বসে আছে। বিয়ে তার আগেই হয়ে গেছে। প্রেমের দরিয়ায় হাবুডুবু খাওয়া তারও অনেক আগে। আমি ভেবে পাইনে মৌ! সে কেন মিথ্যে দিয়ে আমাকে ঢেকে রেখেছিল। সত্য প্রকাশ করলে তখনই তো সব চুকে যেত। আমি বুঝতে পারছি আমির বাসায় এসে যখন আমার কথা শুনবে তখন লজ্জায় হয়তো দেখা করতে আসতে চাইবে না। কিন্তু এমিলি যেমন মেয়ে তাকে টেনে হিছড়ে আমার সামনে হাজির করবে। নইলে সে বলতো না আমি জানি তোমার মনে অভিমান আছে।

তুই তো জানিস আমি মিথ্যের প্রতি ক্ষ্যাপা? এমিলি সত্য বলেছে, তাই তাকে আমি ধন্যবাদ জানাই। যদিও তাদের বিবাহ পূর্ব নোঙ্গরামীটা আমার পছন্দ নয়। এদেশে এটা যখন কোন অপরাধ নয় তখন আমার মন্তব্য নিস্প্রয়োজন। কিন্তু আমির এক নম্বার মিথ্যেবাদী। কেবল তাই নয়, সে একজন প্রতারকও বটে। এমন সত্যের মত শয়তানকে আমি জাহান্নামের কীট বলে মনে করি। আমি নারী, অন্তরটা কোমল, অল্পতেই মুঁষড়ে ফেলা যায়। তাই কত ব্যথা যে অন্তরে গেথে রেখে বয়ে বেড়িয়েছি যা সারানোর মত দাওয়াই আমি খুঁজতে চেষ্টা করিনি। আজ আমি কঠিন হতে চাই। মনকে পাথরের মত কঠিন করতে চাই। মিথ্যেবাদী প্রতারকদের বিরুদ্ধে লড়তে চাই। আনিস আইন পড়ছে। তাকে দেশে ফিরিয়ে এনে এমন অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করব। কেবল আমি নই, তোকেও এমন কঠিন প্রতিজ্ঞা করতে হবে। মৌ, রাতে ভাল ঘুম হল না। সকালে ফজরের নামাজ পড়ে একটা বই নিয়ে বসলাম। মন যেন উড়ে বেড়াচ্ছে মৌয়ের ছায়ার পিছু পিছু। মনের অস্থিরতা দূর করতে মৌ তোকেই যে আমার হৃদয়ে বসিয়ে রেখেছি। সে-ই আমাকে সাহায্য করছে স্বাভাবিক হতে। আমির আলিকে আমি পাইনি বলে আমার কোন দুঃখ নেই বরং খুশীই হয়েছি। কেননা, তার সাথে জীবন গড়তে গেলে আমার মেধার মৃত্যু হয়ে যেত, তবে কেন আমার এই অস্থিরতা?

বাবা মা ফুফু এদের মনের সান্ত্বনা কোথায় বলতে পারিস মৌ? এই প্রৌঢ় বয়সে এই প্রতারণার কথা যখন তারা জানতে পারবেন, তখন কিভাবে গ্রহণ করবেন। সেটাই আমাকে অশান্ত করে তুলেছে। তারা যেন হাসতে হাসতে বিষয়টা মেনে নিতে পারে সেই দায়িত্বটা তোকে নিতেই হবে মৌ, পারবি না? আমি আশাবাদী

www.pathagar.com

তুই তাদের মনের বেদনা দূর করতে পারবি। সেদিন প্রফেসর জনের কাছ থেকে তার টেলিফোন নম্বার নিয়েছিলাম একটা বাসার, একটা কলেজের। বাসায় কল করলাম। তিনি ধরলেন। আমি বললাম, স্যার আমি আগামী কাল আপনার সাথে দেখা করতে চাই। কোন সময় কোথায় দেখা হবে। তিনি বললেন, সকাল নয়টার আগে অথবা দুপুর বারটার সময় কলেজের ওয়েটিং রুমে এলে দেখা হবে। হোটেল রেস্টুরেন্ট থেকে ব্রেকফাস্ট করে সারাদিন ঘুমিয়ে কাটালাম। বিকালে বাইরে যেয়ে এক চাইনীজ রেস্টুরেন্ট থেকে খেয়ে ঘুরে ফিরে সন্ধা আটটার সময় হোটেলে ফিরে এলাম। পরদিন সকালে গোসল সেরে হোটেলের নীচের রেস্টুরেন্ট থেকে ব্রেকফাস্ট করে উপরে এলাম। ঘন্টা দুই বিছানায় গড়িয়ে নিলাম তারপর উঠে বাথরুম থেকে এসে ভাল জামাকাপড় পরে কক্ষ ছেড়ে নীচে নেমে গেলাম। বাইরে বেরুতেই সামনে তাকিয়ে দেখি এমিলি তার বাচ্চাদের নিয়ে গাড়ী থেকে নেমে আসছে। আমাকে দেখে হাসতে হাসতে যেন প্রজাপতির মত উড়ে এসে আলিঙ্গন করে জড়িয়ে ধরলো। আমি তার ছেলেটিকে কোলে তুলে নিলাম। সে বললো কোথায় যাচ্ছ?

বাইরে একটু কাজ আছে।

হোটেল কক্ষে চল।

কেন?

ল্যাগেজ নিয়ে আমার বাসায় যেতে হবে।

যেতে পারব না।

রাগ করো না সোনা, আমি তোমাকে নিতে এসেছি।

পনের দিন হোটেল বুক করেছি, আজ দশ দিন হল, পাঁচ দিন পর হোটেল ছেড়ে চলে যাব।

কোথায় যাবে?

যেখানে মন চায়।

আমি থাকতে তুমি আমার দেশে এসে ঘুরে বেড়াবে, তা হতে দেব কেন?

আমি পড়তে এসেছি, প্রেম করতে আসিনি।

আমার এই কথাটি এমিলিকে মনে হয় প্রচণ্ড আঘাত করলো। সে আহত হরিণীর মত নিশ্চুপ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তার চেহারা যেন মলিন হয়ে গেল। মার্কিনীদের চোখে পানি দেখা যায় না মুখে সব সময় ঝরে পড়ে অনাবিল হাসি। আমার একটি মাত্র কথায় তার হাসি মুহূর্তে কোথায় অন্তর্ধান হয়ে গেল। আমি আর স্থির হয়ে

www.pathagar.com

দাঁড়িয়ে থাকতে পারলাম না। তার হাত ধরে বললাম, এমিলি তুমি দুঃখ করো না বোন, আমি ভুল করে তোমায় আঘাত দিয়েছি। আমার কথা শেষ হতেই হঠাৎ করে তার মুখে সেই চিরন্তন হাসির ঝিলিক দেখা গেল। বললাম, এমিলি তুমি ছেলে মেয়ে নিয়ে বাসায় চলে যাও, আমার সময় নষ্ট করো না।

তুমি যেখানে যাবে সেখানে নিয়ে যাব।

আজ না, পরে একদিন না হয় তোমার গাড়ীতে যাব।

সত্যি বলছ?

আমি মিথ্যে বলি না, তবে যদি সুযোগ হয়।

কেন সুযোগ হবে না? হতেই হবে। আমি পাঁচ দিন পরে আসব, সেদিন তোমার কোন অজুহাত শুনব না। এমিলি চলে গেল। আমি একটা গাড়ী ভাড়া করে সিটি ইউনিভার্সিটিতে গেলাম। আমি বললাম, স্যার আমি একটি হাসপাতালে কাজ করতে চাই, দয়া করে আমাকে সাহায্য করুন।

তুমি ডাক্তার?

জি।

কোথা থেকে পাশ করেছ?

ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে।

ভাল, তোমাকে ধন্যবাদ। তুমি বিদেশ থেকে এসেছো, আবার ভাল মেডিকেল কলেজ থেকে পাশ করেছ, আমি অবশ্যই তোমাকে সাহায্য করব। কোন হাসপাতালে যেতে চাও?

আপনি যেখানে সাহায্য করতে পারবেন সেখানে।

কুইনস জেনারেল হাসপাতালে আমার এক বন্ধু আছে, যদি সেখানে হয় তাহলে সাহায্য করতে পারব। তা যদি না হয় তাহলে নিউইয়র্ক হাসপাতালে দেখব। তুমি আমাকে টেলিফোন নম্বার দিয়ে যাও, আমি চেষ্টা করে দেখি কোথায় তোমার ব্যবস্থা করতে পারি। আগামী কাল রাত আটটার সময় আমি তোমাকে জানাব। আমি আমার হোটেলের টেলিফোন নম্বার দিয়ে ফিরে এলাম। রাতে এশার নামাজ পড়ে আল্লাহর দরবারে খুব কাঁদলাম। হে আমার মালিক মিথ্যেবাদীর হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এ শহর থেকে অন্য শহরে আমার চাকুরীর ব্যবস্থা করে দাও। প্রভু আমার, মা বাবার অন্তরে প্রশান্তি দান কর। রাতে শুয়ে শুয়ে আমি যেন তোর সাথে কথা বলেছি মৌ। আমি যদি কোন হাসপাতালে চাকুরী পেয়ে যাই

www.pathagar.com

তাহলে পাঁচ দিনের জন্যে বসে থাকবো না। এমিলি আর তার ছেলে মেয়েকে দেখে আমার মন ভরে গেছে। কিন্তু আমিরকে তাদের সাথে দেখতে চাইনে। তার প্রতি ঘৃণায় আমার সর্বাঙ্গ রিরি করছে। তার আসার আগেই যদি এখান থেকে চলে যেতে পারি কেমন হয়। তুই যে বলেছিলি আমিরকে মাফ করে দিস। বিধাতা যদি তার ইচ্ছা তোর মুখ দিয়েই ব্যক্ত করে থাকেন, তা কি এড়িয়ে যাবার ক্ষমতা আমার আছে? আমি যেন শুনতে পাচ্ছি তুই বলছিস খামাখা কেন চিন্তা করছিস মনি! অপেক্ষায় থাক যেটা হবার সেটা হয়েই যাবে। ঠিকই বলেছিস। অনর্থক চিন্তা করে দেহ মন দুর্বল করব না। তুই আর আমি অমিত তেজের সাথে উদ্যম, কর্ম ক্ষেত্রে যেমন নিঃসংশয়ে বিচরণ করেছি, যেখানে নারী প্রকৃতি আমাদের দমাতে পারিনি, সেখানে ধৈর্যের কোন অভাব তো কোনকালে দেখা দেয়নি। তবে কেন অযথা বাজে চিন্তা করে ছোট হতে যাব। বিজ্ঞের মত কার্য সম্পাদন করেই দেশে ফিরব। তবেই তো নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে পারব। কথায় বলে মাণিকে মাণিক চেনে। প্রফেসর সাহেব আমাকে বাজিয়ে দেখে কি বুঝে ছিলেন তা জানিনে। তিনি অতিজ্ঞানী ব্যক্তি যার মধ্যে একটুও গর্ব অহংকার নেই তা বুঝতে কষ্ট হয়নি। আমাদের দেশে যেটা কল্পনা করা যায় না, এদেশে সেটা সম্ভব। সাত জন্মে যার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আবার তার জাতির সাথে আমার পূর্ব পরিচয়ও ছিল না। তিনি যে নিঃশর্তে এই বিদেশীনির জন্যে তার মূল্যবান সময় নষ্ট করে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করবেন তা আমি পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারিনি। যিনি প্রকৃত গুরু, তিনি কি সীমাবদ্ধ ছাত্র ছাত্রীর কাছে জ্ঞান বিতরণ করে শান্তি পান। পৃথিবীব্যাপী ছাত্র ছাত্রীদের অন্তরের মধ্যে যিনি আপন স্থান করে নিতে পারেন, তিনিই তো প্রকৃত গুরু। শ্রদ্ধায় তার প্রতি বার বার মাথা নুইয়ে এলো। বললেন, তুমি আগামী কাল সকাল নটার মধ্যে কলেজে এসো। আমি গেলাম সময় মত তার সাথে সাক্ষাৎ করতে। তিনি অত্যাধিক স্নেহে আমাকে আলিঙ্গন করে বললেন, তোমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন। আমার বন্ধু উইলিয়াম রোজ আমার কথা ফেলেনি। তোমার জন্যে আমি চিঠিও লিখে রেখেছি, তুমি ইচ্ছা করলে আজই কুইনস জেনারেল হাসপাতালে যেয়ে তার সাথে দেখা করতে পার। তিনি আমাকে আশ্বাস দিয়েছেন তোমার ব্যবস্থা করে দেবেন।

কথা শেষ করে তিনি একটি সুন্দর খাম আমার হাতে দিলেন। আমি তাকে অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে হোটেলে ফিরে এলাম। তখন গর্বে আমার বুক ফুলে উঠেছে। আমি বাংলাদেশের নারী, এদেশে যেন রাণীর মর্যাদা পেলাম। আর কেন অপেক্ষা করা, আমি তো অপরাধ করিনি যে আমিরের জন্যে বসে থাকব মাফ চাওয়ার জন্যে। তার অপরাধ? হ্যা, আমি তাকে মাফ করে দিলাম। কিন্তু আমার মা বাবার

www.pathagar.com

সাথে যে প্রতারণা করেছে তার জন্যে আমি কোন দিন তাকে ক্ষমা করতে পারিনে। হোটেলের বিল পরিশোধ করে ব্যাগ ব্যাগেজ নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কলেজ থেকে আসার সময় যে গাড়ীতে এসেছিলাম সেটাই নিয়ে গেলাম। আমি একটুও ভীত হইনি। কোন প্রকার দুর্বলতাও দেখা দেয়নি। আমি যেন বিজয়িনীর বেশে ডাঃ রোজের অফিসে ঢুকে তাকে যথারীতি সম্মান জানিয়ে চিঠিখানি বাড়িয়ে ধরলাম। তিনি আন্তরিকতা সহকারে বন্ধুর পত্রখানি গ্রহণ করলেন। আমাকে বসতে ইঙ্গিত করে তিনি চিঠি পড়লেন। আমার ভাগ্য ভাল, আমি মেডিসিনের ডাক্তার। যেখানে আমি ঢুকলাম সেখানে একজন মহিলা ডাক্তার আছেন। তার স্বামী সেনাবাহিনীর অফিসার। স্বামী বদলি হয়ে গেছেন অন্যত্র। তিনিও সেখানে যাবেন। সুন্দরী যুবতী, তার ব্যবহারে আমি এতোই মুগ্ধ হয়ে গেলাম যে তাকে আলিঙ্গন করে আনেকক্ষণ কাঠিয়ে দিলাম। তাকে ছাড়তে ইচ্ছা করছিল না। আমি দরখাস্ত পেশ করলাম। মেডিকেল বোর্ড সেটা গ্রহণ করলেন। যে পাঁচ দিন হোটেলে থাকতে চেয়েছিলাম সেই সময়ের মধ্যেই আমার স্থায়ী আসন পাকা-পোখত হয়ে গেল। যার শূন্য পদ আমি পেলাম সেই মেরী পাউলিন তার পরিত্যাক্ত এ্যাপার্টমেন্টে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

এদেশে এসে আমি অনেক কিছু শিখলাম, যা নিয়ে আমরা চিন্তাই করিনে। শিক্ষাই মানুষকে ভদ্রতা সভ্যতা শিখায় না। শিক্ষা জ্ঞান দান করে। সভ্যতা ভদ্রতা আলাদা শিখতে হয়। আমরা শিক্ষা লাভ করে জ্ঞান অর্জন করি কিন্তু সভ্যতা ভদ্রতা নিয়ে মাথা ঘামাই না। এটা যে কত বড় অসঙ্গত বিষয় তা বুঝতে কষ্ট হয় না। যখন দেখি শিক্ষিতরা শিক্ষার মর্যাদা অবাধেই পীড়ন করে যাচ্ছে। তাই আমরা এতো নীচে পড়ে আছি। উচ্চ শিক্ষা আমাদের দেশে থেকেই লাভ করা যায় কিন্তু সভ্যতা ভদ্রতা শিখতে পশ্চিমা জগতে আসতে হয়, এটা কিন্তু আমাদের দেশের শিক্ষিত জনেরা একটুও তলিয়ে দেখে না।

প্রিয় মনি!

চিঠির কলেবর বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে আর নয়, তোর কাছে আমার একান্ত দাবী, বাবা মার মনে শান্তি দিতে যা কিছু করতে হয় তা তুই করবি। সবেমাত্র বিদেশে এলাম, দীর্ঘ সময় থাকব। আমার দেশে ফিরার আগেই তারা যেন তাদের হৃদয় থেকে আমিরের স্থানটি মুছে ফেলে দিতে পারে সেই একান্ত দাবীই তোর কাছে রইল। আমি ভাল আছি। তোদের যাত্রা পথ সুন্দর হোক।

ইতি

তোর একান্ত মনি।

www.pathagar.com

বিশ

চিঠি পড়া শেষ করে মৌ একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস নিল। মনি যে পেছনের স্মৃতির প্রতি একরাশ ঘৃণা নিক্ষেপ করে নিজেকে স্বাভাবিক করতে সক্ষম হয়েছে এটা জানতে পেরে তার মনে আনন্দের শিহরণ খেলে গেল। বেঈমানটার সাথে দেখা না হওয়ায় ভালই হয়েছে। দেখা হলে হয়তো সাধ্য সাধনা করে মনিকে তাদের বাসায় থাকতে বাধ্য করত। কৃত্রিম সহানুভূতি দেখিয়ে ঋণ পরিশোধ করতে চাইতো। এখন আমার প্রতি মস্তবড় দায়িত্ব এসে গেছে। খালা খালুর মনের পর্দা থেকে আমিরের ছবিটি মুছে দিতে গেলে শাহীনের উজ্জ্বল ছবিই সেখানে মজবুতভাবে গেঁথে দিতে হবে। মনিকার পাশে শাহীনকেই মানাবে আর কাউকে নয়। মনিকা দেশ ছেড়ে গেলে মস্ত একটা জগদ্দল পাথর যেন মৌয়ের বুকে চেপে বসেছিল। সেটা আজ এখনই অপসারণ হয়ে গেল। সে নিজেকে পুরোপুরিই সুস্থবোধ করছে। সে টেলিফোনে শাহীনকে কল করলো।

হ্যালো–

কি খবর মৌ?

শুয়ে থেকে যে পিঠ ব্যথা হয়ে গেল। তুমি এসো ভাই। আমি আর বিছানায় থাকতে পারছিনে। আমাকে একটু গাড়ীতে করে ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াও।

আমি যে খুব ব্যস্ত আছি মনি। গাড়ী পাঠিয়ে দিই, তুমি যেখানে খুশি সেখানে ঘুরে বেড়াও।

ভাই আমার, তোমাকে এখনই দরকার।

আজ আবার এমন ছেলেমি সুর কোথা থেকে এলো?

কি জানি বন্ধু? এই মুহূর্তে নিজেকে বড় একা মনে হচ্ছে।

অপর প্রান্ত থেকে শাহীন হো হো করে হেসে উঠলো। বললো, যে অভাব তোমার তা তো আমার দ্বারা পূরণ হবে না মৌ।

ঐ যে প্রবাদে বলে 'নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল'।

যে এই কথাটি বলেছিল সে একটা আস্ত বোকা। মামা যখন নেই, তখন শূন্য স্থানটি অনেক ভাল। কানা মামা পীড়াদায়ক।

তবু মন মানে না যে।

আচ্ছা আসি তাহলে ....।

www.pathagar.com

মৌয়ের একান্ত ইচ্ছা চিঠিখানা এখনই শাহীনকে পড়তে দেয়া, তার প্রতিক্রিয়াও তাকে জানতে হবে। সে একা একা কোন ঝুঁকি নেবে না। শাহীনকে সামনে রেখেই তাকে পা ফেলতে হবে। কেননা যে সুদুরপ্রসারী পরিকল্পনা নিয়ে সে আর মনি ট্রাস্ট গঠন করেছিল তার প্রাণ সঞ্চার করার মত অবসর তারা পাইনি। পড়াশোনায় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছে এখনও শেষ হয়নি। কিন্তু শাহীন নিজের পড়াশোনার ব্যাঘাত না ঘটিয়েই অঙ্কুরের চারা গাছটি বিরাট মহীরুহে পরিণত করতে পেরেছে। এমন অসীম মনোবল আর অধ্যবসায় কোন যুবকের কাছে প্রত্যাশা করা বোকামীর নামান্তর। এই ঘূর্ণায়মান পৃথিবীর চিরাচরিত অভ্যাসের অভেদ্য দুর্গ ভাঙাতে যে সক্ষম হয়েছে তাকে দিয়েই এই দুরূহ সমস্যার নিষ্পত্তি করতে হবে।

শাহীন হাসি মুখে ঘরে ঢুকে বললো, এতোদিন জানতাম ছেলেরা মেয়েদের ঘরের মধ্যে বন্দী করে রেখে যথেচ্ছা ব্যবহার করে, তাদের প্রবৃত্তির সখ মিটায়। আজ দেখছি সেই বন্দিনী নারী আরাম শয্যায় শুয়ে থেকেই টোপ দিয়ে ছেলেদের গেথে নিয়ে ইচ্ছে মত খেলিয়ে নিচ্ছে।

মৌ হি হি করে হেসে ফেললো। বললো প্রতিশোধ নিচ্ছি। শাহীন কুর্নিশ করবার ভঙ্গিতে বললো, যথা আজ্ঞা মহারাণী?

রানী হওয়া সহজ কিন্তু মনের মত রাজা পাওয়া কঠিন। আর কতকাল আসন শূন্য থাকবে বন্ধু?

তাহলে স্বয়ংবরার যুগ ফিরিয়ে আনতে হয়।

সেই যুগ চিরকালই আছে। আগে ধুমধাম করে প্রকাশ্যে জানান দিয়েই হত আর এখন হয় লুকিয়ে, লোকচক্ষুর অন্তরালে।

সেই কারণেই নতুন ইতিহাসের সৃষ্টি হচ্ছে না, কেবল প্রেমের কাহিনীতে রঙ চড়ানো হচ্ছে।

রঙের খেলা আছে বলেই তো প্রকৃতি চির যৌবনা। তাকে কি পুরোপুরি জয় করতে পারি? পারি না। তাই আমরা ক্ষণস্থায়ী, প্রকৃতি মৃত্যুঞ্জয়ী। জীবন তো ফুরিয়ে যাচ্ছে, উপভোগ করব কয়দিন?

যে সময়টুকু পাব সেটাই হবে অমৃত। দুধ থেকে মনে করলেই ছানা বের করা যায় না। অনেক সাধ্য সাধনা করেই তবে মাখন পাওয়া আর সেটাই হচ্ছে শক্তিমান।

www.pathagar.com

তাহলে বন্ধু, তুমি এসো, বস আমার পাশে। তোমার কাঁধে মাথা রেখে দেখি, কতটুকু শক্তি যোগাতে পারি। মৌ শাহীনের হাত ধরে নিজের পাশে বসালো। বললো, তোমাকে বাঁধতে স্বপ্নের কত জাল বুনছি, তুমি কেন তা ছিড়ে ছিড়ে বেরিয়ে যাও বন্ধু! আমি একা আর কতকাল ধরে দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়বো? আজ থেকে তোমাকেই অংশী করে নেব। মৌ চিঠিখানি শাহীনের হাতে দিল। সে ভাজ করা চিঠিখানা আলগা করে উপরে নাম দেখে মাথা তুলে বললো, আমি কেন অনধিকার চর্চা করবো?

সেই অধিকার আমিই তোমাকে দিচ্ছি।

পত্র লেখিকা তো বলে নাই এটি শাহীনকে পড়তে দিও।

চিঠি যখন আমার তখন অধিকারও আমার।

তবু...!

এতোকাল বলে এলাম আমাদের একদেহ একপ্রাণ। সেটা তুমি মিথ্যে করে দেবে? নিঃসঙ্কোচে পড়ে ফেল।

শাহীন গো গ্রাসে লেখাগুলো গিলতে শুরু করলো। মৌ তার কাঁধে মাথা রেখে অপলকনেত্রে সেই পাতার দিকে চেয়ে রইলো। এক সময় পড়া শেষ হল। একটা গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে শাহীন চিঠিখানা ভাঁজ করে খামের মধ্যে পুরে দিল। বললো, বড় অদ্ভুত এই পৃথিবী মৌ। দুর্বোধ্য ঠেকে এর বুকের প্রাণীগুলোর আচরণ বুঝতে।

মৌ মাথা তুলে শাহীনের একখানা হাত নিজের মুঠোয় পুরে মায়াভরা দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলো তুমি আমার একটি কথা রাখবে শাহীন?

তোমাদের কোন্ কথা রাখতে আমি বাকি রেখেছি মৌ? তোমাদের অসম্ভব দাবী পূরণ করতে জীবন দিতে পারি কিন্তু অবাস্তবকে বাস্তবে আনতে পারব না।

যদি বলি আমি তোমাকে বিয়ে করব এটা কি অসম্ভব হবে?

অবশ্যই।

কেন?

আমার হৃদয়ের স্থানটিতে যে প্রেমের খেলা চলে তার সীমানা এতো ছোট যেখানে তোমার প্রেমের বিশাল প্রান্তরটির স্থান সংকুলান হতেই পারে না। জোর করে প্রবেশ করাতে গেলে তোমারটা দুমড়ে মুষড়ে আর আমারটা যাবে শতধা ছিন্ন হয়ে। তার অর্থই হবে মৃত্যুর দু'য়ারে দাঁড়িয়ে বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা করা।

www.pathagar.com

এটা তোমার অক্ষমতার কথা নয় শাহীন। এটা হচ্ছে এড়িয়ে যাওয়ার কৌশল। আমার হৃদয়টা যদি হয় বিশাল প্রান্তর তোমারটা সেখানে গোটা দেশ জোড়া। আমার দুঃখ হয় শাহীন এতো কিছুর পরেও তোমার দুর্বলতা ঘুচাতে পারলাম না। তোমাকে দিয়ে যে আমরা আরও কিছু করতে চাই। তোমার মন যেমন উদার তেমন হিমালয় চূড়ার মত উঁচু, কিন্তু আমাদের সাথে সর্বদাই শিশুর মত আচরণ কর তাই আমাদের কাছে তোমার মর্যাদা এতো বেশী। বল আর কোনদিন নিজেকে ছোট করে আমাদের মনে ব্যথা দেবে না?

আমার দেহের সমস্ত অণুপরমাণু সম্বন্ধে আমার চেয়ে যখন তোমরাই বেশী জেনে ফেলেছ, তখন তো আর আমি নেই, বিক্রি হয়ে গেছি তোমাদের বিশাল ব্যক্তিত্বের কাছে। তোমরা ইচ্ছা মত ব্যবহার করতে পার তবে অনুরোধ আমার, একেবারে শেষ অঙ্কে নিয়ে যেও না।

এখনও নাটক শুরুই হল না শেষ অঙ্কের প্রশ্ন কেন?

আগে থেকেই জানিয়ে রাখলাম। জীবনের গতিপথের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত আগে থেকেই দৃষ্টি গোচর হলে বলবার প্রয়োজন হয় না।

তুমি যখন অনুমতি দিয়েছ তখন এমন একটি কাজে তোমাকে ব্যবহার করতে চাই, এর বিকল্প তুমি ছাড়া আর কেউ নেই। আমাদের মাঝে আমিরের শূন্য স্থানটা তোমাকেই পূরণ করতে হবে শাহীন!

তা কি সম্ভব?

অসম্ভব কিছু নয়। আমরা যতই গোপন করি না কেন, খালা-খালু একদিন আমিরের বিয়ের ব্যাপারটি জেনে যাবেন। সেদিন ঐ প্রৌঢ়দের অবস্থা কোথায় যেয়ে দাঁড়াবে? জীবনের শেষ প্রান্তে এসে এমন কঠিন আঘাত তারা যদি সইতে না পারেন, তবে সেই ওছিলায় হয়তো দুনিয়া থেকে ঝরেই যাবেন। আমরা তাদের পাশে থেকে কি করে তা সহ্য করতে পারব। আমি চাই আস্তে আস্তে তাদের দৃষ্টি সরিয়ে নিতে। আমিরের স্থানে যদি কাউকে বসানো যায়, যে ঐ প্রতারকের চেয়ে তাদের মণিকোঠায় স্থান নিতে পারবে, মুছে দিতে সক্ষম হবে পূর্ব স্মৃতি। আর সেই নায়কের পদ তোমাকেই মানাবে। অভিনয় নয় স্বাভাবিক জীবন যাত্রার মহড়া দেওয়াই হবে অঘটনকে রোধ করা। বল শাহীন তুমি কি বলতে চাও?

এতো বড় কঠিন দায়িত্ব আমি কিভাবে পালন করব মৌ?

আমাদের কাজের পরিধি বাড়িয়ে দিতে হবে। হবিগঞ্জে এমন একটা কিছু করতে হবে যেখানে অধিক সময় আমরা কাটাতে পারি। তাহলে চৌধুরী দম্পতির সাথে

www.pathagar.com

বেশী করে মিশবার সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে। তাহলে ওরা এমনিই আমাদের দিকে বেশী করে ঝুঁকে পড়বেন। কৌশল অবলম্বন করবার প্রয়োজনই হবে না।

আমাদের ট্রাস্টের নামে বড় একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করলে কেমন হয়?

উত্তম প্রস্তাব। হাইস্কুল এবং কলেজ দু'টোই একসঙ্গে করতে হবে। আমাদের এই প্রতিষ্ঠানে বহুমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে। মনিকা তার বাবা-মার কাছেও হয়তো চিঠি দিয়েছে। আমরা দু'চার দিন পরই সেখানে যেয়ে তাদের সাথে আলাপ করে আসি। স্কুলের জন্যে স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব খালুকেই দিয়ে আসব। আমরা তাকে পুরোপুরি সেই প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িয়ে নেব। যেন একসঙ্গে সময় কাটাবার মত সুযোগ পাওয়া যায়।

তুমি গতরাতে মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে এলে, অন্তত দু'সপ্তাহ তোমার বিশ্রামের প্রয়োজন। আমি এর মধ্যে হাসপাতালের কাজে কিছুটা অগ্রসর হয়ে নিই।

না অতো দিন বসে থাকা আমার সইবে না। তাতে মানসিক পীড়া আরও বাড়িয়ে দেবে। দু'দিন বাদেই যেতে হবে।

ক্লান্তি দূর করতে ইচ্ছা মত শাহীনের কাধ ব্যবহার করতে পারছো। বাইরে যেয়ে আর সেই সুযোগ পাবে না।

আমাকে রাণীর মর্যাদা দিয়েছ অতএব যেখানেই যাই না কেন সেই সুযোগ থেকে শাহীন আমাকে বঞ্চিত করবে না।

একদিন আমার বৌ হবে– তোমার হবে স্বামী– সেই দিন আমাদের এই ছেলে খেলা বিষাক্ত কাঁটা হয়ে ফুটবে না?

আমরা বিছিন্ন হলেও বন্ধুত্ব ছিন্ন হবে না, অতএব কাঁটার জন্মই হতে পারবে না।

চল তোমাকে বাসায় রেখে আমি কাজে চলে যাই।

না গতরাত তুমি একটুও ঘুমাওনি, এখন একটু ঘুমিয়ে নাও।

মালতীও ঘুমাতে পারেনি।

তাকে ছুটি দিয়েছি, সে এখন নাক ডাকছে।

আমার নাক ডাকার অভ্যাস নেই। দিনের বেলায় ঘুম আমার জন্য হারাম।

আমি হালাল করে দিলাম। তুমি আমার কথা শোন লক্ষীটি।

তোমার কথা রাখতে পারি, তার আগে তোমাকে বাসায় যেতে হবে।

লিয়াকত গাড়ী নিয়ে নীচে বসে আছে। চল, তোমাকে গাড়ীতে উঠিয়ে দিয়ে আসি। এখনই সিড়ি ভেঙে নীচে নামতে পারব না। শরীরে তেমন বল নেই। সন্ধ্যা

www.pathagar.com

নাগাদ দেখি একটু সুস্থ হলে না হয় তোমার বিছানা ছেড়ে চলে যাব। তুমি যখন আমাকে সহ্য করতে পারছো না, তখন আজকের রাত আর থাকব না।

এমন মান অভিমান না চললে বন্ধুত্ব মজবুত ভিতের উপর দাঁড় করানো যায় না। তুমি একটু বিশ্রাম নাও মৌ। আমি আজ সন্ধ্যা রাতে অফিসের কোন কাজ করব না। তোমাকে রেখে মামীর কাছে রাতের খাবার খেয়ে এসে দু'রাতের ঘুম একরাতেই সেরে নেব।

মৌকে কথা বলার সুযোগ না দিয়েই শাহীন ঘর ছেড়ে নীচে নেমে গেল।

কুইনস জেনারেল হাসপাতালে মনিকা যখন চাকুরী পেয়ে গেল তখন বিদেশ সম্পর্কে আগে যেমন ভুল ধারণা পোষণ করতো তা উঠে গেল। এক সপ্তাহের মধ্যেই ডাক্তার নার্স অন্যান্য কর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে ফেললো। তাদের অন্তরঙ্গ ব্যবহার, নার্স, প্রাইভেট সেক্রেটারীর মায়াময়, হাসি অত্যধিক সম্মান প্রদর্শন কয়েকদিন পূর্বে তার মনের মধ্যে যে ঘৃণা এবং অশান্তি বিরাজ করছিল তা সব ভুলিয়ে দিলো। সে দীর্ঘদিন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কাটিয়েছে, সেই আপন দেশে আপনজনের কাছেও মনে হয় এমন অযাচিত ব্যবহার পায়নি। তার একটিই মাত্র সমস্যা, তা হল নিজস্ব গাড়ী নেই। এদেশে প্রত্যেকের ব্যক্তিগত গাড়ী আছে, তারও বিশেষভাবে প্রয়োজন। সে লন্ডনে আনিসের কাছে টেলিফোন করলো।

হ্যালো–

কে?

আমি মনিকা বলছি।

কোথা থেকে?

নিউইয়র্কের কুইনস থেকে।

অবাক করলি দেখছি, দেশ থেকে কবে এলি? কি করছিস তা আগে জানতে পারলাম না। আমির ভাইয়ের খবর কি?

সে কথা পরে শুনিস। আমি কুইনস জেনারেল হাসপাতালে দু'বছরের জন্যে এসেছি। একটা কথা রাখবি?

বল।

আমাকে একটা গাড়ী কেনার মত টাকা ধার দিতে হবে। পরে পরিশোধ করে দেব।

www.pathagar.com

আগেই পরিশোধের কথা বললে দিতে পারব না।

দিতে পারলে দিয়ে দে, পরে যা হয় হবে।

একটা গাড়ী কেনার মত টাকা দেওয়া আমার কোন সমস্যা নেই। ঠিকানা, ব্যাংক একাউন্ট দিয়ে দে, এখনই পাঠিয়ে দিচ্ছি। আসল কথা হল না?

কেবল সপ্তাহ হল এসেছি, একটু সময় দে, তোর সাথে সব কিছুই বলব। দেশে যাবি না?

বছর দেড়েক পর যাব।

একেবারে দু'বছর পরে একসঙ্গে যাব কি বলিস?

তাই যাব। ট্রাস্টের কাজ কেমন চলছে?

সেই চারা গাছটি নেই, এখন বিরাট মহীরুহ।

শাহীনের কাছে সব শুনতে পাই।

আজকের মত থাক, আমি এখন হাসপাতালে যাব। পরে কথা হবে।

সন্ধ্যায় শাহীন বাসায় ফিরে এসে দেখে মৌ মাগরিবের নামাজ পড়ছে। সেও প্রস্তুতি নিয়ে নামাজ পড়ে নিল। মালতী চা এনে দিল। চা খাওয়া শেষ করে মৌ বললো, মাকে জানিয়েছি তোকে নিয়ে বাসায় আসছি। তিনি শুনে খুব খুশী হয়েছেন।

সন্তানের কথা শুনে সব মাই খুশি হন।

তোমার মা আছেন, শাহীন?

আছে।

আমাদের তো কোনদিন তোমার মায়ের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলে না?

আমার মা বাবা গরীব মানুষ। তোমাদের মত হস্তিনীর পা রাখবার মত জায়গা তাদের নেই, পরিচয়টা তো আর রাস্তায় দাঁড়িয়ে করানো যায় না!

ঠিক আছে। এবার হবিগঞ্জে গেলে আগে তোমার মায়ের চালা ঘরটি ভেঙে দিয়ে তবে খালার বাড়ী যাব, কেমন?

আমার মাকে গাছতলায় নামিয়ে দিয়েই?

তুমি যখন বললে পা রাখার জায়গা নেই তখন সেটুকুর চেয়ে গাছতলাই নিরাপদ জায়গা।

মৌ শাহীনের হাত ধরে দোতালার সিড়ি ভেঙে উপরে উঠতেই আলেয়া বেগম

www.pathagar.com

হাসতে হাসতে সামনে এসে দাঁড়ালেন। শাহীন সালাম জানালো। তিনি উভয়ের মাথায় হাত দিয়ে দোয়া করলেন। ওরা বসার ঘরে যেয়ে ঢুকলো। মৌয়ের বাবা সেখানে বসে খবরের কাগজ পড়ছিলেন। ওরা সালাম দিয়ে বসে পড়লো। তিনি সালামের উত্তর দিয়ে মেয়েকে কাছে টেনে পাশে বসালেন। বললেন, গতরাতের ঘটনা তোমার মায়ের কাছে শুনে আমি খুব ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তাই আজ বিকেলেই অনেক কাজ ফেলে চলে এসেছি তোমাকে দেখতে যাব বলে। তোমার মা বললো, ওরা সন্ধ্যার পর আসবে, তাই তোমাদের অপেক্ষায় বসে আছি। কেমন আছ এখন?

ভাল।

আলমাছ সাহেব মেয়ের মাথায় পিঠে হাত বুলিয়ে বললেন, কি পাহাড়ী মেয়েরে বাবা! এমনভাবে মজে গেছে যে নিজের শরীর স্বাস্থ্যের দিকেও খেয়াল নেই।

মৌ তার বাবার গলা জড়িয়ে ধরে বললো, তুমি ভুল বুঝেছ বাবা! নিজের শরীরের দিকে আমি কোন সময়ই বেখেয়াল হইনি। আমার জীবনে কোন দিন অসুখ বিসুখ হয়েছে বলতে পার তুমি?

মনে পড়ে না।

মনিকার ব্যাপারে টেনশনে ছিলাম, তাই কাল হঠাৎ এমন করে অসুস্থ হয়ে পড়েছিলাম।

বাড়ী না এসে সেখানে পড়ে থাকলে, একটা সংবাদ পর্যন্ত দিলে না। শাহীনও তো টেলিফোন করে জানাতে পারত।

সেটাও আমাদের একটি বাসা বাড়ী। তাছাড়া সেবা যত্নের একটুও ত্রুটি হয়নি। অযথা সেই রাতে তোমাদের কষ্ট দেয়া আমাদের ইচ্ছা ছিল না। আমাকে তো বেশী দৌড়াদৌড়ি করতে হয় না, যত কিছু ঝুঁকি সব শাহীনকে বহন করতে হয়। আমি উপলক্ষ্য মাত্র।

শাহীন ছেলেটি ভাল। গোটা শহরের মানুষের মন সে জয় করে নিয়েছে। কিন্তু ঐ একটা আশ্চর্য ছেলে। প্রাপ্য সম্মান কাঁধে নিতে চায় না। সব মনিকা আর মৌয়ের কাঁধে চাপিয়ে দেয়। সম্মান আদায় করতে রাজনীতিবিদরা লাখ লাখ টাকা ব্যয় করে। আর তোমাদের গাটের কড়ি না ঢেলেই সম্মানের ঝুলি বোঝাই হয়ে গেছে। প্রথম যখন তোমরা ট্রাস্ট গঠন করলে তখন অন্য আরও পাঁচজনের মত আমিও পাত্তা দিইনি। ভেবেছিলাম ছেলে মেয়ের খেয়াল কাঁচা হাতের কাঁচা গাঁথুনী অল্পতেই ধসে যাবে। আজকে সবাই অবাক হয়ে দেখে, টু শব্দ করতেও ভুলে

www.pathagar.com

গেছে। তোমাদের জন্যে আমাদেরও অনেক সুনাম বেড়ে গেছে মা। তাই তোমাদের বন্ধু বান্ধবের এই যে বেপরোয়া মেলা মেশায় বাধা দিইনি। আমার শত্রুরাও তোমাদের নৈতিক চরিত্রের প্রসংশা করে। তাইতো তোমাদের নিয়ে আমরা গর্বিত।

আলেয়া বেগম এসে খেতে ডেকে নিয়ে গেলেন। সবাই এক টেবিলে বসে খেয়ে নিলেন। খাওয়া শেষ করে শাহীন চলে আসবে কিন্তু আসতে পারলো না। আলেয়া বেগম তার হাত ধরে একরুমে নিয়ে যেয়ে বিছানা দেখিয়ে বললেন, এখানে ঘুমিয়ে নাও কাল সকালে চলে যেও।

শাহীন অভিযোগ দেখালো মালতীকে বলে আসা হয়নি, সে হয়তো অপেক্ষায় থাকবে। মৌ বললো আমি তাকে বলে এসেছি, নীচের উপরের দরজা বন্ধ করে দিতে। শাহীন আজ রাতে আসবে না।

মৌয়ের পীড়াপীড়িতে সপ্তাহ না পুরতেই শাহীনকে হবিগঞ্জে যেতে হল। আগেই শহরতলীতে তাদের বাড়ী যেতে হল। মৌয়ের জেদ আগেই পূরণ করতে হবে, নইলে সে হৈ চৈ বাঁধিয়ে দেবে। সে গত কয়েক বছর ধরে প্রতি মাসে এক হাজার টাকা তার মাকে দিয়েছে। এছাড়া সংসারের কোন খোঁজ খবর সে নিতে পারেনি। তাদের সাধারণ ঘরবাড়ি। তার আর দু'টি ভাই। একটি সবেমাত্র কলেজে ঢুকেছে ছোটটি হাইস্কুলে ক্লাস নাইনে পড়ে। একটি মাত্র বোন অনেক আগেই তার বিয়ে হয়ে গেছে। চার জনের সংসার। বর্তমানে ধার দেনা না করেই চলে যাচ্ছে। দু'চার জন সাধারণ অতিথি এলেও তাদের আপ্যায়ন করতে অসুবিধা হয় না। শাহীনের বাবা শরীফ সাহেব একটি বেসরকারী মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। বেতন যৎসামান্য তাও আবার প্রতি তিন মাস গেলে এক মাসের বেতন পান। আগে কৃষাণের কাজ করতেন। শাহীন বাবার কষ্ট দেখে সহ্য করতে পারেনি, তাই স্বল্প শিক্ষিত বাবার জন্যে এই চাকুরীটা জোগাড় করে দিয়েছিল। শরীফ সাহেব উপযুক্ত বেতন না পেলেও ছোট ছেলে মেয়ে নিয়ে দিন কেটে যায়, এতেই তিনি আনন্দ পান। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক মানুষ। ধর্মীয় ব্যাপারে একটুও শিথিলতা তিনি আদৌ পছন্দ করেন না।

তাদের বাড়ীর সামনে গাড়ী রাখলে ওরা গাড়ী থেকে নেমে বাড়ীর মধ্যে যেয়ে ঢুকলো। গাড়ীর শব্দ শুনে তার মা আগেই উঠানে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ভাইয়েরা স্কুলে, বাবা মাদ্রাসায়, মা একাই বাড়ীতে। মৌ আগেই ছিল, শাহীনের মায়ের মুখোমুখি হতেই এই অপরিচিতা প্রৌঢ়ার পরিচয় না জেনেই তার প্রখর অন্তর দৃষ্টির কাছে গোপন থাকতে পারেনি। সে ছালাম জানিয়ে বললো, চাচীমা

www.pathagar.com

আমার নাম মৌ, আপনার ছেলে শাহীনের বন্ধু।

প্রৌঢ়ার নাম সুফিয়া খাতুন। তিনি তার মাথায় হাত বুলিয়ে স্নেহ প্রকাশ করলেন আর মনে মনে কি দোয়া চাইলেন তা মহান আল্লাহই জানেন। মৌয়ের গাড়ী শাহীন ড্রাইভ করে নিয়ে এসেছিল। মৌ নেমে গেলে গাড়ীখানা একটা জামগাছের ছায়ায় রেখে সে ততোক্ষণে বাড়ীর মধ্যে ঢুকে গেছে। মাকে সালাম জানিয়ে কুশল বিনিময় করলো। ওরা শহর থেকে কিছু মিষ্টি মিঠাই এনেছিল। সেগুলো তার মায়ের হাতে দিলো।

সুফিয়া খাতুন মৌয়ের হাত ধরে ঘরে নিয়ে গেলেন। নিম্নমানের খাট, সাধারণ বিছানা হলেও খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। সাধারণ মাটির ঘর হলেও লেপে পুছে একেবারে ঝকঝকে করে রেখেছেন। এই রকম সাধারন ঘরে মৌয়ের আজ প্রথম প্রবেশ। তবু শাহীনের মার রুচীবোধ দেখে সে মুগ্ধ হয়ে গেল। তাদের বিশাল তিনতলা বাড়ী, চাকর চাকরানীরাই ঘরবাড়ী পরিষ্কার করা, কাপড় কাঁচা ঘরের বিছানা পত্র ঠিক করা, রান্নাবান্না করা, সব কাজ করে। সবই মেকি, প্রাণের আবেগ সেখানে নেই। আজ শহরতলীর এই প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটির সাধারণ ঘরে বসে মনে করলো এই বাড়ীতে প্রাণের আবেগ আছে। প্রেমের অমিয় ধারা এর প্রতিটি রন্ধ্রে শব্দহীন মৃদু মন্দ গতিতে বয়ে চলেছে। যার উৎস এমনই একটি ভাণ্ডার থেকে যা কোনদিন নিঃশেষ হবে না। যে সৌভাগ্যবতী নারী এই মহিলার পুত্রবধু হয়ে আসবে, মর্তে বসেও সে বেহেস্তের আনন্দ উপভোগ করতে থাকবে। শত ধন্যবাদ তাকে। মৌয়ের বাবা মা যে সমাজে বাস করে, সেই সমাজের ছেলে মেয়েদের মধ্যে যে গর্ব আত্ম অহংকার থাকে কেবল তার বেলায় ব্যতিক্রম, আর যারা আছে তারা এমন ঘরে প্রবেশ করা তো দূরের কথা, ভুলক্রমেও একবার এই বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াবে না। দৈবক্রমে এসে পড়লে নাক সিটকিয়ে মুখে রুমাল গুঁজে পালিয়ে যাবে। কিন্তু তারা যদি একবার এমন একটা আদর্শ গৃহে ঢুকে অন্তর চক্ষু দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করে তাহলে তাদের সব গর্ব অহংকার চূর্ণ হয়ে যাবে।

মৌ যখন খাটের উপর পা ঝুলিয়ে বসে এমন চিন্তায় ডুবে আছে শাহীন তখন প্রতিবেশীদের কুশল জানতে পাড়াময় দুয়ারে দুয়ারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সুফিয়া খাতুন চা নাস্তা নিয়ে এলেন। মৌ শাহীনের অপেক্ষায় বসে না থেকে খেয়ে নিল। আছরের নামাজ পড়ে সে চাচীমার হাত ধরে বাড়ীর বাইরের উঠানে যে দিকে গাছ গাছালি আছে সেই দিকে পায়চারী করছিল। স্থানটি শহরতলীতে হলেও পাড়াগাঁ বললে ভুল হবে না। এখানকার ঘরবাড়ী মানুষের জীবন যাত্রা গ্রামের মতই।

www.pathagar.com

মৌয়ের খুব ভাল লাগছিল। প্রকৃতির বুক থেকে বিশুদ্ধ হাওয়া বুকভরে নিয়েও যেন তৃপ্তি মিটছিল না। নাকের ছিদ্রটা যদি আর একটু বড় হত তাহলে হয়তো তৃপ্তি মিটাতে পারত। পড়ন্ত বিকালে গাছে গাছে পাখির গান, মৃদু মন্দ বিশুদ্ধ বায়ু তার মন-প্রাণ চঞ্চল করে দিচ্ছিল। শরীফ সাহেব এলেন, তার ছেলে রহিম আর তুহিন পর পরেই বাড়ী এলো। তাদের সাথে পরিচয় ও কুশল বিনিময় হল। রহিম আর তুহিন যেমন ভদ্র তেমন নম্র। তাদের ব্যবহারে মৌ খুব মুগ্ধ হয়ে গেল। মাগরিবের নামাজের পর পরই শাহীন বাইরে থেকে ছুটে এসে চলে যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হয়ে পড়লো। মা বললেন, আজ যেতে পারবি না।

তুমি বাধা দিও না মা, আমাদের অনেক কাজ। যেতে না পারলে সব মাটি হয়ে যাবে।

মেয়েটি কোন সময় আসেনি, এই প্রথম এলো, তাড়াহুড়া করে চলে যাবি, তা নিয়ে এলি কেন?

আমিই কি যাওয়ার জন্যে ব্যস্ত হচ্ছি। তোমার ঐ আদরের মেয়েটিই দেখ যাওয়ার জন্যে ছটফট করছে।

বড়লোকের মেয়ে কিন্তু একটুও গর্ব অহংকার নেই। মাগরিবের নামাজ পড়ে রহিম আর তুহিনকে নিয়ে দেখ কেমন হাসি আনন্দে মেতে রয়েছে।

শাহীন ঘরের মধ্যে ঢুকেই বললো, রাত বেড়ে যাচ্ছে না মৌ?

গেলই বা।

শহরে যাবে না?

এমন দু'টো সোনার টুকরা ভাই পেলাম, তাদের নিয়ে একটু আনন্দও করতে দেবে না?

তবু ..।

রাতে কোথায় শুতে দেবে তাই ভাবছো তো? এতো করেও তোমার গোড়ামী ভাঙতে পারলাম না। চাচীমার কাছে শুয়ে রাত কাটাবো, তাতে আমার মান মর্যাদার অঙ্গহানি হবে না। বুঝেছো?

বহুরূপিনী রূপ বদল করতে একটুও সময় লাগে না। যত পার গল্প কর, আমি চল্লাম।

যেতে পার।

শাহীন ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। মা জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় যাবি?

www.pathagar.com

পশ্চিম পাড়া থেকে একটু ঘুরে আসি। দেখি কে কেমন আছেন।

কি দষ্যি ছেলেরে বাবা? একদণ্ড জিরোন নেই, কেবলই দৌড়াদৌড়ি।

এতো তোমার সৌভাগ্য। তুমি তো অলস ছেলে জন্ম দাওনি মা।

যেখানে পারিস যা বাপু। তোর সাথে তর্কে পারিনে। শাহীন গাড়ীর ভিতর থেকে টর্চ লাইট বের করে পশ্চিম পাড়ার দিকে ছুটলো, তাদের ঘর কন্নার সুখ দুঃখের উপাখ্যান সংগ্রহ করতে। সুফিয়া খাতুনের রান্নাবান্না শেষ হয়ে গেছে। শাহীন এখনও ফেরেনি। তিনি রান্না ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘরে এসে মৌকে নিয়ে বারান্দায় যেখানে শরীফ সাহেব বসে বসে তছবিহ টিপছেন, সেখানে যেয়ে বসলেন। বললেন, মা শাহীন আর কত কাল এমন করে বেড়াবে। আমরা বুড়ো হয়ে গেছি, কবে ডাক আসবে, চলে যাব। কত সাধ আহলাদ ছিল, ওকে নিয়ে কিছুই পূরণ হল না। মৌ হাসি মুখে প্রৌঢ়ার মুখের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করলেন, শাহীনের বিয়ের কথা বলছেন তো চাচী মা?

তাইতো বলছিলাম।

আপনারা ভাববেন না চাচীমা। আর দু'টি বছর ধৈর্য ধরুন। আমি এমন একটা বউ ঠিক করেছি, সে যেমন রূপসী তেমন সর্ব গুণে গুণান্বিতা। তার পড়াশোনা শেষ হলেই আপনার ঘর আলো করতে আসবে।

আমরা গরীব মানুষ। এতো বড় উচ্চাশা যে করতে পারিনে মা?

কে বলেছে গরীব। যাদের আত্মমর্যাদাবোধ আছে তারা যে ধনী চাচী মা। আমাদের মহানবী (সা) বলেছেন, প্রতিটি ঈমানদারই ধনী। আপনাদের একনিষ্ঠ ধর্ম কর্ম পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, মধুর ব্যবহার, সত্য ভাষণ, মানুষের প্রতি উদার মনোভাব, এ যে পূর্ণাঙ্গ ঈমানের পরিচয় চাচীমা। প্রভুর প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস নিয়ে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করুন, যা আপনারা কল্পনাও করেননি তা বাস্তবে দেখতে পাবেন। সুফিয়া খাতুন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রাত অনেক হয়ে গেছে শাহীন এখনও ফেরেনি। মৌ বুঝতে পেরে বললো, ভাত তরকারী ঠাণ্ডা করে লাভ নেই, আমরা খেয়ে নিই। শাহীন আপনার আজব ছেলে। জোর করে খাওয়াতে গেলে বিদ্রোহী হয়ে উঠবে, আবার ক্ষিধে লাগলে চেয়ে খাবে।

এশার নামাজ পড়ে খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই যখন শোবার প্রস্তুতি নিচ্ছে তখন শাহীন এসে বললো, মা ভাত দাও।

মৌ বললো, দেখলেন চাচী মা। এবার ওর ক্ষিধে পেয়েছে। অমনি হাড়ির খোঁজে ছুটে এসেছে।

www.pathagar.com

মৌয়ের এ রসিকতায় সবাই হেসে ফেললো।

পরদিন বিকালে ওরা শহরে ফিরে এলো। আছরের পরে তারা চৌধুরী ভবনে গেলে মনিকার মা রেবেকা চৌধুরী তাদেরকে পেয়ে খুব খুশী হলেন। ওরা সালাম দিয়ে দোয়া নিলো। তিনি তাদের মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করলেন। মৌ জিজ্ঞেস করলো খালা, মনির চিঠি পেয়েছেন?

তিনি বললেন, পেয়েছি। সোফার ঘরে যেয়ে তারা পাশাপাশি বসলেন। কিছুক্ষণ বাদেই শিরিনা চা নাস্তা নিয়ে এলেই ওরা খেয়ে নিল। রেবেকা চৌধুরী উঠে চলে গেলেন। কিছুক্ষণ পরেই মনিকার প্রেরিত চিঠিখানি হাতে করে এলেন। মৌয়ের হাতে দিয়ে বললেন, পড়ে দেখ তোমার বন্ধু কি লিখেছে।

মৌ চিঠিখানি হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করলো।

স্নেহময়ী জননী আমার!

শত কোটি সালাম জানাই আর শ্রদ্ধা নিবেদন করি তোমার পবিত্র পদতলে। তোমাদের হৃদয়ের নাড়ী ছেড়াধন, চোখের মনির জন্যে কোন চিন্তা করো না। মা আমি ভাল আছি। এই পৃথিবীর জনারোণ্যে কত বিচিত্র মনের মানুষ বিচরণ করে বেড়ায়, তার মধ্যে কেউ নজরে পড়ে কেউ নজর এড়িয়ে যায়। যে এড়িয়ে যায় তাকে যেতে দেওয়াই ভাল। আর যে এগিয়ে আসে তাকে গ্রহণ করে নেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। সৃষ্টির আদি মানব মানবী ভুল করেছিলেন, তাই ভুলের জন্ম হয়েছিল। মনে হয় মানুষের মস্তিষ্কের অসংখ্য প্রকোস্টের মধ্যে তার একটা স্থান আছে। আমরা তো কোন্ ছার, যুগে যুগে কত মহাপুরুষও এর আক্রমণ থেকে রেহাই পাননি। আমরা যখন ভুল করি তখন আমাদের কাছে সে সত্যের রূপ নিয়েই দেখা দেয়। যার ভিতরে ঐশ্বরিক অনুভূতি আছে সেই রূপ তার কাছে বিকৃত রূপেই দেখা দেয়, তখনই সে প্রায়শ্চিত্ত করে তার সংশ্রব থেকে দূরে সরে আসে। আর যে তার বিকৃত চেহারা দেখতে না পায়, সে আমরণ সেই ভুলের সাগরে হাবুডুবু খেতেই থাকে। গোড়াতেই আমি কি ভুল করেছিলাম মা? তুমি বাবা আমি কেউ ভুল করিনি। কেবল তোমাদের প্রবল স্নেহের টানেই যে খেলা খেলেছি সেটা তো কোন দোষের নয় মা। সেতো ছেলে বেলার ছেলেমি। আমার চিঠি পড়ে তোমরা যেন আবার ভুল বুঝ না মা। যেখানে নরকের কীট কিলবিল করছে তার কাছাকাছি বেহেশতের অমিয় ধারাও বয়ে চলেছে। বেহেশতের সুমিষ্ট সলিলে অবগাহন করার ব্যবস্থা যখন আছে তখন নরকের কীট দেখে কেন কষ্ট পাব। এ বড় আজব দেশ মা! এখানে পা পিছলে আছাড় খাওয়ার যেমন রাস্তা

www.pathagar.com

আছে, তেমন শক্ত ভিতের উপর দাঁড়িয়ে গৌরব বৃদ্ধিরও পথ আছে। আমি যদি আমার মধ্যে থেকেই চলতে পারি তাহলে আছাড় খাওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই। আমি আমাকে ধরে রাখতে পারছি কিনা সেটাই হল বিবেচ্য। যদি কেউ নিজেকে হারিয়ে আছাড় খেয়ে পড়ে তাতে আমার কি আসে যায়! আমি কেন সেই দিকে চেয়ে দুঃখ প্রকাশ করব। আমি আবার বলছি তোমরা যেন ভুল বুঝনা মা।

তুমি আর বাবা তার মাঝে আমি। আমার মাঝে আল আমিন ওয়েল ফেয়ার ট্রাস্ট, তার মাঝে মৌ আর শাহীন, এছাড়া আমি আর কিছু বুঝিনে মা। এর নেপথ্যে আরও একজন আছে। সে হচ্ছে আনিস। লন্ডনে আছে ব্যারিস্টারী পড়ছে। গাড়ী কিনতে সে আমাকে সাহায্য করেছে। তার উপকারও আমি জীবনে ভুলতে পারব না। আমি এখন নিজের গাড়ী চালিয়ে হাসপাতালে যাই। তুমি হয়তো বলবে টাকা তো আমরাও পাঠাতে পারতাম, তখন সেই সময় ছিল না। কেননা এদেশে প্রত্যেকেই নিজস্ব গাড়ী চেপে কর্মক্ষেত্রে যাওয়া আসা করে। আনিসের টাকার জন্যে তোমরা ব্যস্ত হয়ো না। দেশে ফিরে এসে দিয়ে দেব। অনেক সোনার মানুষও এদেশে আছে। নিউওয়ার্ক সিটি ইউনিভার্সিটির একজন সম্মানিত প্রফেসর আমাকে সাহায্য করেছেন কুইনস জেনারেল হাসপাতালে আমার চাকুরীর ব্যবস্থা করতে। তুমি হয়তো বলবে দেশে থেকেও সম্মানের সাথে চাকুরী করা যেত, বিদেশে যেয়ে চাকুরী নেয়া কেন? চাকুরী নেয়া উপলক্ষ্য মাত্র। এ এক দারুণ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করা। দু'বছরে যা শিখব দেশের মাটিতে দশ বছরেও তার একাংশ শিখতে পারব না। হাসপাতালের স্টাফ, আমি যে এ্যাপার্টমেন্টে থাকি, সেখানে প্রতিবেশী সবাই যেন আমার একান্ত আপনজন। শ্রদ্ধেয়া মা মনি। পরিশেষে বলি, আমি দেশে নেই তাই দুঃখ নিওনা। মনে কর মৌ আর শাহীনের মাঝেই আমি আছি। তোমরা সুস্থ থাক, ভাল থাক, এই কামনা করে শেষ করছি। বাবা আর তোমাকে সালাম।

তোমাদের স্নেহধন্য

মনি।

চিঠি পড়া শেষ করে মৌ মাথা তুলে খালার মুখের দিকে তাকালো। রেবেকা চৌধুরী বললেন, তোমাদের খালু বুঝেছেন কিনা জানিনে, আমি যে একটি বিষয় বুঝতে পারছিনে মা।

কোন বিষয়?

আমিরের কথা তো লেখেনি?

www.pathagar.com

হাসি মুখে মৌ বললো, সব কিছুই লেখা আছে খালা আপনি বুঝতে পারেননি।

তা হবে হয়তো? তোমার খালুকে জিজ্ঞেস করলাম তিনি কিছু বললেন না। গম্ভীর মুখে উঠে চলে গেলেন। মনে হয় এ নিয়ে তিনি ভাবনা চিন্তা করছেন। আমিও সাহস করে চিঠির ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করতে সাহস করছি না।

তাদের কথোপকথনের মধ্যে মুনীর চৌধুরী ঘরে এসে ঢুকলেন। মৌ আর শাহীন উঠে দাঁড়িয়ে সালাম জানাতেই তিনি মৌকে জড়িয়ে ধরে শিশুর মত কেঁদে ফেললেন। কান্নাজড়িত কণ্ঠে বললেন মা, তোমরাই খাঁটি সত্য পথে আছ, আমরাই ভুল করেছিলাম।

মৌয়ের দু'চোখ ভরে পানি এলো। অতি কষ্টে সামলে নিয়ে বললো, আপনি দুঃখ নেবেন না খালুজান। ভুলত্রুটি সত্য মিথ্যে নিয়েই মানুষের জীবন। আমাদের সুখ শান্তিই তো আপনারা সর্বদা কামনা করেন তবে দুঃখ কিসের! আমরা যে মনের পর্দা থেকে মুছে ফেলে দিয়েছি প্রভু আমাদের মুক্তি দিয়েছেন, আমরা নতুন জীবন লাভ করেছি। খালুজান আমাদের জন্যে দোয়া করুন।

হ্যাঁ মা, তোমাদের জন্যে প্রাণ খুলে দোয়া করব। এসো বাবা শাহীন, মেয়ের হয়ে তুমি আমার বুকে এসো।

মৌকে ছেড়ে তিনি শাহীনকে বুকে জড়িয়ে নিলেন। মৌ তখন রেবেকা চৌধুরীর বুকে আশ্রয় নিয়েছে। মহাশিল্পী লোক চক্ষুর অন্তরালে তার শিল্পকর্ম দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে স্বর্গীয় অনুভূতি অনবরত বর্ষণ করে চলেছেন এই চারটি পবিত্র আত্মাতে। মাগরিবের আজানের সুমধুর সুর তাদের আলিঙ্গন শিথিল করে দিল। প্রস্তুতি নিতে গেল প্রভুর দরবারে একান্তভাবে আত্মসমর্পণের জন্য।

রাতের খাওয়া দাওয়া এক টেবিলে বসেই সেরে নিলেন। সেখান থেকে উঠে বসার ঘরে যেয়ে সকলেই বসে গেলেন। শাহীন বললো, খালুজান আমরা একটি হাইস্কুল, সঙ্গে কলেজ করতে চাই, আপনি কি বলেন?

আমি জেনে গেছি উদ্ভট কোন চিন্তা ভাবনা তোমাদের মাথায় আসে না। তোমার প্রস্তাব উত্তম কিন্তু শহরে যে অনেকগুলো স্কুল কলেজ রয়েছে।

আমরা শহরে করতে চাই না। এর বাইরে গ্রামের কাছাকাছি হলেই ভাল হয়। আপনি খুব ব্যস্ত মানুষ, তবু স্থান নির্বাচনের দায়িত্ব আপনাকেই নিতে হবে।

কি পরিমাণ জমি হলে চলবে?

এক একর তো হতেই হবে। বেশী হলে আরও ভাল।

www.pathagar.com

আচ্ছা চেষ্টা করব।

আমরা হাসপাতালের কাজে ব্যস্ত রয়েছি, তাই ঠিকমত সময় দিতে পারছিনে। আগামী সপ্তাহে আমরা আসছি।

তোমরা একটা একটা করে কাজ আরম্ভ করতে পার না? তাহলে শারীরিক কষ্ট কম হয়।

তা হয় না খালুজান। একটার পর আর একটা করতে গেলে বহু বছর লেগে যাবে, তাতে কয়টাই বা সমাধা করা যাবে। আল্লাহ শক্তি দিয়েছেন, ব্যয় করে যাই। দুর্বল হয়ে গেলে যে বিশ্রামের পালা এসে যাবে খালুজান।

আমি বাধা দেব না বরং উৎসাহ দেব। মনি লিখেছে আমাদের মাঝে সে, তার মাঝে ট্রাস্ট, ট্রাস্টের মাঝে তোমরা দু'জন– এটা বুঝতে আমার পাঁচ দিন লেগে গেছে। সে যা বলতে চেয়েছে আমি সব বুঝে নিয়েছি। সে আমাদের একমাত্র মেয়ে। আমাদের এই বাড়ী, গ্রামের সম্পত্তি, চা বাগান সবই একদিন তার হবে। তার সুখ শান্তির জন্যেই আমি আমার উপার্জিত অর্থের সিংহভাগ ব্যয় করব এবং তোমাদের হাত দিয়েই করব।

মুনীর চৌধুরী মৌয়ের ডান হাত ধরে কোলের কাছে টেনে নিয়ে বললো, মা আমি তোমাদের সব দাবীই মেনে নিয়েছি। আমার অন্তরে আর কোন দুঃখ নেই। কিন্তু একটা কাঁটা যে সব সময় বিদ্ধ হতে থাকবে। সেই কাঁটার খচখচানি থেকে আমাদের মুক্ত করে দাও মা? আমির কি সেখানে বিয়ে করেছে?

করেছে। দু মেয়ে এক ছেলের বাবা।

চৌধুরী দম্পত্তি দু'জনেই প্রচণ্ডভাবে চমকে উঠলেন। বললেন, দেশ ছেড়ে যাওয়ার এক বছরের মধ্যেই তাহলে বিয়ে করেছে। শয়তানটা আমাদের ধোকা দিলো কেন?

তা আমরা কেমন করে জানব খালুজান?

মনির সাথে তার দেখা হয়েছিল?

প্রথমেই যেখানে থাকতো সেখানে যেয়ে তাকে পায়নি। যে কলেজে সে পড়েছে সেই কলেজের এক প্রফেসর সাহেব তার ঠিকানা জানিয়ে দেয়। সে অন্য শহর। সেখানে যেয়ে তার বৌ আর ছেলে মেয়ের সাথে দেখা হয়। সে তখন অন্য কোথায় কাজে গিয়েছিল। মনি তার সাথে দেখা করতে চায়নি। সেই প্রফেসর সাহেবের সাহায্যেই কুইনসে চাকুরী নিয়ে চলে আসে।

www.pathagar.com

তোমরা কি মনে কর সে ওর কাছে দেখা করতে আসবে না।

কোন্ মুখে সে মনির সামনে এসে দাঁড়াবে? কোন দিন ওরা মুখোমুখি হবে না।

না হওয়াই ভাল। অমন প্রতারক শয়তানের মুখ দেখা পাপ।

আমরাও তাই মনে করি।

মুনীর চৌধুরী স্ত্রীকে লক্ষ্য করে বললেন, যদি এই বাড়ীতে সেই বেয়াদবের কোন স্মৃতি চিহ্ন থাকে তাহলে এখনই বিনষ্ট করে দাও।

মৌ বললো, তার কিছুই এই বাড়ীতে নেই। মনি দেশের বাইরে যাওয়ার আগেই আমরা সব আস্তাকুড়ে ফেলে দিয়েছি।

তোমরা কি জানতে?

সে জানায়নি, আমরা বুঝতে পেরেছিলাম।

আমাদের বলনি কেন?

কি করে বলি খালুজান? অনুমানের উপর নির্ভর করে সব কিছু প্রকাশ করা যায় না তা ঠিক। তোমরা ভালই করেছ মা? নইলে আমাদের মনে আজ সেই সব স্মৃতি খুব পীড়া দিত।

তিনি মৌকে বুকে টেনে নিয়ে তার কপালে একটা দীর্ঘ চুম্বন দিয়ে স্নেহ ঝরিয়ে দিলেন।

একুশ

পরদিন বেলা দশটার সময় চৌধুরী দম্পত্তির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শাহীন আর মৌ প্রথমে তাদের ট্রাস্টের অফিসে গেল। নীলিমা খুব কর্মঠ মেয়ে। তার কাজ অত্যধিক বেড়ে গেছে। সব কাজ সঠিকভাবে পালন করতে তার খুব কষ্ট হয়ে যায়। আর একজন সাহায্যকারী দরকার। রহমত চাচা বসে থাকার মত মানুষ নন। তিনি গ্রাম গ্রামান্তরে ঘুরে যতসব ভাসমান নারী পুরুষ, ছেলে মেয়ে, পঙ্গু বিকারগ্রস্তদের নিয়ে এসে তাদের বাংলো ঘর বোঝাই করে ফেলেছে। শহরের আস্তাকুঁড় থেকে পতিতদের নতুন করে স্বপ্ন দেখিয়ে নিয়ে এসে বাংলোয় স্থান করে দিয়েছে। নীলিমা এদের লেখা পড়া শিখানো, হস্তশিল্প, কুঠির শিল্প শিখানোর জন্যে দু'জন মেয়ে মাস্টার নিযুক্ত করেছে। এখন আরও ঘরের দরকার। সেখানে অনেক জায়গা পড়ে আছে।

www.pathagar.com

বাংলোর মালিককে ডেকে আর একটা ঘর তৈরী করার কথা বললো।

আপনারা নিজেদের প্রয়োজন মত ঘর বানিয়ে নিন। ভাড়া থেকে আপনাদের খরচের টাকা কিস্তিতে কিস্তিতে শোধ করে দেব। শহরের মধ্যে এই সব কাজে যারা দালালী করে এমন একটা লোককে আনুসন্ধান করে রহমত চাচা নিয়ে এল। কিভাবে ঘর বাথরুম তৈরী করা হবে, তার একটা নকশা একে দিয়ে চুক্তি করা হল। এক সপ্তাহর মধ্যেই সব কাজ সমাধা করে দেবার শর্তে দালালকে পাঁচ হাজার টাকা অগ্রিম দেয়া হল।

এরপর তাদের বন্ধু শীলা নীলার খোঁজে বেরিয়ে পড়লো। অনেক খোঁজা খুঁজির পর শীলাকে বের করলো। তার বিয়ে হয়ে গেছে একটি বাচ্চার মা। স্বামী একটি প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষক। তিনি খুব ভদ্র এবং অমায়িক মানুষ। শীলা যে পূর্বে ট্রাস্টের সাথে জড়িয়ে ছিল তা তিনি শুনেছেন। কেন সেখান থেকে ছেড়ে এসেছে, এ নিয়ে স্বামী বেচারার মনে খুব ক্ষোভ। তিনি প্রস্তাবটি লুফে নিলেন। স্ত্রীকে বললেন, এমন মহৎ কাজে জীবন উৎসর্গ করা সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ। তুমি যে কোন সময় ইচ্ছা করলে কাজে যোগ দান করতে পার।

শাহীন বললো, আমরা থাকার ঘর দেব, ভবিষ্যতে মাস্টার সাহেবের শহরে বদলি করা যায় কিনা তাও চেষ্টা করব। কেননা বিয়ের পর স্বামী স্ত্রী বিচ্ছিন্ন জীবন কাটিয়ে শূন্য হৃদয়টা হাহাকার করে মুষড়ে ফেলবে তা আমাদের নীতি বিরুদ্ধ।

শাহীনের কথা শুনে শিক্ষক সাহেব খুশীতে যেন আটখানা হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, সামনের সপ্তাহে স্ত্রীকে নিয়ে শহরে তাদের অফিসে যাবেন। আপনাদের আর মূল্যবান সময় নষ্ট করে আসতে হবে না। সেখান থেকে শহরে ফিরে আসতে তাদের রাত হয়ে গেল। সিলেটে যাওয়া স্থগিত করে খালার বাড়ীতে যেয়ে উঠলো। আলেয়া বেগম তাদের পেয়ে খুশী হলেন। আবার মনের মধ্যে একটা অজানা আশংকা জেগে উঠলো যেন। সকালে তারা বিদায় নিয়ে গেল আবার সন্ধ্যার পরে ফিরে এলো, কোন প্রকার বিপদের কথাও তো উড়িয়ে দেয়া যায় না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন সব সংবাদ ভাল তো মা?

ভাল খালাম্মা, আপনি হয়তো ভাবছেন কোন বিপদে পড়ে গেছি। এই শহরে আমাদের ট্রাস্টের কাজ অত্যধিক বেড়ে গেছে। নীলিমার একা চালানো অসম্ভব হয়ে পড়েছে তাই আমাদের এক পুরনো বন্ধুর সন্ধানে গিয়েছিলাম। তাকে খুঁজে বের করতে দিন কেটে গেছে। রাতের বেলা আর সিলেটের পথে না বেরিয়ে আপনার কাছে চলে এলাম।

www.pathagar.com

ভাল করেছ। আমি থাকতে রাতে কেন পথে নামতে যাবে। রাতের খাওয়ার পর মৌ তার খালাকে বললো, খালাম্মা আমরা হাসপাতাল করছি। মনি দেশে ফিরে তার দায়িত্ব নিবে। তাই আগে থেকে আমরা কিছু শিক্ষিত মেয়েদের নার্সিং শিখাচ্ছি। আপনি যদি কিছু মনে না করেন তাহলে শিরিনাকে দিন, আমরা তাকে নার্সিং শেখাই। ও যেমন মনির ভক্ত তেমন জীবনভর তার কাছে কাটাতে পারবে।

মনিই তো তাকে কুড়িয়ে এনেছিল। সে যদি নার্সিং শিখতে যেতে চায়, যেতে পারে। আমার কোন আপত্তি নেই মা!

মনি আপার সাথে হাসপাতালে একত্রে থাকতে পারবে শুনে শিরিনা তখনই নার্সিং শিখতে রাজী হয়ে গেল। চৌধুরী সাহেবও অমত করলেন না।

সকালে গোসল সেরে নাস্তা করে মৌ আর শিরিনাকে নিয়ে শাহীন গাড়ী ছাড়লো সিলেটের পথে।

মৌ বললো, শিরিনা তুইতো পড়াশোনায় খুব ভাল। এইচ.এস.সি পাশ করলি বি.এ পড়বি?

আপনারা যা করেন।

আমরা তোকে পঁচতে দেব না। বি.এ পড়তে সুযোগ দেব আবার নার্সিংও শেখাব, পড়তে পারবি তো?

পারব আপা।

আচ্ছা শিরিনা বল দেখি বিয়ে করে সংসার পাতা ভাল, না আমাদের মত এমন করে ভেসে বেড়ানো ভাল?

প্রশ্ন শুনে শিরিনা লজ্জা পেয়ে গেল। সে ওড়না দিয়ে মুখ ঢেকে চুপ করে রইলো।

কিছু বললি না যে?

আমি জানিনে।

তাহলে আগে তোর বিয়ে দিয়ে দিই?

আমি আপনাদের কত ছোট, আপনারা এখনও বিয়ে করেননি, আমাকে দিবেন কেন?

আমরা যদি সারা জীবন বিয়ে না করি, তুই কি করবি?

আমিও করব না।

www.pathagar.com

তাহলে আমি যেমন এই সাহেবের গলায় ঝুলে রয়েছি, তেমন তোর একটা জোগাড় করে দিই, এমন করে ফূর্তি করে বেড়াবি।

আপার কেবল ফাজলামি কথা।

তাহলে এবার ভাল কথা শোন।

শাহীন!

কি মৌ?

এমন করে আর কতকাল কাটাতে হবে আমাদের?

কালের কোন হিসাব দিতে পারব না হয়তো সারা জীবন।

মিথ্যে বলা হল।

কেন?

সন্যাসী ধর্মতো আমাদের নয়। নান সেজে যৌবনকে পুড়িয়ে ছাই করে পবিত্র আত্মার পায়ে অর্ঘ দেওয়া আমাদের কঠোরভাবে নিষিদ্ধ। দু এক গণ্ডা বাচ্চার জীবন যে তোমার বীজে নিহিত রয়েছে তাদের আলোর মুখ দেখাবে না? শুকিয়ে মেরে ফেলবে? তাহলে আসামীর কাঠগড়ায় যে তোমাকে একদিন দাড়াতে হবে শাহীন?

যেটা হবার সেটা হয়েই যাবে। আমি কি করে তার আগমন ঠেকাব মৌ?

ঠেকাতে পারবে না।

তাহলে তুমি কেন আমাকে এতো করে পরীক্ষায় ফেলছো?

এটা যে জোয়ার ঠেকানো ভাটা। ভাটায় না টানলে এ জীবন যে জোয়ারে ভেসে যাবে। এতো কাছে থেকে যদি প্রাণের আবেগ প্রকাশ করতে না পারি তাহলে বাঁচবো কি করে। প্রেমকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায় না। জোর করে চেপে রাখতে গেলে, নিজেকে পিষ্ট করে মূল্যহীন করে দেবে যে।

তাই যদি হয় তোমার প্রেম সজীব রাখার অস্ত্র তাহলে যত পার আমাকে বাজিয়ে নাও, আমি বাধা দেব না।

এর নাম উদারতা। বলতে পার শাহীন, তোমার সাথে এমন করে প্রেমের খেলা করি কেন?

আমি যাদুকর নই তোমার মনের পাতা পড়ে নেব।

আমি সবচেয়ে যাকে বেশী ভালবাসি তাকে তোমার হাতে একদিন তুলে দেব। তাই আমি মনের মত করে তোমাকে গড়ে নিতে চাই।

www.pathagar.com

গড়তে যেয়ে যেন একেবারে ভেঙে চুরে ধুলো করে পথিকের অশ্রদ্ধার পাত্রে পরিণত করে ফেল না।

উপর তলার যে দু'টি ঘর খালি ছিল তার একটিতে শিরিনার থাকার ব্যবস্থা হল। দু'জনের সংসারে আর একজন বাড়লো। মৌকেও তাদের সংসারে চতুর্থ বলে ধরে নেওয়া যায়। প্রতিদিন দুপুরের খাবার এখানে খায়, কোনদিন রাতেও খেয়ে এখানেই থেকে যায়।

তার খেয়ালী জীবন বড় অদ্ভুত। সে যেমন সবার মনে রস জোগায় তেমন কর্মক্ষেত্রে প্রেরণা দেয়। শিরিনাকে কলেজে ভর্তি করে দিয়েছে আবার একটি নাইট স্কুলে নার্সিং শিখতে পাঠায়। মালতী আর শিরিনাকে লিয়াকত গাড়ী করে নার্সিং স্কুলে নিয়ে যায়, দু'ঘন্টা পর আবার নিয়ে আসে। হাসপাতালের পাশে তিন কাঠা জায়গা শাহীনকে কিনতে হল মৌয়ের চাপে পড়ে। তার কথা হচ্ছে মনিকা যখন আমেরিকা থেকে দেশে ফিরে আসবে তখন এই হাসপাতাল চালানোর সমস্ত দায়িত্ব তার হাতে চলে যাবে। এমন বিদেশ ফেরৎ ডাক্তারের থাকবার একটা আধুনিক প্যাটার্নের বাড়ী না হলে মানাবে কেন। সেখানে তিনতলা একটা বাড়ীর প্লান করা হল। হাসপাতালের বিল্ডিংয়ের কাজের সাথে সেটাও চলতে লাগলো। ওদের যেমন কাজের পরিধি বেড়ে চলেছে তেমন খরচও বেড়ে যাচ্ছে। তাই আয়ের উৎসও বাড়ানো প্রয়োজন। গার্মেন্টস কারবারটি বেশ ভালই চলছে। আমেরিকার বাজারে এই শিল্পের উৎপাদিত দ্রব্য প্রবেশের জন্যে মনিকা কয়েকটা কোম্পানীর সাথে সফল চুক্তি করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কাজে কোন ফাঁকি নেই। শাহীনরা যে স্যামপোল পাঠিয়েছিল তা দেখে কোম্পানী চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। আনিসও ইউরোপের বাজারে ওদের তৈরী পোষাক প্রবেশ করাতে পেরেছে। এখন চাহিদা মোতাবেক ওরা সাপ্লাই দিতে পারছে না তাই কারখানা আরও দ্বিগুন বাড়িয়ে দিয়েছে। কাগজে বিজ্ঞপ্তি দিয়ে শ্রমিক সংগ্রহ করেছে। রোজী যোগ্য পরিচালিকা, তার একজন অভিজ্ঞ সাহায্য কারী দরকার। মৌয়ের কলেজ বন্ধু নাসিমা নামের বি,এ পাশ এক যুবতীকে রোজীর সাহায্যে নিযুক্ত করা হয়েছে। নাজিরাও এসে যোগ দিয়েছে।

কয়েকটা কোম্পানীর কাছ থেকে ওরা সুতা, সিট কাপড় ক্রয় করতো। আমদানী রপ্তানী লাইসেন্স করে রফিককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। সে ভারত এবং পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশ থেকে চাহিদা মোতাবেক গার্মেন্টস-এর যাবতীয় মাল আমদানি করছে। মুদি স্টেশনারী ও অন্যান্য মালের যে বিশাল পাইকারী কারবারের দায়িত্ব রফিকের হাতে ছিল, সেখানে মহসীনকে বসিয়ে দেওয়া

www.pathagar.com

হয়েছে। শাহীনের সিলেটী বন্ধুদের মধ্যে যারা বেকার ছিল তাদেরকে খুঁজে বের করে এনে বিভিন্ন কাজে লাগিয়ে দিয়েছে। আকর্ষণীয় বেতন দিয়ে তাদের প্রতিটি কর্মীদের মধ্যে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে কাজের উদ্যম বৃদ্ধি করে দিয়েছে।

এই সংগঠনটি প্রথম দু'টি মাত্র তরুণীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাদের উদ্দেশ্য ছিল ঘর কন্নার আবর্তে বন্দিনী মেয়েদের কাজে লাগানো। পশ্চিমা জগতের মেয়েরা যেমন পুরুষের সাথে প্রতিযোগিতায় প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করেছে তেমন পিছিয়ে পড়া বাঙালী মেয়েরা পুরুষের গলগ্রহ না হয়ে সামাজিক উচ্চ স্থানে আসন করে নিতে পারে কিনা সেটা দেখানো। তবে পশ্চিমাদের মত নারী পুরুষের সাথে যে একটা অন্তরাল আছে সেটা ছিন্ন করে শালীনতার বেড়া ডিঙ্গিয়ে অশালীনভাবে কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ তারা চায় না। বিধাতার দেওয়া নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে নিয়ে, মেয়েদের মাঝে বাঙালীদের অন্তরে যে একটা ভুল ধারণা ছিল সেটা গুড়িয়ে দেওয়ার স্বপ্ন তারা দেখেছিল। তাই তাদের প্রতিটি কর্মক্ষেত্রে যেসব কর্মী নিয়োগ করেছে তার হিংহভাগই মেয়ে। এখানে প্রশ্ন হচ্ছে মেয়েদের সংগঠন তবে কেন ছেলেদের এর মধ্যে টেনে আনা? এ যাবত বাঙালী সমাজে এমন ধারণা বদ্ধমূল ছিল তরুণ তরুণী যুবক যুবতী এক সংগে কোন কাজে লাগলে অশ্লীলতার সয়লাবে কার্যটি সূর্যের মুখ দেখার পরিবর্তে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে বিনাশপ্রাপ্ত হবে। তাই ওরা তরুণীর পাশে তরুণকে রেখেছে যুবতীর পাশে যুবককে রেখেছে।

তারা যেমন আদর্শভিত্তিক সমাজ গঠনের নিমিত্তে বাইরের কর্মক্ষেত্রে সম্মিলিতভাবে সংসার পেতেছে, তেমন প্রকৃতির নিয়ম অনুযায়ী নিজের স্বার্থে ক্ষুদ্র সংসারের কথাটি ভুলে যায়নি। তাই নিজেদের মনের মত করে ছেলেদের তৈরী করে নেওয়ার বিষয়টি স্মরণ রেখে যাত্রা পথ তৈরী করে চলেছে। স্বার্থবাদী সমাজপতিরা যেন কোন ফাঁক ফোকর খুঁজে না পায় সেদিকে প্রখর দৃষ্টি রেখে তাদের অগ্রযাত্রা। সামনে থেকে শাহীনকেই সর্বে সর্বা মনে হলেও এর প্রতিটি পরিকল্পনার মূলে দু'টি নারী হস্ত সর্বদা কাজ করে যাচ্ছে। মনিকা বিদেশে অবস্থান করলেও মৌয়ের সাথে তার যোগাযোগ ঠিকই রয়ে গেছে। তারা প্লান তৈরী করছে, তা বাস্তবায়নের দায়িত্ব শাহীনকে দিয়েছে। শাহীন মৌকে সামনে রেখেই অসাধ্য সাধন করে চলেছে। তার মনে কোন গর্ব অহংকার নেই। শিশু সংগঠনটির যেমন কলেবর বৃদ্ধি পেয়েছে তেমন তার আয়ের উৎসও দিগন্তব্যাপী প্রসারিত হয়ে চলেছে। সেই সাথে উচ্চ মর্যাদাও সর্বদা দুয়ারে এসে হানা দিচ্ছে। সেখানে শাহীনের দেখা নেই। সে কৌশলে নেপথ্যে থেকে মৌ আর মনিকাকে এগিয়ে দেয়। এটা তার দুর্বলতা নয় মহত্ব।

www.pathagar.com

হবিগঞ্জ থেকে ফিরে এসে ভীষণ কর্মব্যস্ততার মধ্যে কয়েক সপ্তাহ কেটে গেল। এর মধ্যে দু'দিন টেলিফোনে মনিকার সাথে ট্রাস্টের ব্যাপারে কিছু জরুরী কথা বার্তা বলেছে। তার প্রেরিত চিঠি সম্পর্কে কিছু বলেনি, সেও এ বিষয়ে জানতে চায়নি। অফিসের উপরের তলায় আর একটি রুম খালি ছিল সেটাতে সে যেন একেবারে স্থায়ী আসন করে নিয়েছে। সেখানে খাট, আলমারী, সোফেচ, ড্রেসিং টেবিল, চেয়ার, একেবারে আধুনিক মানের জড় বস্তু দিয়ে ঘরখানি যেন বেহেশতের টুকরায় পরিণত করেছে। শাহীনই তার এই রুমটি উচ্চমানের করে গড়তে সাহায্য করেছে। তার মা বাবা মাঝে মাঝে এসে মেয়ের খোঁজ খবর নিয়ে যান। আলেয়া বেগমের বিলাসিতার সংসারে যে মানুষ, বাড়ী ছেড়ে নিম্নমানের জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত দেখতে পেলে তারা হয়তো মনে ব্যথা পাবেন, তাই মৌয়ের বাধা সত্ত্বেও শাহীন এমন দামী দ্রব্য সামগ্রী নিজে থেকে ক্রয় করেছে। এ নিয়ে মৌ অভিমান করে শাহীনের বিছানা দখল করেছে। বলেছে অমন রাজকীয় শান শওকতের মধ্যে যাকে মানায় সেই থাকুক। শাহীনও তার অনাবিল হাসি দিয়ে, প্রেম দিয়ে, সোহাগ দিয়ে, তাকে ভুলিয়ে সে বিছানায় নিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে। তাতে মৌয়ের শর্ত পূরণের স্বার্থে শাহীনকেও তার রুমের কিছু দ্রব্য সামগ্রীর পরিবর্তন করতে হয়েছে। মৌ কয়েক বছর ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে পড়াশোনা করেছে। সেখানে হোস্টেলে যে কিভাবে থাকতো আলেয়া বেগম তা প্রত্যক্ষ করেননি। মেয়ের সুবিধা অসুবিধার কথা মনে করে তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠলে সাথে সাথে স্বামীকে পাঠাতেন, মেয়ে কিভাবে আছে তার সংবাদ নিতে। আজ এই বিশাল কর্মক্ষেত্রে নেমে নিকটে থেকেও মেয়ে বাসায় যেয়ে থাকবার সময় পায় না, এতে তিনি খুব উদ্বিগ্ন। তাই প্রায়ই তিনি এসে মেয়ের সংসার যাত্রা দেখে পুলকিত হন। তিনি মেয়েকে বলেন, সবই তো হল, এতোটুকু আর বাকি রাখা কেন?

মৌ বোঝে মা কি বলতে চায়। সে হেসে জবাব দেয়, তোমরা এতো ব্যস্ত কেন মা, আমি তো ভালই আছি।

আমরা যে আরও কিছু ভাল চাই।

মনি দেশে ফিরে আসুক।

শুনলাম আমির সেদেশে বিয়ে করে বসে আছে। সেও যদি জেদ করে সেখানে কাউকে বিয়ে করে থেকে যায়?

অসম্ভব! তেমন বন্ধু আমার নয় মা। তাছাড়া তার বর যে দেশেই ঠিক করেছি। সে কোন দিন আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাবে না মা।

www.pathagar.com

আশ্চর্য তোমাদের নাড়ীর টান। তুমি বর খুঁজেছো তার আর সে খুঁজবে তোমার?

তাই।

তোমরা কি পরস্পর জানো, কার বর কোনটি?

কথায় বলে কামার যা গড়ে মনে মনেই গড়ে। আমাদের অবস্থাও তাই। কেউ জেনে দেখবার প্রয়োজন বোধ করিনি।

আজব কথা। তোমার বরের সন্ধান নাই বা পেলে কিন্তু তুমি যে তার জন্যে যাকে ঠিক করেছ তার নামটা জানতে পারি কি?

তুমি জানতে চেও না মা।

কেন?

বিয়ে মানেই একটা নতুন স্বাদ, নতুন অনুভূতি, নতুন অভিজ্ঞতা। আগে যদি প্রকাশই হয়ে গেল তাহলে নতুনত্ব থাকলো কোথায়?

সে যুগ পেছনের। বর্তমানে ছেলে মেয়ে পরস্পর জেনে বুঝেই তবে বিয়েতে বসে?

এর মধ্যেও যেসব বিশ্বাসযোগ্যতা থাকে না মা। এতেও অনেকে মোহে পড়ে কৃত্রিমতার ভান করে, ভালবাসার বিয়ে অধিকাংশই বিচ্ছেদ ঘটে যায়। আমরা যে অভিনয় করতে জানিনে মা। কর্মক্ষেত্রে আমরা পরস্পর বন্ধু। মেলা মেশায় আমাদের ভাই বোনের সম্পর্ক। তাই প্রতিটি কাজেই আমরা সফলতা পাই। চাঁদের বুকে কলঙ্ক আছে। কবিরা পূর্ণিমা চাঁদের সহস্র বন্দনা করলেও কলঙ্কের চিহ্নটি এড়িয়ে যেতে পারে না। ঐ চাঁদ দেখেই আমরা শিক্ষা পেয়েছি। তাই কলঙ্ক আমাদের স্পর্শ করতে পারে না। এতেই আমাদের গর্ব, এতেই আমরা পরস্পর বিশ্বস্ত।

আলেয়া বেগম মেয়ের আত্মমর্যাদাবোধ দেখে বিস্মিত ও মুগ্ধ হন। তিনি বললেন, এই তারুণ্যের হৃদয়ে যে উচ্ছ্বাস, যে আবেগ, যে প্রেমের জোয়ার ধীর গতিতে বয়ে চলেছে তাতে বাঁধ দিলে কূল ছাপিয়ে চতুর্দিক রসাতল করে ছাড়বে। অতএব তাতে বাঁধ না দেয়াই হবে মধুর মিলনে সাহায্য করা। কেননা, ধীর গতির এই জোয়ার একদিন সাগর সঙ্গমে মিলিত হবেই।

আলেয়া বেগম মেয়েকে আর উত্যক্ত করেননি। তিনি মাঝে মাঝে আসেন আর মেয়ের সম্ভবনাময় উজ্জ্বল মুখচ্ছবি দেখে প্রাণ ভরা দোয়া করে চলে যান।

গতকাল থেকে আকাশে দুর্যোগের ঘনঘটা চলছে। সমস্ত আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মাঝে

www.pathagar.com

মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে। আবার মেঘ সরে যেয়ে সূর্য ফিক্ করে হেসে পৃথিবীর বুকে তার আলোকরশ্মী ছড়িয়ে দিচ্ছে। গতকাল সারাদিন এমনই চলেছে মেঘে সূর্যে লুকোচুরী খেলা। বাইরে কাজে ব্যস্ত থাকায় মৌ বৃষ্টির ছটায় একটু ভিজেছে। রাতের আকাশের মেঘে চাঁদের লুকোচুরিটা দেখতে পায়নি। কৃষ্ণ পক্ষের চাঁদ দেরীতে উঠেছে, তখন ও কাঁথা মুড়ি দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। সকালে উঠে দেখে আজ আরও ঘন মেঘে আকাশ ছেঁয়ে রয়েছে। বৃষ্টির বিরাম নেই। আজ আর সূর্যের দর্শন পাওয়ার সম্ভবনা নেই। গতকালকে ভিজে তার সর্দি ভাব দেখা যাচ্ছে। আবার কাজের চাপ অত্যন্ত বেশী। তৈরী পোষাক রপ্তানীর ব্যাপারে রোজীর সাথে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা রয়েছে। আজ সকালের ফ্লাইটে রফিক ঢাকা যাবে, জাপান থেকে সুতা আমদানীর ব্যাপারে একটা কোম্পানীর সাথে চুক্তিবদ্ধ হতে। তার অফিসে কিছু সময় দিতে হবে। তাদের আজ সারা দিনের কাজের রুটিন তৈরী হয়ে আছে। বৃষ্টি হলেও তাদের বাসায় শুয়ে শুয়ে আরাম করার চিন্তাই করা যায় না। গোসল সেরে খাওয়ার ঘরে যেয়ে দেখে সবাই তার জন্যে অপেক্ষা করছে। শাহীন বললো, দেখতো মালতী, মৌয়ের মুখটা একটু ভার বোধ হচ্ছে না?

তাইতো মনে হচ্ছে।

তোমার সর্দি লেগেছে মৌ?

সামান্য। ওতে কিছু যায় আসে না।

আজকে যে বৃষ্টির বিরাম নেই?

তাই বলে ঘরে বসে প্যান প্যান করে কাঁদবো নাকি?

কবিরা ঝরা বর্ষার সাথে অনেক ক্ষেত্রে নারীকে জড়িয়ে কবিতা লিখেছে। আজ না হয় তোমাদের কাঁদিয়ে সেটা সার্থক করে দিই।

সুপর্ণা, আঁচলের আঘাত না পেলে কবির কবিত্ব আসে না, তাই নারীদের নিয়ে তাদের এতো স্তব-স্তুতি। কবির সাথে নারীর আড়াল করে দাও, দেখবে তার কলম চলবে না। প্রাচীন যুগে মেয়েরাই মুখে মুখে কবিতা রচনা করে গেয়ে বেড়াতো। পরের বুলি কেড়ে নিয়ে আওড়ানো সহজ। আমাদের কাজ বড় কঠিন, তাই কবিতার সহজরূপ আমাদের কোন কাজে আসে না। আমরা গদ্য চাই কবিতা চাই না। যারা ইনিয়ে বিনিয়ে প্রেম করতে চায়, কবিতা তাদের জন্যে।

খাওয়া শেষ করে ওরা উঠে পড়লো। দশটায় বেরুতে হবে। প্রথমে রফিককে বিমান বন্দরে দিয়ে আসতে হবে, তারপর গার্মেন্টস ফ্যাক্টরীতে। এখনও এক ঘন্টা

www.pathagar.com

বাকী। এর মধ্যে লিয়াকত শিরিনাকে কলেজে দিয়ে আসবে। মালতী নীচে তার অফিসের কাজে চলে গেল। শাহীনও তার অফিস রুমে যাওয়ার আগে মৌকে বললো, তুমি একটু বিশ্রাম নাও। সময় হলে আমি ডেকে নিয়ে যাব। মৌ অর্থনীতির একটা বিদেশী ইংরেজী বই নিয়ে শয্যার উপর কাত হয়ে পড়তে শুরু করলো। দশটা বাজতে পনের মিনিট থাকতেই ও প্রস্তুতি নিতে বাথরুমে যেয়ে ঢুকলো। সেখান থেকে বেরিয়ে রুমে ঢুকে পোষাক পরিচ্ছদ পরে নিয়ে ড্রেসিং টেবিলের সামনে যেতেই দেখে একখানা ভাঁজ করা কাগজ সেখানে পড়ে আছে। সেটা তুলে নিয়ে খুলে দেখে তার কাছেই লেখা।

মৌ আমাদের মানস প্রতিমা।

এই ভরা বর্ষার দিনে নিঃসঙ্গ যুবক যুবতীর অন্তরে কি গভীর বেদনা জাগে তা বুঝে দেখার সুযোগ হয়নি। এই সময় প্রেমিক প্রেমিকা যদি নিবিড় আলিঙ্গনে আবদ্ধ থাকে তাহলে কি বুঝবে বিচ্ছেদের কি বেদনা! আমি যদি তোমাকে পাশে বসিয়ে গাড়ী হাকিয়ে যাই কিংবা বাসায় থাকি তোমার পাশে বসে তাহলে বুঝতে পারব কি, এই মুহূর্তে আমাদের নিঃসঙ্গ জীবনে কিসের অভাব? অজানারে জানাও তো একটা বিরাট অভিজ্ঞতা। হৃদয়ের প্রেমকে না ক্ষয়ে এমনইভাবে জীবন্ত করে রাখতে পারি সেটাই তো আমাদের বড় বিজয়। রাগ কর না লক্ষীটি, বুঝতে চেষ্টা কর, আমি তোমাকে কি বোঝাতে চেয়েছি। রাগ সঞ্চার করে দিলাম। ক্ষমা প্রার্থী।

শাহীন।

ছোট লিপিখানি পড়া শেষ করে মৌ ছুটে নীচে নেমে গেল। দেখলো অফিসে শাহীন নেই। মালতীকে জিজ্ঞেস করে জানলো একটু আগেই সে চলে গেছে। বলে গেছে মৌয়ের সর্দি লেগেছে সে আজ বাসায় বিশ্রাম করুক। মৌ উপরে উঠে যেয়ে নিজের বিছানায় ধপাস করে শুয়ে পড়লো। ঝরা বর্ষার মত তার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। কাঁদলও যেন কিছুক্ষণ। কিসের জন্যে কাঁদছে তার উত্তর সে নিজেই খুঁজে পাচ্ছে না, অথচ এমনিই দু'চোখ দিয়ে পানি ঝরছে। ঝরতে থাক অশ্রু, দেখি হৃদয়ে কত কান্না জমা হয়ে আছে। আজ সারাদিন ধরে কেঁদে কেঁদে সব নিঃশেষ করে দেবে। আর যেন কোনদিন সে হৃদয়ে বাসা বাঁধতে না পারে। শাহীন লিখেছে নিঃসঙ্গ জীবন, এই মুহূর্তে কি চায় তাই খুঁজে দেখতে। আমি যে আর কিছু দেখতে পাচ্ছিনে কেবলই দেখছি চোখে বন্যা। কাঁদতে কাঁদতে একসময় মৌ ঘুমিয়ে পড়লো। দুপুর পার হয়ে গেল। মালতী খাওয়ার জন্যে ডাকতে এসে ঘুমাতে দেখে না জাগিয়ে চলে গেল। যখন ঘুম ভাঙলো তখন ঘড়ি

www.pathagar.com

দেখে সে চমকে উঠলো ইস্ পাঁচটা বেজে গেছে। জোহরের নামাজ পড়া হয়নি। সে ক্ষেপে গেল, চিৎকার করে ডাকলো মালতী?

মালতী তখন নীচে অফিসের কাজ করছিল। ডাক শুনে উপরে উঠে এল। তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, শাহীন খেতে এসেছিল?

না।

আমাকে জাগালিনে কেন?

শাহীন ভাই বলে গেল মৌয়ের শরীর খারাপ তাকে বিরক্ত করিসনে।

আমার প্রতি এতো দরদ কেন তোদের? তোরা যে কি ভেবেছিস তা ভেবে পাইনে। দু'ভাই বোনে যুক্তি করে আজকের দিনটা মাটি করেই দিলি। যা কাজ করগে।

মৌ বাথরুম থেকে এসে জোহরের কাজা নামাজ পড়ে আছর পড়ল। মালতী এসে বললো খেতে এসো আপা।

এই অবেলায় কি খাব?

দুপুরে খাওনি।

এখন আর ভাত খাব না। অন্য কি আছে, তাই দে।

মালতী কমলা, পাকা কলা, বিস্কুট আর গরম দুধ দিয়ে গেল। ক্ষিধে পেয়েছে, মৌ সবগুলো খেয়ে নিল। ঘরের মধ্যে একটু পায়চারি করে বেড়ালো। মাগরিবের নামজ পড়ে নীচে শাহীনের অফিসে ঢুকে টেলিফোন করলো মনির কাছে।

হ্যালো–

কে মৌ?

হ্যাঁ, ভাল আছিস?

আছি, তোরা কেমন আছিস?

সবাই ভাল আছে। তোর দীর্ঘ চিঠি পেয়েছি অনেক আগে। দু'দিন তোর সাথে কথা বলেছি কিন্তু চিঠির কথা এড়িয়ে গেছি। তোর প্রতিটি পদক্ষেপই আমার পছন্দমত হয়েছে। তুই যা করেছিস আমি হলেও তাই করতাম। একটা সুখবর দেব?

দিবি না?

খালাম্মার কাছে তুই যে চিঠি দিয়েছিস সেটা মন্ত্রের মত কাজ করেছে। আমিও

www.pathagar.com

সেই চিঠি পড়েছি। খালুজান চিঠি পড়ে পাঁচ দিন ধরে চিন্তা করেছেন। সেই সময়ই আমি আর শাহীন তাদের সাথে দেখা করি। তিনি চিঠির বিষয়বস্তু জানতে চাইলেন। আমি ভয়ে ভয়ে দু'এক কথা বলতেই তিনিই বললেন, আমি সব বুঝতে পেরেছি মা। তিনি সংশয় দূর করার জন্যে আমির বিয়ে করেছে কিনা জানতে চেয়েছিলেন। সে যে তিন সন্তানের বাবা সেটা আমি বলেছি। এও বলেছি তুমি তার সাথে দেখা দাওনি, এতে তিনি দারুণ খুশি হয়েছেন। বলেছেন মিথ্যেবাদী প্রতারকের মুখ দেখা পাপ, মনি ঠিক কাজই করেছে। তারপর শাহীন আর আমাকে বুকে জড়িয়ে সব দুঃখ ভুলে বললেন, ভুল আমাদের, মনির নয়। সে তোমাদের বন্ধু হিসাবে যেমন গ্রহণ করেছে, আমিও তেমন আপন সন্তানের মত গ্রহণ করলাম। সেদিন আমি যে কত আনন্দ পেয়েছি মনি তা তোকে বোঝাবার ভাষা আমার নেই।

তোর কথা শুনে আমিও খুব আনন্দ পেয়েছি। বাবা-মার মনের ব্যথা তোরা দূর করতে পেরেছিস, তার জন্যে তোদের শত ধন্যবাদ।

আমরা কি তোর কাছ থেকে ধন্যবাদ পাওয়ার প্রত্যাশায় ছিলাম, না নিজেদের দায়িত্ব পালনে তৎপর ছিলাম?

ভুল হয়েছে মৌ। আগে আমার মাঝে তোরা ছিলি এখন তোমাদের মাঝে আমি থাকলাম।

আমাদের তৈরী পোষাকের ব্যাপারে তুই যে কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করে দিয়েছিস তাদের সাথে লেনদেন চলছে। আনিসও ইউরোপের বাজারে ঢুকতে সাহায্য করেছে। আমরা ফ্যাক্টরী বাড়িয়েছি, তাই তুই সুযোগ পেলে আরও দু'একটা কোম্পানীর সাথে যোগাযোগ করতে পারিস কিনা দেখিস।

সেটাও তো আমার একটা দায়িত্ব। বাবা-মাকে, মামা-মামিকে আমার সালাম ও শ্রদ্ধা জানাস। আল্লাহ হাফেজ।

মৌয়ের মনটা হালকা হয়ে গেল। মনিকা যে পিছনে রোমাঞ্চজাগা দিনগুলো ভুলে যেতে পেরেছে তাতে আর যা হয় হোক সে খুব তৃপ্তি পেয়েছে। অলৌকিকভাবে তার সাথে বন্ধুত্ব হওয়ার পর থেকে ভালবাসার যে আবরণটি উভয়কে বড় করে এক দেহ এক প্রাণ দিয়েছে সেটিকে ওরা দু'টিতে কেউ উপেক্ষা করতে পারে না। সেই তার বন্ধুকে আদর দিয়ে সোহাগ দিয়ে নিখুঁত যুক্তির তীক্ষ্ণ শলাকা দিয়ে, সে যে কৃত্রিম জালে জড়িয়ে পড়েছিল তা ছিন্ন করে স্বপ্ন দেখাতে সক্ষম হয়েছে। এতেই তার বন্ধুত্বের মর্যাদা রক্ষা পেয়েছে। বাহিরে তখনও মৃদু বর্ষণ হচ্ছে। মৌ

www.pathagar.com

সেদিকে ঘৃণাভরে একটু চেয়ে দেখে চেয়ারে যেয়ে বসলো। শাহীন তাকে পরীক্ষা করতে চেয়েছে, মনে পড়াতে তার হাসি পেল। শাহীনই তাহলে জিতে গেল। সে চলে গেলে আমি কাঁদলাম কেন। আমি তাকে আমার নিজের করে কোন একটি দুর্বল মুহূর্তেও কল্পনায় আনিনি। আমি তার সঙ্গ দিয়েছি, সে যে উভয়ের কল্যাণের জন্যে। আমাদের ঘনিষ্ট মেলা মেশায় উভয়েই সংযম পালন করছে এটাতো মিথ্যে নয়। আমি তাকে মনের মত করে গড়ে নিচ্ছি কেবল আমার বন্ধুর পাশে চিরস্থায়ী আসন করে দেয়ার জন্যে। আমি মনিকে নিয়ে কি ভাবছি আর সে আমাকে নিয়ে কি ভাবছে সময়ের আগে কেউ তা প্রকাশ করার প্রয়োজন অনুভব করিনি। আজ আমি শাহীনের কাছে হেরে গেলাম।

শাহীন বাসায় এলো রাত দশটায়। প্রথমে সে হাসতে হাসতে মৌয়ের ঘরে ঢুকে জিজ্ঞেস করলো কেমন আছ মহারাণী ?

আগে রাজার সন্ধান করে তবে রাণীর খোঁজ নিও।

সেই দায়িত্ব যে আমি পাইনি মৌ।

কে পেয়েছে?

ডাঃ মনিকা চৌধুরী।

তোমাকে কে বলেছে শাহীন?

বলতে হয় না এমনই জেনে গেছি। শাহীন তো আলাদা জগতের বাসিন্দা নয়, মৌ আর মনিকার ভুবনের জীব।

গুরুকে ছাড়িয়ে শিষ্যের উর্ধ্ব জগতে পদার্পণ। এটা কিন্তু বাড়াবাড়ি হচ্ছে শাহীন?

আমার এই অনধিকারচর্চার জন্যে শাস্তি আজ্ঞা হোক মহারাণী।

শাস্তি যখন চাইলে তখন আমি দিতে কার্পণ্য করব কেন? তোলা রইল সেটা, যেদিন রাণীর আসন অলংকৃত করব সেদিন কিন্তু ক্ষমা চাইতে পারবে না।

অপরাধ করে শাস্তি চেয়েছি, মাফ চাইনি।

বাহাদুর বটে। সেই দিন এলে পরীক্ষা হবে। আচ্ছা শাহীন! আমরা যে হাসপাতাল আর বাসভবন করছি, সেটা খালা খালুকে দেখনো ভাল ছিল না? আমার মনে হয় তাদের অন্ধকারে রাখা ঠিক হবে না।

আমিও যে মনে মনে একথা ভাবিনি তা নয়, তোমার মুখ দিয়ে প্রস্তাবটি শুনবার অপেক্ষায় ছিলাম।

www.pathagar.com

বিধাতা কি উপাদান দিয়ে যে তোমার মাথাটা বানিয়েছেন তা বোধগম্য নয়। আমরা যেটা সাধনা করে বের করি তার আগেই সেটা তোমার মাথায় গজিয়ে যায়।

সেটা আমার প্রতি প্রভুর করুণা।

আমি একটা কথা বলবো, শুনবে?

আমি কি তোমার আজ্ঞাবহ? দাবী করবে আর আমাকে তা পূরণ করতে হবে।

যদি বলি আমার আদেশ?

সেটা আমি মানতে বাধ্য।

বকুলের বিয়ে হয়েছে অনেক দিন হল তার স্বামী কি করে তা জানিনে। আমি চাই তাদের এই শহরে নিয়ে এসে একটা কাজের দায়িত্ব দিই। আর ছোট ভাই দু'টিকে প্রৌঢ় বাবা মার ঘাড়ে না চাপিয়ে এখানে নিয়ে এসে লেখা পড়া করার ব্যবস্থা করা হোক।

বকুল আর তার স্বামীকে নিয়ে আসতে রাজী আছি কিন্তু বাবা মাকে নিঃসঙ্গ করে ছোট ভাইদের আনতে রাজী নই। সেখানে থেকেই তারা পড়া-শোনা করবে, আমি যখন হবিগঞ্জে যাব, তখনই খোঁজ খবর নিলেই যথেষ্ট হবে।

তুমি কৌশল করে আজ আমাকে বাসায় ফেলে রেখে যেয়ে উত্তম কাজ করেছো। আজ কেবলই বকুলের কথা, ছোট ভাইদের কথা বার বার মনে পড়ছে।

তাহলে তুমিই জিতেছ, আমি হেরে গেলাম।

মৌ হি হি করে হেসে বললো, জেদ করে উস্তাদি করতে গেলে হারতে হয়। এখন বল হবিগঞ্জে কবে যাবে?

প্রস্তাব যখন তোমার, দিন তারিখ আমি কোন সাহসে ফেলি?

তোমাদের বাড়ী কাচা রাস্তায় কিছুদূর যেতে হবে, তাই বর্ষাটা থেমে গেলে যাব, কি বল?

তাই হোক।

এবার চলো খেয়ে আসি। মালতী অনেকক্ষণ হয় ডেকে গেছে।

বকুল শাহীনের এক মাত্র বোন। খুব মেধাবী মেয়ে ছিল সে, কিন্তু বাবার আর্থিক সচ্ছলতা না থাকায় অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত যেয়েই থামতে হয়েছে। তার বিয়ে হয়েছে চা বাগানের এক কেরানীর সাথে। বর্তমানে দু'টি ছেলে মেয়ের মা। মধ্যবিত্ত সংসারের বউ হয়ে ও এসেছিল। প্রথম কয়েক বছর শ্বশুর-শাশুড়ীর, ননদ

www.pathagar.com

ভাজদের স্নেহ ভালবাসা পেয়ে আনন্দেই দিন গেছে। তার পর এক বছর এপিঠ ওপিঠ, বৃদ্ধ শ্বশুর-শাশুড়ী যখন দুনিয়া ত্যাগ করলেন তখন থেকেই সে সংসারের বোঝা হয়ে পড়ে। দুই ভাই তিন বোনের সংসার। বোনদের আগেই বিয়ে হয়ে গেছে। ভাইয়েরা বাবা বেঁচে থাকতেই সংসারে সাহায্য করত। কেউ ছোট খাট চাকুরী, কেউ কৃষাণের কাজ, কেউ ক্ষুদ্র ব্যবসা নিয়ে থাকতো। ছোট ভাই মশিয়ারকে বাবা শখ করে বিয়ে দিয়েছেন অল্প বয়সেই। ছোট বউ দেখবে শেষ জীবনের শেষ আশা। আশা তারা পূরণ করে গেছেন কিন্তু ছেলের কোন আয়ের উৎস সৃষ্টি করে দিয়ে যেতে পারেননি। ছেলে বউকে রাজরাণীর মত করে রেখে গেছেন। মশিয়ার বাবা-মার আদুরে ছেলে। ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করার মত মন মানসিকতা তৈরী হওয়ার আগেই সুন্দরী বউ পেয়েছে। এতো দিন প্রায় খেলাচ্ছলেই সময় পার করে এসেছে। সংসারের কর্তা যখন তাদের কর্মক্লান্ত জীবনকে চিরবিশ্রাম দিতে পরপারে চলে গেলেন, তখন ভাই ভাবীদের ব্যবহার শান্ত থেকে দিনে দিনে উত্তপ্ত হতে শুরু করলো। মশিয়ার আর বকুল মনে করলো তাদের পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। তখন তারা যেন শূন্যের উপরে ভেসে রয়েছে। এতোদিনের স্নেহ ভালবাসায় ভরা তাদের সুন্দর নীড়টি যেন তলিয়ে যাচ্ছে অতল সমুদ্রে। যেখানে কোন উপায় নেই। বেকার মশিয়ারের দু'চোখে অন্ধকার নেমে এলো। সেই সময় শাহীন অনেক চেষ্টা চরিত করে এই কেরানীর চাকুরীটি পাইয়ে দিয়েছিল। যে বেতন পায় তাতে দু'টো বাচ্চা নিয়ে চার জনের সংসার কষ্টে সৃষ্টে যায়। বকুলের সাথে মৌয়ের কোন পরিচয় ইতিপূর্বে হয়নি। সে যে শাহীনকে নিয়ে উচ্চ ভাবনা করে রেখেছে তার বাস্তবায়ন অবশ্যই সে একদিন করবে। তাই সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার বাবা মা, ভাই বোনদের মলিন অথচ উজ্জ্বল মুখচ্ছবিগুলো শাহীনকে জোর করেই নিয়ে এসেছে বকুলের বাড়ী। বকুল মৌকে কোনদিন দেখেনি, তাদের সাথে ওর কিসের সম্পর্ক, কি বলে তাকে সম্বোধন করবে?

অবাক হয়ে সেই সূত্র খুঁজছিল। মৌ বুঝতে পেরে হাসি মুখে বললো, অবাক হয়ো না বোন। আমি– আপা।

আপা?

হ্যাঁ, আমি তোমার ভাইয়ের বন্ধু।

বিস্মিত বকুল আরও অবাক হয়ে গেল। এমন দু'টি পূর্ণ বয়সের যুবক যুবতী বন্ধুর পরিচয়ে পাড়াগাঁয়ের এই গোঁড়া সমাজের বুকে এসেছে কোন্ সাহসে! তার ভাসুর ভাজরা এ পরিচয় পেলে নাক শিটকিয়ে মুখে কাপড় গুঁজে দূর দূর করে ঘৃণা ঝরিয়ে দেবে যে! ভাল মন্দ কুশল বিনিময়ের কথা বকুল ভুলে গেল। সে বললো

www.pathagar.com

ভাই! এলে তো ভাল কিন্তু আমার গলে ফাঁস লাগিয়ে দিয়ে যাবে তা ভেবেছ?

মৌ বুঝতে পেরে তখনই বললো, এতো বড় ডাঙ্গর মেয়ে গলায় ঝুলিয়ে তোমার ভাই মুন্সি বাড়ি এসেছে, এই তোমার উদ্বেগের কারণ, তা বুঝতে পরছি। ভয় নেই। আমরা তোমার গলায় ফাঁস লাগতে আসিনি, খুলতে এসেছি।

বকুল বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চেয়ে রইলো।

তার মাথায় হাত বুলিয়ে মৌ বললো পাগলী বোন। কিছুই বোঝে না, এখনই তোদের ঘর শুদ্ধ সব নিয়ে গাড়ী বোঝাই করে মুন্সি বাড়ীর মানুষ ছি ছি করার আগেই হাওয়া হয়ে যাব বুঝলি?

বকুল এবারও কিছু না বুঝে মাথা নাড়লো।

তাও বুঝলিনে? আমরা তোদের হাইজ্যাক করতে এসেছি, মুন্সি বাড়ী থেকে নিয়ে একেবারে চৌধুরী বাড়ী উঠিয়ে দেব। মশিয়ার কোথায়?

কাজে চলে গেছে।

ছেলে মেয়ে?

মেয়েটি স্কুলে গেছে, ছেলেটি ঘুমিয়ে আছে।

মশিয়ার বাড়ী এলে বলবি, আমার ভাই এসেছিল, আমাদের একবারে সিলেটে নিয়ে যাবে। চাকুরী ইস্তফা দিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতে বলেছে। তিনদিন পর এসে নিয়ে যাবে।

আমাদের বাড়ী ঘর?

থাকবে এখানে পড়ে, তোর ভাসুররা ভোগ দখল করবে।

পরে এসে তো আর ঘরে উঠতে পারব না।

আর কোন দিন এখানে ফিরে আসতে হবে না। তোর ভাইয়েরা ধীরে ধীরে উপরে উঠে যাচ্ছে। বোন নীচেই পড়ে থাকবে তা কি ভাল দেখায়। তুই তো অল্প বয়সে বুড়ী হয়ে গেছিস, তাই বলে ছেলে মেয়েদেরও কি মুন্সি বাড়ীর চার দেওয়ালের মধ্যে আটকিয়ে রাখতে হবে? তাদের ভবিষ্যত তোর ভাইয়ের প্রজন্মের সাথে দেখতে হবে না? আমরা আজ আসি। তিন দিন পর এসে নিয়ে যাব। কোন ওজর আমি দেখতে পরব না।

আমার জায়েরা যে এখনই আমাকে চেপে ধরবে, তোর ভাইয়ের সাথে ও কে এসেছিল কেন এলো।

www.pathagar.com

বুঝেছি মুন্সি বাড়ীর বউ । ভাইয়ের বন্ধু বলে পরিচয় দিতে পারবিনা, তাই না?

বকুল মাথা নেড়ে জানালো, হ্যাঁ।

মৌ মুচকি হেসে বললো, সোজা কথায় বলবি, ভাইয়ের বউ। এবার পরিচয় দিতে তো লজ্জা পাবিনে তাই না?

না।

অনর্থক হাঙ্গামায় পড়ার চেয়ে তাই বলে দিস।

মুন্সি বাড়ী থেকে ফিরে এসে হবিগঞ্জের ট্রাস্টের অফিসে গেল। সেখানে নতুন ঘর করা হয়েছে। কাজের পরিধি খুব বেড়ে গেছে। ইতিমধ্যে শীলা এসে নীলিমার সাথে যোগ দিয়েছে। তারা নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুঃস্থ মানুষের সেবা করে এলাকায় ভাল সুনাম অর্জন করেছে। দু'বন্ধু খুব খুশী হল তাদের সেবা পরায়না দেখে। সিলেটের মত এখানে আরও কাজের পরিধি বাড়ানো যায় কিনা, শীলা আর নীলিমাকে নিয়ে পরামর্শ করলো। দেখলো এখানেও ট্রাস্টের নামে ব্যবসা করার অনেক সুযোগ আছে। বিশেষ করে একটা চা বাগান কেনা যায় কিনা সেটা খতিয়ে দেখতে দোষ কি? সব জায়গায় তাদের কার্যক্রম চলছে ভাল কেবল মৌলভী বাজারে ঝিমিয়ে পড়েছিল। বার বার তাগাদা দিয়ে যখন প্রফেসর দম্পতিকে সজাগ করতে পারলো না, তখন বাধ্য হয়েই তাদের বাড়ী ছেড়ে দিতে হয়েছে।

ট্রাস্ট গঠনের প্রথম পর্যায়ে যারা ছিল তাদের মধ্যে নাজনীনও ছিল।

কিন্তু দুভার্গ্য প্রফেসরের গিন্নী হয়ে সেই মন মানসিকতা হারিয়ে ফেলেছে। প্রথমে ওরা প্রফেসর সাহেবের দিয়ে অনেক উচ্চাশা করেছিল কিন্তু এমন শিক্ষিত মানুষের মধ্যে যে পেছনের সেই মরিচা পড়া গোড়ামী রয়ে গেছে, তা বন্ধুরা বুঝতে পারেনি। শেষ পর্যন্ত অতি দুঃখের সাথে প্রতিষ্ঠাতা একজন সদস্যাকে বাদ দিতে হয়েছে। আতিয়া, সুরভী আর আবিদাও প্রাথমিক সদস্য ছিল। এইচ.এস.সি পাশ করে তাদের পারিবারিক চাপে বিয়ে করতে হয়েছিল। মৌ আর মনিকা অনেক চেষ্টা করেও তাদের ধরে রাখতে পারেনি। হালে অনেক সাধ্য সাধনা করে তাদের আবার ফিরিয়ে আনতে পেরেছে। এখন ওরা আর আগের মতই হালকা নেই, মাথা ভারী হয়ে গেছে। সবাই ছেলে মেয়ের মা হয়ে গেছে। সংসারে সচ্ছলতা আনার জন্যে তারা আবার পুরনো জায়গায় ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। আবিদাকে তার স্বামীসহ মৌলভী বাজারে পাঠানো হয়েছে। তিন বাচ্চার মা হলেও খুব পরিশ্রমী মেয়ে। নতুন বাড়ী ঠিক করে ট্রাস্টের সুনাম বৃদ্ধির আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছে।

www.pathagar.com

আতিয়াকে দিয়েছে রফিকের সহকারী হিসাবে। সুরভী রোজীর সাহায্যকারী হিসাবে কাজ করছে। আরও কিছু শিক্ষিতা কর্মঠ মেয়ে তাদের প্রয়োজন। ওরা অন্ততঃ বিশজনকে নার্সিং শিখাতে চায়। আর ছয়জন হলেই তাদের আশা পূর্ণ হয়।

সন্ধ্যার পরে ওরা চৌধুরী ভবনে যেয়ে উঠলো। খালা খালু দু'জনেই তখন বাসায় ছিলেন। ওদের পেয়ে খুব খুশী হলেন। ওরা সালাম জানিয়ে তাদের দোয়া নিল।

মুনীর চৌধুরী হাসি মুখে বললেন তোমরা স্কুল কলেজের জন্যে যে জমি কিনতে চেয়েছিলে সেটা তোমাদের এই ছেলে কিনে ফেলেছে।

শহর থেকে অনেক দূরে নির্জন পাহাড়ী টিলা। খুব মনোরম জায়গায়। দেখলে তোমরা খুব খুশী হবে বলে আমার বিশ্বাস। কালই তোমাদের সে জায়গাটা দেখিয়ে নিয়ে আসব। একসাথে পাঁচ বিঘার মত পেয়ে গেলাম, সবটাই নিয়ে নিলাম। কি বল বাবাজী, ভাল হয়নি?

অবশ্যই ভাল হয়েছে খালুজান। আপনার তীক্ষ্ণ প্রজ্ঞার কাছে আমরা কোন্ ছার। আপনি অল্প সময়ে যা করেছেন, আমাদের করতে অনেক বছর লাগতো। আমরা আর একটা পরামর্শ আপনার কাছে চাই।

বল।

একটা চা বাগান কেনা এবং কিনলে কোন সুবিধা অসুবিধা হবে কিনা জানতে চাই।

বাংলাদেশের চা বিদেশে ভাল চাহিদা আছে। বাগান কিনতে পারলে খুব ভাল হয়। না হলে নতুন বাগান তৈরী করে নেওয়ার সুযোগ আছে।

এ ব্যাপারে আমরা আপনার সাহায্য চাই।

আমার নিজেরই তো চা বাগান আছে, অতএব ওটা চেষ্টা করতে অসুবিধা নেই।

বেয়াদবি মাফ করবেন। বুড়ো ছেলেকে বার বার কষ্ট দিচ্ছি। চৌধুরী সাহেব হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, বাবা-মার আব্দার রক্ষা করতে কষ্ট হবে কেন? এতো আনন্দ পাওয়ার কথা। আমি একটা চিন্তার মধ্যে ডুবে আছি মা, সেটার থেকে মুক্তি পেতে চাই। হয়তো তোমাদের সাহায্যের প্রয়োজন হবে।

সাহায্য আবার কি খালুজান? আপনার চিন্তামুক্ত করতে আমরা সর্বস্ব ত্যাগ করতেও কুণ্ঠিত নই। বলুন কিসের চিন্তা আপনাকে পীড়া দিচ্ছে?

কয়েক দিন আগে আপা এসেছিলেন। খুব কান্নাকাটি করলেন। আমাদের উপর

www.pathagar.com

ভীষণ চটে আছেন। তার ছেলে দেশে ফিরছে না কেন? আবার মনি কেন সেদেশে গেল? তার ছেলের জন্যে আমাদের দোষারোপ করছে। আমরা নাকি তার ছেলের মাথা খেয়েছি। ছেলে বৌয়ের হাতে খেতে দেব না বলে ষড়যন্ত্র করে আগে ছেলে সরিয়েছি, পরে মেয়েও বাড়ী থেকে সরিয়ে দিয়েছি। এমন সব আবোল তাবোল বলছে মা?

মৌ তার খালুর ডান হাত ধরে বললো, আপনি এ নিয়ে একটুও চিন্তা করবেন না খালুজান। আমরা কালই তার কাছে যাব। কি করে তাকে ঠাণ্ডা করতে হবে, সেই কৌশল আমাদের জানা আছে।

তার কাছে তোমরা যাবে?

যাব।

তোমাদের দেখে যে একেবারে আগুন হয়ে যাবে আমার আপা?

আগুন নিভাতে পানির দরকার। তা আমাদের কাছে মজুত আছে।

কি জানি মা, আবার যেন উসকে যায় না, তাহলে আমাদেরও পুড়িয়ে মারবে।

ভয় নেই, আপনি নিশ্চিন্তে থাকুন। দেখবেন এরপর ফুফু আর কোন দিন এ বিষয় নিয়ে কথা তুলবেন না।

সকালে চৌধুরী সাহেব শাহীন আর মৌকে নিয়ে গেলেন তার ক্রয়কৃত স্থানটি দেখাতে। জায়গাটি তাদের এত পছন্দ হয়েছে যে বার বার খালুর প্রশংসা না করে পারলো না। মৌ বললো এমন একটা নিরিবিলি জায়গাই তারা চেয়েছিল। খালুজান আমাদের মনের কথা না জেনেই ঠিক তেমনই স্থান বেছে নিয়েছেন। এখানে স্কুল কলেজ, সেবা নিকেতন, সব করা সম্ভব হবে। ভবিষ্যতে শহরে অফিসটি রেখে সেবা কেন্দ্রটি এখানে উঠিয়ে আনা যাবে।

খালুজান আমাদের সাথে সিলেট যেতে হবে।

কেন মা?

আমরা সেখানে কি করছি, সেটা আপনাকে দেখাব। আপনি দেখবেন ভুলত্রুটি হলে পরামর্শ দেবেন। আজ পর্যন্ত কেবল আপনি ছাড়া আর দ্বিতীয় কোন মুরুব্বি মানুষের সাহায্য আমরা পাইনি খালুজান!

যত পার এই বুড়োকে খাটিয়ে নিতে পার, পরিবর্তে আমি তোমাদের হাসি মুখ দেখতে চাই মা?

আপনাদের দোয়া খুব শক্তিমান। আকাশ থেকে আলো ছিনিয়ে নিয়ে এসে

www.pathagar.com

আমাদের পথ দেখায়, তাই আমরা মিথ্যেকে এড়িয়ে সত্যের পথে চলি। আল্লাহ আমাদের প্রতি করুণা করেছেন। তিনি সব বাধা অপসারণ করে হাসপাতালের সব উপকরণ যুগিয়ে দিয়েছেন খালুজান ।

খালুকে বাসায় রেখে তারা ফুফুকে শান্ত করতে করিমগঞ্জের পথে বেরিয়ে পড়লো। তাদের বাড়ী যখন পৌছলো তখন দ্বিপ্রহর অতীত। প্রথমে ফুফু তাদের আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পরলেন না। মৌ তার অসাধারণ প্রজ্ঞার বলে বিজ্ঞের মত ফুফুর অন্তর জয় করতে সক্ষম হয়। নিয়তির লেখন যে কেউ খণ্ডাতে পারে না তার অনেকগুলো উদাহরণ পেশ করে ধার্মিক প্রৌঢ়ার হৃদয় গলিয়ে দিতে পারলো। শেষ পর্যন্ত ফুফু খোদার লিখিত ভাগ্যলিপির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে ঈমানের দুর্বলতা ঝেড়ে ফেলে দিলেন। নতুন করে খোদার প্রতি পূর্ণাঙ্গ বিশ্বাস নিয়ে বাকী জীবন কাটানোর অঙ্গীকার করলেন।

বাইশ

তিন দিন পরেই স্বামী ছেলে মেয়েসহ বকুলকে নিয়ে শাহীন আর মৌ হবিগঞ্জে চলে এলো। মুন্সি বাড়ী থেকে তাকে বের করতে অনেক বেগ পেতে হয়েছে। মেয়েরা পর্দা ভেঙে বাইরে যেয়ে হ্যাংলামী করবে, তা তাদের পছন্দ নয়। এটা যে পর্দার নিয়ম লঙ্ঘন করা হচ্ছে না তা ওরা বুজতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তাদের অনমনীয় মনোভাবের কারণে মশিয়ারের বড় ভাই বলেছে, তোমার বোনকে যদি তোমরা নিয়েই যেতে চাও, যাও। আর যেন কোন দিন এই ভিটেয় এসে পা না দেয়। মৌ তখনই বলেছে, আপনার ভাইয়ের জন্মগত অধিকার আছে, তবু সে হয়তো কোনদিন না এলেও কথা নেই, তবে তার মেয়ে যেদিন গাড়ী হাকিয়ে তার পৈতৃক ভিটায় বেড়াতে আসবে সে দিন কিন্তু ঠেকাতে পারবেন না।

মৌয়ের কথা শুনে চোখ কপালে তুলে তিনি বললেন, আমাদের ভাইঝি আসবে গাড়ী চালিয়ে! ছি ছি বললে কি তুমি! বেহায়া মেয়ের কথা শুনে ঘৃণা ধরে যায়।

আমাদের দেখে ঘৃণা বোধ করছেন, এমন একদিন আসবে, সে দিন এই মুন্সি বাড়ীর ছেলে মেয়েরা ধর্ণা দেবে বেহায়া মেয়েদের কাছে। বাকযুদ্ধ অনেকক্ষণ হল। শেষ পর্যন্ত মশিয়ারের ভাই ভীষণ ক্ষেপে যেয়ে বাড়ীর বাইরে চলে গেলেন। ওরা সব গুছিয়ে নিয়ে গাড়ী চেপে বসলো। পরদিন সকালে খালাখালুকে নিয়ে সিলেটের পথে বেরিয়ে পড়লো। বকুল মনমরা হয়ে বসে আছে। শ্বশুর-শাশুড়ী

www.pathagar.com

বেঁচে থাকতে তার ভাসুরেরা তাকে খুব ভাল বাসতো । যত্ন করে কত কিছু তাকে দিত। আর আজ তাদের মুখ দিয়ে সেই ভিটের দাবী ছাড়বার কথা বের হল কি করে? তার মলিন মুখ দেখে মৌ অনেক করে বুঝালো, শহরে যেয়ে প্রথম প্রথম হয়তো ভাল লাগবে না, পরে আর সেখানে বসে গ্রামের কথা মনেই পড়বে না। ছেলে মেয়ে হয়েছে হয়তো আরও হবে। তাদের লেখা পড়া শিখাতে হবে, বড় বড় বিদ্বান তৈরী করতে হবে। তারা দেশ ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবে। তুই যেখানে বাস করতিস, সেখানে বসে এমন আশা করা দুরাশাই বলা যায়। তোর ভাইয়েরা দিনে দিনে উন্নতির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে, তুই তাদের একমাত্র বোন। তাদের মনের আশা, বোনকে উপরে তুলে নিয়ে এসে তাদের সারিতে স্থান করে দেয়া। আমি তোকে নার্সিং শেখাব। হাসপাতালের ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে রোগগ্রস্থ অসহায় মানুষের সেবা করবি। মুন্সিবাড়ী থেকে যে পুণ্য সঞ্চয় করতিস, তার চেয়ে হাজার গুন পুণ্য তার মধ্যে পেয়ে যাবি। তোর স্বামীকে ভাল চাকুরী দেব। সুখে শান্তিতে ঘর সংসার করবি। পেছনের সুখ দুঃখ পর্ব ভুলে যা। আগামী দিনের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা রাখ। তুই যে ভাবী পাবি সে সাধারণ কোন মেয়ে নয়, সোনা দিয়ে গড়া। যেদিন তোর সাথে পরিচয় হবে, সে দিন থেকে একদণ্ডও তাকে ছেড়ে কোথাও থাকতে চাইবি না। এমন ভবিষ্যৎ বাণী আমি আগেই তোকে শুনিয়ে দিলাম। তাই তোকে যেন দূরে থাকতে না হয় তার প্রস্তুতির জন্যে নার্সিং শিখতে হবে। পাশে বসে রেবেকা চৌধুরী মৌয়ের কথা মনযোগ দিয়ে শুনছিলেন। শেষের দিকে তিনি কিসের যেন ইঙ্গিত পেলেন যা তার মনের মধ্যে একটা প্রবল আনন্দের শিহরণ বয়ে গেল। তিনি মাথা নীচু করে মনে মনেই দোয়া করলেন, হে আমার প্রতিপালক তুমি গায়েবের খবর রাখ। হৃদয়ের ধন নয়নের মনির পাশে যার মুখচ্ছবি তুমি আমার সামনে ভাসিয়ে নিয়ে এসে অন্তরের অন্তস্থলে বসিয়ে দিয়েছ, সেটা যেন আর স্থানচ্যুত না হয়। দয়াময়, তুমি এই অধম বান্দির মিনতিটুকু কবুল করে নাও।

মৌ খালাম্মার মাথা নোয়াতে দেখে বুঝে নিল, স্পষ্ট না বললেও কাকে রকুলের আগামী দিনের ভাবীর মর্যাদায় বসিয়েছে, তা নিশ্চয় তার বুঝতে কষ্ট হয়নি। সে তার হৃদয়ে প্রশান্তি লাভ করলো। চৌধুরী দম্পতি তার মেয়ের বন্ধুদের এতো বিশাল আকারের প্রকল্প দেখে বিস্ময়ে আনন্দে অভিভূত হয়ে গেলেন। মানব সেবার এতো বড় আকাশচুম্বি পরিকল্পনা সাধারণ মানুষের দ্বারা তো সম্ভবই নয়, কোটিপতিদেরও এমন স্পর্ধা করার সাহস হবে না। দেশে কত সহস্র সহস্র চিকিৎসক আছে, কিন্তু এমন ত্যাগের মনোভাব নিয়ে কয়জনকে এগিয়ে আসতে

www.pathagar.com

দেখা যায়! এসব ছেলে মেয়েদের কতনা বুকভরা আশা। তাদের বন্ধু বিদেশী স্বীকৃতি নিয়ে ডাক্তার হয়ে দেশে এসে এই হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করবে। সেবার নামে যারা স্বীয়স্বার্থে ব্যবসা শুরু করেছে তাদের মোকাবেলায় এমন সাহসী পদক্ষেপ যারা নিতে পারে তাদের হৃদয় কত উদার, চেতনার কত তেজস্মিতা, তা কল্পনা করাও যে কোন মানুষের পক্ষে দুঃসাধ্য। হাসপাতালের দ্বিতলের কাজ শেষ হয়ে গেছে, তৃতীয় তলার কাজ চলছে। পাশে যে বাসভবনটি হচ্ছে তারও দ্বিতলের কাজ শেষ। তিনতলার কাজ কিছুদিন পরেই আরম্ভ হবে। মৌ বললো, খালাম্মা! এই খানে আমরা দু'বন্ধুতে চির জীবনের মত সুখ দুঃখের সংসার পাতবো। আমরা যেন মৃত্যুর আগ পর্যন্ত পরস্পর বিচ্ছিন্ন না হয়ে যাই এই কামনা করি। আপনাদের নেক দোয়াই আমাদের কামনা সিদ্ধ হবে।

রেবেকা বেগম মৌয়ের চিবুকে হাত দিয়ে বললেন, সব প্লান তোমরা নিজেরাই করলে। তোমাদের প্রতি আমাদের যে আকাশচুম্বি আকাঙ্খা রয়েছে, তা পূরণ করতে দেবে না মা?

এতো বড় অবিবেচক আমরা নই খালাম্মা! আমাদের চলার পথে যদি ভুল দেখতে পান, আপনাদের আকাঙ্খার বাইরে যদি আমরা পা বাড়াই, ফিরিয়ে আনার দায়িত্বটুকু বহন করতে হবে খালাম্মা! আর যদি আপনাদের চাওয়া পাওয়ার সাথে আমাদের মনের আকাঙ্খার প্রতিফলন দেখতে পান, তাহলে হৃদয় নিঙড়ে স্নেহের অমৃত রস দিয়ে সিক্ত করে দেবেন। মনির পাশে যাকে আমি নির্বাচন করেছি, সে একটা সোনার টুকরো ছেলে খালাম্মা! সহস্র যুবকের সাথেও তার তুলনা হয় না। এমন দুরূহ কাজ সে সমাধা করে চলেছে, তার সামনে বড় বড় মাথা ওয়ালারা লজ্জায় মাথা নীচু করে পাশ কাটিয়ে যায়। তার সোনার হাতের স্পর্শ যেন মায়াময় জাদু দিয়ে ভরা। এতো কৃতিত্বের দাবীদার এতো প্রশাংশা পাওয়ার যোগ্য পাত্র অথচ সে কিছু নিতে চায় না। সযত্নে সবটুকু পাওনা মনি আর আমার জন্যে তুলে রাখে। আমার মনের কথাটি জানাব বলেই আপনাদের কষ্ট দিয়ে এখানে নিয়ে এলাম। আমরা দু'বন্ধুতে কেমন সংসার পাতব তাই দেখাতে। মনির বরের নাম প্রকাশ্যে না বললেও বুঝতে নিশ্চয় আপনার কষ্ট হয়নি। বলুন খালাম্মা! আমার নির্বাচন ভুল হয়েছে কিনা?

রেবেকা চৌধুরী মৌকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে টেনে নিলেন। চিবুকে একটি চুম্বন দিয়ে বললেন, মায়ের পছন্দ কি ভুল হতে পারে।

একবার মনে প্রবল আঘাত পেয়েছেন সেটা ভুলতেই আমার প্রচেষ্টা। বলুন আমরা জিতেছি কিনা?

www.pathagar.com

জিতেছ মা!

আপনাদের মনের সমস্ত বেদনা আমরা মুছে দিতে পেরেছিতো, খালাম্মা?

রেবেকা চৌধুরী হাসি মুখে মেয়ের চিবুকে হাত রেখে বললেন, বুদ্ধিমান মায়ের ছেলেমি আব্দার! অনেক আগে থেকেই মনির পাশে শাহীনকে দেখছি, এ তো ঢেকে রাখার কিছু নয় মা!

মৌ খালার বুকে মুখ গুঁজলো। তিনি বললেন, আরও একটি শূন্য স্থান পূরণ করতে বাকি রয়েছে যে মা?

সেই শূন্য স্থান পূরণ করবার সাহস আমার নেই খালামা, সেটা মনিই দেখবে।

আমি আজ নিজেকে বড় ভাগ্যবান বলেই মনে করছি। এতো আনন্দ মনে হয় কোনদিন পাইনি মা!

মনিকা বিদেশে চলে যাওয়ার পর থেকে দু'বন্ধুতে অক্লান্ত পরিশ্রম করে চলছে। আল আমিন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের বৃহৎ কলেবর বৃদ্ধির সাথে সাথে তার যেমন ব্যয়ের হিসাব লাগামহীন ঘোড়ার মত উর্দ্ধশ্বাসে ছুটে চলেছে তেমন তার আয়ের উৎস ও শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে বর্ষার প্রমত্তা মেঘনার মত অবিশ্রান্ত গতিতে ছুটে এসে তাদের মেরুদণ্ড সুস্থ সবল রেখেছে। বছর পার হয়ে গেছে, আর একবছর পর মনিকা দেশে ফিরবে। তার আগে অনেকগুলো প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। মুনির চৌধুরী এসব ছেলে মেয়েদের দুঃসাহসিক পদক্ষেপ দেখে অত্যন্ত বিস্মিত ও মুগ্ধ হয়েছেন। তিনি হবিগঞ্জে বসে থাকতে পারেন না। প্রায় ছুটে আসেন সিলেটে। দামাল ছেলে মেয়েরা তাদের সাথে এমন বিজ্ঞ মানুষকে পেয়ে পূর্ণ উদ্যমে অব্যাহত গতিতে সামনের দিকে এগিয়ে চলার উৎসাহ উদ্দীপনা পেতে থাকে। অনেক পূর্বে তখন মনিকা দেশে ছিল, সেই সময় মৌ আর শাহীন একটা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করেছিল। তার ফলাফল কি হতে পারে সে কথা তারা ভুলেই গিয়েছিল। এমনই সময় যখন তাদের বিশ্রামের এতটুকু সময় করতে পারে না, ঠিক সেই মুহূর্তে জাপানী বৃত্তি নিয়ে টোকিও ইউনিভারসিটির আমন্ত্রণ পত্র পেয়ে গেল। সামনে মাত্র একমাস সময় আছে। মৌ তো খুশিতে ডগমগ। শাহীন বললো, এই অবস্থায় আমরা যদি দু'জনেই বাইরে চলে যাই তাহলে কে চালাবে এই বৃহৎ নৌবহর? মৌ বললো, এতো ছেলে মেয়ে তৈরী করলাম, এর মধ্যে কি এখনও শক্তিশালী কাণ্ডান গড়ে উঠেনি? তুমি একটু ডুব মেরে দেখ কত সবল হাতে আমরা বল দিতে পেরেছি, তার পরীক্ষা হোক। বাইরের সুযোগ বার বার পাওয়া যাবে না, তাছাড়া বয়স তো আর থেমে থাকছে না। এখনই সময় ডানা

www.pathagar.com

মেলবার। সামনে যে একমাস সময় আছে, এর মধ্যেই সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করতে হবে।

মৌয়ের দু'ভাই, যাদেরকে ইতিপূর্বে এর মধ্যে টেনে আনবার প্রয়োজন বোধ করেনি। এবার খেয়াল হল বড় ভাইটিকে দিয়ে কিছু করানো যায় কিনা। হামিদ আর শহীদ। তারা বয়সে মৌয়ের ছোট। হামিদ সবেমাত্র মাস্টার্স ডিগ্রী নিয়ে বাড়ী এসেছে। শহীদ অনার্স পড়ছে। হামিদকেই টেনে নিয়ে এলো মৌ। হামিদ মেধাবী ছেলে কিন্তু তার আপার মত এমন সমাজকল্যাণমূলক কাজের প্রতি কোন উৎসাহ ছিল না। সে অধিকাংশ সময় ঢাকাতে থেকেই পড়াশোনা করেছে। কোনদিন ধারণাও করেনি যে তার আপারা এমনভাবে পর্বত চূড়ায় দাঁড়িয়ে অনাবিল হাসিতে দিগন্ত জোড়া ঢেউ সৃষ্টি করতে পারবে। অল্পতেই তার মনের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে গেল। শাহীন বললো, যেমন ভাই তেমন বোন। মৌ বললো, তোমার ভাইটি এবার এইচ.এস.সি পাশ করলো, তাকে আর ফেলে রাখা কেন! সিলেটের কলেজে ভর্তি করে দেব, দেখবে সে তোমার মত অভিজ্ঞতা নিয়ে আপন ইচ্ছায় কিছু দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেবে।

সন্ধ্যার পর পরই মৌ এই শুভসংবাদটি মনিকাকে জানাতে টেলিফোন করলো।

হ্যালো!

মৌ!

হ্যাঁ!

সংবাদ সব ভাল তো?

ভাল আর কই! দুঃসংবাদই বলা যায়।

সেকী! তাড়াতাড়ি বলে ফেল, আমি যে ভয় পেয়ে যাচ্ছি।

সেই জাপানী বৃত্তিটা পেয়ে গেছি, একমাস পরেই যেতে হবে।

অপর প্রান্ত থেকে আনন্দের হাসি ভেসে এলো! দুর হতভাগী, এত বড় শুভ সংবাদটা তুই দুঃসংবাদ বলে শুনিয়ে দিলি! তুই একা?

তোর কি মনে হয়?

জুটি যে ভাঙ্গবে না, তা আমি নিঃশ্চিত।

ঠিক। তবে কি, জুটি বাঁধা আমাদের মানায় না, কেবল মহড়া দিয়ে যাচ্ছি।

যা ফাঁক ফোকর ছিল তা এবার মুছে গেল। আর মহড়া নয় একেবারে শক্ত বাঁধন চাই।

www.pathagar.com

জুটি আমিই বেঁধে দেব, তবে নিজের সাথে নয় বন্ধুর সাথে।

বন্ধুতো আমাদের অভাব নেই, তবে জানতে পারি কি কে সেই বন্ধুটি!

এখন বলব না।

না বলিস তা আমার বয়েই গেল। গোপন কথা তোর ঝুলির মধ্যেই থাক। আমিও কিন্তু প্রতিশোধ নেওয়ার ফন্দি আট্‌ছি। শেষে যেন চিংড়ি মাছের মত ছিটকে পড়িসনে।

বন্ধু যদি কলা গাছের সাথেও জুটি বেঁধে দেয়, তবু মনে করব রাজপুত্র। অপর প্রান্ত থেকে হিহি করে হাসির শব্দ ভেসে এলো।

আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি মৌ। আমরা ভিন জাতির কাছ থেকে মণি মাণিক্য সংগ্রহ করে দেশে ফিরে নিজ জাতির শির উঁচু করে দিতে পারব, কি বলিস?

আমরা বড় আশাবাদী, তাই অদৃশ্য কোন হস্ত যেন আমাদের শক্তি জুগিয়ে যাচ্ছে। মনি! খালুজান হবিগঞ্জের এক নিভৃত পল্লীতে পাচ বিঘার একটি প্লট আমাদের ট্রাস্টের নামে কিনে দিয়েছেন। আমরা সেখানে হাইস্কুল, কলেজ, সেবা নিকেতন করব।

সত্যি?

আমি কি মিথ্যে কথা বলি?

বাবার এই উদারতায় আমি গর্বিত।

খালাম্মা আর খালুজানকে সিলেটে নিয়ে এসেছিলাম, আমাদের কার্যক্রম দেখে এতো খুশী হয়েছেন যে তারা যেন সিলেট ছেড়ে হবিগঞ্জে যেয়ে থাকতে পারছেন না। খালুজান প্রায়ই এখানে থাকেন।

তোর এই কৃতিত্বের জন্যে পুরস্কারের কথা ঘোষণা করে খাটো করতে চাইনে, আর ধন্যবাদ জানাবার ভাষাও যেন আমার ঝুলিতে খুঁজে পাচ্ছিনে। আমি যেন আমার নেই। আমাকে তুই কিনে নিয়েছিস। আজ এই পর্যন্ত থাক। আমি এখনই আনিসকে এই শুভ সংবাদটি দিয়ে দিই। খোদা হাফেজ।

সময় ফুরিয়ে এসেছে, তাই ওদের কাজের মাত্রাও বেড়ে গেছে। হাসপাতালের কাজটি ওরা শেষ করে যেতে পারে কিনা তার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে মৌয়ের ভাই হামিদ আর শাহীনের মেজ ভাই মঈন সবার দৃষ্টি কাড়তে সক্ষম হয়েছে। শাহীনের যে আশংকা ছিল তা রইলো না। আবার শিরিনা যেন সবাইকে ছাড়িয়ে যেতে চায়। সময় যখন ফুরিয়ে এলো তখন শাহীনের হাতে যে

www.pathagar.com

হেড অফিসের দায়িত্ব ছিল, সেটা শিরিনাকেই দেওয়া হল। হামিদ আর মঈন শিরিনার পরামর্শ মত সমস্ত জেলা শহরের সাথে যোগাযোগ রাখবে। আর বাদ বাকি যার যে দায়িত্ব দেয়া আছে, তারা স্ব স্ব দায়িত্ব পালন করবে। সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করে সবার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে শাহীন আর মৌ ঢাকা চলে গেল। একদিন বিশ্রাম নিয়ে পরের দিন উনত্রিশ তারিখ রাত সাড়ে এগার টার সময় সিঙ্গাপুর বিমানে টোকিও যাত্রা করলো।

বর্তমান পৃথিবী ছোট হয়ে প্রায় হাতের মুঠায় চলে এসেছে। তাই এতো বড় বৃহৎ প্রতিষ্ঠানটি চালাতে কোন সমস্যাই দেখা গেল না। শিরিনা প্রখর বুদ্ধি রাখে। মনিকা তাকে হাতে করে গড়েছে, তাই সে তারই প্রতিচ্ছবি যেন। তার পরিচালনা পদ্ধতি দেখে বড় বড় মাথা ওয়ালারাও বিস্মিত হয়ে যায়। চৌধুরী দম্পতিকে সে মা বাবা বলে জানে। সে যে এই বিরাট দায়িত্বের বোঝা কাঁধে নিয়েছে তাতে একটুও ভীত নয়। সব পদক্ষেপেই মা বাবার দোয়া আর পরামর্শ না নিয়ে কোন নির্দেশ দেয় না। চৌধুরী দম্পতিও তাকে নিজের মেয়ের মত করে লালন পালন করেছেন। এখন বড় হয়েছে, তার বুদ্ধি জ্ঞান হয়েছে, তবু সে যেন এখনও তাদের কাছে সেই ছোট্ট শিশুটিই রয়ে গেছে। কারণ তাদের সাথে শিরিনার ব্যবহার আজও শিশুর মতই মোলায়েম।

শিরিনা কর্মঠ মেয়ে। কলেজে যায়, কেন্দ্রীয় অফিসের কাজ করে আবার সন্ধ্যার পর দু'ঘন্টা নার্সিং স্কুলে ক্লাশ করে। ভোর থেকে রাত বারটা পর্যন্ত তাকে অক্লান্ত পরিশ্রম করতে হয়। মালতী তাকে সাহস জোগায়। চৌধুরী সাহেবও সপ্তাহে সপ্তাহে আসেন, এক রাত থেকে চলে যান। বড় মায়া হয়ে গেছে এসব মেয়েদের সাথে। কি মনে করে তিনি শহরের অভিজাত এলাকায় একটি সুন্দর বাড়ী কিনেছেন। মাঝে মাঝে চৌধুরী দম্পতি সেখানে কিছু দিন সময় কাটিয়ে যায়। এতে শিরিনার মনোবল যেমন বৃদ্ধি পায়, তেমন নিজেকে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যে বাধাহীন নদী কুলুকুলু নাদে বয়ে যায় সাগর সঙ্গমে, তেমন শিরিনার বিচিত্র জীবন বাধাহীন দূর্বার গতিতে ছুটে চলেছে নারী জাগরণের বিজয় পতাকা হাতে করে। সে বুঝে নিয়েছে নারীর অধিকার নারীকেই প্রতিষ্ঠা করতে হবে। মনিকার ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটাতে মৌ আর শাহীন যে কাজ অসমাপ্ত রেখে গিয়েছিল সেটা তাদের দেশে ফিরবার আগেই সমাধা করতে চায়। শিরিনা হাসপাতাল আর বাসভবনের কাজটি নিজেই তদারকি করে। সে জানে মনি আপা দেশে ফিরে হাসপাতাল চালু করবে আর এখানেই আগামী দিনের সংসার পাতবে। আপা বিয়ে করবে মনের মত বর পাবে। তার বুঝতে বাকি নেই, কে হবে তার

www.pathagar.com

দুলাভাই। খুব সুন্দর মানাবে। কত আনন্দই না হবে সেদিন। মনে মনে সে পুলকিত হয়।

মনিকার সময় শেষ হয়ে এসেছে। তার অনেক সুযোগ আছে, ইচ্ছা করলে আরও কয়েক বছর থেকে যেতে পারে। এ ব্যাপারে ডাক্তার রোজ তাকে সাহায্য করতে পারেন। কিন্তু সে বিনয়ের সাথে সেই সুযোগ এড়িয়ে যেতে পারলো। দেশের জন্যে তার অনেক দায়িত্ব রয়েছে। তার বন্ধুরা হাসপাতাল করেছে, তার ফিরবার অপেক্ষায় সবাই দিন গুনছে। দেশে ফিরেই তাকে হাসপাতালের দায়িত্ব গ্রহণ করতে হবে। এদেশে এসে সে যা অর্জন করতে পারল তা বাঙালী চিন্তাধারার আমূল পরিবর্তন করার পক্ষে যথেষ্ট। সে আনিসের সাথে যোগাযোগ রেখে এসেছে। সে আরও কয়েক মাস আগেই দেশে যেতে চেয়েছিল কিন্তু মনিকার ইচ্ছা নয় আনিস একাই দেশে ফিরুক। কেন তাকে ধরে রাখা, তা সে নিজেই জানে, কাউকে বুঝতে দেয়নি। আনিস নিজেই জানে না মনিকা কেন তাকে আটকে রাখছে। আনিস বড় লোকের ছেলে, তার পর আবার ব্যারিস্টার। দেশে তার অনেক মূল্য। বিশেষ করে অনেক সুন্দরী কন্যার পিতা মাতারা টোপ দিয়ে তাকে গাঁথতে চাইবে। শাহীন আর মৌ রয়েছে জাপানে, সে থাকবে আমেরিকায়, সঙ্গীহীন আনিস ভুল করে সেই টোপ একবার গিলে ফেললে আর ফেরাবার পথ থাকবে না। সে যে আনিসের সাথে মৌয়ের জুটি বাঁধতে চায় তার সেই গোপন ইচ্ছাটি এখনও কারও কাছে প্রকাশ করেনি। এখনই সময় এসেছে আনিসকে বেঁধে ফেলার। তার বিশ্বাস আনিস মৌকে প্রত্যাখান করবে না বরং হাসি মুখে বরণ করে নেবে। তবু দূরে থেকে সে প্রস্তাব দিতে চায় না, কাছে থেকে সম্মতি পেতে চায়।

নির্দিষ্ট দিনে মার্কিনী বন্ধুদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মনিকা লন্ডন চলে গেল। হিথ্রু বিমানবন্দরে আনিস তার জন্যে অপেক্ষা করছিল। দীর্ঘ বছর পর দু'বন্ধুর সামনা সামনি সাক্ষাৎ, এক অনাবিল আনন্দ তাদের দীর্ঘক্ষণ আলিঙ্গনাবদ্ধ করে রাখলো। লন্ডনে দু'দিন অবস্থান করে ওরা গেল প্যারিসে। নয়নাভিরাম সমুদ্র সৈকতের বেলাভূমিতে বসে দু'বন্ধু যেন কিছুক্ষণ এজগৎ সংসার থেকে হারিয়ে গেল। পেছনে ফেলে আসা দিনগুলির কথা কত আবেগ উচ্ছাস ভরে আলোচনা করলো। আর তো ফিরে পাবে না সেই ছেলে বেলার রঙিন দিনগুলো। শিক্ষা জীবন শেষ করতে এসে দাঁড়ালো যৌবনের দ্বার প্রান্তে। এখন আর এক জগতে প্রবেশের প্রতিক্ষায় আছে। মনিকা বললো- আনিস। দেশে ফিরে যেয়ে আর হয়তো একা থাকতে পারব না আমরা। বিধাতার নিয়মতো লঙ্ঘন করবার ক্ষমতা

www.pathagar.com

আমাদের নেই। আমাদের মত ছেলে মেয়েরা আগে থেকেই জুটি বাঁধে আমাদের দেশেও যেমন, পশ্চিমা জগতেও তেমন। কিন্তু আমরাই যেন ব্যতিক্রম। সেটা কোন দিন ভেবেও দেখেনি। তুমি কি ভেবেছ আনিস। কাকে নিয়ে তুমি ঘর বাঁধবে। কার প্রেম সুধা আকণ্ঠ পান করে তুমি ধন্য হবে?

আগে ভেবে দেখেনি। পড়া শোনা শেষ করেই যেন এই অনুভূতি জেগে উঠলো। মনে মনে যে খুঁজে ফিরছি না তা নয়।

পেয়েছ কাকেও?

কত ছবি দেখি মনে মনে ভাবি কাকে বেছে নেব কিন্তু কেন যে পারি না মনি তা তোমাকে বুঝাব কেমন করে।

আর তো সময় নেই, এখনই যদি যোগ্য পাত্রীর সন্ধান না পাও তাহলে সুখের নীড় বাঁধবে কবে?

একটি ছবিই আমাকে বড় অস্থির করে তোলে, আমি যখনই হাত বাড়াই সে তখন কৌতুক করে পালিয়ে যায়। এমনই করে বার বার আসে আর যায়। ধরা দিতে আসে, সে আবার কেন যে ধরা দেয় না, সেটাই আমাকে পীড়ন করে।

বল না আনিস। কে সেই সুন্দরী, যে তোমার সাথে লুকোচুরি খেলে?

যদি বলি তুমি।

মিথ্যে কথা। এটা তোমার এড়িয়ে যাবার বাহানা।

তবে তুমিই বলে দাও মনি।

তুমি খুব ধূর্ত খেলোয়ার। আমার মুখ দিয়েই তুমি শুনতে চাও তোমার মানস প্রতীমার হৃদয় গলানো নামটি?

তাই চাই।

যে তোমায় জুগিয়েছে সাহস, দিয়েছে জয়ী হওয়ার প্রেরণা, যে তোমার হৃদয় জুড়ে বসে প্রেমের গান গেয়ে করেছে তোমাকে মুগ্ধ, সেই সুন্দরীর নাম ফারিয়া সুলতানা মৌ।

আনিস মনিকার হাত ধরে বললো, মনি বন্ধু আমার! তুমি ডাক্তার, রোগের চিকিৎসা তোমার। অন্তরের গোপন অনুভূতির চিকিৎসা তুমি কোথায় পেলে?

যেখানে পাই সেটা বড় কথা নয়, কিন্তু রোগ বুঝে চিকিৎসা করতে পেরেছি কিনা তাই বল।

পেরেছ। কিন্তু তোমার?

www.pathagar.com

তোমার প্রিয়তমাই আমার সঙ্গী নির্বাচন করে রেখেছে। তার কাছে জেনে নিও।

তাহলে আমার জন্যে তুমি, তোমার জন্যে আমার বউ?

মনে কর তাই।

তাহলে আর দেরী করা কেন। চল দেশে ফিরে যাই।

যাব। দেশের মাটিতে পা দিয়েই যেন চার চক্ষুর মিলন হয়, এতোটুকু সময় ভিক্ষা চাই।

ঢাকা বিমান বন্দরে অলৌকিকভাবে চার বন্ধুর মিলন হয়ে গেল। কেবল মনিকার কৌশলেই এটা সম্ভব হয়েছে। সে চেয়েছিল সবাইকে অবাক করে দিতে। কিন্তু অবাক কেউ হয়নি। কেননা বন্ধুরা বুদ্ধির বেলায় কেউ পিছিয়ে নেই। ঢাকায় কয়েকদিন তাদের কর্মব্যস্ত সময় কাটাতে হল। বৃহত্তর সিলেটের বড় বড় নেতা, যারা ঢাকাতে অনেক সম্মানের আসন অলংকৃত করে রেখেছেন, সেই সব জ্ঞানী গুণীর কাছে তারা দেখা করলো। তাদের প্রতিষ্ঠিত আল আমিন হাসপাতালের বর্ণাঢ্য উদ্বোধন করতে চায়। যোগাযোগ করে অর্থমন্ত্রীর সহযোগিতায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রী দাওয়াত পত্র গ্রহণ করলেন। সেই সাথে স্বাস্থ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী রাজনৈতিক সচিব, স্থানীয় পার্লামেন্ট সদস্য, আরও সিলেটের যে সব গণ্যমান্য ব্যক্তি ঢাকাতে থাকেন, সবাইকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে চার বন্ধু বিমানে ঢাকা ত্যাগ করলো।

সিলেটে ফিরে চার বন্ধুর অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে দিন কাটাতে হচ্ছে। হাসপাতালের সমস্ত কাজ ইতিপূর্বে শেষ হয়ে গেছে। আগামী সপ্তাহে উদ্বোধন হবে। সময় বেশী না থাকাতে তাদের অবসর নেই। পাবলিসিটি করা, তাদের আল আমিন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সব কর্মচারী এবং তারা যে সব দরিদ্র মানুষের সেবাদান করে, তাদের সব সিলেটে আনবার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের সামনে প্যান্ডেল করা হয়েছে, উঁচু মঞ্চ তৈরী করা হয়েছে। নির্দিষ্ট দিনে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী এবং নিমন্ত্রিত অন্যান্য নেতৃবৃন্দ এলেন। প্রায় লক্ষাধিক নারী পুরুষের সমাগম। ট্রাস্টের সমস্ত মহিলা কর্মীরা সামনে আসন নিয়েছে। বিপুল করতালির মধ্যে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী কেটে আল আমিন হাসপাতালের উদ্বোধন করলেন। এবার তিনি মঞ্চে আরোহণ করলেন। শিরিনা আখতার মানপত্র পাঠ করলো। ডাক্তার মনিকা চৌধুরী সংক্ষেপে আল আমিন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট গঠনে কলেজের মেয়েরা কিভাবে এগিয়ে এসেছিল, কত বাধা বিপত্তি ডিঙিয়ে কিভাবে বৃহত্তর সিলেটে এর কার্যক্ষেত্র সম্প্রসারণ করতে পেরেছে, কে কেমন ভূমিকা পালন

www.pathagar.com

করেছে, সব বিস্তারিত বর্ণনা করলো। গোড়া থেকেই ওটা মেয়েদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, এখনও শতকরা পঁচানব্বই ভাগ মেয়েদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। মাত্র পাঁচ ভাগ ছেলে আমাদের সাথে মিশে কঠোর পরিশ্রম করে এর অগ্রগতি বৃদ্ধিতে সাহায্য করছে। ট্রাস্টের কাজ সমাজের অবহেলিত নারী পুরুষ, পথহারা ভাসমান শিশু কিশোর, তরুণ তরুণী, যুবক যুবিতী, এতিম মিসকিন, দুঃস্থ, পঙ্গুদের খুঁজে খুঁজে বের করে তাদের সব রকম সাহায্য করা। তাদের চিকিৎসা, লেখা পড়া, কুটির শিল্প শিক্ষা, নার্সিং শেখানো হয়। যাদের পায়ের তলে মাটি নেই তাদের শক্ত ভিতের উপর দাঁড় করানোই ট্রাস্টের একমাত্র উদ্দেশ্য। দেশের সিংহভাগ মানুষ পল্লীতে বাস করে বিধায় এরা অধিকাংশ গরীব মানুষ। ভাল খেতে পরতে পারে না। দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত এই সব অবহেলিত মানুষের সন্তানরা বিনা চিকিৎসায় অপুষ্টিতে ভুগে অকালে ঝরে যাচ্ছে। তাই আমরা এই সব দরিদ্রদের বিনামূল্যে চিকিৎসার জন্যে এই আল আমিন ট্রাস্ট হাসপাতাল করেছি। আমরা বিত্তবানদের এর সাহায্যে এগিয়ে আসার জন্যে আহ্বান জানাচ্ছি।

কয়েকজন নেতৃবৃন্দের ভাষণের পর তুমুল করতালির মধ্যে মাননীয়া প্রধান মন্ত্রী বক্তব্য শুরু করলেন। বিশাল মেয়ে বাহিনী, মাত্র গুটি কয়েক ছেলে নিয়ে মানব সেবার এমন অবিশ্বাস্য অগ্রগতি লাভ করেছে– এটা আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে দুরূহ কাজ। আমি অত্যধিক আনন্দিত যে, আমাদের দেশের অবহেলিত নারী সমাজ বুঝতে শিখেছে দেশের ও দশের জন্যে তাদেরও কিছু করবার অধিকার আছে এবং প্রচণ্ড মনোবল নিয়ে দাঁড়াতে পারলে অসম্ভবকে তারা সম্ভব করতে পারে। মনিকা আর মৌয়ের মত মেয়ে, শাহীন আর আনিসের মত ছেলেই আমাদের দেশে এখন সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন। আজ যদি জিলায় জিলায় এমন করে ছেলে মেয়ে তৈরী হয়ে যায় তাহলে উন্নত বিশ্বের সারিতে দাঁড়াতে আমাদের একটুও বেগ পেতে হবে না। প্রাণ খোলা হাসি, কষ্ট সহিষ্ণু, উদার মনোভাব, সর্বত্যাগী এই সব সোনার ছেলে মেয়েদের প্রতি আমার হৃদয় নিঙড়ানো ভালবাসা ঢেলে দিয়ে যাই। আমার ব্যক্তিগত তহবিল হতে দুঃস্থদের সেবায় ট্রাস্টের ফাণ্ডে দশ লক্ষ টাকা দেওয়ার ঘোষণা দিচ্ছি।

তুমুল করতালির মধ্যে মাননীয়া প্রধানমন্ত্রী তার মূল্যবান ভাষণ শেষ করলেন।

আজ শুক্রবার। আল আমিন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের কর্মকর্তা কর্মচারী এবং এর সাথে জড়িত সমস্ত অবহেলিতদের আনন্দের দিন। শহরের অফিসার্স ক্লাবে বর্ণাঢ্য বিবাহের আয়োজন। একটি সুসজ্জিত মঞ্চের এক দিকে বর আসনে ডক্টর শাহীনুর রহমান শাহীন, তার বাম পার্শ্বে অপূর্ব সাজে সজ্জিতা ডাক্তার মনিকা চৌধুরী।

www.pathagar.com

অপর দিকে ব্যারিষ্টার আনিস চৌধুরী, তার বামপাশে ডক্টর ফারিয়া সুলতানা মৌ। অভ্যাগত দের আপ্যায়ন করা হয়ে গেছে। শুভ বিবাহের আনুষ্ঠানিকতাও সম্পন্ন হয়ে গেছে। এমনই সময় মুনীর চৌধুরী উঠে দাঁড়ালেন, হাতে একখানা রেজেষ্ট্রিকৃত উইল। তিনি পড়ে শোনালেন, আমার হবিগঞ্জের তিন তলা বাড়ী আর বলধা চা বাগান আমি এবং আমার স্ত্রী যতদিন বেঁচে আছি ততোদিন ভোগ দখল করবো। আমাদের মৃত্যুর পর বাড়ী এবং চা বাগান আল আমিন ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের অধিকারে চলে যাবে। আমার কোন ওয়ারিশ দাবী করতে পারবে না। আমার সঞ্চিত অর্থ এবং গ্রামের সম্পদ বড় মেয়ে মনিকা চৌধুরী এবং সিলেটের বাড়ী ছোট মেয়ে শিরিনাকে দিলাম।

দলিল তিনি জামাতা শাহীনের হাতে দিয়ে দিলেন। এবার নব দম্পতিরা অপূর্ব সাজে সজ্জিত দু'টি গাড়ীতে করে নতুন ভবনে যাত্রা করলো।■

www.pathagar.com

বজলুর রহমান ভারতের চব্বিশ পরগনা জেলার বাজিতপুরে ১৯৪০ সালে মাতুতালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পৈত্রিক নিবাস বেনাপোল কোর্ট থানার পোড়াবাড়ীতে তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপ্ত হয়।

বেনাপোল হাইস্কুলে অষ্টম শ্রেণীতে অধ্যয়নকালে প্রথম ছোটগল্প লেখার মাধ্যমে সাহিত্য চর্চা শুরু করেন তিনি। নবম শ্রেণীতে অধ্যয়নরত অবস্থায় তিনি উপন্যাস লেখা শুরু করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ

কোরান মঞ্জিল লাইব্রেরী, বরিশাল থেকে প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ হলো : উপন্যাস - সাক্ষী, মহালগ্ন, মোহভঙ্গ, রূপান্তর, সাগরের কত রঙ। ছোট গল্প - ব্যর্থ প্রেম।

আহসান পাবলিকেশন, ঢাকা থেকে প্রকাশিত উপন্যাস – অপূর্ব পৃথিবী ও অপরূপ।

বজলুর রহমান এই পরিণত বয়সেও আরো লেখার আশা পোষণ করেন। পাঠকদের উৎসাহ-ই তাঁর লেখার মূল শক্তি।

ISBN : 984-32-2224-5

www.pathagar.com